শিশু সাহিত্য-সম্রাট কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

কুলদাকিশোর

গল্প-চতুষ্টয়

পুরাণের গল্প, কথাসরিৎসাগর, বেতাল
পঞ্চবিংশতি ও রবিন্ হুড্ এই চারিটি
গ্রন্থের সংকলন

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : সমর দে

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

উপহার

প্রকাশকের নিবেদন

শিশুসাহিত্য-সম্রাট ৺কুলদারঞ্জন রায়ের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গল্প-গ্রন্থগুলি দীর্ঘকাল ধরে কিশোর-কিশোরীদের মনোরঞ্জন করে আসছে। তাঁরই লেখা চারখানি শ্রেষ্ঠ বই—'পুরাণের গল্প', 'কথাসরিৎসাগর', 'ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও চিরনবীন কাহিনী 'রবিন্ হুড্' একসঙ্গে গেঁথে, আরও অনেক বেশি ছবি দিয়ে সাজিয়ে 'কুলদা-কিশোরগল্পচতুষ্টয়' নামে প্রকাশ করা হল। ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে এই সংকলনটির যে জুড়ি মিলবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। আশা করি, কুলদারঞ্জনের স্মৃতিপুত এই গল্প-সংকলনটি বাংলার ঘরে ঘরে শোভা পাবে।

ইতি

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

বিঃ দ্রঃ—বর্ণিত কুলদারঞ্জনের এই চারখানি বইয়ের প্রকাশক আমরাই এবং এগুলির সর্বস্বত্বও আমাদেরই।

সূচীপত্র

পুরাণের
গল্প

'পুরাণের গল্প'-এর সূচীপত্র

গরুড়ের দর্পচূর্ণ ঃ ব্রহ্মপুরাণ

নাগ মাত্রই গরুড় পক্ষীর খাদ্য, সেই জন্য গরুড়ের নাম শুনিলেই নাগদের বড় ভয় হয়। অনন্তনাগের পুত্র মণিনাগ খুব ক্ষমতাশালী ছিল; সে গরুড়ের ভয়ে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিল। মহাদেব তাহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"তুমি কি বর চাও বল।" মণিনাগ বলিল—"প্রভু! গরুড় যেন আমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, আপনি আমাকে এই বর দিন।" মহাদেব সন্তুষ্টচিত্তে মণিনাগকে সেই বর দিলেন। মহাদেবের বরে নির্ভয় হইয়া মণিনাগ, যেখানে বিষ্ণুর বাহন গরুড় বাস করিত সেখানে গিয়া, বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। গরুড়ের ত রাগ হইবার কথাই—সে মণিনাগকে ধরিয়া তাহার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। এদিকে নন্দী তাহার প্রভু মহাদেবকে বলিল—"প্রভু! মণিনাগ যে গেল আর ফিরিয়া আসিল না কেন? নিশ্চয় গরুড় তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে কিংবা তাহার ঘরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" মহাদেব সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া বলিলেন—"নন্দিন্! গরুড় মণিনাগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তুমি শীঘ্র বিষ্ণুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর এবং মণিনাগকে লইয়া আইস।"

নন্দী বিষ্ণুর নিকটে গিয়া, তাঁহাকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া মহাদেবের কথা জানাইল। নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া গরুড়কে বলিলেন—"হে বিনতানন্দন! তুমি আমার অনুরোধ রাখ, মণিনাগকে নন্দীর নিকট ফিরাইয়া দাও।" গরুড় বলিল—"না, আমি কিছুতেই দিব না। নাগ আমার খাদ্য, আমি তাই মণিনাগকে ধরিয়া আনিয়াছি। আপনি এখন উহাকে ছাড়িয়া

দিতে বলিতেছেন—এটা আপনার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। প্রভু মাত্রই ভৃত্যদিগকে ভাল ভাল জিনিস দিয়া থাকে, কিন্তু, আপনি আমাকে কিছুই দেন না। এখন আমি নিজে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও আবার ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন! আমার পিঠে চড়িয়া, আমার বলেই ত আপনি যুদ্ধের সময় দৈত্যদিগকে জয় করেন—সে কথাটা কি একবারও মনে ভাবেন না?”

গরুড়ের অহঙ্কার দেখিয়া বিষ্ণু হাসিয়া বলিলেন—“ওহে গরুড়! তুমি আমাকে বহন করিয়া থাক এবং তোমার বলেই আমি দৈত্যদিগকে জয় করিয়া থাকি—এ অতি উত্তম কথা বলিয়াছ। তোমার যথেষ্ট শক্তি আছে, সেটা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটা একবার বহন কর দেখি!” এই বলিয়া বিষ্ণু নন্দীর সাক্ষাতেই নিজের আঙ্গুল গরুড়ের মাথায় রাখিলেন। বিষ্ণুর আঙ্গুলের চাপে গরুড়ের মাথা তাহার কাঁধের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তাহার কাঁধ চ্যাপটা হইয়া গেল! বেচারি গরুড় তখন প্রাণের দায়ে যোড় হস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি বন্দনা করিয়া বলিল—“হে প্রভু! হে নারায়ণ! আমি আপনার ভৃত্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আমার প্রভু! ভৃত্য শত অপরাধ করিলেও প্রভু তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন!”

গরুড়ের দুর্দশা দেখিয়া লক্ষ্মীর দয়া হইল, তিনিও তাহার মুক্তির জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। তখন নারায়ণ নন্দীকে বলিলেন —“তুমি গরুড়ের সহিত এই মণিনাগকে শিবের নিকট লইয়া যাও। শিবের অনুগ্রহে গরুড় আবার তাহার নিজের শরীর ফিরিয়া পাইবে।”

নন্দী মণিনাগের সহিত গরুড়কে শিবের নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহাদেব তখন গরুড়কে বলিলেন— “হে বিনতানন্দন! তুমি গৌতমী-গঙ্গায় গিয়া স্নান কর, তাহা হইলে তোমার নিজের শরীর ফিরিয়া পাইবে।”

মহাদেবের উপদেশ মত গরুড় গৌতমী-গঙ্গায় স্নান করিয়া, পুনরায় বজ্রের মত কঠিন সোনার শরীর পাইয়া, বিষ্ণুর নিকট ফিরিয়া গেল।

গৌতম ও মণিকুণ্ডল : ব্রহ্মপুরাণ

গৌতমী-গঙ্গার দক্ষিণ পারে ভৌবন রাজার রাজ্যে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহার পুত্রের নাম ছিল গৌতম। গৌতম নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও, তাহার স্বভাব অতিশয় মন্দ ছিল। সেই রাজ্যে মণিকুণ্ডল নামে একজন ধনবান্ বণিক্ থাকিত। তাহার সহিত গৌতমের এরূপ বন্ধুতা ছিল যে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

একদিন গৌতম মণিকুণ্ডলকে বলিল—"বন্ধু! চল আমরা বিদেশে গিয়া ধন উপার্জন করি।" মণিকুণ্ডল বলিল—"আমার পিতা বিস্তর ধন রাখিয়া গিয়াছেন, আর ধন দিয়া আমি কি করিব?" কিন্তু গৌতম কিছুতেই শুনিল না, নানা রকমে বুঝাইয়া মণিকুণ্ডলকে রাজি করাইল। মণিকুণ্ডল লোকটি নিতান্ত সরল এবং সাদাসিধা, সে তাহার সমস্ত ধন গৌতমের হাতে দিয়া বলিল—"বন্ধু! তবে আর দেরি কেন? চল আমরা এখনই বিদেশযাত্রা করি।"

পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া, তুইজনে গোপনে বাহির হইয়া গেল। তুষ্ট ব্রাহ্মণের মনের ইচ্ছা এই যে, বণিক্‌কে ঠকাইয়া কোন উপায়ে তাহার ধন কাড়িয়া লইবে। বেচারি মণিকুণ্ডল নিতান্ত ভাল মানুষ, সে ব্রাহ্মণের তুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না। একদিন গৌতম মণিকুণ্ডলকে বলিল—"বন্ধু! অনেক ভাবিয়া

দেখিলাম, পৃথিবীর ধার্মিক লোকেরাই যত কষ্ট ভোগ করে, আর অধার্মিকেরা বেশ সুখে দিন কাটায়। তাই আমি বলি যে ধর্মের দ্বারা মানুষের কোন লাভ নাই!”

মণিকুণ্ডল লোকটি খুবই ধার্মিক ছিল, গৌতমের কথায় সে ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—“ছিঃ বন্ধু! ও কি কথা বলিতেছ? ধর্ম ছাড়িয়া অধর্ম! তাহা কখনই হইতে পারে না। যেখানে ধর্ম সেখানে সুখ। যেখানে পাপ সেখানে যত দুঃখ, যত ক্লেশ।” এ তর্কের কিছুতেই মীমাংসা হইল না। তখন তাহারা এই পণ করিল যে, লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার জয় হইবে, সে অপরের সমস্ত ধন পাইবে।

পথে চলিতে চলিতে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই তাহারা এই প্রশ্ন করিল—“ধর্ম আর অধর্মের মধ্যে কাহার শক্তি বেশী?” প্রায় সকলেই বলিল—“মহাশয়! যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয় যে অধর্মই বড়। কেননা, ধার্মিক লোকেরাই যত কষ্ট ভোগ করে আর দুষ্ট লোকেরা বেশ সুখে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।” তখন গৌতমই জিতিল এবং পণ অনুসারে বণিকের সমস্ত ধন তাহার হইল। কিন্তু সাধু মণিকুণ্ডল তবু ধর্মের প্রশংসা ছাড়িল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিল—“হে বণিক্! এই মাত্র তোমার সমস্ত ধন জিতিয়া লইয়াছি, তবু তুমি সেই ধর্ম ধর্মই করিতেছ? তোমার মত নির্লজ্জ দেখি নাই।” মণিকুণ্ডল ব্রাহ্মণের কথায় কর্ণপাত করিল না, ধর্মেরই গুণগান করিতে লাগিল।

তখন দুষ্ট ব্রাহ্মণ আবার বলিল—“আচ্ছা! তাহা হইলে চল এবারে দুটি হাত পণ রাখি। যাহার হার হইবে, তাহারই হাত দুটি কাটা যাইবে।” মণিকুণ্ডল তাহাতেই রাজি হইল।

তারপর পূর্বের মত লোকদিগকে প্রশ্ন করিয়া ঠিক পূর্বের মতই উত্তর পাইলে পর ব্রাহ্মণ বলিল—“আমারই জয় হইয়াছে।” এই বলিয়া বেচারি বণিকের হাত দুখানি কাটিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল- -"ধমটাকে এখন কেমন মনে হয় ?" সাধু মণিকুণ্ডল বলিল—"প্রাণ গেলেও ধর্মকেই বড় মনে করিব।"

তারপর দুইজনে চলিতে চলিতে, গঙ্গাতীরে এক মন্দিরের নিকটে গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া আবার তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম এবং অধর্মের তর্ক উঠিল। মণিকুণ্ডলের মুখে পূর্বের মত ধর্মেরই গুণগান শুনিয়া, পাপিষ্ঠ গৌতম বলিল—"তোমার ধন গিয়াছে, হাত দুখানি কাটা গিয়াছে, এখন আছে শুধু প্রাণটুকু। এখনও যদি তোমার জেদ না ছাড়, তবে তলোয়ার দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" মণিকুণ্ডল হাসিয়া বলিল—"তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার কিন্তু তবু আমি ধর্মকেই বড় বলিব। যে পাপিষ্ঠ ধর্মের নিন্দা করে, তাহাকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়।"

মণিকুণ্ডলের কথায় ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিল—"তবে আইস এবারে পণ করি, যে হারিবে তাহার প্রাণ যাইবে।" বণিক্ তাহাতেই সম্মত হইল। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহারা পুনরায় পূর্বমতই উত্তর পাইল। তখন দুরাত্মা ব্রাহ্মণ, মণিকুণ্ডলকে হরিমন্দিরের সম্মুখে মাটিতে ফেলিয়া, তাহার চক্ষু দুটি তুলিয়া লইয়া বলিল—"বণিক্! সর্বদা ধর্মের প্রশংসা করিয়া তোমার ধন গিয়াছে, হাত গিয়াছে, চক্ষু দুটিও হারাইলে। সুতরাং আর ওরূপ কথা মুখে আনিও না—আমি এখন চলিলাম।" মন্দিরের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া মণিকুণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল—"হা ভগবান্! ধর্মের জন্য আমার এ দুর্দশা হইল কেন?" এরূপ অসহায় অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

সে দিন ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী। সেই দিনে রাক্ষসরাজ বিভীষণ, হরিমন্দিরে পূজা করিবার জন্য সেখানে আসিতেন। রাত্রি হইলে পর, বিভীষণ লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই মন্দিরে আসিয়া, হরির পূজা করিতে লাগিলেন। পূজার পর তাঁহার পুত্র

পরম ধার্মিক বৈভীষণি, সেই বণিক্‌কে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া পিতাকে সমস্ত কথা জানাইল। তাহাতে পরম দয়ালু বিভীষণ পুত্রকে বলিলেন—"বাবা! পূর্বকালে লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য হনুমান একটা প্রকাণ্ড পর্বত তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই পর্বতে 'বিশল্যকরণী' ও 'মৃতসঞ্জীবনী' এই দুইটি মহৌষধ ছিল। এই ঔষধের গুণে লক্ষ্মণ জীবিত হইলে পর, হনুমান পর্বত লইয়া ফিরিয়া যাইবার পথে, এই মন্দিরের নিকটে সেই ঔষধের গাছের ডাল্ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আর ঐ দেখ, সেই ডাল হইতে কত বড় গাছ হইয়াছে। এই গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া, এই বণিকের শরীরে ছোঁয়াইয়া দাও, তাহা হইলেই সে পুনরায় সুস্থ হইবে।"

বিভীষণের পরামর্শ মত সেই গাছের ডাল আনিয়া, বণিকের শরীরে লাগাইবামাত্র সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার হাত এবং চোখ যেমন ছিল আবার তেমনই হইল। তখন বণিকের আনন্দ দেখে কে! সে ধর্মের গুণ গাহিতে গাহিতে, গঙ্গার জলে স্নান করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল। তারপর, ঐ আশ্চর্য গুণযুক্ত গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, সে স্থানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিল না।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, বণিক্ মহপুর রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। সে দেশের রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না—একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেও আবার অন্ধ। রাজার মনে বড়ই দুঃখ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দেব, দানব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কেহ রাজকন্যার চক্ষু ভাল করিয়া দিবে, তাহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিবেন এবং তাহাকে সমস্ত রাজ্য দিবেন। লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া বণিক্ বলিল—"আমি রাজকন্যার চক্ষু ভাল করিব।" রাজার লোকেরা বণিক্‌কে তাঁহার নিকট লইয়া গেল। বণিক্

সেই গাছের ডাল ছোঁয়াইবামাত্র, রাজকন্যা চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন। তখন রাজার মনে কি যে আনন্দ হইল তাহা বলিবার নহে। তিনি তখনই ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বণিকের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল। রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া বণিক্ রাজা হইল। এখন আর তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু এত সুখ পাইয়াও, সে তাহার বন্ধু গৌতমের কথা ভুলিতে পারিল না। গৌতমকে অনেক দিন না দেখিয়া ক্রমে সে অস্থির হইয়া পড়িল। এমন সময় এক দিন হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তাহার আর সে চেহারা নাই; মুখখানি মলিন, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হাতে একটিও পয়সা নাই। কথায় বলে—'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়', বণিক্‌কে ঠকাইয়া সে যে রাশি রাশি ধন পাইয়াছিল, তাহা কোন্ দিন জুয়াখেলায় নষ্ট করিয়াছে। মণিকুণ্ডল ব্রাহ্মণকে পরম আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া, বাড়ীতে লইয়া গিয়া খুব যত্ন করিল।

মণিকুণ্ডলের নিকট তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া, গৌতমের মন ফিরিয়া গেল। সে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল এবং সেই হইতে সে আত্মীয়স্বজন ও মণিকুণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া ধর্মকর্মেই দিন কাটাইতে লাগিল। দুষ্ট গৌতম একজন পরম ধার্মিক হইয়া উঠিল

ইল রাজার উপাখ্যান ঃ ব্রহ্মপুরাণ

সেকালে সূর্যবংশে ইল নামে খুব ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন। রাজা ইল শিকার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি একদিন অনেক সৈন্যসামন্ত এবং লোকজন সঙ্গে লইয়া শিকারের জন্য বনে গেলেন। প্রতিদিন বনে বনে ঘুরিয়া শিকার করিতে করিতে তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। তিনি তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন—"তোমরা সকলে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে লইয়া রাজত্ব কর; আমি জনকতক লোকের সহিত এখানে থাকিয়া, কিছুকাল শিকার করিব।" রাজার কথায় সকলেই রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। তখন তিনিও বনে বনে শিকার করিতে করিতে ক্রমে হিমালয় পর্বতে গিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা দেখিলেন, গভীর বনের মধ্যে অতি সুন্দর, ঠিক অট্টালিকার মত সুসজ্জিত একটি গহ্বর। এই গহ্বরে যক্ষরাজ সমন্যু ও তাঁহার স্ত্রী সমা থাকিতেন। যক্ষেরা নানারূপ মায়া জানে; সমা ও সমন্যু অনেক সময় হরিণের রূপ ধরিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সেদিনও তাঁহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজা ইল জানিতেন না যে, সেটা যক্ষের বাড়ী, কাজেই এমন সুন্দর সাজান শূন্য গহ্বরটি দেখিয়া তাঁহার লোভ হইল; তিনি লোকজন লইয়া সেইটাকে দখল করিয়া বসিলেন।

যক্ষরাজ বন হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজার সেই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেলেন। কিন্তু এখন উপায়? ইল রাজাকে ত যুদ্ধ করিয়া জয় করা সহজ নয়। আর, গহ্বরটি

ছাড়িয়া দিতে বলিলে কি তিনি তাহা শুনিবেন? যক্ষরাজ তখন তাঁহার আত্মীয় বড় বড় যক্ষ যোদ্ধাদিগকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "তোমরা ইল রাজার নিকট হইতে যেরূপে পার, আমার গহ্বরটি উদ্ধার করিয়া দাও।" তাঁহার কথায়, সকল যক্ষ যোদ্ধা মিলিয়া ইল রাজাকে গিয়া বলিল—"শীঘ্র আমাদের গহ্বর ছাড়িয়া দাও, নতুবা যুদ্ধ করিয়া এখনই তোমাকে তাড়াইয়া দিব।" এ কথায় ইল রাজার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি তখনই যক্ষদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, তাহাদিগকে হারাইয়া দিলেন। বেচারি যক্ষরাজ কি আর করেন, স্ত্রীকে লইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া তাঁহার আর উপায় রহিল না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন যক্ষরাজ স্ত্রীকে বলিলেন—"দেখ সমা! নিজের বাড়ী ছাড়িয়া বনে বনে আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? এই অত্যাচারী দুষ্ট রাজাকে, ফাঁকি দিয়া না তাড়াইলে ত চলিবে না। তুমি এক কাজ কর--সুন্দরী হরিণী সাজিয়া রাজাকে ভুলাইয়া যেরূপে পার একবার যদি তাঁহাকে উমা বনে লইয়া যাও, তবেই রাজা মহাশয় জব্দ হইবেন। আমি ত আর সেখানে যাইতে পারিব না, কাজেই তোমাকে এ কাজটা করিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া যক্ষিণী বলিল—"তুমি কেন উমা বনে যাইবে না? সেখানে গেলে দোষ কি?"

যক্ষরাজ বলিলেন—"পার্বতীর অনুরোধে, মহাদেব তাঁহার জন্য একটি নির্জন বন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—তাহারই নাম 'উমা বন'। মহাদেব বলিয়াছেন যে, সেখানে তিনি, গণেশ, কার্ত্তিক, আর নন্দী এই কয়জন ছাড়া অন্য পুরুষ কেহ গেলে তখনই সে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। এখন বুঝিতেই পার, সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই।"

ইহার পর, যক্ষের উপদেশ মত সমা হরিণী সাজিয়া, ইল রাজার সম্মুখে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়াই রাজার মনে

শিকারের লোভ জাগিল, তিনি একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। মায়াবিনী হরিণীও রাজাকে ক্রমে সেই উমা বনের দিকে লইয়া চলিল। এইরূপে যখন সে বুঝিতে পারিল যে, রাজা উমা বনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ সে হরিণীরূপ ছাড়িয়া পুনরায় যক্ষিণী হইয়া, একটা অশোক গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, রাজাও সেই অশোক গাছের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যক্ষিণী হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি গো সুন্দরী ইলা! তুমি স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের বেশে একা ঘোড়ায় চড়িয়া, কাহাকে খুঁজিতেছ?" যক্ষিণী তাঁহাকে 'ইলা' বলিয়া সম্বোধন করায়, রাজার ভারি রাগ হইল এবং তিনি তাহাকে ধমক দিয়া, সেই হরিণীটার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যক্ষিণী বলিল—"ইলা! তুমি রাগ করিতেছ কেন? আমি ত কোন অন্যায় কথা বলি নাই?"

ততক্ষণে রাজার চৈতন্য হইল যে, তিনি সত্য সত্যই স্ত্রীলোক হইয়া গিয়াছেন! এখন উপায়? ইলা তখন বিষম ভয় পাইয়া, যক্ষিণীকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দোহাই তোমার, সত্য করিয়া বল, কেন আমি স্ত্রীলোক হইলাম—তুমি নিশ্চয় ইহার কারণ জান। তুমিই বা কে, তাহাও আমাকে বল।" যক্ষিণী বলিল—"আমার পতি যক্ষরাজ সমন্যু হিমালয়ের গহ্বরে থাকেন, আমি তাঁহার পত্নী সমা। আপনি এতদিন যে গহ্বরে আছেন, সেটাই আমাদের বাড়ী। আমিই হরিণী সাজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া এই উমা বনে আনিয়াছি। মহাদেবের আদেশ অনুসারে, কোন পুরুষ মানুষ এখানে আসিতে পারে না, আসিলেই সে স্ত্রীলোক হইয়া যায়। এই জন্যই আপনি স্ত্রীলোক হইয়াছেন। এখন দুঃখ করিয়া আপনার কোন লাভ নাই। আপনি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা এবং সূর্য-বংশের উপযুক্ত বীর ছিলেন— কিন্তু আপনার যুদ্ধ করা আর শিকার করা এখন জন্মের মত শেষ হইল। আর তাহার

যক্ষিণী বলিল—ইলা! তুমি রাগ করিতেছ কেন? (পৃঃ ১২)

জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি! দুদিন পরে আপনিই সে সব কথা ভুলিয়া যাইবেন।”

যক্ষিণীর কথায় ইলা আরও ভয় পাইয়া বলিলেন—"যক্ষিণি! তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল, কি করিয়া আমার সময় কাটিবে, আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব।"

যক্ষিণী বলিল—"পূর্বদিকে খানিক দূরেই চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বুধের আশ্রম আছে। বুধ তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিদিন এই পথ দিয়া যান। তিনি যখন যাইবেন, তখন তুমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইও; তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিবেন।" ইহার পর একদিন বুধগ্রহ পিতার নিকট যাইবার পথে সুন্দরী ইলাকে দেখিয়া বলিলেন—হে সুন্দরি! তুমি একাকী এই বনে কি করিয়া আসিলে? তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে আমার রাণী করিয়া রাখিব। ইলা সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইয়া বুধের সঙ্গে গেল, বুধও তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন। কিছুকাল পরে ইলার পরম সুন্দর একটি পুত্র জন্মিল। অনেক মুনি ঋষি এবং দেবতা তাহাকে দেখিবার জন্য সেখানে আসিলেন। জন্মিবামাত্রই সে শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ 'পুরু' অর্থাৎ উচ্চ রব শুনিয়া দেব-ঋষিরা তাহার নাম রাখিলেন পুরূরবা। পুরূরবা দিন দিন বড় হইতে লাগিল; বুধ নিজে তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নানা রকমের বিদ্যা শিখাইলেন।

ইলা যদি তাঁহার পূর্বেকার সমস্ত কথা ভুলিতে পারিতেন, তবে তাঁহার দুঃখের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু সে সকল কথা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। বড় হইয়া পুরূরবা দেখিলেন, তাঁহার মা অনেক সময় মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া কি জানি ভাবেন। একদিন মাকে ঐরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া, পুরূরবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি সময় সময় মুখখানি মলিন করিয়া কি চিন্তা কর? কিসের জন্য তোমার এত দুঃখ? তুমি আমায় বল কিসে তোমার দুঃখ দূর হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

ইলা বলিলেন—"বাবা! তোমার পিতা বুধ সকলই জানেন; তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমাকে উপদেশ দিবেন।" পুরূরবা তখন পিতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া উপদেশ চাহিলেন। বুধ বলিলেন—"পুরূরবা, ইলার পূর্বকথা সবই আমার জানা আছে। বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ ইল, উমা বনে প্রবেশ করিয়া, মহাদেবের শাপে সকল হারাইয়া, এখন অসহায় স্ত্রীলোকরূপে সংসারে বাস করিতেছেন। তুমি গৌতমী-গঙ্গায় স্নান করিয়া, মহাদেব এবং পার্বতীর বিধিমতে পূজা কর; তাঁহাদের অনুগ্রহ হইলেই এ শাপ দূর হইতে পারে—নতুবা আর কোন উপায় নাই।"

পিতার উপদেশে পুরূরবা গৌতমী-গঙ্গায় চলিলেন, ইলা এবং বুধও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। গৌতমী-গঙ্গায় স্নান করিয়া, তিনজনে মহাদেব ও ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব ও পার্বতী তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন—"তোমাদের পূজায় আমরা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল—তাহাই তোমাদিগকে দিব।" পুরূরবা বলিলেন—"প্রভু! ইল রাজা না জানিয়া আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করুন।" মহাদেবের মত লইয়া ভগবতী বলিলেন—"তথাস্তু, ইল রাজা এখন গৌতমীতে স্নান করিলেই; তাঁহার পূর্বরূপ লাভ করিবেন।"

পার্বতীর কথায় ইলা গৌতমী-গঙ্গায় ডুব দিয়া মাথা তুলিবামাত্র সকলে দেখিল ইলা আর নাই, তাহার স্থানে সশস্ত্র মহারাজ ইল যোদ্ধৃবেশে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই অবধি সে স্থানের নাম হইল 'ইলাতীর্থ'।

শ্বেত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান ঃ বিষ্ণুপুরাণ

সেকালে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ, গৌতমী নদীর তীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ শিবের পরম ভক্ত—প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবের বন্দনা করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু শিবভক্ত ব্রাহ্মণের ঘরের ভিতরে তাহারা প্রবেশই করিতে পারিল না।

এদিকে, বিলম্ব দেখিয়া যম মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই শ্বেত ব্রাহ্মণ এখনও আসিল না কেন? দূতেরাই বা কেন ফিরিয়া আসিতেছে না? বাস্তবিক, তুমি মৃত্যু, তোমার কাজে এমন অনিয়ম হওয়া কখনই উচিত নয়।" এ কথায় মৃত্যুর বড়ই রাগ হইল এবং তিনি নিজেই ব্রাহ্মণের কুটীরে চলিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, যমদূতেরা ভয়ে ভয়ে কুটীরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"এ কি! তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?" দূতেরা বলিল—"স্বয়ং মহাদেব শ্বেত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেছেন, কাজেই আমরা তাহার দিকে চাহিতেও ভরসা পাইতেছি না।" মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকটে গেলেন।

কে মৃত্যু, কাহারাই বা তাঁহার দূত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই—তিনি একমনে মহাদেবেরই পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবের অনুচর দণ্ডী মৃত্যুকে পাশহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে কি দেখিতেছ?" মৃত্যু বলিলেন—"আমি শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসিয়াছি।" দণ্ডী বলিল—"তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এ কথায় মৃত্যু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্বেত দ্বিজকে পাশ

ছুঁড়িয়া মারিলেন। দণ্ডীও ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার হাতে ছিল মহাদেবের দণ্ড, সেই দণ্ড দিয়া মৃত্যুকে ধরাশায়ী করিল।

তখন যমদূতেরা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া যমরাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইবামাত্র তিনিও মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। যমরাজার সৈন্যেরাও সাজিয়া গুজিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। শ্বেত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া সকলে উপস্থিত। দলবল সহ মহিষে চড়িয়া যমকে আসিতে দেখিয়া শিবের লোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সেখানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে অতি ভীষণ।

কার্ত্তিক তাঁহার শক্তি দিয়া যমের লোকদের কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অবশেষে যমরাজাকেও গুরুতর রূপে আহত করিলেন। যমকে মরণাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ গিয়া সূর্যকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। সূর্য ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মাও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া, যমের নিকটে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, যম গঙ্গাতীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন।

যমকে মৃতপ্রায় দেখিয়া, দেবতাদের ত ভয় হইবার কথাই! তখন শিবকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন আর উপায় কি? সকল দেবতা মিলিয়া যোড় হস্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমাদের পূজায় আমি তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।" দেবতারা বলিলেন—"প্রভু! এই যম ছাড়া সংসারের কাজই চলিতে পারে না। ইনি কোন অপরাধ করেন নাই, ইঁহাকে বধ করা আপনার উচিত নয়। অতএব আপনি সৈন্যগণ এবং বাহন সহ যমকে জীবিত করুন।"

তখন মহাদেব বলিলেন—"আমার ভক্তের মরণ হইবে না, এ কথায় যদি তোমরা সম্মত হও, তবে এখনই আমি যমকে বাঁচাইয়া দিব।" দেবতাগণ বলিলেন—"তাহা কি কখনও হয়?

২

তাহা হইলে সংসারের সমস্ত লোকই যে অমর হইয়া যাইবে!” শিব বলিলেন—“সে কথা বলিলে চলিবে না। আমার ভক্তের কর্তা আমি, তাহার উপর যম কোনদিন কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। তোমরা যদি একথা স্বীকার কর, তাহা হইলেই যমকে বাঁচাইব।” দেবতারা তখন নিরুপায় দেখিয়া বলিলেন—“আচ্ছা প্রভু, তাহাই হইবে।” মহাদেবও তখন নন্দীকে বলিলেন—“নন্দী! গৌতমীর জল দিয়া যমকে বাঁচাইয়া দাও।”

মহাদেবের আদেশে নন্দী গৌতমীর জল আনিয়া, সকলের শরীরে ছিটাইয়া দিবামাত্র যম সৈন্যগণের সহিত জীবিত হইলেন। সে দিন হইতে সংসারে ধার্মিক এবং ভক্ত লোকদিগকে দেখিলেই যম তাঁহার শাসনদণ্ড নামাইয়া, ভয়ে দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়েন।

উষা ও অনিরুদ্ধ : বিষ্ণুপুরাণ

দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণরাজা কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে অনেক বর দিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বিপদের সময় বাণকে তিনি নিজের পুত্রের মত রক্ষা করিবেন। শিব-বলে বলী হইয়া বাণ ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল, দেবতারা পর্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাণের কন্যার নাম ছিল উষা। একদিন রাত্রিকালে উষা একটি সুন্দর রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তখন হইতে উষা কেবলই সেই স্বপ্নের কথা ভাবে আর “হায় সে কোথা গেল, হায় সে কোথা গেল” এই

বলিয়া দুঃখ করে। মন্ত্রিকন্যা চিত্রলেখা ছিল উষার সখী; সে জিজ্ঞাসা করিল—“রাজকুমারি! তুমি কাহার জন্য দুঃখ করিতেছ, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” তখন উষা তাহার স্বপ্নের ঘটনা সখীকে বলিলে গুণবতী চিত্রলেখা দেব, দৈত্য এবং মানুষের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছবি আঁকিয়া তাহাকে দেখাইল। একে একে ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে, দেবদানবের ছবি ছাড়িয়া উষা মানুষের ছবির মধ্যে কৃষ্ণের ছবি দেখিয়া, কেমন থতমত খাইয়া গেল। তারপর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের ছবি দেখিয়া তাহার মনে আরও গোল লাগিয়া গেল। ইহার পর ছিল প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের ছবি; সে ছবি দেখিবামাত্র “এই সেই, এই সেই” বলিয়া রাজকুমারী একেবারে অস্থির!

তখন চিত্রলেখা চলিল দ্বারকায়। সেখানে গিয়া, মায়াবলে আশ্চর্য কৌশলে অনিরুদ্ধকে লইয়া পুনরায় বাণপুরীতে ফিরিয়া আসিলে পর, অনিরুদ্ধ রাজার অন্তঃপুরে উষার সহিত দেখা করিতে গেলেন। একজন অপরিচিত পুরুষকে অন্তঃপুরে দেখিয়া প্রহরিগণ দৈত্যরাজ বাণকে গিয়া সংবাদ দিল। এই সংবাদ শুনিয়া বাণের ত রাগ হইবার কথাই—তিনি হুকুম করিলেন, “যাও, এখনই গিয়া তাহাকে বন্দী কর।” কৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন ছিলেন সকলের চাইতে বড় যোদ্ধা। তাঁহারই পুত্র অনিরুদ্ধ—তিনিও যোদ্ধা বড় কম ছিলেন না। বাণের সৈন্যদিগকে তিনি চক্ষের নিমেষে বধ করিলেন। ইহার পর বাণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে অনিরুদ্ধের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অনিরুদ্ধের তীরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দৈত্যরাজ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন মন্ত্রবলে মায়াযুদ্ধ করিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশ অস্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

এদিকে নারদ মুনি দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি যদুগণকে এই সংবাদ জানাইলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গরুড়ে চড়িয়া

বলরাম এবং প্রদ্যুম্নের সহিত চলিলেন বাণপুরীতে। বাণপুরীতে উপস্থিত হইলে পর দৈত্যসৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণের পক্ষ হইয়া মহাদেব এবং কার্ত্তিকও যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কৃষ্ণের সহিত মহাদেব যে কি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে কৃষ্ণ জৃম্ভণ অস্ত্র মারিয়া মহাদেবকে অলস করিয়া ফেলিলেন; তিনি রথে বসিয়া শুধু হাই তুলিতে লাগিলেন, তাঁহার যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিল না। গরুড় কার্ত্তিকের হাতে ভীষণ কামড়াইয়া দিল, প্রদ্যুম্নের তীক্ষ্ণ বাণগুলি তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। তখন নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিক যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

দৈত্যরাজ বাণ দেখিলেন, কৃষ্ণের অস্ত্রে এবং বলরামের লাঙ্গলের আঘাতে, অসুর সকল নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তখন তিনি অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয়ে উভয়কে বধ করিবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া সাংঘাতিক অস্ত্র সকল মারিতে লাগিলেন, বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কেহ কাহাকে হারাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণের ভয়ানক রাগ হইল, তিনি দৈত্যরাজকে মারিবার জন্য সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন। বাণরাজার ছিল এক-হাজার হাত; দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণের চক্র, বাণের হাজার হাত কাটিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল।

বাণের হাত কাটা গিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া মহাদেব কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হও। এই দৈত্যকে আমি অভয় দিয়াছি, আমার কথার অন্যথা করা তোমার উচিত নয়। আমার বলে বলবান হইয়াই সে বড় হইয়াছে—আমি তাহার হইয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।" মহাদেবের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ বলিলেন—"শঙ্কর! বাণ আপনার নিকট বর পাইয়াছিল, সুতরাং সে বাঁচিয়া থাকুক। আমি আপনার কথা বজায় রাখিবার জন্য,

এই আমার চক্র সামলাইয়া লইলাম। আপনি তাহাকে অভয় দিয়াছিলেন, সুতরাং আমিও অভয় দিলাম।" তারপর কৃষ্ণ, যেখানে অনিরুদ্ধ নাগপাশে আবদ্ধ ছিলেন সেখানে গেলেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র, নাগপাশের সাপগুলি উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল, অনিরুদ্ধও বন্ধনমুক্ত হইলেন। ইহার পর রাজকুমারী উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়া সকলে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

পারিজাত হরণ ঃ বিষ্ণুপুরাণ

সেকালে দেবতারা যখন অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তখন সমুদ্রের ভিতর হইতে পারিজাত ফুলের গাছ উঠিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র সেটিকে আনিয়া, স্বর্গে তাঁহার নন্দন কাননে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। পারিজাত ফুলের মত সুন্দর এবং সুগন্ধ ফুল আর জগতে নাই, ফুলের গন্ধ ছড়াইয়া দেবপুরী মাতাইয়া তুলিত। ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবী, পারিজাতের মঞ্জরী খোঁপায় পরিয়া প্রতিদিন সাজসজ্জা করিতেন, সেজন্য গাছটি তাঁহার বড়ই আদরের ছিল। এক সময়ে কৃষ্ণ তাঁহার রাণী সত্যভামাকে লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া অতি সম্মানের সহিত পূজা করিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকাননে বেড়াইতে গেলে পর পারিজাত ফুলের গাছটি দেখিয়া সত্যভামার বড়ই লোভ হইল। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি না বলিয়া থাক যে, জাম্ববতীর চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাস? সে কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার জন্য এই পারিজাত দ্বারকায় লইয়া চল। গাছটি আমাদের বাগানে পুঁতিয়া রাখিব এবং প্রতিদিন ইহার মঞ্জরী লইয়া খোঁপায় পরিব।" সত্যভামার কথায়

কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পারিজাত বৃক্ষটি তুলিয়া গরুড়ের উপর রাখিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া নন্দনকাননের প্রহরিগণ বলিল—"ওহে কৃষ্ণ! এটি শচীদেবীর অতি আদরের গাছ, তুমি কেন ইহা চুরি করিতেছ? এই সংবাদ পাইলে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। তিনি যদি বজ্র হাতে লইয়া দেব-সৈন্যগণের সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তোমার আর রক্ষা নাই। অতএব, পারিজাত হরণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত বিবাদ করিও না।"

প্রহরীদিগের কথায় সত্যভামার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি বলিলেন—"ঘটে! পারিজাতের শচীই বা কে আর ইন্দ্রই বা কে? সমুদ্র মন্থনেই যদি উঠিয়া থাকে, তবে ত এটা সকলের সাধারণ ধন—একা ইন্দ্রই বা কেন ইহা ভোগ করিবেন? শচী যদি মনে করেন যে, মহা ক্ষমতাশালী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্বামী সুতরাং পারিজাত তাঁহারই প্রাপ্য, তবে তাঁহাকে গিয়া বল—কৃষ্ণ তাঁহার পত্নী সত্যভামার অনুরোধে, পারিজাত বৃক্ষ লইয়া যাইতেছেন, যদি ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে বাধা দিন।"

প্রহরিগণ গিয়া শচীকে সমস্ত কথা জানাইল। পৃথিবীর মানুষ কৃষ্ণ আসিয়া, ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতে পারিজাত হরণ করিয়া লইবে—এত বড় স্পর্ধা? এত অপমান শচী সহ্য করিবেন কেন? শচীর উৎসাহবাক্যে ইন্দ্র তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন—কৃষ্ণকে সাজা দিয়া পারিজাত ফুলের গাছটি কাড়িয়া লইতেই হইবে! বজ্র হস্তে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িলেন; সমস্ত দেবসৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 'মার-মার' শব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলে পর, সেখানে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তেত্রিশ কোটি দেবতা ইন্দ্রের সহায় আর কৃষ্ণ একা। কিন্তু একা হইলে কি হয়! তিনি ত বড় সহজ যোদ্ধা নন। দেখিতে

দেখিতে তাঁহার বাণে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। দেবতাদের বাণগুলি তিনি অনায়াসে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাহন গরুড়টিও বড় কম নয়! এক ঠোকর মারিয়া, বরুণের ভয়ঙ্কর পাশ অস্ত্রটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল! যম তাঁহার দণ্ড ছাড়িলেন কিন্তু কৃষ্ণের গদায় লাগিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! কৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শন চক্র দিয়া, কুবেরের রথটিকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। চন্দ্র আর সূর্য কৃষ্ণের ভ্রূকুটি দেখিয়াই একেবারে নিস্তেজ! অগ্নি আসিলেন যুদ্ধ করিতে কিন্তু কৃষ্ণের বাণে তিনি শত ভাগ হইয়া গেলেন। অপর দেবতাদিগের ত কথাই নাই—কেহ চক্রের আঘাতে আবার কেহ বা কৃষ্ণের বাণ খাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এদিকে আবার গরুড়ও সুবিধা পাইলেই আঁচ্‌ড়াইয়া কাম্‌ড়াইয়া আবার মাঝে মাঝে পাখার ঝাপ্‌টা মারিয়া দেবতাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিল।

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে যখন সকলেরই অস্ত্র ফুরাইয়া আসিল, তখন ইন্দ্র লইলেন বজ্র এবং কৃষ্ণ লইলেন সুদর্শন চক্র। দধীচি মুনির হাড়ে প্রস্তুত বজ্র, সে বড় সহজ অস্ত্র নয়! আবার কৃষ্ণের সুদর্শন তাহার চাইতেও ভীষণ! ইন্দ্র ও কৃষ্ণের এই দুই অব্যর্থ মহা অস্ত্র ছাড়িলে ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে ত্রৈলোক্যের লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। ইন্দ্র কৃষ্ণকে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

ভীষণ গর্জন করিয়া মুখ দিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে বজ্র কৃষ্ণের দিকে ছুটিল। বজ্র নিকটে আসিলে পর, নিতান্ত অবহেলার সহিত কৃষ্ণ হাত দিয়া সেটাকে ধরিয়া ফেলিলেন! বজ্র বিফল হইয়া গেল। কৃষ্ণ বজ্র বিফল করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার চক্র আর ছাড়িলেন না। এদিকে গরুড়ের তাড়নায় ইন্দ্রের বাহন ক্ষত বিক্ষত, তাঁহার বজ্রটিও হইল বিফল! তখন নিরুপায় হইয়া তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলেন।

ইন্দ্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"ওহে ইন্দ্র! তুমি দেবতাদিগের রাজা, তোমার কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করা উচিত? শচী তোমার অতি আদরের রাণী, তাঁহার খোঁপায় পারিজাতের মঞ্জরী না দেখিতে পাইলে যে তোমার ইন্দ্রত্বই বজায় থাকিবে না! যাহা হউক, আর লজ্জিত হইয়া পলায়নের আবশ্যক নাই। এই নাও, তোমার পারিজাত লইয়া যাও। তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু শচীর এতই অহঙ্কার যে, আমাকে একটুও সম্মান করিলেন না। সেইজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই এই বিবাদ বাধাইয়াছিলাম। অতএব এখন পারিজাত হরণে আর কোন প্রয়োজন নাই।"

সত্যভামার কথায় ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেবি! আপনার মনের সাধ মিটিয়াছে, তবে এখন আর রাগ কেন? আর আমার পরাজয়ের কথা যদি বলেন, স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়াছি, তাহাতে আমার লজ্জার কোন কারণ নাই।"

ইন্দ্রের এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আর আমরা পৃথিবীর লোক! সুতরাং আমারই অপরাধ হইয়াছে এবং সে অপরাধ আপনার ক্ষমা করা উচিত। পারিজাত আপনার নন্দন কাননে থাকারই উপযুক্ত। সত্য-ভামার অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখন আপনি উহা ফিরাইয়া লউন। আর, আপনি যে আমাকে বজ্র মারিয়াছিলেন, তাহাও এই নিন্।" এই বলিয়া কৃষ্ণ বজ্রটি ফিরাইয়া দিলেন।

বজ্র গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন—"কৃষ্ণ! 'আমি পৃথিবীর লোক'—একথা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? তুমি যে কত বড় দেবতা ও মহাপুরুষ তাহা কি আর আমি জানি না? যাহা হউক এই পারিজাত তুমি দ্বারকায় লইয়া যাও। তুমি যখন পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে তখন পারিজাতও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।"

কৃষ্ণ তখন "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া পারিজাত লইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়ের পিঠে চড়িলেন। গরুড় তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল।

নকল বাসুদেব ঃ বিষ্ণুপুরাণ

পৌণ্ড্র বংশীয় কোন রাজাকে তাঁহার প্রজাগণ সর্বদাই এই বলিয়া স্তব করিত—"মহারাজ! আপনিই পৃথিবীতে বাসুদেবরূপে জন্মিয়াছেন! যদুকুলের কৃষ্ণকে যে বাসুদেব বলে, সে কথা মিথ্যা।" সকলেই এরূপ স্তব করাতে, ক্রমে তিনি বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। মূর্খ রাজাও ভাবিলেন, তিনি সত্য সত্যই বাসুদেব। তখন তিনি করিলেন কি—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি কৃষ্ণের সমস্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, রথের চূড়াটি পর্যন্ত ঠিক গরুড়ের মত পক্ষী দিয়া প্রস্তুত করাইলেন। তারপর দূতদ্বারা কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি বাসুদেব নাম ছাড়, তোমার চিহ্ন সকলও পরিত্যাগ কর, আমিই প্রকৃত বাসুদেব। আর ভাল চাও ত এখনি আসিয়া আমার শরণ লও।"

দূত দ্বারকায় গিয়া এই সংবাদ জানাইলে কৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন। আর বলিলেন—"দূত! তোমার রাজাকে গিয়া বল, কৃষ্ণ শীঘ্রই আপনার পুরীতে আসিবেন এবং আপনার সাক্ষাতেই তাঁহার চিহ্ন চক্র আপনার প্রতি পরিত্যাগ করিবেন।" দূতকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিঠে চড়িয়া তিনি পৌণ্ড্রক রাজার পুরীতে যাত্রা করিলেন।

এদিকে দূতমুখে সংবাদ পাইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেবও যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হইলেন ; তাঁহার সহায় হইলেন প্রবল পরাক্রান্ত কাশীরাজ। এই দুই দল একত্র হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। দূর হইতে কৃষ্ণ দেখিলেন রাজা পৌণ্ড্রক সত্য সত্যই তাঁহার চিহ্ন সকল ধারণ করিয়াছেন ; তাঁহার রথের চূড়ায় পর্যন্ত গরুড়ের মত পাখী। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ হাসিয়াই খুন। যাহা হউক, ক্ষণকাল-মধ্যেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, মানুষরূপে পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন, তাঁহার সহিত কে যুদ্ধ করিয়া পারিবে ? তাঁহার শার্ঙ্গ ধনুর আগুনের মত উজ্জ্বল বাণগুলি, দেখিতে দেখিতে পৌণ্ড্রকের সৈন্য লণ্ডভণ্ড করিল। তারপর কৃষ্ণ নিমেষ মধ্যে কাশীরাজের সৈন্যগণেরও সেই দশা করিলেন। এইরূপে উভয় সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া, মূর্খ পৌণ্ড্রককে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"হে বাসুদেব ! তুমি দূতদ্বারা আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে এখন তাহা করিতেছি। এই আমার চক্র ছাড়িলাম, তোমার জন্য আমার গদাও ছাড়িলাম। আর আমার গরুড়ও তোমার রথের চূড়ায় আরোহণ করুক।" এই বলিয়া কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ও গদা ছাড়িয়া পৌণ্ড্রককে বধ করিলেন। আর তাঁহার বাহন গরুড়ও পৌণ্ড্রকের রথে চড়িয়া গরুড়ধ্বজটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

বন্ধুর এই দুর্দশা দেখিয়া কাশীরাজের ভয়ানক রাগ হইল, তিনি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায় ! মুহূর্তমধ্যে তাঁহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়া গেল ! কৃষ্ণ অতি সাংঘাতিক এক বাণে কাশীরাজের মাথাটি কাটিয়া সেই মাথা কাশীপুরীতে নিয়া ফেলিলেন। তারপর সেখানে আর মুহূর্ত-মাত্রও বিলম্ব করিলেন না।

এদিকে কাশীরাজের পুরীতে তাঁহার কাটা মাথা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া রাজবাড়ীর লোকজন "হায় কি সর্বনাশ ! হায় কি সর্বনাশ ! কে এ কাজ করিল ?" বলিয়া ভীষণ কোলাহল আরম্ভ করিল, রাজবাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ক্রমে সকলে জানিতে পারিল

যে কৃষ্ণই এ কাজ করিয়াছেন। তখন কাশীরাজপুত্র পিতৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যেরূপেই হউক ইহার প্রতিশোধ লইবে এবং সেজন্য মহাদেবের উদ্দেশে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তাহার পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন—"বৎস! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর চাও বল।" তখন কাশীরাজপুত্র বর চাহিল ঃ—

"এই কৃষ্ণ দুরাচার পিতৃহন্তা মম
বধার্থে ইহারে দাও কৃত্যা অগ্নিসম।"

অর্থাৎ এই দুরাচার কৃষ্ণ আমার পিতৃহন্তা, ইহাকে মারিবার জন্য অগ্নিময়ী কৃত্যা সৃষ্টি করিয়া দাও।

মহাদেব "আচ্ছা, তাহাই হইবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাদেবের বরে তখনই মহাকৃত্যা শক্তির সৃষ্টি হইল। সে অতি ভীষণ দেবতা! তাঁহার মুখ দিয়া আগুনের শিখা বাহির হইতেছে, মাথার চুলগুলি আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! এই ভীষণ কৃত্যা "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরবাসিগণ এই মহা ভয়ঙ্কর কৃত্যা দেবীটিকে দেখিয়া ভয়ে কৃষ্ণের শরণ লইল। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে কাশীরাজপুত্র মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই কৃত্যা জন্মাইয়াছে। তখন তিনি "এই কৃত্যাকে বধ কর" বলিয়া সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন।

সুদর্শন চক্র দেখিবামাত্র কৃত্যা ভয় পাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন; চক্রও তাঁহার পিছনে তাড়া করিয়া চলিল! ছুটিতে ছুটিতে কৃত্যা বারাণসী পুরীতে প্রবেশ করিলেন, চক্র কিন্তু তবু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। তখন কাশীরাজার সৈন্যরা সাজিয়া গুজিয়া চক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু চক্রের তেজে শুধু যে সৈন্যগণ দগ্ধ হইল তাহা নহে, সেই ভীষণ কৃত্যা এবং বারাণসী পুরীটিও চক্ষের নিমেষে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। সেই পুরীতে

রাজপুত্র, রাণী, দাসদাসী, লোকজন যাহারা ছিল সকলকেই দগ্ধ করিয়া সুদর্শন চক্র পুনরায় কৃষ্ণের নিকটে ফিরিয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—রাজকুমার মহাদেবের বর পাইয়াও কেন নিষ্ফল হইল ? এ কথার উত্তর এই—কাশীরাজপুত্রের প্রার্থনার ইহাও অর্থ করা যায় যে—"এই যে পিতৃহন্তা দুরাচার কৃষ্ণ, আমার বধের জন্য ইহাকে অগ্নিময়ী কৃত্যা গড়িয়া দাও।" সুতরাং মহাদেবের বর এই উল্টা অর্থেই সফল হইল।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ ঃ পদ্মপুরাণ

রাবণকে সবংশে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলে পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইলেন। রাবণ ছিল বিশ্রবা মুনির পুত্র—সুতরাং ব্রাহ্মণ। তাহাকে বধ করিয়া রামের ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইল্ এবং এই পাপ নষ্ট করিবার জন্য মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার মত সুন্দর সাদা ধবধবে একটি অশ্বের কপালে যজ্ঞকর্তার নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। বড় বড় যোদ্ধারা সৈন্যসামন্ত লইয়া এই যজ্ঞের অশ্ব যেখানে যাইবে তাহার পশ্চাৎ সেইখানে যাইবে। যদি কেহ বলপূর্বক অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাখে তবে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সেই অশ্বদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হয়। রাম এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর শত্রুঘ্ন ও ভরতের পুত্র পুষ্কল, হনুমান, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া, অশ্বকে রক্ষা করিবার

জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ সুসজ্জিত যজ্ঞাশ্বের কপালে রামচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কত রাজার দেশ পার হইয়া অশ্ব চলিল। কেহ বা কেবল রামের নাম শুনিয়াই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অনেক তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজা যজ্ঞের অশ্ব ধরিলেন বটে কিন্তু সকলকে শেষে হার মানিয়া অশ্ব ফিরাইয়া দিতে হইল। এইরূপে ক্রমে যজ্ঞের অশ্ব দেবপুরে প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা বীরমণির রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বীরমণি মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজবাড়ীতে থাকিয়া সর্বদা রাজাকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতেন। রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিলে পর সেই পত্র পড়িয়া বীরমণি জ্বলিয়া উঠিলেন—"কি! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বশ করিতে চান—কেন, আমাদের কি শক্তি সামর্থ্য নাই? অশ্ব বাঁধিয়া রাখ, বিনা যুদ্ধে কখনই তাহা ফিরাইয়া দিব না।" রাজার দূত গিয়া শত্রুঘ্নকে এই সংবাদ জানাইল।

দেখিতে দেখিতে দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অনেকক্ষণ পর্যন্ত পুষ্কলের সহিত সমানে সমানে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পুষ্কলের একটি সাংঘাতিক বাণের আঘাতে রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা বীরমণি ক্রোধে পুষ্কলকে আক্রমণ করিলেন। বীরমণি প্রবীণ যোদ্ধা, পুষ্কল বালক! কিন্তু বালক হইলে কি হয়, ভরতের পুত্র পুষ্কল অসাধারণ যোদ্ধা—আশ্চর্য কৌশলে বীরমণির অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া সে একটি ভয়ানক বাণ মারিয়া তাঁহাকেও অজ্ঞান করিয়া ফেলিল!

ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার অনুচর বীরভদ্রকে বলিলেন—"যাও বীরভদ্র! পুষ্কলের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার

এই ভক্তের অপমানের প্রতিশোধ লও।” বীরভদ্র তখন পুষ্কলের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বীরভদ্রের সহিত ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরিয়া পুষ্কলের যুদ্ধ হইল, বীরভদ্র তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠ দিনে অনেক চেষ্টার পর, শিবদত্ত ত্রিশূলের আঘাতে তিনি পুষ্কলের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। শত্রুঘ্নের সৈন্যদলে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।

শত্রুঘ্ন তখন রাগে ও দুঃখে পাগলের মত হইয়া একেবারে মহাদেবকেই আক্রমণ করিয়া বসিলেন। একদিকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের মত তেজস্বী মহাবীর শত্রুঘ্ন, অপরদিকে মহাদেব স্বয়ং! সকলের মনে ভয় হইল বুঝিবা প্রলয় কাল উপস্থিত! ক্রমান্বয়ে এগার দিন এই যুদ্ধ হইল। দ্বাদশ দিনে শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে মারিবার জন্য ‘ব্রহ্মশির’ নামে মহা ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র ছাড়িলেন। কিন্তু এই সাংঘাতিক অস্ত্রটিকে মহাদেব হাসিতে হাসিতে গিলিয়া ফেলিলেন!

এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন একেবারে অবাক্! কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই অবসরে মহাদেব আগুনের মত উজ্জ্বল এক ভয়ানক অস্ত্র মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান রাগে আগুন হইয়া মহাদেবের নিকট গিয়া বলিল, “তুমি নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে আমি কিছু শাসন করিতে ইচ্ছা করি। মুনি-ঋষিদিগের নিকট চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে প্রভু রামচন্দ্রকে তুমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি কর। আজ যখন তুমি যুদ্ধ করিয়া আমার প্রভুর ভাই শত্রুঘ্নকে অজ্ঞান করিয়াছ এবং মহাবীর পুষ্কলকে বধ করিয়াছ তখন সে সমস্ত কথাই মিথ্যা। আজ আমি সকলের সাক্ষাতে তোমাকে বধ করিব, তুমি প্রস্তুত হও।”

মহাদেব বলিলেন, “হনূমান! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ।

রামকে আমি বড় দেবতা বলিয়া মানি এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, ইহা সত্য। কিন্তু বীরমণি আমার পরম ভক্ত, তাহাকে বিপদের সময় রক্ষা না করিয়া ত পারি না।" মহাদেবের কথায় হনূমান ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়া তাঁহার সারথি, অশ্ব, রথ চূরমার করিয়া দিল। রথহীন হইয়া মহাদেব তাঁহার বাহনে চড়িবামাত্র হনূমান একটা শাল গাছ তুলিয়া লইয়া তাঁহার বুকে গুরুতর এক ঘা বসাইয়া দিল। দারুণ আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মহাদেব ভয়ঙ্কর এক শূল দিয়া হনূমানকে আঘাত করিলেন, হনূমান সেটিকে দুই হাতে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল! মহাদেব জ্বলন্ত এক শক্তি মারিলেন; হনূমান সে আঘাতও অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাণ্ড এক বৃক্ষদ্বারা তাঁহার বুকে এমনই এক আঘাত করিল যে তাঁহার শরীরের সাপগুলি ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চারিদিকে পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া মহাদেব ভীষণ এক মুষল হাতে লইয়া বলিলেন —"তবে রে বানর! শীঘ্র পলায়ন কর্, নতুবা এই মুষল দিয়া আজ তোকে বধ করিব।" এই বলিয়া মহা ক্রোধে মহাদেব মুষল ছাড়িলেন কিন্তু হনূমান রামনাম স্মরণ করিয়া এবারেও ফাঁকি দিল। তারপর সে এমন আশ্চর্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে মহাদেব বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। হনূমান চক্ষের নিমেষে কখন পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে, কখন প্রকাণ্ড বড় গাছ লইয়া আঘাত করিতেছে, আবার কখনও বা লেজ দিয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; কোন্‌টা যে তিনি ব্যর্থ করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, "বাছা হনূমান! তোমার আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এখন তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বর প্রার্থনা কর।" মহাদেবকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হনূমানের বড়ই হাসি পাইল। যাহা হউক তিনি যখন

সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আর কথা কি! হনূমান বলিল, "প্রভু! রঘুনাথের প্রসাদে আমার অভাব কিছুই নাই, তবু আপনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিয়াছেন তখন আমি এই প্রার্থনা করি যে, যুদ্ধে শত্রুঘ্ন মূর্ছিত হইয়াছেন, পুষ্কল প্রভৃতি অনেক বড় বড় যোদ্ধা হত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের শরীর রক্ষা করুন। আপনার ভূতপ্রেতগুলি যেন উঁহাদিগকে খাইয়া না ফেলে—আমি ইত্যবসরে দ্রোণপর্বত হইতে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া আসি!" মহাদেব তখন 'তথাস্তু' বলিয়া যুদ্ধস্থল রক্ষা করিতে লাগিলেন, হনূমানও দ্রোণ-পর্বত আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

পবননন্দন হনূ পবনের ন্যায় বেগে চক্ষের নিমেষে দ্রোণপর্বতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে পর্বতটিকে লাঙ্গুলে জড়াইয়া টান দিবামাত্র উহা টলমল করিয়া উঠিল। পর্বতরক্ষক দেবতারা ভাবিলেন—"কি সর্বনাশ! পর্বত নড়িতেছে কেন?" তখন তাঁহারা সন্ধান করিয়া দেখিলেন, বিশালদেহ মহাভয়ঙ্কর এক বানর পর্বতটিকে জোর করিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে! ইহা দেখিয়া দেবতারা সকলে মিলিয়া হনূমানকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মহাবীর হনূমানের নিকট জনকতক রক্ষী দেবতা আর কি? নিমেষ মধ্যে প্রায় সকলকেই সে যমালয়ে প্রেরণ করিল। দুই এক জন যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা পলায়নপূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন। ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত দেবসৈন্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"যাও, তোমরা শীঘ্র গিয়া এই বানরকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।" অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, দেবসৈন্য হনূমানকে গিয়া আক্রমণ করিল। কিন্তু হনূমান তাহাদিগকেও মুহূর্তমধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। এই সংবাদে ভয় পাইয়া ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে বানর দ্রোণপর্বত লইতে আসিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত

দেবসৈন্যকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে সে কে?" বৃহস্পতি বলিলেন— "রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া যে রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন এই বানর তাঁহারই সেবক—ইহার নাম হনূমান। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। শিবভক্ত রাজা বীরমণি রামের যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত রামসৈন্যের মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। সেই যুদ্ধে স্বয়ং মহাদেব শত্রুঘ্ন এবং পুষ্কল প্রভৃতি রামের অনেক বড় বড় যোদ্ধাকে বধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য মহাবীর হনূমান দ্রোণপর্বত লইতে আসিয়াছে। দেবরাজ! তুমি শত সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিলেও হনূমানকে পরাজিত করিতে পারিবে না! অতএব শীঘ্র গিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট কর।"

বৃহস্পতির কথায় ইন্দ্র মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন! হনূমানকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে; কারণ দ্রোণপর্বত যদি সে লইয়া যায় তবে দেবতাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা পুনরায় জীবন পাইবেন কি করিয়া? নিরুপায় হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে লইয়া হনূমানের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর হনূমান সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"রাজা বীরমণির সহিত যুদ্ধে মহাদেবের হাতে আমাদিগের বড় বড় যোদ্ধা অনেকে মারা গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমি দ্রোণপর্বত লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এখন হয় আমাকে সেই মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ দাও আর না হয় আমি দ্রোণপর্বত মাথায় করিয়া লইয়া যাইব।" ইহা শুনিয়া দেবতারা সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়া হনূমানকে বিদায় করিলেন। সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া অসিয়া হনূমান সকলকেই বাঁচাইয়া দিল। শত্রুঘ্ন, পুষ্কল প্রভৃতি বীরগণ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; সঞ্জীবনী ঔষধ ছোঁওয়াইবামাত্র মার মার শব্দে সকলে জাগিয়া উঠিলেন। পুনরায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাজা বীরমণি শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধ

করিতে আসিয়াই তাঁহার রথটিকে কাটিয়া তিল তিল করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি শত্রুঘ্নকে বধ করিবার জন্য অদ্ভুত ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। যেমন ব্রহ্মাস্ত্র শত্রুঘ্নের নিকটে আসিল তৎক্ষণাৎ তিনি যোগিনীদত্ত অব্যর্থ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই সাংঘাতিক অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে কাটিয়া দুইভাগ করিয়া বীরমণির হৃদয়ে গিয়া বিদ্ধিল, তিনি রথের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন!

মহাদেব এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুঘ্ন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া হনূমানের উপদেশ মত মনে মনে রামচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন—"হে প্রভু! মহাদেব আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার শক্তি লোপ পাইয়াছে। আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" শত্রুঘ্ন স্মরণ করিবামাত্র রাম যজ্ঞের পোষাকেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মহাদেব অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক এই বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, "বীরমণি আমার পরম ভক্ত, বিপদের সময় আমি সর্বদা তাহাকে রক্ষা করিব বলিয়াছিলাম; সেজন্য তোমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর!" ভক্তকে রক্ষা করাই দেবগণের কর্তব্য কার্য, সুতরাং মহাদেব বীরমণিকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া রাম কেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? তিনি বরং সন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"শঙ্কর! বীরমণিকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি যে আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাতে আমাতে ত কোন প্রভেদ নাই! যে আপনার ভক্ত সে আমারও ভক্ত—সুতরাং আপনি যাহা

করিয়াছেন তাহা ভালই করিয়াছেন!" এই বলিয়া রাম হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ইহার পর মহাদেব বীরমণিকে সুস্থ করিয়া বলিলেন—"বীরমণি! তুমি রামের যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লও।" এই বলিয়া মহাদেবও চলিয়া গেলেন।

মহাদেব চলিয়া গেলে পর যজ্ঞের অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া রাজা বীরমণি স্ত্রীপুত্র-পরিবারের সহিত শত্রুঘ্নের শরণ লইলেন—যুদ্ধ থামিয়া গেল। বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। বীরমণিও সৈন্য সামন্ত লইয়া অশ্ব রক্ষার জন্য শত্রুঘ্নের সহিত যাত্রা করিলেন।

(২)

অনেক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হেমকূট পর্বতের নিকটে একটি বাগানের ভিতরে গিয়া উপস্থিত। বাগানের মধ্য দিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইলে পর, হঠাৎ অশ্বের গতি রুদ্ধ হইল। তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শত চেষ্টা করিয়াও আর চলিতে পারিল না! পুষ্কল আসিয়া কত টানাটানি করিলেন, হনুমান লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কত আকর্ষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই অশ্ব নড়িল না। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন মন্ত্রী সুমতিকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমতি বলিলেন, "কোনও বিজ্ঞ মুনি-ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।" সুমতির পরামর্শে তখন সকলে মিলিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর শৌনক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত কথা শুনিয়া শৌনক বলিলেন—"কাবেরী নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে বাড়ব নামে এক ব্যক্তি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া মেরুপর্বতে বাস করেন। ক্রমে তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া তথাকার মুনিদিগের

সহিত বিবাদ আরম্ভ করায় মুনিরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তুই রাক্ষস হ্" এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তখন বাড়ব দয়ালু মুনিদিগের পায়ে ধরিয়া অনেক স্তুতিমিনতি করিলে পর তাঁহারা বলিলেন, 'যখন রামের যজ্ঞাশ্বকে তুমি স্তম্ভিত করিবে, সেই সময় রামের গুণকীর্তন শুনিলে পর তোমার শাপ দূর হইবে।' সেই বাড়ব রাক্ষস হইয়া রামের অশ্ব অচল করিয়াছেন। এখন তাঁহার নিকট রামের গুণকীর্তন করিয়া অশ্বকে মুক্ত কর।"

মুনিবর শৌনকের উপদেশে শত্রুঘ্ন সকলকে লইয়া অশ্বের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। হনূমান শ্রীরামের গুণকীর্তন করিতে করিতে বলিল, "হে বাড়ব! রামের গুণ শ্রবণের পুণ্যফলে আপনি রাক্ষস দেহ হইতে মুক্ত হউন।" এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন—যজ্ঞাশ্বও পুনরায় সুস্থ সবল হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমাগত সাত মাসকাল যজ্ঞীয় অশ্ব কত শত শত রাজার দেশ ভ্রমণ করিল। রামের বল-বিক্রম স্মরণ করিয়া কেহই ধরিতে সাহস পাইল না। ক্রমে অশ্ব কুণ্ডল নগরে সুরথ রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। রাজা সুরথ মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা, রামের পরম ভক্ত। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আদেশ করিলেন—"অশ্বকে বাঁধিয়া রাখ। আমি বহুদিন হইতে রামচন্দ্রের ধ্যান করিতেছি, তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া আমাকে দেখা দিবেন তখনই যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরাইয়া দিব।" রাজাজ্ঞায় সৈন্যগণ অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিল।

এদিকে শত্রুঘ্ন অনুচরগণের মুখে এই সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন। তখন মন্ত্রী সুমতির কথায় তিনি অঙ্গদকে দূত করিয়া পাঠাইলেন। অঙ্গদ সুরথ রাজার সভায় গিয়া বলিল—"মহারাজ! আপনার লোকেরা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আপনি উহা ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লউন।" ইহা শুনিয়া রাজা

সুরথ বলিলেন—"দূত! তোমার প্রভু শত্রুঘ্নকে গিয়া বল যে আমি জানিয়া শুনিয়াই অশ্ব ধরিয়াছি; তাঁহার ভয়ে আমি কখনই তাহা ফিরাইয়া দিব না। রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া যখন আমাকে দর্শন দিবেন তখন আমি স্ত্রীপুত্র-পরিবারের সহিত তাঁহার শরণ লইব।"

তখন উভয় দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমেই পুষ্কলের সহিত সুরথপুত্র চম্পকের যুদ্ধ হইল। যোদ্ধা কেহই কম নহেন, উভয়ে উভয়কে কত সাংঘাতিক বাণ মারিলেন, কিন্তু কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধের পর রাজকুমার চম্পক পুষ্কলকে রামাস্ত্র মারিলেন। পুষ্কল তাহা কাটিবার জন্য অনেক অস্ত্র ছাড়িলেন বটে কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রামাস্ত্র তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া শত্রুঘ্ন হনূমানকে বলিলেন, "শীঘ্র পুষ্কলকে উদ্ধার কর নতুবা এখনই চম্পক তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া যাইবে।" হনূমান তৎক্ষণাৎ চম্পকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে বাধা পাইয়া চম্পক হনূমানকে একসঙ্গে এক হাজার বাণ মারিলেন কিন্তু হনূমান তাহা গ্রাহ্যই করিল না। বাণগুলিকে চক্ষের নিমেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাণ্ড একটা শাল গাছ লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। চম্পকের বাণে যখন শাল গাছ কাটিয়া গেল তখন হনূমান তাঁহার উপর প্রকাণ্ড একটা হাতী ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু তিনি যখন হাতীটাও কাটিয়া ফেলিলেন তখন হনূমানের যা রাগ! চম্পকের হাত ধরিয়া সে এক লাফে তাঁহাকে লইয়া শূন্যে উঠিয়াই এক লাথি মারিয়া আবার তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। হনূমানের প্রচণ্ড লাথি খাইয়াও রামভক্ত চম্পক আবার উঠিয়া তাহার লেজ ধরিয়া বিষম টানা-টানি করিতে লাগিলেন। হনূমানের আর সহ্য হইল না, রাগে গর্জন করিতে করিতে চম্পকের দুটি পা ধরিয়া বন্ বন্ শব্দে তাঁহাকে এমনই ঘুরাইতে লাগিল যে তিনি

অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এই অবসরে হনূমান পুষ্কলের বাঁধন খুলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল।

রাজা সুরথ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হনূমানকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনই রামের পরম ভক্ত এবং মহা যোদ্ধা; সকলে অতিশয় উৎসুক হইয়া উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

সুরথ হনূমানের বুকে দারুণ এক অস্ত্র মারিলেন; হনূমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে দুই হাতে তাঁহার ধনু ধরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে সুরথ অন্য ধনু লইলেন, তাহাও হনূমান না ভাঙ্গিয়া ছাড়িল না। এইরূপে রাজা ক্রমান্বয়ে আশীটি ধনু লইলেন, হনূমান সিংহনাদ করিতে করিতে সমস্ত ধনুই চূরমার করিয়া দিল! রাজা সুরথ তখন মহাক্রোধে ভীষণ এক শক্তি মারিয়া হনূমানকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে জ্ঞান লাভ করিয়া হনূমান সুরথের রথখানা শুদ্ধ এক লাফে শূন্যে উঠিল এবং রথটিকে এমন বেগে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল যে সারথিশুদ্ধ রথ একেবারে চূরমার! রাজা সুরথের কিছু হইল না বটে কিন্তু ইহার পর তিনি যে রথে চড়িতে যান, হনূমান তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে রাজার পঞ্চাশখানা রথ সে ভাঙ্গিল!

এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দর্শনে রাজা সুরথ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহা ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের তেজ দেখিয়া ভয়ে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু হনূমান মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া পাশুপত অস্ত্রও ভাঙ্গিয়া ফেলিল! সুরথ ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন, হনূমান হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাস্ত্র লুফিয়া লইল! বেগতিক দেখিয়া রাজা মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া ধনুকে রামাস্ত্র যুড়িলেন এবং সেই অস্ত্রে হনূমানকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান বলিল—"অন্য কোন অস্ত্র মারিলে দেখিতাম, কিন্তু কি করিব—আমার প্রভুর অস্ত্রের অপমান করিতে পারি না, কাজেই বাঁধা পড়িলাম।"

হনূমান বাঁধা পড়িল দেখিয়া পুষ্কল মহাক্রোধে সুরথকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না—রাজা নারাচ অস্ত্র মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন শত্রুঘ্ন আসিয়া সুরথ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাজা চক্ষের নিমেষে হাজার হাজার বাণ মারিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন—বাণে বাণে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। শত্রুঘ্ন নিরুপায় হইয়া ধনুকে যোগিনীদত্ত অদ্ভুত মোহনাস্ত্র যুড়িলেন। মোহনাস্ত্র মারিলে আর রক্ষা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদায় বীরগণেরই মোহ হইবে। সুরথ কিন্তু একটুও চিন্তিত হইলেন না। তিনি নির্ভয়ে শত্রুঘ্নকে বলিলেন—"বীরবর! আমি রামনাম স্মরণ করিয়া তোমার মোহনাস্ত্রকেও অগ্রাহ্য করিলাম।" মোহনাস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া শত্রুঘ্ন যারপরনাই আশ্চর্য ও ব্যস্ত হইয়া যে বাণ দ্বারা তিনি লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন সেই ভীষণ আগুনের মত বাণ ধনুতে সন্ধান করিলেন।

এই সাংঘাতিক বাণটি দেখিয়াও সুরথ ভয় পাইলেন না; তিনি বলিলেন—"এই বাণ শুধু দুষ্ট লোকদিগকে বধ করে, রাম-ভক্তের সম্মুখেও আসিতে পারে না।" বাস্তবিক, সে বাণ রাজার বুকে বিঁধিয়া কেবল ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান্ করিল। পর মুহূর্তেই চেতনা পাইয়া তিনি ধনুতে মহা অদ্ভুত এক বাণ যুড়িলেন। বাণের মুখ দিয়া ধক্ ধক্ করিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। শত্রুঘ্ন পথের মধ্যেই সে বাণ কাটিয়া ফেলিলেন বটে কিন্তু বাণের অগ্রভাগ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল। তিনি রথের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব সিংহনাদ করিতে করিতে সুরথকে আক্রমণ করিল। সুরথ রাজা কত ভয়ানক ভয়ানক বাণ মারিলেন কিন্তু সুগ্রীব হাসিতে হাসিতে অনায়াসে সে সমস্ত লুফিয়া লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন আবার

রামাস্ত্র মারিয়া তিনি সুগ্রীবকেও বাঁধিলেন। তখন আর কথা কি? হনূমান, পুষ্কল, শত্রুঘ্ন আর সুগ্রীবকে লইয়া তিনি পুরীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

রাজপুরীতে গিয়া হনূমানকে বলিলেন—"বাছা হনূমান! এখন প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ কর, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই কথায় হনূমান যোড় হস্তে কত স্তুতি মিনতি করিয়া রামকে ডাকিতে লাগিল। রামচন্দ্র স্বয়ং সুরথ রাজার পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলের জ্ঞান হইল, হনূমান ও সুগ্রীব বন্ধনমুক্ত হইল। রাজা সুরথ স্ত্রীপুত্র-পরিবারের সহিত শ্রীরামের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু! আমি যে আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।" রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করিয়াছ, আমিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ইহার পর রাজা সুরথ অশ্ব ফিরাইয়া দিলেন। অশ্ব পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। সুরথও চম্পককে সিংহাসনে বসাইয়া শত্রুঘ্নের সহিত অশ্ব-রক্ষার্থে যাত্রা করিলেন।

(৩)

যজ্ঞীয় অশ্ব কুণ্ডলনগর হইতে বাহির হইয়া কত রাজার দেশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না। অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে অশ্ব গঙ্গার তীরে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল।

বনবাসের সময় সীতা দেবী বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল। বাল্মীকি তাহাদের নাম রাখিলেন লব আর কুশ। তাঁহারই যত্নে এবং শিক্ষার গুণে লব কুশ বড় হইয়া সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং

ধনুর্ধর হইয়া উঠিল। বাল্মীকিদত্ত অভেদ্য ধনু হাতে লইয়া পিঠে অক্ষয় তূণ ঝুলাইয়া দুটি ভাই ঋষিকুমারদিগের সহিত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। যজ্ঞের অশ্ব বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র লব তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইল। এমন সুন্দর সজ্জিত অশ্ব কোথা হইতে আসিল? এটি কাহার অশ্ব? লব অশ্বের নিকটে গিয়া দেখিল তাহার কপালে একখানা পত্র ঝুলিতেছে। তখন পত্রখানি লইয়া পড়িবামাত্র সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—"কি! এত বড় স্পর্ধা! আমরা কি ক্ষত্রিয়সন্তান নই? আমরা কি যুদ্ধ জানি না? রাম কে? শত্রুঘ্নই বা কে? আমি এই অশ্ব বাঁধিব।"

মুনিবালকেরা রামের শক্তি-সামর্থ্যের কথা বলিয়া তাহাকে অনেক বারণ করিল, কিন্তু লব তাহাদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে ধরিল। শত্রুঘ্নের অনুচরগণ অশ্বকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে পর, লব বাণ দ্বারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিল। তখন ছিন্নবাহু অনুচরেরা যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

অনুচরগণের দুরবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নের রাগ হইবার ত কথাই! তিনি তখনই তাঁহার সেনাপতি কালজিৎকে লবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। লবের বাণে সৈন্যগণ ত মরিলই, সঙ্গে সঙ্গে কালজিৎও মারা গেলেন। তখন পুষ্কল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে মারিতে চলিলেন। লবকে মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রথমেই তাহাকে রথ দিতে চাহিলেন। তাহাতে লব বলিল—"তোমার দেওয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিব কেন? ভাবনা কি, আমি এখনই তোমাকে রথশূন্য করিতেছি। তারপর তুমিও মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিও।" এই কথা বলিয়া লব চক্ষের নিমেষে পুষ্কলের হাতের ধনু কাটিয়া ফেলিল। অন্য ধনু লইয়া পুষ্কল গুণ পরাইতে যাইবেন সেই

অবসরে লব তাঁহার রথখানিও কাটিয়া ফেলিল। পুষ্কল তখন মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কেহই কম যোদ্ধা নয়, কত বাণ যে উভয়ে উভয়কে মারিল তাহার সীমাই নাই। বাণের আঘাতে উভয়ের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া শরীরে রক্তের ধারা বহিল। শেষে লব এমনই ভয়ঙ্কর এক বাণ মারিল যে পুষ্কল কিছুতেই তাহা কাটিতে পারিলেন না, বাণ তাঁহার বুকে গিয়া বিন্ধিল—তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া হনুমান প্রকাণ্ড একটা শালগাছ লইয়া লবকে মারিতে উঠিলে লব তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তারপর হনুমান যে গাছ লয় লব তাহাই কাটিয়া ফেলে। হনুমান যত পাহাড় পর্বত ছুঁড়িয়া মারে লবের বাণে সব চূরমার হইয়া যায়।

মহা ক্রোধে হনুমান তখন তাহাকে লেজ দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লবের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোন কথাই নাই; সে জননী সীতা দেবীকে স্মরণ করিয়া বানরের লেজে এমন এক কীল মারিল যে বাছা হনুমান তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া আর করে কি? তারপর লব বাণের পর বাণ মারিয়া হনুমানকে একেবারে অস্থির করিয়া দিল। পলায়ন করিলে লজ্জার সীমা থাকিবে না, আবার প্রহারই বা কত সহ্য করিবে? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হনুমান ভাবিল—"ব্রহ্মার বরে আমার ত মরণ নাই, কাজেই এখন কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শুইয়া পড়ি।" এই ভাবিয়া হনুমান রণক্ষেত্রে কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শয়ন করিল।

হনুমান মূর্ছিত হইলে পর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া শত্রুঘ্ন যুদ্ধ করিতে আসিলেন। লবের নিকটে আসিয়াই দেখিলেন ঠিক যেন রাম শিশুমূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ শিশু নিশ্চয় সীতা দেবীর সন্তান। কিন্তু এসকল চিন্তা করিবার তিনি আর বেশী অবসর পাইলেন না। লবের সম্মুখে

আসিবামাত্র তাহার হাজার হাজার তীক্ষ্ণ বাণ আসিয়া তাঁহার শরীরে বিদ্ধিল। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বালক হইলে কি হয়! লবের আশ্চর্য শিক্ষা—তাহার বাণগুলি সাংঘাতিক। মুহূর্ত মধ্যে সে শত্রুঘ্নকে মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার ধনু কাটিয়া রথ কাটিয়া বর্ম কাটিল; তারপর তাঁহার মাথার মুকুট কাটিয়া ফেলিল। শেষে লবের ভয়ঙ্কর একটি বাণের আঘাতে শত্রুঘ্ন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্ছা ভঙ্গের পর শত্রুঘ্নের দারুণ ক্রোধ হইল; তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। যে বাণ মারিয়া লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি তখন সেই মহা ভয়ঙ্কর বাণ ধনুকে যুড়িলেন। বাণের আগুনে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শত্রুঘ্ন বাণ ছাড়িলেন। লব কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। তাহার বুকে আসিয়া বাণ বিদ্ধ হওয়ামাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া মুনিবালকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে গিয়া সীতা দেবীকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সীতা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুশ মহাদেবের পূজা করিয়া বর লইবার জন্য দূরদেশে গিয়াছিল। ঠিক এইসময়ে সেও আসিয়া উপস্থিত! সে ত আর এসব কথা কিছুই জানিত না, কাজেই সীতা দেবীকে এরূপ শোক করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে মুনি বালকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদিগের মুখে সব কথা শুনিয়া কুশের দুঃখও হইল রাগও হইল। মাকে বলিল—"মা! কেন তুমি দুঃখ করিতেছ? এই যে আমি আসিয়াছি, লবকে এখনই উদ্ধার করিব।" এইরূপে জননীকে শান্ত করিয়াই কুশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল।

ততক্ষণে লবেরও জ্ঞান হইয়াছে। আর সম্মুখে কুশকে দেখিবামাত্র, সে এক লাফে শত্রুঘ্নের রথ হইতে মাটিতে পড়িয়া

তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তখন দুই ভাই মিলিয়া মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুশ পূর্বে লব পশ্চিমে, মধ্যখানে শত্রুঘ্নের সৈন্যদল—মনে হইল যেন তাহাদের আর এ যাত্রা নিস্তার নাই।

প্রথমে শত্রুঘ্ন কুশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কুশ লবের চাইতেও নিপুণ; শত্রুঘ্ন কতরকম বাণ মারিলেন, সে হাসিতে হাসিতে সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে নারায়ণাস্ত্র মারিল। কিন্তু এই মহা ভয়ঙ্কর অস্ত্র শত্রুঘ্নের কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া কুশ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল—"আপনি নারায়ণ অস্ত্রকেও ব্যর্থ করিলেন! যাহা হউক আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এখন তিনটি বাণ মারিয়া আপনাকে জয় করিব—আপনি সাবধান হউন।" এই বলিয়া কুশ আগুনের মত উজ্জ্বল এক বাণ মারিল। শত্রুঘ্ন রামনাম স্মরণ করিয়া সেটিকে কাটিলেন। কুশ দ্বিতীয় অস্ত্র মারিল, তাহাও শত্রুঘ্নের বাণে দুই ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু কুশের তৃতীয় বাণকে শত্রুঘ্ন কোন রকমেই ব্যর্থ করিতে না পারায় সে বাণের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন। শত্রুঘ্ন অজ্ঞান হইলে পর রাজা সুরথ আসিলেন যুদ্ধ করিতে। কিন্তু কুশের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাহার এক ভয়ঙ্কর বাণ খাইয়া তিনিও অজ্ঞান হইলেন। তখন হনুমান রাগে দাঁত কড়মড় করিতে করিতে আসিয়া কুশকে আক্রমণ করিল। দুইজনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দারুণ সংগ্রাম করিলে পর, কুশ সংহারাস্ত্র মারিয়া যখন হনুমানকে বাঁধিয়া ফেলিল তখন আসিল সুগ্রীব। কিন্তু সুগ্রীব কুশের সঙ্গে কতক্ষণ পারিবে? কুশের বারুণপাশে তাহারও হনুমানের দশা হইতে বিলম্ব হইল না।

এদিকে লবও পুষ্কল, অঙ্গদ, বীরমণি প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া কুশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। এত বড় বড় যোদ্ধা-দিগকে পরাজিত করিয়া তখন দুই ভাইয়ের আনন্দ দেখে কে!

তাহারা শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলের সুন্দর মুকুট আর অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া হনূমান ও সুগ্রীবের লেজ টানিতে টানিতে মায়ের কাছে চলিল।

লব-কুশকে দেখিয়া সীতা দেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না; তিনি ছুটিয়া আসিয়া দুই ভাইকে বুকে লইয়া কত আদর করিলেন। পরে যখন হনূমান ও সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তখন তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কি সর্বনাশ! হায়, হায়, তোমরা এ কি করিয়াছ? শীঘ্র ইঁহাদের বাঁধন খুলিয়া দাও। জান না, ইঁহারা যে হনূমান আর সুগ্রীব। রাবণের লঙ্কা পোড়াইয়া যে ছারখার করিয়াছিল এ সেই মহাবীর হনূমান—আর ইনি বানররাজ সুগ্রীব। ইঁহাদিগকে তোমরা কোথায় পাইলে?" জানকীর কথা শুনিয়া লব কুশ আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তখন সীতা দেবীর কি যে দুঃখ! তিনি লব কুশকে বলিলেন—"সর্বনাশ করিয়াছ বাবা! হায়, হায়, কি উপায় হইবে? এ যে তোমাদের পিতা রামচন্দ্রের অশ্ব ধরিয়াছ। শীঘ্র উহাকে ছাড়িয়া দাও।" লব কুশ মায়ের আদেশ তখনই পালন করিল।

সীতা দেবী তখন করযোড়ে সূর্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভু! আপনি দয়া করিয়া শত্রুঘ্ন প্রভৃতি বীরগণকে জীবিত করুন।" সূর্যদেব জানকীর প্রার্থনা শুনিলেন—রণক্ষেত্রে সমুদয় বীরগণ জীবন পাইল। তখন সৈন্যগণের সহিত শত্রুঘ্ন ফিরিয়া চলিলেন—বিজয়ী অশ্ব আগে আগে চলিল। অশ্ব লইয়া সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে পর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করিলেন।

বীরভদ্র : পদ্মপুরাণ

সেকালে এক সময়ে দেবতারা কশ্যপ প্রভৃতি মুনিদিগকে লইয়া শৌকর নামে পরমসুন্দর এক পর্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই পর্বতে মুনি-ঋষিদিগের আশ্রম ও বাসুদেবের এক মন্দির ছিল। দেবতা ও ঋষিগণ বাসুদেবের পূজা করিয়া গিরিশিখরের নিকট উপস্থিত হইলে হঠাৎ অতি ভয়ঙ্কর ও বহুবিস্তৃত এক অগ্নিশিখা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং দেখিতে দেখিতে সকলে ভস্ম হইয়া গেলেন।

সেই সময়ে শিবের অনুচর মহাতেজস্বী বীরভদ্রও সেই পর্বতে বেড়াইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ হাহাকার শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন—"লোক বিপদে পড়িলেই এরূপ বিলাপ করিয়া থাকে আর শবদাহের গন্ধও পাইতেছি—ব্যাপারখানা কি?" এই ভাবিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া সেই আগুনের নিকটে গেলে পর দেবতা ও ঋষিদিগের দাহ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভীষণ আগুন বীরভদ্রকেও পোড়াইতে আসিল।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় মহাদেব তাঁহার মাথার একগাছি জটা দিয়া এই বীরভদ্রকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় বীরভদ্রের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ—যেন দ্বিতীয় মহাদেব। ইনি দক্ষযজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে মারিয়া যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দেন। এমন কি কৃষ্ণকে পর্যন্ত ইঁহার নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছিল! সুতরাং আগুন তাঁহার কি করিবে? জল পাইলে তৃণের আগুন যেমন শীতল হইয়া যায়, বীরভদ্রকে দেখিয়া এই প্রচণ্ড আগুনও তেমনই শান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন বীরভদ্র ভাবিলেন—"এই আগুন বড় সহজ দেখিতেছি না, মুহূর্ত মধ্যে সৃষ্টি পোড়াইয়া নাশ করিবে।

"ক্রমাগত এক বৎসরকাল দুইজনে অতি
ভীষণ যুদ্ধ হইল।" (পৃঃ ৪৮)

অতএব ইহাকে আমি পান করিব।" এই ভাবিয়া তিনি চক্ষের নিমেষে এই ভয়ানক আগুন পান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন

—উত্তর দিবে কে ? তখন তিনি করিলেন কি—নিজের শরীর হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া তাহাতে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িলেন। তারপর সেই মন্ত্রপূত ভস্ম মৃত দেবতা ও ঋষিদিগের ভস্মে রাখিবামাত্র সকলেই শরীর ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

জীবন পাইয়া দেবতাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা বীরভদ্রকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া পরে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন পর্বতের অন্যদিকে গেলেন তখন হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়া সকলকে গিলিয়া ফেলিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বীরভদ্রের ত রাগ হইবার কথাই ; তিনি সেই সাপের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত এক বৎসরকাল দুইজনে অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল। তারপর মহাবীর বীরভদ্র দুই হাতে সাপের মুখ ধরিয়া তাহাকে চিরিয়া দুই ভাগ করিলেন এবং দেখিলেন—সাপের পেটের মধ্যে সকলেরই মৃতদেহ রহিয়াছে। তিনি তখনই সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা সকলকে পুনরায় জীবিত করিলেন। তখন সকলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া বীরভদ্রকে কত যে ধন্যবাদ জানাইলেন তাহা আর কি বলিব !

এইরূপে দ্বিতীয়বার জীবন পাইয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে চলিতে খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন—সম্মুখে মহা ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস ; তাহার দশটা হাত, পাঁচটা পা ও আটটা মাথা ! ক্ষুধার্ত রাক্ষস উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে ভাবিয়া বানররাজ বালীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বিষ্ণু যখন বরাহরূপ ধরিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শরীরে যতটা বল ছিল, বালীর শরীরে তাহার দ্বিগুণ বল ! ইহার উপর আবার তাহার ছোট ভাই সুগ্রীব তাহার সহায় ! কিন্তু তবু সেই দুর্দান্ত রাক্ষস বালীর সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ সুগ্রীবকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল ! এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া বালী ভাবিতেছিল কি করিয়া দুষ্ট রাক্ষসকে মারিয়া ভাইকে রক্ষা করিবে। এই অবসরে রাক্ষস বালীকেও পেটের মধ্যে পুরিল !

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া, দেবতা ও ঋষিগণ প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদিগকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না—দশ হাত বাড়াইয়া সেই ভীষণ রাক্ষস সকলকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল!

মহাত্মা বীরভদ্রও এই ব্যাপার দেখিলেন। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; নিমেষ মধ্যে পঞ্চাশ যোজন এক পাথর লইয়া তিনি রাক্ষসের মাথাগুলির ঠিক মধ্যখানে আঘাত করিলেন। সেই দারুণ আঘাতে তাহার একটি মাথা চূর্ণ হইয়া গেল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ একটা প্রকাণ্ড পর্বতের চূড়া লইয়া রাক্ষসকে পুনরায় আঘাত করিলে সে অনায়াসে চূড়াটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"এতক্ষণ তোমার বল দেখিলাম, এখন একবার আমার বল দেখ।" এই বলিয়া দুইখানি তলোয়ার লইয়া একখানি বীরভদ্রের হাতে দিয়া পুনরায় বলিল—"আইস! আমরা তলোয়ার যুদ্ধ করি।"

এ কথায় সম্মত হইয়া বীরভদ্র তলোয়ার গ্রহণ করিলে পর, দুইজনে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুরন্ত রাক্ষস আশ্চর্য কৌশলে বীরভদ্রের গলায় আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ এক আঘাতে রাক্ষসের দুইটা মাথা কাটিয়া এমনই এক সিংহনাদ করিলেন যে সেই শব্দে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া দিলেন। এইরূপে উভয়ে ক্রমাগত তিন বৎসর যুদ্ধ করিলেন কিন্তু কাহারও জয় হইল না। অবশেষে মহাবীর বীরভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সাংঘাতিক এক আঘাতে রাক্ষসের সবগুলি মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পেট চিরিয়া দেবতা ঋষি ও বানর দুইটিকে বাহির করিলে পর সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেবী পার্বতী অদূরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতেছেন।

পার্বতীর সঙ্গে দেবর্ষি নারদও ছিলেন। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু

ও মহাদেবের নিকট গিয়া এই ব্যাপার বর্ণনা করিয়া কহিলেন—এই দুর্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া আজ বীরভদ্র অতি উত্তম কাজ করিয়াছে। এই রাক্ষসের বৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত, আমি বলিতেছি শুনুন :—

"অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে এক মহা ক্ষমতাশালী রাক্ষস দেবতাদিগের সহিত এক বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ রাক্ষস যুদ্ধে বহুবার হত হইলেও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাহাকে জীবিত করেন। তখন সে শুক্রাচার্যকে বলিল—'প্রভু! বার বার মরিয়াও আপনার কৃপায় আমি পুনরায় জীবন পাই। আমার মনে আছে একবার যমের সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমি যমরাজাকে গিলিয়া ফেলি! কিন্তু বলবান্ যম আমার পেট চিরিয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই আমার মৃত্যু হইয়াছিল! আর তখনও আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তাই আমি মনে করিয়াছি যে, এখন হইতে যাহাকে গিলিব সে আমার পেটে গিয়াই যাহাতে মরিয়া যায়, সেজন্য আমি কঠোর তপস্যা করিয়া বর লাভ করিব। আপনি দয়া করিয়া উপদেশ দিন।'

এ কথায় গুরু শুক্রাচার্য বলিলেন—'তুমি সমন্ত-পঞ্চক তীর্থে গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা মহেশ্বরের আরাধনা কর, তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

শুক্রাচার্যের উপদেশ মত সেই দুষ্ট রাক্ষস সমন্ত-পঞ্চকে গিয়া চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া ছয় মাস কাল অতি দারুণ তপস্যা করিল। কিন্তু তবু কোন দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া, সে যে উপায় অবলম্বন করিল তাহা অতিশয় ভয়ঙ্কর! একটি একটি করিয়া নিজের মাথা কাটে আর আগুনে আহুতি দেয়। এইরূপে চারিটি মাথা কাটিয়া পঞ্চম মাথাটি কাটিতে যাইবে, এমন সময় মহাদেব তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—'ওহে রাক্ষস, তুমি আর

এরূপ ভয়ানক কাজে সাহস করিও না। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।' তখন রাক্ষস যোড় হস্তে অতি বিনয়ের সহিত বলিল—'প্রভু! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই চারিটি বর দিন—যুদ্ধে আমার মাথা কিংবা হাত কাটা গেলে তখনই তাহা গজাইবে। আমি যাহাকে গিলিব সে আমার পেটে গিয়া মরিয়া যাইবে। বরাহরূপী বিষ্ণুর শরীরে যত বল আমার শরীরে তাহার চতুর্গুণ বল হইবে এবং আপনার জটা হইতে যে লোক জন্মিবে সে ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে মারিতে পারিবে না।' তখন মহাদেব 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"

রাক্ষসের এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন—"আপনারা আসিয়া দেখুন, বীরভদ্র আজ সেই বরপ্রাপ্ত মহাপরাক্রান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।"

মহর্ষি নারদের কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ঘটনাস্থলে গিয়া বীরভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক ধন্যবাদ করিলেন! তারপর তাঁহারা চলিয়া গেলে মহাবীর বীরভদ্রও মন্ত্রপূত ভস্ম দ্বারা পুনরায় সকলকে জীবিত করিলেন।

অবীক্ষিত : মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

পুরাকালে সূর্যবংশে মহা পরাক্রমশালী এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম করন্ধম। রাজা করন্ধমের পুত্র ছিলেন অবীক্ষিত। তাঁহার মত সুন্দর, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ সে সময় অন্য কোন রাজপুত্র ছিল না। বৈদিশ নগরে রাজা বিশাল তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য এক স্বয়ংবর সভা করিলেন। স্বয়ংবরে দেশ বিদেশের সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইল—রাজকুমার অবীক্ষিতেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সভায় আসিয়া রাজকুমারী বৈশালিনী তাঁহার ইচ্ছামত একজনকে বরণ করিবেন—ইহার নাম স্বয়ংবর। সেকালে ক্ষত্রিয় কন্যাদের স্বয়ংবর ছাড়া অন্য রকমেও বিবাহ হইত। সকলের সমক্ষে সভা হইতে কন্যাকে লইয়া পলাইতে পারিলে সেটা আরও বাহাদুরীর কাজ ছিল।

যথা সময়ে রাজকুমারী সভায় আসিলে অবীক্ষিত জোর করিয়া তাঁহাকে সভা হইতে লইয়া চলিলেন। আর বলিলেন—"আমি কন্যাকে লইয়া যাইতেছি, যাহার ক্ষমতা থাকে বাধা দিও।" তখন সভাশুদ্ধ সকলে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন; দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবর সভায় মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

অবীক্ষিত একাকী হইলেও রাজারা কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না, তাঁহার বাণে কাহারও হাত, কাহারও পা, কাহারও রথ, আবার কাহারও সারথি কাটা গেল। বাণের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেকেই পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিলেন, তাঁহাদেরও দুর্দশার একশেষ হইল! তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন—তাঁহারা একসঙ্গে অন্যায়ভাবে অবীক্ষিতকে আক্রমণ করিয়া কেহ তাঁহার

ধনু, কেহ রথ, কেহ বা তাঁহার সারথি কাটিবেন। তারপর সকলে চারিদিক্ হইতে অবীক্ষিতকে আক্রমণ করিয়া হঠাৎ একজন তাঁহার ধনু কাটিলেন। কয়েকজন মিলিয়া তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, তাঁহার রথটিকেও ভাঙ্গিয়া দিলেন। অবীক্ষিত তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাও শীঘ্রই কাটা গেল। গদা লইলেন, তাহাও সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর চারিদিক্ হইতে সকলের বাণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বিন্ধিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে অবীক্ষিতকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী রাজপুত্রগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাজকন্যার সহিত বিশালরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন! এদিকে, রাজা করন্ধম পুত্রের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া তখনই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈন্যসামন্তের সহিত বিশাল রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমাগত তিনদিন যুদ্ধের পর বিশালরাজ বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। তাঁহার সাহায্যকারী নিমন্ত্রিত রাজারাও করন্ধমের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। সুতরাং করন্ধমের শরণ লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না।

যুদ্ধ থামিয়া গেল। রাজা করন্ধম বিশালরাজের অতিথি হইয়া সে রাত্রি সেখানেই কাটাইলেন। পরদিন বিশালরাজ রাজকুমারীর সহিত করন্ধমের নিকট গিয়া, অবীক্ষিতের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে অবীক্ষিত বলিলেন—"হে রাজন্! আপনার কন্যার সম্মুখে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি, আমি কিছুতেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

এই কথা শুনিয়া বিশালরাজ কন্যাকে বলিলেন—"মা! তুমি শুনিলে ত? এখন অন্য কোন রাজাকেই বরণ কর।" এ কথায় রাজকুমারী লজ্জায় মাথা নিচু করিয়া বলিলেন—"বাবা! আমি

যুবরাজ অবীক্ষিতের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অন্যায় যুদ্ধ না করিলে রাজারা কখনই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না! আমি এই রাজকুমার ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।”

কন্যার কথা শুনিয়া বিশালরাজ পুনরায় অবীক্ষিতকে বলিলেন—“রাজকুমার! আমার কন্যা ঠিক কথাই বলিয়াছে। তোমার তুল্য বীর পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ! তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমাদের কুল পবিত্র কর।” অবীক্ষিত কিছুতেই সম্মত হইলেন না। করন্ধম নিজেও তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু সমস্তই বিফল হইল—তাঁহার মত বদলাইল না।

তখন রাজকুমারী বৈশালিনী বলিলেন—“রাজকুমার যদি আমাকে বিবাহ না করেন তবে আপনারা আশীর্বাদ করুন—আমি যেন তপস্যা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারি।” ইহার পর করন্ধম মনের দুঃখে বিশালরাজের নিকট বিদায় লইয়া পুত্রের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। আর রাজকুমারী বৈশালিনীও বনে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিলেন না।

অনাহারে, অনিদ্রায়, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে রাজকুমারীর শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—তবুও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তখন বৈশালিনী প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—“রাজকুমারি! দেবতারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি আত্মহত্যা করিও না। এই বনে তপস্যা করিতে থাক—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।” এই বলিয়া দেবদূত শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। রাজকুমারীর মনে আশা জাগিয়া উঠিল; প্রাণত্যাগের ইচ্ছা দূর করিয়া দিয়া পুনরায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

এদিকে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে কিছুদিন পর রাজা করন্ধম পুত্রকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অবীক্ষিত বলিলেন—“বাবা! আমি আর বিবাহ করিব না, আপনি আমাকে

অনুরোধ করিবেন না।" করন্ধমের মনে নিতান্তই কষ্ট হইল, তিনি নিরাশ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন করন্ধমমহিষী বীরা পুত্র অবীক্ষিতকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! আমি 'কিমিচ্ছক' নামে একটি কঠিন ব্রত করিব। এই ব্রতের সময় যে যাহা চায় তাহাকে সেই জিনিসই দিতে হয়; ধন চাহিলে ধন দিতে হয়; কেহ বলের সাহায্য চাহিলে সে কাজ নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও তাহা করিতে হয়। রাজভাণ্ডারের ধন তোমার পিতার অধীন। তিনি কথা দিয়াছেন আমার যত ধন আবশ্যক সব তিনি দিবেন। আর তুমি মহাবীর—বল বিক্রম তোমার অধীন। এখন তুমি যদি তোমার শক্তি দিয়া সাহায্য কর তবেই আমি 'কিমিচ্ছক' ব্রত শেষ করিতে পারি।" রাজকুমার মায়ের কথায় সম্মত হইলে রাণী বীরা ব্রত আরম্ভ করিলেন।

রাণীর ব্রতের সময় অবীক্ষিত রাজবাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া উপস্থিত ভিক্ষার্থিগণকে বলিতে লাগিলেন—"আমার মা 'কিমিচ্ছক' ব্রত করিতেছেন; এ সময়ে আমার শরীর কিংবা বলের দ্বারা যাহার যাহা কিছু সাহায্য হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। তোমরা কে কি চাও বল—আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।" তখন রাজা করন্ধম আসিয়া বলিলেন—"বাবা! আমিও ভিখারী—এখন আমি যাহা চাই তাহা দান কর।" অবীক্ষিত বলিলেন—"পিতা! আপনি কি চান বলুন—নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও আমি তাহা দান করিব।" করন্ধম বলিলেন—"তবে আমাকে পৌত্রমুখ দেখাও!"

অবীক্ষিত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন! যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি আর বিবাহ করিবেন না। কিন্তু এখন পিতাকেও 'কিমিচ্ছক' দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন—সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা যায় না!

রাজা করন্ধম এইরূপ কৌশলে পুত্রকে বিবাহে সম্মত করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার কিছুদিন পর রাজকুমার এক বনে শিকার করিতে যান। শিকার করিতে করিতে হঠাৎ দূরে বনমধ্যে স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনিয়া সেই দিকে ঘোড়া চালাইলেন। কিছু দূর গিয়াই দেখেন, এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে এক দুষ্ট দানব ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কন্যা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"আমি মহারাজ করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী। কে আছ শীঘ্র আসিয়া এই দুষ্ট দানবের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

কন্যার এই কথা শুনিয়া, অবীক্ষিত আশ্চর্য হইয়া ভাবিলেন—"এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে এমন সুন্দরী কন্যা কোথা হইতে আসিল? আমার পত্নীই বা সে কিরূপে হইল? যাহা হউক ইহাকে উদ্ধার করিয়া পরে সকল কথা জানিতে হইবে।" এই ভাবিয়া রাজকুমার —'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া কন্যাকে আশ্বাস দিয়া সেই হতভাগ্য দানবটাকে আক্রমণ করিলেন। দানব যোদ্ধা বড় কম ছিল না। শেল, শূল, শক্তি, জাঠা প্রভৃতি নানা রকমের অস্ত্র দিয়া রাজকুমারের সহিত সে ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল! কিন্তু অবীক্ষিত দানবের সমুদয় অস্ত্র কাটিয়া শেষে 'বেতসপত্র' বাণে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন।

দানবের মৃত্যুর পর দেবতারা আসিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—"রাজকুমার! তুমি যে কন্যাকে এইমাত্র উদ্ধার করিলে, তাহাকে বিবাহ কর—তোমার মহা ক্ষমতাশালী পুত্র হইবে এবং সে পৃথিবীর রাজা হইবে।" এ কথায় অবীক্ষিত বলিলেন—"আমি বিশাল-রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিলে সেই কন্যাও আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এখন আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত কি করিয়া অন্য কন্যাকে বিবাহ করিব?" তখন দেবতারা বলিলেন—"এ-ই সেই বিশাল রাজার কন্যা—তোমার জন্য এতদিন এই বনে তপস্যা করিতেছিল। সুতরাং তুমি ইহাকে বিবাহ কর!" তখন অবীক্ষিত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজকুমারি! আমি ত কিছুই

বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বল।” রাজকুমারী প্রথম হইতে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাঁহার সেই কঠোর তপস্যার কথা এবং তপস্যায় নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা, তারপর দেবদূতের নিষেধের কথা ইত্যাদি কোন কিছুই বলিতে ভুলিলেন না। আরও বলিলেন—“রাজকুমার! কঠোর তপস্যায় আমার শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! পরে পুনরায় কিরূপে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইলাম তাঁহাও বলিতেছি শুন। সে বড় আশ্চর্য কথা—পরশু দিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলাম। জলে নামিবামাত্র হঠাৎ জল হইতে প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ সাপ উঠিয়া আমাকে ধরিয়া একেবারে পাতালে নাগপুরীতে লইয়া গেল!

তখন আমার কি যে ভয় হইয়াছিল তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে—নাগপুরীতে যাইবামাত্রই সেই বৃদ্ধ নাগের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলে মিলিয়া আমাকে যা আদর-যত্ন করিল তেমন আদর-যত্ন জীবনে কখনও পাই নাই। তারপর নাগেরা হাত যোড় করিয়া বলিল, ‘রাজকুমারি! ভবিষ্যতে আপনার পুত্রের নিকট আমরা কোন দোষ করিলে তিনি যদি আমাদিগকে বধ করিতে চান তবে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করুন।’ এ কথায় আমিও—‘আচ্ছা, তাহাই করিব’ বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইহার পর সেই বৃদ্ধ নাগ আমাকে মূল্যবান্ অলঙ্কার ও পোষাক পরাইয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া গেল। সেই সময়ে দেখিলাম, আমার শরীর ঠিক পূর্বের মত হইয়াছে। তারপর কোথাকার এক দুষ্ট দানব আসিয়া আজ আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমার চীৎকার শুনিয়া, তুমি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে।”

ইহা শুনিয়া অবীক্ষিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“রাজকুমারি! যুদ্ধে হারিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আবার শত্রু জয় করিয়া তোমাকে পাইয়াছি।”

এই সময়ে তুনয় নামে এক গন্ধর্ব পরিবারবর্গের সহিত হঠাৎ সেখানে আসিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—"হে রাজপুত্র! এই কন্যা আমারই পুত্রী, ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্য মুনির শাপে আমার পুত্রী বিশাল রাজার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল। আমি ইহারই জন্য এখানে আসিয়াছি—তুমি এই রাজকুমারীকে গ্রহণ কর।" তখন সেই বনের মধ্যেই বিবাহের আয়োজন হইল। গন্ধর্ব-পুরোহিত তম্বুরু অবীক্ষিতের সহিত রাজকুমারী বৈশালিনীর বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পর অবীক্ষিত ও বৈশালিনী তুনয়ের সহিত গন্ধর্বলোকে গিয়া তাঁহার বাড়ীতে পরম যত্নে কিছুকাল বাস করিলেন। সেই সময়ে অবীক্ষিতের একটি পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম হইল মরুত্ত। কিছুকাল পরে রাজকুমার অবীক্ষিত স্ত্রী-পুত্রের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন—পিতা করন্ধমের কোলে মরুত্তকে দিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন।

এতকাল পরে রাজা করন্ধম পৌত্রমুখ দেখিলেন। তাঁহার কি যে আনন্দ হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মরুত্ত ঃ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

অবীক্ষিত-পুত্র মরুত্ত বড় হইয়া, রূপে-গুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সকলের প্রিয় হইলেন! মহর্ষি ভার্গবের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া তাঁহার এতদূর ক্ষমতা হইয়াছিল যে, সে সময়ে তাঁহার সমান যোদ্ধা অন্য কেহই ছিল না।

রাজা করন্ধম বৃদ্ধ হইলে পর একদিন অবীক্ষিতকে ডাকিয়া বলিলেন—"পুত্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন তোমাকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গিয়া তপস্যা করিব।" অবীক্ষিত পিতার কথায় সম্মত

না হইয়া বলিলেন—“বাবা! স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে হারিয়াছিলাম সে লজ্জা এখনও দূর হয় নাই! আমি যখন নিজেকেই রক্ষা করিতে পারি না, তখন রাজ্যশাসন করিব কি করিয়া? আপনি অন্য কাহাকেও রাজা করুন, আমি বনবাসী হইয়া ধর্মকর্মে জীবন কাটাইব।”

পুত্রের কথায় করন্ধমের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল! তিনি নানা রকমে বুঝাইলেন, কিন্তু অবীক্ষিত কিছুতেই রাজা হইতে চাহিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া করন্ধম পৌত্র মরুত্তকেই সিংহাসনে বসাইলেন।

কিছুকাল পরে রাজা করন্ধম পত্নী বীরার সহিত বনে গিয়া বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া স্বর্গে গেলেন! রাণী বীরা মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে থাকিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মরুত্ত রাজা হইলে পর তাঁহার সুশাসনের গুণে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রজারা মহা সন্তুষ্ট হইল, তাহাদের সুখের সীমা রহিল না। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। মরুত্তের মনেও দুঃখ আসিয়া দেখা দিল।

একদিন মরুত্ত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন তপস্বী আসিয়া বলিলেন—“মহারাজ! আমি মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম হইতে আসিয়াছি। সাপের কামড়ে একদিনে সাতজন মুনিবালকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আপনার পিতামহী বীরা বলিয়া পাঠাইয়াছেন—‘তুমি কিরূপ রাজ্যশাসন করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। একদিনে সাতজন ঋষিকুমারকে সাপে কামড়াইয়া মারিল! তোমার পিতামহের সময়ে এইরূপ দুর্ঘটনা ত কখন হয় নাই!’ মহারাজ! আপনার পিতামহীর সংবাদ জানাইলাম; এখন যাহা উচিত মনে করেন তাহাই করুন।”

তপস্বীর কথা শুনিয়া মরুত্ত বড় লজ্জিত হইলেন। আবার তাঁহার রাগও হইল। তিনি তখনই ধনুর্বাণ লইয়া, তপস্বীর সঙ্গে

মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, তাঁহার পিতামহী ও মুনিঠাকুরেরা বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। নিকটেই সাতজন ঋষিকুমারের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। মরুত্ত ধীরে ধীরে সকলের পায়ের ধূলা লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলে পর, তাঁহার পিতামহী বলিলেন—"বাছা! পিতার সিংহাসনের অপমান করিলে! তোমার রাজ্যে নির্দোষ মুনিবালকগুলিকে সাপে কামড়াইয়া মারিল! তবে তুমি রাজচক্রবর্তী হইবে কি করিয়া?"

মরুত্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ধনু হাতে লইয়া ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন—"কি! পৃথিবী বশ করিয়াছি, আর সামান্য নাগ আমার শাসন অমান্য করিল! এই মুহূর্তে নাগকুল শেষ করিব।" এই বলিয়া তিনি ধনুতে দারুণ 'সংবর্তক' অস্ত্র যুড়িয়া 'পৃথিবীর সমস্ত নাগ ধ্বংস হউক' এই বলিয়া অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজে, সমুদয় নাগলোক জ্বলিয়া উঠিল! মহা বলবান্ নাগেরা পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। অবশেষে বিপন্ন ও নিরুপায় নাগেরা, পাতাল ছাড়িয়া মরুত্তের মাতা বৈশালিনীর নিকট আসিয়া বলিল—"হে রাজ্ঞি! পূর্বে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপদের সময় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; এখন সে প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আপনার পুত্র মরুত্তকে শান্ত করিয়া, আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করুন।"

পূর্বপ্রতিজ্ঞার কথা বৈশালিনীর মনে পড়িল। কথা যখন দিয়াছেন তখন রাখিতেই হইবে। তিনি তখনই স্বামীকে সকল ঘটনা জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অবীক্ষিত বলিলেন—"দুষ্ট সাপেরা মরুত্তের শাসন অমান্য করিয়া, মুনি-বালকদিগকে বধ করিয়াছে। মরুত্ত তাহাদিগকে সাজা না দিয়া, আমার কথায় যে অস্ত্র ফিরাইয়া লইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি নিতান্তই সে আমার কথা না শুনে তবে আমি অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র নিবারণ করিব।" এই

বলিয়া অবীক্ষিত ধনুর্বাণ লইয়া পত্নীর সহিত মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, ক্রুদ্ধ মরুত্ত ধনু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই মহা ভীষণ বাণ, মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির করিতে করিতে চারিদিক্ উজ্জ্বল করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। অবীক্ষিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন —"বৎস মরুত্ত! আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি শান্ত হও এবং অস্ত্র সংহার করিয়া আমার আশ্রিত নাগদিগকে রক্ষা কর।" মরুত্ত বলিলেন—"পিতঃ! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজার প্রধান ধর্ম। আমার রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াও যদি দুষ্ট নাগেরা শাস্তি না পায়, তবে আমার ক্ষমতাকে ধিক্! সুতরাং, অস্ত্র নিবারণ করিতে আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন না।"

অবীক্ষিত পুনরায় বলিলেন—"বৎস! তোমার মাতা বিপদের সময় সাপদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। আমিও তাঁহার অনুরোধে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছি। এখন তুমি অস্ত্র সংবরণ না করিলে, তোমার মায়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে—তাঁহার পাপ হইবে।" এবারেও মরুত্ত অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন— "রাজা হইয়া আমি যদি দুষ্টের সাজা না দেই, তবে আমাকে নরকে যাইতে হইবে। সুতরাং কিরূপে আপনার কথা রক্ষা করিব?" এইরূপে বার বার অনুরোধ করিলেও যখন মরুত্ত পিতার কথা শুনিলেন না, তখন অবীক্ষিত ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"রে দুর্বৃত্ত! তুমি পিতা মাতার অপমান করিবে ভাবিয়াছ! অস্ত্রবিদ্যা কি শুধু তুমিই জান? আমি এখনই তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়া নাগকুল রক্ষা করিব।" এই বলিয়া অবীক্ষিত ধনুতে মহা ভয়ঙ্কর 'কালাস্ত্র' সন্ধান করিলেন। মরুত্তের সংবর্তক অস্ত্রের আগুনেই ত্রিভুবন ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে; তাহার উপর আবার অবীক্ষিতের কালাস্ত্রও যখন অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সকলে

মনে করিল—বুঝি প্রলয় কাল উপস্থিত। মরুত্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"বাবা, দুষ্টকে দমন করিবার জন্যই আমি সংবর্তক অস্ত্র ছাড়িয়াছি—আপনার বধের জন্য নহে! তবে কেন আপনি নিরপরাধ পুত্রের বধের জন্য এই মহা অস্ত্র সন্ধান করিতেছেন ?"

অবীক্ষিত তখন ক্রোধে উন্মত্ত! পুত্রের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—"আশ্রিতকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। এখন, হয় তুমিই আমাকে বিনাশ করিয়া নাগকুল ধ্বংস কর, অথবা আমিই তোমাকে বধ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিব।"

পিতাপুত্রের কাণ্ড দেখিয়া আশ্রমের সকলে ভয়ে অস্থির হইলেন। বাস্তবিক তখন দারুণ একটা দুর্ঘটনা হইয়াই যাইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ভার্গব প্রভৃতি মুনিঠাকুরেরা হঠাৎ তাঁহাদিগের মধ্যখানে আসিয়া মরুত্তকে বলিলেন—"পিতার প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে।" অবীক্ষিতকে বলিলেন—"এমন গুণবান্ পুত্রকে বধ করা তোমারও কর্তব্য নহে। আর, নাগেরাও বলিতেছে যে, এখনই ঔষধ আনিয়া ঋষিবালকদিগকে জীবিত করিবে, সুতরাং আর বিবাদের প্রয়োজন কি ?"

এই সময়ে রাণী বীরা আসিয়া পুত্র অবীক্ষিতকে বলিলেন——"আমার কথাতেই তোমার পুত্র নাগকুল ধ্বংস করিতেছিল। মুনিবালকেরা যদি জীবন পায়, তবে মরুত্ত এখনই তাহার অস্ত্র থামাইবে ; সঙ্গে সঙ্গে তোমার আশ্রিত নাগেরাও রক্ষা পাইবে।"

তখন পিতাপুত্রের বিবাদ দূর হইয়া গেল। নাগেরাও পাতাল হইতে অমৃত আনিয়া মুনিবালকদিগকে জীবিত করিল। তারপর সকলের মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! মরুত্ত পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। অবীক্ষিত তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত আদর করিয়া আশীর্বাদ করিলেন—"বাবা! তুমি রাজচক্রবর্তী হও। চিরজীবন পৃথিবীর রাজা হইয়া সুখে প্রজাপালন কর।" এই বলিয়া অবীক্ষিত পুত্রের নিকট

বিদায় লইয়া, পত্নীর সহিত চলিয়া গেলেন। মরুত্ত পৃথিবীর রাজা হইয়া পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সূর্যবংশে তাঁহার মত বলশালী, গুণবান্, পুণ্যবান্ ও তেজস্বী রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই—কোন দিন করিবেন না।

নরিষ্যন্ত ও দম : মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

মহারাজ মরুত্ত, বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরিষ্যন্তকে সিংহাসনে বসাইয়া তপস্যার জন্য বনে গেলেন। রাজা হইয়া নরিষ্যন্ত ভাবিলেন, "আমার পিতা ও পূর্বপুরুষেরা দান, ধর্ম ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ গৌরবের সহিত পৃথিবী পালন করিয়া গিয়াছেন, আমি কি সেরূপ করিতে পারিব? যাহা হউক, আমাকে এমন একটা কীর্তি রাখিয়া যাইতে হইবে যাহা পূর্ব-পুরুষেরা করেন নাই এবং যাহাতে আমারও যথেষ্ট সুনাম হইবে। এখন আমি কি করি?" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন—"আমার পূর্বপুরুষগণ নিজেরাই চিরকাল যাগ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন; অন্য কাহারও যজ্ঞের সুবিধা করিয়া দেন নাই। অতএব আমি এমন কাজ করিব, যাহাতে আমার রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামত যাগ যজ্ঞ করিতে পারেন।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি পৃথিবীর ব্রাহ্মণদিগকে এমনই ধনরত্ন দান করিলেন, যে, সূর্যবংশে পূর্বে অন্য কেহ সেরূপ করিতে পারেন নাই। ইহার ফল হইল এই যে, কিছুকাল পরে নরিষ্যন্ত যখন আর একটি যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তখন আর পুরোহিত খুঁজিয়া পাইলেন না। যাঁহাকেই ডাকিয়া পাঠান, তিনিই

বলেন—"মহারাজ! আমি অন্য একটি যজ্ঞে পুরোহিত হইব বলিয়া কথা দিয়াছি, আপনি অপর কাহাকেও বরণ করুন।" নরিষ্যন্তের যজ্ঞে অসীম ধনরত্ন পাইয়া পৃথিবীর ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং রাজার যজ্ঞে পুরোহিতের অভাব হওয়া আর বিচিত্র কি? নরিষ্যন্ত যখন দ্বিতীয়বার যজ্ঞের আয়োজন করিতে চাহিলেন, তখন নাকি পূর্বদিকে আঠার কোটি, পশ্চিমদিকে সাত কোটি, দক্ষিণদিকে চৌদ্দ কোটি এবং উত্তরদিকে পঞ্চাশ কোটি যজ্ঞ হইতেছিল। রাজা নরিষ্যন্তের অত্যাশ্চর্য দানের ফলেই, এক সময়ে এতগুলি যজ্ঞের আয়োজন সম্ভব হইয়াছিল। বাস্তবিক সূর্যবংশে অন্য কোন রাজাই নরিষ্যন্তের মত এইরূপ দান করিতে পারেন নাই।

নরিষ্যন্তের পুত্র ছিলেন দম। তিনি ইন্দ্রের মত বলবান্ এবং মুনি ও ঋষির মত দয়াবান্ ও সাধু ছিলেন। রাজা বৃষপর্বা ও দৈত্যরাজ দুন্দুভির নিকট তিনি সকল রকমের ধনুর্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

রাজা চারুকর্মার কন্যা সুমনার স্বয়ংবরে, পৃথিবীর রাজাদিগের নিমন্ত্রণ হইল। রাজপুত্র দমও নিমন্ত্রণ পাইয়া স্বয়ংবর সভায় গেলেন। রাজকুমারী সুমনা দমকেই বরণ করিলেন। ইহাতে মদ্ররাজপুত্র মহানন্দ এবং বিদর্ভরাজপুত্র বপুষ্মান্ ও মহাধনু, ইঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন—দমের নিকট হইতে সুমনাকে কাড়িয়া লইবেন; পরে সুমনা তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা বরণ করিবে। এই দুষ্ট রাজপুত্রেরা সভাস্থ অপর রাজাদিগকেও উত্তেজিত করিলেন। তখন রাজপুত্র দমের সহিত সকলের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দমের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে অনেকের প্রাণ গেল; আর, এক বপুষ্মান্ ছাড়া অন্য সকলেই পলায়ন করিল। বপুষ্মানের সহিত রাজপুত্র দমের অনেকক্ষণ দারুণ যুদ্ধ হইলে পর তিনি তাহাকে বাণে বাণে জর্জরিত

তৎক্ষণাৎ সে তপস্বী নরিষ্যন্তের
জটার মুঠি ধরিল। (পৃঃ ৬৬)

করিয়া মাটিতে ফেলিলেন। কিন্তু ক্ষমাশীল দম বপুষ্মান্‌কে প্রাণে বধ না করিয়া, ছাড়িয়া দিলেন। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া, বপুষ্মান্

সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। ইহার পর মহা সমারোহের সহিত দম ও সুমনার বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্র দম সুমনাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

ক্রমে রাজা নরিষ্যন্ত বৃদ্ধ হইলে, দমকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী ইন্দ্রসেনার সহিত তপস্যার জন্য বনে গেলেন।

কিছুকাল পরে একদিন সেই বিদর্ভরাজপুত্র পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্, লোকজন লইয়া শিকারের জন্য সেই বনে উপস্থিত হইল। ঘটনাক্রমে, তপস্বী নরিষ্যন্ত ও রাণী ইন্দ্রসেনাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই ভয়ঙ্কর বনে স্ত্রীকে লইয়া তপস্যা করিতে আসিয়াছেন—আপনি কে?" নরিষ্যন্ত তখন মৌনব্রতী থাকায় রাণী ইন্দ্রসেনাই সে কথার উত্তরে আপনাদের পরিচয় দিলেন।

তপস্বীকে শত্রুর পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, হতভাগা বপুষ্মানের মনে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সে তপস্বী নরিষ্যন্তের জটার মুঠি ধরিল। ইন্দ্রসেনা নিতান্ত কাতর হইয়া কত মিনতি করিতে লাগিলেন, দুরাচার বপুষ্মান্ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না! হাতে তলোয়ার লইয়া সে বলিতে লাগিল, "যে আমাকে স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে হারাইয়া রাজকন্যা সুমনাকে চুরি করিয়াছে, আজ সেই দমের পিতাকে বধ করিব, দমের যদি ক্ষমতা থাকে আসিয়া রক্ষা করুক।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নরিষ্যন্তের মাথা কাটিয়া ফেলিল! ইন্দ্রসেনা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বনবাসী ঋষিরা পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্‌কে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এইরূপে নরিষ্যন্তকে বধ করিয়া দুরাচার বপুষ্মান্ বন হইতে প্রস্থান করিল।

বপুষ্মান্ চলিয়া গেলে পর, রাণী ইন্দ্রসেনা ইন্দ্রদাস নামে একজন তাপসকে বলিলেন—"তুমি আমার স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তোমাকে আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমার পুত্র দমকে গিয়া বল—'তুমি রাজা হইয়া পৃথিবী পালন করিতেছ, কিন্তু তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছ না? ধিক্ তোমার রাজত্বে! তোমার

পিতা নরিষ্যন্ত তপস্যা করিতেছিলেন, পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্ আসিয়া বিনা অপরাধে তাঁহাকে বধ করিয়াছে! আমি তাপসী, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত হইবে না। এখন তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর'।" এই বলিয়া তাপসকে বিদায় করিয়া, রাণী ইন্দ্রসেনা পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া, আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

তাপস ইন্দ্রদাস রাজা দমের নিকট-গিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যু কাহিনী ও রাণী ইন্দ্রসেনা যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সে সমুদয় বর্ণনা করিল। দমের মনটি বড় কোমল ছিল এবং তিনি বড় সহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"কি, এতবড় স্পর্ধা! আমি পুত্র জীবিত থাকিতে, হতভাগা বপুষ্মান্ আমার পিতাকে অনাথের মত বধ করিয়াছে! যদি তাহার রক্তে পিতার তর্পণ না করি, তবে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিব। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং অসুরগণও যদি তাহাকে রক্ষা করেন, তবুও তাহার নিস্তার নাই।"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা দম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত বপুষ্মানের সন্ধানে চলিলেন। বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া বপুষ্মান্‌কে যুদ্ধে আহ্বান করিবামাত্র, সেও সাজিয়া গুজিয়া দমের সম্মুখে আসিল। তখন দম ও বপুষ্মানের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল সে অতি ভীষণ! আকাশে থাকিয়া দেবতা, গন্ধর্ব এবং সিদ্ধগণ এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

দম ক্রুদ্ধ হইয়া যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বাণের আঘাতে বপুষ্মানের সৈন্যগণ আহত হইয়া পড়িল। বপুষ্মানের সেনাপতি দমের সম্মুখে আসিবামাত্র, তিনি তাহার বুকে এমন সাংঘাতিক এক বাণ মারিলেন, যে হতভাগ্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল! সেনাপতির মৃত্যুতে বপুষ্মান্ নিরাশ হইয়া সৈন্যের সহিত পলায়ন করিলে, দম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রে দুষ্ট! তুই আমার অসহায় তপস্বী পিতাকে বধ

করিয়াছিস্, আর এখন কাপুরুষের মত পলায়ন করিতেছিস্ কেন? ধিক্ তোর বাহুবলে! তুই না ক্ষত্রিয়? শীঘ্র ফিরিয়া আয়?"

এই তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বপুষ্মান্ ফিরিয়া আসিলে —পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! ক্রুদ্ধ বপুষ্মান্ বাণের পর বাণ মারিয়া রথশুদ্ধ দমকে ঢাকিয়া ফেলিল। দম চক্ষের নিমেষে সে বাণ কাটিয়া একটি সাংঘাতিক বাণ দ্বারা বপুষ্মানের সাত পুত্র ও তাহার ছোট ভাইকে বধ করিলেন। বপুষ্মান্‌ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমাগত বাণ মারিয়া দমকে অস্থির করিয়া দিল। উভয়ে মহা যোদ্ধা! তাঁহারা পরস্পরের বধ ইচ্ছা করিয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরীর রক্তে লাল হইয়া গেল। তারপর যুদ্ধ করিতে করিতে যখন দুইজনেরই ধনু কাটিয়া গেল তখন আরম্ভ হইল খড়্গ যুদ্ধ।

এই সময়ে পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া দম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরে দ্বিগুণ বল আসিল এবং চক্ষের নিমেষে দুরাচার বপুষ্মান্‌কে চুলের মুঠি ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিলেন। পরে খড়্গ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়াধম বপুষ্মানের বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতেছি—দেবতা গন্ধর্ব ও মনুষ্য সকলে সাক্ষী থাক!" এই বলিয়া দম পাপিষ্ঠ বপুষ্মানের বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিলেন; এবং সেই রক্তে পিতার তর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন-পূর্বক রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বৎসপ্রী : মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

পুরাকালে বিদূরথ নামে বড় ক্ষমতাবান্ এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার সুনীতি ও সুমতি নামে দুই পুত্র এবং মুদাবতী নামে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। রাজা বিদূরথ একদিন শিকার করিতে গিয়া, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড এক গর্ত দেখিতে পাইলেন। গর্ত এমনই বড় যে, তাহা দেখিয়া রাজা বিদূরথ ভাবিলেন—"ইহা কখনই সাধারণ গর্ত নহে, এটা নিশ্চয় পাতালে যাইবার পথ!"

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে সুগ্রীব নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্বী আসিয়া উপস্থিত। তখন সেই গর্ত দেখাইয়া রাজা তাঁহাকে সেটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি রাজা, সকল বিষয়ই আপনার জানা থাকা উচিত। এই গর্তের সংবাদটিও আপনাকে বলিতেছি শুনুন, —এক মহা বলবান দৈত্য পাতালে থাকে; সে পৃথিবীকে জৃম্ভিত (বিদীর্ণ) করে বলিয়া, তাহার নাম হইয়াছে 'কুজৃম্ভ'। পূর্বে বিশ্বকর্মা সৌনন্দ নামক এক ভীষণ মুষল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুষ্ট দানব সেই মুষল চুরি করিয়াছে। যুদ্ধের সময় সে সৌনন্দ মুষল দিয়া শত্রু বিনাশ করে। এই মুষলের সাহায্যে সে পৃথিবী ভেদ করিয়া, অন্য দানবদিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এই গর্তটি পাতালে যাইবার সেই পথ। দুষ্ট দানব মুষলের বলে মুনি ঋষিদিগের যজ্ঞ নষ্ট করে; দেবতারা পর্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির! আপনি যদি এই দানবকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন, তবেই পৃথিবীর সম্রাট হইয়া সুখে বাস করিবেন। মুষলের একটি আশ্চর্য নিয়ম এই যে, যেদিন তাহাকে কোন স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে, সেদিন তাহার গুণ থাকিবে না; কিন্তু পর

দিনই আবার বলশালী হইবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শে যে মুষলের বল থাকে না, দুষ্ট দানব সে কথা জানে না। মহারাজ! আপনাকে সব কথা বলিলাম, এখন যাহা উচিত মনে করেন করুন।” এই বলিয়া ঋষি প্রস্থান করিলেন, রাজাও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া বিদূরথ তাঁহার মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া, দানব কুজৃম্ভের কথা এবং তাহার মুষলের কথা সমস্তই বলিলেন। এই সময়ে রাজকুমারী মুদাবতী পিতার নিকট উপস্থিত থাকায়, তিনিও সমস্ত বিষয় শুনিতে পাইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, রাজকুমারী সখীদিগের সহিত উপবনে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে দুরাচার কুজৃম্ভ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এই দুঃসংবাদ পাইয়া রাজা বিদূরথের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি পুত্র দুইজনকে ডাকিয়া বলিলেন—“তোমরা শীঘ্র যাও। নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে যে গভীর গর্ত আছে, সেই গর্ত দ্বারা পাতালে গিয়া, পাপিষ্ঠ কুজৃম্ভকে বধ করিয়া রাজকুমারীকে উদ্ধার কর।”

পিতার আদেশে ক্রুদ্ধ রাজপুত্রদুটি, অনেক সৈন্য সামন্তের সহিত গর্তের নিকটে গেলেন। দানবের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া পাতালে গেলে পর কুজৃম্ভের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেক দিন যুদ্ধের পর মায়াবী দানবের কৌশলে রাজার সৈন্যগণ বিনষ্ট হইল; অবশেষে কুমার দুইজনও বাঁধা পড়িলেন।

এই সংবাদ পাইয়া রাজা যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন—“যে এই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া মুদাবতী ও রাজকুমার দুটিকে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যাদান করিব!” এই ঘোষণা শুনিয়া, রাজা ভনন্দনের পুত্র মহাবীর বৎসশ্রী বিদূরথের সভায় আসিয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—“মহারাজ! অনুমতি পাইলে আমি এখনই দুরাচার কুজৃম্ভকে বধ

করিয়া, আপনার কন্যা ও পুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে পারি।"
রাজা ভনন্দন ছিলেন বিদূরথের পরম বন্ধু। বিদূরথ তখনই মিত্রপুত্র বৎসপ্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বৎসপ্রি! তুমি আমার পুত্রের তুল্য। যাও—যদি আমার কন্যা ও পুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে পার, তবে যথার্থ মিত্রপুত্রের কার্যই করিবে।"

বৎসপ্রী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সেই গর্ত দিয়া পাতালে গেলেন। সেখানে গিয়া ধনুতে টঙ্কার দিবামাত্র, সমস্ত পাতালপুরী কাঁপিয়া উঠিল! দুষ্ট দানবও সেই টঙ্কারশব্দ শুনিয়া, ক্রোধে গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন সেখানে অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমাগত তিন দিন দারুণ সংগ্রামের পরও যখন কোন পক্ষের জয় হইল না, তখন দুষ্ট দানব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মুষল আনিবার জন্য অন্তঃপুরে চলিল।

অন্তঃপুরে প্রতিদিন সেই দেবনির্মিত মুষলের পূজা হইত। রাজকুমারী মুদাবতী মুষলের ক্ষমতার কথা জানিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি, তিনি মাথা নীচু করিয়া তাহা স্পর্শ করিতেছিলেন। দানব যখন মুষল হাতে লইল, তখনও মুদাবতী পূজার ছল করিয়া, বার বার স্পর্শ করিতেছিলেন।

কুজৃম্ভ মুষল লইয়া, পুনরায় রণক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্পর্শে তাহার বল নষ্ট হওয়াতে, মুষল ব্যর্থ হইতে লাগিল। সৌনন্দ মুষল ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, দুষ্ট দানব একেবারে দমিয়া গেল। সে অন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুত্রের সহিত আর সে পারিয়া উঠিল না। অবশেষে বৎসপ্রী আগ্নেয় অস্ত্র মারিয়া তাহাকে বধ করিলেন। দানব কুজৃম্ভের মৃত্যুতে পাতালে নাগকুলের মহা আনন্দ হইল। আকাশ হইতে দেবতাগণ বৎসপ্রীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

দানবের মৃত্যুর পর, নাগরাজ অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করিলেন। রাজকুমারী মুদাবতী, মুষলের ক্ষমতা ব্যর্থ করিবার জন্য যে বার বার

উহা স্পর্শ করিয়াছিলেন, সে জন্য নাগরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সৌনন্দ মুষলের নামে রাজকুমারীকে 'সুনন্দা' নাম দিলেন।

ইহার পর বৎসপ্রী, রাজকুমারী ও রাজপুত্র দুইজনকে লইয়া রাজা বিদূরথের নিকট গেলেন। বিদূরথ যে কি পরিমাণ সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তারপর, বৎসপ্রীর সহিত মুদাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর বৎসপ্রী সকলের নিকট বিদায় লইয়া, স্ত্রীর সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সীতার অভিশাপ ঃ শিবপুরাণ

পূর্বকালে রাম, বনবাসের সময় সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কিছুকাল ফল্গুনদীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পিতার শ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল। শ্রাদ্ধের উপযুক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি লক্ষ্মণকে নিকটস্থ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রাদ্ধের সময় প্রায় উপস্থিত, তবুও লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া, রাম নিজেই গ্রামের দিকে রওয়ানা হইলেন।

রাম লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে সীতা একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"বেলা দুইপ্রহর পার হইতে চলিল, লক্ষ্মণ তবুও ফিরিলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া রামচন্দ্র গেলেন, তিনিও এখন পর্যন্ত আসিলেন না। এদিকে শ্রাদ্ধের সময় শেষ হইতে চলিল—এখন আমি করি কি? তবে আমিই আজ ফল্গুতীরে পতির পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড দিব?" এইরূপ স্থির করিয়া সীতা ইঙ্গুদী তেলের বাতি জ্বালিলেন এবং উপস্থিত ফুল-ফল যাহা পাইলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া পিণ্ড দিবামাত্র শূন্যে

শূন্যে কয়েকখানি হস্ত বাহির হইয়া
সেই পিণ্ড গ্রহণ করিল (পৃঃ ৭৩)

কয়েকখানি হস্ত বাহির হইয়া সেই পিণ্ড গ্রহণ করিল এবং সেই সঙ্গে আকাশবাণী হইল—"হে জনকনন্দিনি! আজ আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং তুমিও ধন্য হইলে।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে আসিয়া আমার পিণ্ড লইলেন?" ইহার উত্তরে দৈববাণী হইল—"জানকি! আমি তোমার শ্বশুর দশরথ; তোমার পিণ্ড পাইয়া আমাদের পরম তৃপ্তি হইয়াছে।" দশরথকে দেখিতে না পাইয়া জানকী তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"পিতঃ! আমার পতি রামচন্দ্র এবং দেবর লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিয়া এসকল কথা যদি বিশ্বাস না করেন, তখন আমি কি করিব?" পুনরায় দৈববাণী হইল—"এ বিষয়ে তুমি কয়েকজন সাক্ষী রাখিয়া দাও।" সীতা তখন ফল্গুনদীকে, অগ্নিকে, একটি গরুকে এবং যে কেতকী ফুল দিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সেই ফুলকে বলিলেন—"তোমরা এই ব্যাপারের সাক্ষী থাকিও।"

কিছুকাল পরে রাম, লক্ষ্মণের সহিত ফিরিয়া আসিয়া, সীতাকে বলিলেন, "শ্রাদ্ধের সময় শেষ হইয়া আসিল, মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই অন্তরালে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রাদ্ধ করিয়াই আমরা আহার করিব। আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে—তুমি শীঘ্র স্নান করিয়া আহারের আয়োজন কর।" এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, জানকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?" সীতা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। তখন রাম নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ! জানকী যাহা যাহা বলিলেন শুনিলে ত? আমরা শাস্ত্রমতে ডাকিয়াও যাঁহার দর্শন পাই না, তিনি কি না জানকীর ডাক শুনিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন! এ বড় আশ্চর্য কথা—বোধ করি জানকী যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক নয়।"

রামের কথায় সীতা অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিলেন—"এ বিষয়ে ফল্গুনদী প্রভৃতি সাক্ষী আছে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস

না হয়, তবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাম বলিলেন—"আচ্ছা! উহারা যদি তোমার কথা সত্য বলিয়া বলে, তাহা হইলে বিশ্বাস করিব।"

তখন চারিজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাহারা সকলেই অস্বীকার করিয়া বলিল—"কই! আমরা ত শ্রাদ্ধের বিষয় কিছুই জানি না!" এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ হাসিয়া গড়াগড়ি! জানকী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রান্না করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রাদ্ধে বসিয়া যখন রাম পিতৃগণকে আহ্বান করিলেন, তখন আকাশবাণী হইল—"বৎস! আবার কি জন্য ডাকিতেছ? জানকী আমাদিগকে পিণ্ড দান করিয়াছেন, আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।". ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন—"আমি এই কথা মানি না!" পুনরায় দৈববাণী হইল—"হে রাম! জানকী শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই!" তবুও যখন রাম সন্তুষ্ট হইলেন না, তখন স্বয়ং সূর্য সাক্ষী হইয়া বলিলেন—"রাম! কেন তুমি আবার শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে? জানকী ইতিপূর্বেই শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।" তখন আর কথা কি, রামের সন্দেহ দূর হইল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জানকীকে বলিলেন—"জনকনন্দিনি! তোমার জয় হউক, তুমি চিরজীবী হও। আমাদের কুল তোমার মত পুণ্যবতী বধূ পাইয়া ধন্য! আমরাও ধন্য হইলাম।"

তখন সেই চারিজন দুষ্ট সাক্ষীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, জানকী তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। ফল্গুকে বলিলেন—"সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া তুমি মিথ্যা বলিলে, সে জন্য এখন হইতে তোমার জল মাটির নীচ দিয়া বহিবে!" কেতকী ফুলকে বলিলেন—"হে কেতকি! তুমি যে মিথ্যা বলিয়াছ, সে জন্য তোমার দ্বারা এখন হইতে শিবের পূজা হইবে না।" গরুকে বলিলেন—"এখন হইতে তোমার মুখের দিক্ অপবিত্র হইবে।" আগুনকে

বলিলেন—"দেবতা হইয়াও তুমি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, সে জন্য তুমি আজ হইতে সর্বভক্ষক হও।"

তখন হইতে নাকি ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা, অগ্নি সর্বভুক্, কেতকী শিবপূজার অযোগ্য এবং গরুর মুখ অপবিত্র ও পুচ্ছ দেশ পবিত্র হইয়াছে।

গৌতমের তপস্যা : শিবপুরাণ

কাশীর দক্ষিণে ব্রহ্মগিরি পর্বতে, যেখানে অনেক মুনিরা থাকেন, সেখানে গৌতম মুনির আশ্রম। গৌতম আর তাঁহার স্ত্রী অহল্যা, ছয় মাস ভয়ানক তপস্যা করিয়া, বরুণ দেবকে সন্তুষ্ট করেন। বরুণ বর দিলেন, সে দেশে কোন দিন জলকষ্ট হইবে না। তখন সেখানে গর্ত খুঁড়িয়া দেখা গেল, তাহাতে বার মাস পরিষ্কার জল থাকে।

গৌতমের শিষ্যেরা প্রতিদিন আশ্রমের জন্য জল লইয়া আসিত। একদিন তাহারা জল তুলিতেছিল, এমন সময় অন্য কয়েকজন মুনির স্ত্রীরা আসিয়া, তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিল—"এই ও! আমরা এখন জল নিব—তোরা এখন যা।" শিষ্যেরা তাহাতে রাগ করিয়া, অহল্যার কাছে নালিশ করিল। অহল্যা বলিলেন—"বাছারা! তোমাদের আর জল আনিয়া কাজ নাই, এখন হইতে আমিই জল আনিব।" কিন্তু দুষ্ট ঋষিপত্নীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, একদিন মিছামিছি অহল্যাকে খুব বকিয়া দিল এবং বাড়ীতে গিয়া উল্টা বলিল যে, "অহল্যা আমাদিগকে গালি দিয়াছে।" অহল্যাকে সকলেই জানে, সুতরাং একথা বাড়ীর লোকে বিশ্বাস করিল না। তাহাতে ঋষিপত্নীরা আরও চটিয়া গেল। তাহারা প্রতিদিন অহল্যাকে গালাগালি দিত, আর প্রতিদিন বাড়ী গিয়া বলিত,

"অহল্যা বড় ছোট লোক—তাহার জ্বালায় আর টেঁকা যায় না।" শেষটা এমন হইল যে মুনিঠাকুরেরাও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে গৌতম ও অহল্যাকে আশ্রম হইতে সরান যায়।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল—"গণেশের পূজা করা যাউক!" তখন ধূপ, ধূনা, ধান, দূর্বা, সিন্দুর, চন্দনের ঘটা করিয়া গণেশকে সন্তুষ্ট করা হইল। গণেশ বলিলেন—"তোমরা কি চাও?" মুনিরা বলিলেন—"গৌতমকে এখান হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন্।" গণেশ বলিলেন—"এমন কাজ কি কখন করিতে হয়? গৌতম এমন সাধু লোক, তোমাদের এত উপকার করিয়াছেন—তাঁহার মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত?" কিন্তু ঋষিরা ছাড়িলেন না। তখন গণেশ বলিলেন—"আচ্ছা! তাহাই করিব, পরে যাহা হয় হইবে।"

তখন গণেশ একটি অদ্ভুত রোগা গরু সাজিয়া গৌতমের ক্ষেতে শস্য খাইতে লাগিলেন। গৌতম তাহাকে তাড়াইবার জন্য একটা খড় দিয়া ছুঁইবামাত্র, গরুটা চার পা ছুঁড়িয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মারা গেল! অমনি দুষ্ট মুনিরা, ঝোপের আড়াল হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—"গৌতম! কি করিলে?" চারিদিক্ হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল এবং "গৌতম গোহত্যা করিয়াছে" বলিয়া ভয়ানক গালাগালি আর নিন্দা করিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল—"এমন লোকের মুখ দেখিতে নাই। ইহাকে কোন মতেই এখানে থাকিতে দেওয়া উচিত হয় না।" মনের দুঃখে গৌতম অহল্যাকে লইয়া এক ক্রোশ দূরে গিয়া তাঁহার আশ্রম বসাইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা একে একে সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। একদিন ঋষিপত্নীরা পথে গৌতমের দেখা পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিল। গৌতম মনের দুঃখে কিছুদিন কাটাইলেন। তারপর একদিন দুষ্ট ঋষিদের আশ্রমে গিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া বার বার বলিতে

একটা খড় দিয়া ছুঁইবামাত্র, গরুটা চার পা ছুঁড়িয়া
তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মারা গেল ! (পৃঃ ৭৭)

লাগিলেন—"আপনারা দয়া করিয়া বলুন, কি করিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

তখন মুনিরা সভা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন—"তুমি আগে সমস্ত

পৃথিবী ঘুরিয়া, তোমার দুষ্কর্মের কথা প্রচার করিয়া আইস, তারপর একমাস ব্রত পালন করিয়া একশত বার এই ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ কর। অথবা ব্রহ্মগিরির চারিদিকে এগার পাক ঘুরিয়া শত কলসে স্নান কর ; তারপর গঙ্গা আনাইয়া এক কোটি বার শিব পূজা কর।” ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম তাহাতেই রাজি হইলেন। তারপর ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি আশ্চর্য তপস্যা দ্বারা শিবের প্রসাদ লাভ করিলেন। শিব বলিলেন—“গৌতম ! তুমি কিসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ ? তুমি ত কিছুমাত্র পাপ কর নাই !” এই বলিয়া তিনি দুষ্ট ঋষিদের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গৌতম বলিলেন—“আহা, সেই ঋষিরাই ধন্য ! তাঁহাদিগের জন্যই ত আমি আজ আপনার দেখা পাইলাম।” এ কথায় মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমি তোমায় বর দিব, তুমি কি চাও ?” গৌতম বলিলেন, “তবে দয়া করিয়া আমায় গঙ্গা আনাইয়া দিন্।”

তখন মহাদেব গৌতমকে জল দিবামাত্র সেই জলের মধ্য হইতে গঙ্গাদেবী উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—“গৌতমের পুণ্য হউক, তাঁহার পরিবারের সকলে পুণ্য লাভ করুন, এইখান দিয়া গঙ্গা নদী বহিয়া চলুক, পৃথিবী শুদ্ধ সকলে তাহাতে স্নান করিয়া সে জলকে অপবিত্র করিতে না আসে—আমি তাহাদের মুখ দেখিতে চাহি না।” তখন দেখিতে দেখিতে সে স্থান গঙ্গা নদীর জলে ভরিয়া উঠিল, নদী বহিয়া চলিল, চারিদিক হইতে দেবতা ঋষিরা তাহাতে স্নান করিতে আসিলেন। এদিকে মুনিঠাকুরদিগের কাছে খবর পৌছিতে দেরি হইল না। তাঁহারা বলিলেন—“গৌতম গঙ্গা আনাইয়াছেন, বড় সুবিধা হইল। চল সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।” সকলে মিলিয়া ঘটা করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহারা গঙ্গার কাছে আসিবামাত্র, গঙ্গানদী হঠাৎ কোথায় মিলাইয়া গেল ! ঋষিরা সকলের সম্মুখে এরূপ অপমানিত হইয়া, বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

বিশ্বামিত্র ঃ রামায়ণ

মহামুনি তেজস্বী বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গাধি। পিতার মৃত্যুর পর, বিশ্বামিত্র বহুকাল পৃথিবী পালন করিয়া, পরমসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে, একবার তিনি প্রায় এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া, পৃথিবীভ্রমণে বাহির হন। নানা দেশ ঘুরিয়া-ফিরিয়া, রাজা বিশ্বামিত্র একদিন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলে, মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি পৃথিবীর রাজা হইয়া দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম। আপনি সম্মত হইলে, আপনার ও আপনার সৈন্যগণের অতিথি সৎকার করিতে ইচ্ছা করি। আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন!"

রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া, অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"পূজনীয় বশিষ্ঠদেব! আপনার কথায় আমি ধন্য হইলাম; আপনার ইচ্ছা প্রকাশেই আমার সৎকার হইয়াছে। এখন পায়ের ধূলা এবং আশীর্বাদ দিন্, আমি বিদায় হই।" বশিষ্ঠ কিছুতেই ছাড়িলেন না, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলে পর, রাজা বিশ্বামিত্রও তখন সম্মত হইলেন।

মুনির আশ্রমে ফল-মূলই খাদ্য, কিন্তু পৃথিবীর রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁহার এতগুলি সৈন্যকে শুধু ফল-মূল খাওয়াইলে ত চলিবে না —রাজার উপযুক্ত আয়োজন করা চাই! ব্রহ্মনন্দন মহামুনি বশিষ্ঠ তখন করিলেন কি—তাঁহার একটি কামধেনু গাভী ছিল, তাহার নাম শবলা; তিনি তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "মা শবলে!

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই অনুরোধ করিবেন না। (পৃঃ ৮২)

রাজা বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি তাঁহার উপযুক্ত সংকারের আয়োজন কর—দেখিও যেন আমার ইজ্জৎ বজায় থাকে।"

শবলা আহারের বিরাট আয়োজন করিলেন। লুচি, মণ্ডা, পায়স, পিঠা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় সকল রকমের রাশি রাশি পর্বতপ্রমাণ সুমিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা হইল। সে যে কি আয়োজন তাহার কথা আর কি বলিব! রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহার নিজের বাড়ীতে সেরূপ নানা প্রকারের উত্তম উত্তম খাদ্য কখন চক্ষে দেখেন নাই! আহারের পর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন —"প্রভু! আপনার অতিথি-সৎকারে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এখন আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখিতে হইবে। আপনার শবলা একটি অমূল্য রত্ন, তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত লোভ হইয়াছে। আমি পৃথিবীর রাজা, আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শবলা দান করুন।"

রাজার কথা শুনিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন—"মহারাজ! শবলা আমার অতি আদরের এবং তাহার প্রসাদে আমি যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি সকলই করিয়া থাকি। শত কোটি গাভী কিংবা লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পাইলেও, আমি শবলাকে ছাড়িতে পারি না। শবলাই আমার সর্বস্ব ও সকল সুখের কারণ—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই অনুরোধ করিবেন না।"

বশিষ্ঠ যখন কিছুতেই শবলাকে দিতে রাজি হইলেন না, তখন তেজস্বী বিশ্বামিত্রের রাগ হইল, তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। মনের দুঃখে শবলার চক্ষে জল আসিল এবং তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—'হায়! বিশ্বামিত্রের লোকেরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তবু প্রভু বশিষ্ঠ কিছুই বলিলেন না! আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন!"

এইরূপ চিন্তার পর শবলা হঠাৎ রাজভৃত্যদের এড়াইয়া, হাম্বা রবে চীৎকার করিতে করিতে, ঊর্ধ্বশ্বাসে বশিষ্ঠের নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভু ব্রহ্মনন্দন! আমাকে রাজা

বিশ্বামিত্র কেন লইয়া যাইতেছেন? তবে কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?”

বশিষ্ঠ বলিলেন—“না মা, আমি কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিব? রাজা বলপূর্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমি দুর্বল ব্রাহ্মণ, বিশ্বামিত্র পৃথিবীপতি বলশালী ক্ষত্রিয় রাজা, অক্ষৌহিণী সৈন্য তাঁহার সহায়—আমি কিরূপে তাঁহাকে বাধা দিব?”

‘বশিষ্ঠ দুর্বল ব্রাহ্মণ’ একথা শবলার মন মানিল না, তিনি বলিলেন, “প্রভু! পণ্ডিতদের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণের তপস্যার বলের নিকট পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের বল অতি তুচ্ছ; সুতরাং আপনি দুর্বল, একথা ঠিক নহে। আমারও ব্রহ্মবল আছে; আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এখনই গর্বিত বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছি।”

শবলার কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন—“তথাস্তু! তুমি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া শত্রু বিনাশ কর।” অনুমতি পাইয়া শবলাও তৎক্ষণাৎ সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ‘হাম্বা’ রবে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহির হইয়া, বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল, শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র, ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিল। মহামুনি বশিষ্ঠ একবার মাত্র হুঙ্কার করিলেন, আর বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ ভস্ম হইয়া গেল!

সৈন্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে, চক্ষের সম্মুখে পুত্রগণ বশিষ্ঠের গর্জন শুনিয়াই ভস্ম হইয়া গেল—বিশ্বামিত্রের লজ্জার সীমা রহিল না, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাবা! তুমি দেশে গিয়া রাজ্যশাসন কর—আমি কোন্ লজ্জায় আর লোককে মুখ দেখাইব? এখন হইতে বনে গিয়া মহাদেবের তপস্যাই জীবনের সম্বল করিলাম।”

হিমালয় পর্বতে গিয়া, বিশ্বামিত্র এমনই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র! তোমার পূজায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।" রাজা মহাদেবকে বিনয়ের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা আমাকে প্রদান করুন। আপনার প্রসাদে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতির সমুদয় অস্ত্র আমার আয়ত্ত হউক।" মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রের গর্বের সীমাই রহিল না। তিনি ভাবিলেন, "আর কি! বশিষ্ঠের প্রাণ ত এখন আমার হাতের মুঠার মধ্যে—এবার ভাল করিয়াই আমার অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে।"

তখন বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া, বিশ্বামিত্র বাছিয়া বাছিয়া ভয়ঙ্কর বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার আগুনে তপোবন দগ্ধপ্রায় হইল। তপোবনবাসী শত শত মুনি ঋষি, পশু পক্ষী এবং বশিষ্ঠের শিষ্যেরা, ভয়ে আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মহামুনি বশিষ্ঠ 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিল না।—দেখিতে দেখিতে আশ্রম শূন্য হইয়া গেল! তখন বশিষ্ঠমুনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ব্রহ্মদণ্ড হস্তে লইয়া, বিশ্বামিত্রের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"রে দুরাচার বিশ্বামিত্র! তুই আমার পবিত্র আশ্রম নষ্ট করিলি, আজ তোর মরণ নিশ্চিত।"

গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র তখন ধনুতে আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান করিয়া বলিলেন, "ক্ষান্ত হও! কাহার হস্তে কাহার মৃত্যু হয়, এখনই তাহা দেখা যাইবে।" ক্রুদ্ধ বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ড হস্তে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"রে ক্ষত্রিয়াধম! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি,

তোর যতদূর শক্তি থাকে দেখা। আমার এই ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তোর সকল অস্ত্রের দর্প নাশ করিব।”

বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র ছাড়িলেন, বশিষ্ঠের চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু জল ছিটাইয়া দিলে আগুন যেমন নিবিয়া যায়, বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে চারিদিকের আগুন তেমনই ঠাণ্ডা হইয়া গেল! ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধে বারুণ, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐশিক, জৃম্ভণ, বিষ্ণুচক্র, ব্রহ্মপাশ, বায়ব্য, ত্রিশূল প্রভৃতি কত কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছাড়িলেন! বশিষ্ঠও তাঁহার দণ্ড দিয়া অনায়াসে সেই সকল নিবারণ করিলেন! মহাদেবের ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল বিনষ্ট হইল দেখিয়া, বিশ্বামিত্র লইলেন ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁহার হাতে এই অতি ভীষণ অস্ত্রটি দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অব্যর্থ অস্ত্রটিকেও বশিষ্ঠ তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড দিয়া বিফল করিয়া দিলেন! সেই সময়ে নাকি বশিষ্ঠের চেহারা বড়ই ভীষণ হইয়াছিল। তাঁহার দণ্ডের মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল! তখন সকলে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, “প্রভু বশিষ্ঠদেব! আপনার তপস্যালব্ধ ব্রহ্মবলের নিকট গর্বিত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়-বল পরাস্ত হইয়াছে। এখন দয়া করিয়া আপনার এই মহা ভয়ঙ্কর মূর্তি শান্ত করুন।” তখন সকলের অনুরোধে বশিষ্ঠ শান্ত ভাব ধারণ করিলেন! মহাদেবের নিকট বর পাইয়াও যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইলেন, তখন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—“ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই পরম বল। আজ ব্রহ্মবল দ্বারা আমার শিবদত্ত ধনু এবং অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত বিফল হইল। সুতরাং, যেরূপ তপস্যা করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এখন হইতে আমি সেই তপস্যা করিব!”

ইহার পর বিশ্বামিত্র এমন আশ্চর্য তপস্যা করিয়াছিলেন যে

দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'রাজর্ষি' করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিলেন। তখন দেবতারা আসিয়া তাঁহাকে 'মুনি' বলিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাতেই বা তুষ্ট হইবেন কেন? তিনি যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি হইতে চান! পুনরায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা—শীতে, গ্রীষ্মে, অনাহারে, অনিদ্রায় মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া, বহুশত বৎসর এমনি কঠোর তপস্যা করিলেন যে, তাঁহাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া দেবতাদিগকে মানিয়া লইতে হইল। ইহার পর দেবতারা সকলে মিলিয়া, মহামুনি বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বন্ধুতা করাইয়া দিলেন; বশিষ্ঠও তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন আর কথা কি! অন্য সকলেও তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া মানিল। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তখন হইতে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, 'মহর্ষি বিশ্বামিত্র' হইলেন।

শুক্রাচার্যের তপস্যা : মৎস্যপুরাণ

দেবতাদিগের গুরু ছিলেন বৃহস্পতি। কথায় বলে "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি"। বৃহস্পতি বাস্তবিকই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। শুক্রাচার্য দৈত্যদিগের গুরু, তিনি নাকি ছিলেন বৃহস্পতি অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান্।

সেকালে দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, অসুরদল নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তাহারা শুক্রাচার্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল—প্রভু! দেবতাদিগের সঙ্গে আমরা কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছি না। তাঁহারা বড় বড় দৈত্য যোদ্ধাদিগের প্রায়

সকলকেই বধ করিয়াছেন। এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, নতুবা আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া পাতালে চলিয়া যাইব!"

ভৃগু মুনির পুত্র পরম জ্ঞানী শুক্রাচার্য দৈত্যদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমাদের ভয় কি? পৃথিবীতে যত ভাল ভাল ঔষধ এবং মন্ত্র আছে, তাহার সবই আমি জানি। সেগুলি যদি তোমাদিগকে শিখাইয়া দেই, তবে দেবতারা তোমাদিগের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।"

এদিকে দেবতারাও ভাবিলেন যে, শুক্রাচার্য যদি তাঁহার ঔষধ মন্ত্র সব অসুরদিগকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে ত আর উপায় নাই! অতএব, তাহার পূর্বেই কেন আমরা অসুরকুল শেষ করিয়া ফেলি না? দেবতারা তখনই যুদ্ধের ঘটা করিয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্বল অসুরেরা শুক্রাচার্যকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল, দেবতাদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্বয়ং শুক্রাচার্য দৈত্যদিগকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, দেবতারাও আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না!

উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে পর, শুক্রাচার্য দৈত্যদিগকে বলিলেন, "একদিন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিনটাই তোমাদের ছিল। বলি রাজার যজ্ঞে বিষ্ণু বামন অবতার সাজিয়া, তিন পা জমি দক্ষিণা চাহিয়া, তিন পায়ে সমস্তই দখল করিয়া লইয়াছেন, আর বলি রাজাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। জম্ভাসুর, বিরোচন প্রভৃতি বড় বড় দৈত্য যোদ্ধা বিষ্ণুর হাতেই মারা গিয়াছে। এখন তোমরা অতি অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিয়াছ। আমার মনে হয়, দেবতাদিগের সহিত এখন বিবাদ করিয়া কাজ নাই—কিছুকাল তোমরা চুপ করিয়া থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিব। তারপর তোমরা পুনরায় দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিও—তখন তোমাদের জয় নিশ্চিত।"

এই উপদেশ মত দৈত্যপতি প্রহ্লাদ দেবতাদিগের নিকটে গিয়া

প্রস্তাব করিল—“আমরা দানবদল সকলেই অস্ত্র ছাড়িয়াছি, আমরা আর যুদ্ধ করিব না। এখন হইতে জটা বাকল পরিয়া বনে গিয়া আমরা তপস্যা করিব।” দেবতারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ অস্ত্র ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল।

ইহার পর শুক্রাচার্য মহাদেবের তপস্যায় বাহির হইলেন। যাইবার পূর্বে দৈত্যদিগকে বলিয়া গেলেন—“তোমরা এখন কিছুকাল আমার পিতার আশ্রমে গিয়া, সাধু সন্ন্যাসীর মত থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসি।”

শুক্রাচার্য কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, “প্রভু! দেবগুরু বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে, অসুরপক্ষের জয়ের জন্য আমি সেই মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।”

মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে এমন মহামূল্য মন্ত্র শুক্রাচার্য চাহিবামাত্রই মহাদেব তাঁহাকে শিখাইয়া দিবেন—তাহাও কি হয়? তিনি বলিলেন—“এক হাজার বৎসর একটিও কথা না বলিয়া এবং কেবলমাত্র ধূম পান করিয়া যদি আমার তপস্যা করিতে পার, তাহা হইলে সঞ্জীবনী মন্ত্র তোমাকে শিখাইব।” মহাদেবের তপস্যায় সম্মত হইয়া, শুক্রাচার্য এই গুরুতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ক্রমে এই তপস্যার কথা দেবতাদিগের কানে পৌঁছিলে, তাঁহারা বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—“অসুরেরা এখন সন্ধি করিয়া অস্ত্র ছাড়িয়াছে; এই সুযোগে শুক্রাচার্য ফিরিবার পূর্বেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে।” তখনই অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া দেবতারা পুনরায় অসুরদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরেরা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহারা নিরুপায় হইয়া, গুরুমাতা ভৃগুপত্নীর

শরণ লইল। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন—"বাছারা! তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" দেবতারা কিন্তু তবুও অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না।

ভৃগুপত্নী তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—"বটে! তোমাদের এত বড় স্পর্ধা! আমি অসুরদিগকে অভয় দিয়াছি, তবু তাহাদিগকে তোমরা বধ করিতে আসিয়াছ? আজ আমি তোমাদের দলপতি ইন্দ্রকেই মারিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রের দিকে ছুটিলেন; দেবসৈন্যের সাধ্য হইল না যে, তাঁহাকে বাধা দেয়। ভৃগুপত্নীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তাঁহার তেজ দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! দলপতির দুর্দশা দেখিয়া, সৈন্যগণ তাঁহাকে ফেলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। তখন বিষ্ণু আসিয়া, তাড়াতাড়ি ইন্দ্রকে তাঁহার নিজের শরীরের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। ভৃগুপত্নীর ক্রোধ তখন ভীষণতর হইয়া বিষ্ণুর উপরে পড়িল। তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন—"আজ আর রক্ষা নাই। আমি সকলের সাক্ষাতে, এখনই ইন্দ্র ও বিষ্ণু দুইজনকেই যোগবলে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

এখন উপায়? বিষ্ণুর হাতে ছিল সুদর্শনচক্র, ইন্দ্র বলিলেন—"শীঘ্র সুদর্শন দিয়া উহার মাথা কাটিয়া ফেলুন।" স্ত্রীহত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া বিষ্ণুর মনে বড় দুঃখ হইল। কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবার সময় নাই—তিনি চক্র দিয়া ভৃগুপত্নীর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া, মহর্ষি ভৃগু ক্রোধে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন—"এত বড় দেবতা হইয়া তুমি অবধ্য স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে! এই জন্য, সাতবার তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে!"

ভৃগুমুনি তখন তাঁহার স্ত্রীর কাটা মাথাটি তুলিয়া লইয়া শরীরে

শুক্রাচার্য ও জয়ন্তী
(শুক্রাচার্যের তপস্যা—পৃঃ ৯১)

লাগাইলেন এবং তাহাতে জল ছিটাইয়া—'দেবি, তুমি জীবিত হও' এই কথা বলিবামাত্র, তাঁহার পত্নী জীবিত হইলেন। তাঁহার

এইরূপ আশ্চর্য তপস্যার বল দেখিয়া সকলে, অবাক্ হইয়া গেল।

ইহার পর ইন্দ্র দেবপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি নাই! সমস্ত রাত্রি চিন্তায় কাটাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার কন্যা জয়ন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা জয়ন্তি! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা করিতেছেন। ইহা পাইলে আমরা কিছুতেই অসুরদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না। তুমি গিয়া শুক্রাচার্যের সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

পিতার আদেশে জয়ন্তী, যেখানে শুক্রাচার্য তপস্যা করিতেছিলেন সেখানে গিয়া দেখিল, শুক্র অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন। তাঁহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এবং মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। জয়ন্তী পরম ধৈর্যের সহিত বৎসরের পর বৎসর, শুক্রের সেবায় নিযুক্ত রহিল। ক্রমে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এইরূপে হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, শুক্রাচার্যের ধূমব্রত শেষ হইল। তখন মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"একমাত্র তুমিই এই কঠোর তপস্যা করিতে পারিলে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে আমি বর দিলাম —বুদ্ধি, বল, তপস্যা এবং তোমার তেজ দ্বারা, তুমি একাই দেবতাদিগকে জয় করিতে পারিবে। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা পাইবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছিলে, তাহাও তোমাকে দিলাম। কিন্তু, সঞ্জীবনী বিদ্যা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেলেন।

মহাদেব চলিয়া গেলে পর, শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কেন তুমি আমার দুঃখে কাতর হইয়া আমার সেবা করিতেছ? তোমার মিষ্ট ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি চাও বল, নিতান্ত কঠিন কাজ হইলেও

আমি তাহা করিব।” জয়ন্তীর তখন অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল এবং মাথা নীচু করিয়া শুধু এই উত্তর দিল—“প্রভু! আপনি ত তপোবল দ্বারাই আমার মনের কথা জানিতে পারেন?”

শুক্রাচার্য যোগবলে জানিতে পারিলেন যে, জয়ন্তীর ইচ্ছা, সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দশ বৎসর কাল তাঁহার সহিত সংসার-বাস করে। তিনি তখন জয়ন্তীর সহিত গৃহে ফিরিয়া গিয়া, তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং দশ বৎসর কাল তাহার সহিত পরম সুখে সংসার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি যোগবলে অদৃশ্য হইয়া রহিলেন, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। এদিকে অসুরেরা যখন শুনিল যে, গুরু শুক্রাচার্য মহাদেবের নিকট হইতে বর লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিন্তু গুরু তখন মায়াবলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন—কাজেই তাঁহাকে না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

শুক্রাচার্যের অদৃশ্যবাসের সংবাদ পাইয়া, দেবতাদিগের মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলিল। দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের রূপ ধরিয়া, দৈত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—“শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আইস, মহাদেবের প্রসাদে আমি যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে শিখাইব।” দৈত্যদিগের তখন আনন্দ দেখে কে! সকলে মিলিয়া শুক্রবেশধারী বৃহস্পতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে ক্রমে শুক্রাচার্যের যখন অদৃশ্যবাসের দশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন তিনিও দৈত্যদিগের নিকটে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কি সর্বনাশ! বৃহস্পতি তাঁহার রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে ঠকাইতেছেন! এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন—“দৈত্যগণ! আমিই তোমাদিগের গুরু শুক্রাচার্য আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি, আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে

ফাঁকি দিতেছেন। তোমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট চলিয়া আইস।"

দুইজনই দেখিতে ঠিক একরকম, কে যে শুক্রাচার্য এবং কে যে বৃহস্পতি, মূর্খ দৈত্যেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে? তাহারা দুইজনকেই বার বার দেখিতে লাগিল। বৃহস্পতি তখন জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দৈত্যগণ! আমি তোমাদিগের গুরু শুক্রাচার্য, আর ইনি দেব-গুরু বৃহস্পতি, আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে আসিয়াছেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অসুরেরা এক সঙ্গে মহা কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইনিই দশ বৎসর যাবৎ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরা ইঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়াছি।" এই বলিয়া অসুরেরা বৃহস্পতির পায়ের ধূলা লইয়া, আগন্তুক শুক্রাচার্যকে শাসাইয়া বলিল—"ইনিই আমাদিগের গুরু, আমরা ইঁহার কথামতই কাজ করিব। তুমি কে হে বাপু? তোমাকে আমরা চাই না, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এই অপমান শুক্রাচার্য সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে অভিশাপ দিলেন—"ওরে দুষ্ট দানবগণ! তোদের মঙ্গলের জন্য এত করিলাম, এত বুঝাইলাম, তবু মূর্খেরা আমার কথা না শুনিয়া আমার অপমান করিলি! তোদের এই অপরাধে, তোরা দেবতাদিগের নিকট পরাস্ত হইবি।" এই বলিয়া শুক্রাচার্য চলিয়া গেলেন।

বৃহস্পতি মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে দানবেরা শুক্রাচার্যের বিদ্যা না শিখিতে পারে। এখন তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আবার শুক্রাচার্য অভিশাপও দিয়াছেন; সুতরাং এখন দেবতাদিগের আর ভয় কিসের? এইরূপে দৈত্যদিগের সর্বনাশ করিয়া, বৃহস্পতি নিজের রূপ ধরিয়া প্রস্থান করিলেন!

তখন অসুরেরা সবই বুঝিতে পারিল। মনের দুঃখে আর অনুতাপে তাহারা সকলে দলপতি প্রহ্লাদকে লইয়া, শুক্রাচার্যের পায়ে লুটাইয়া পড়িল—কত যে কাঁদিল, কত যে অনুনয় বিনয় করিল! তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া শুক্রাচার্য গলিয়া গেলেন, তাঁহার রাগ দূর হইল। তিনি বলিলেন, "দৈত্যগণ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, দেবতারা একবার তোমাদিগকে হারাইবেন; তোমরাও কিছুদিনের জন্য পাতালে গিয়া আশ্রয় লইবে। কিন্তু আমার বিদ্যার বলে, তোমরা আবার ফিরিয়া আসিবে এবং তখন তোমাদিগের জয় নিশ্চিত।"

ক্ষুপ ও দধীচ : লিঙ্গপুরাণ

সেকালে ব্রহ্মার ক্ষুত (হাঁচি) হইতে ব্রহ্মলোকে মহা তেজস্বী ক্ষুপ রাজা জন্মিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার শত্রু অসুরদিগকে মারিবার জন্য, এই ক্ষুপকে তাঁহার বজ্র দেন। অসুর জয়ের পর ক্ষুপ, নিজের ইচ্ছায় মানুষ হইয়া, পৃথিবীতে আসিয়া সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন। রাজা ক্ষুপের পরম বন্ধু ছিলেন দধীচ মুনি। একদিন কথায় কথায় দুই বন্ধুতে তর্ক হইল—ক্ষত্রিয় বড় কি ব্রাহ্মণ বড়? ক্ষুপ বলেন ক্ষত্রিয় বড়, দধীচ বলেন ব্রাহ্মণ বড়। ক্রমে তর্ক অনেক দূর গড়াইলে পর, মুনিবর দধীচ রাগিয়া ক্ষুপের মাথায় এক প্রচণ্ড ঘুঁসি মারিলেন। তেজস্বী ক্ষুপ, এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, বজ্রের আঘাতে দধীচের শরীর চূরমার করিয়া দিলেন!

দধীচ মুনি মড়ার মত মাটিতে পড়িয়া, মনে মনে শুক্রাচার্যকে স্মরণ করিলে, শুক্রাচার্য আসিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া, পরামর্শ দিলেন—"তুমি মহাদেবকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট কর

এবং তাঁহার নিকট বর লইয়া তুমি অমর হও। আর প্রার্থনা কর, তোমার শরীরের হাড়গুলি যেন বজ্রের মত শক্ত হয়।”

মহর্ষি ভার্গবের উপদেশে, দধীচ কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে পর, মহাদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—“বৎস! আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল!” দধীচ করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—“প্রভু! আমাকে যেন কেহ বধ করিতে না পারে এবং আমার শরীরের হাড়গুলি যেন বজ্রের মত কঠিন হয়।” মহাদেব “তথাস্তু” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আর কথা কি! বর পাইয়া দধীচ নির্ভয়ে ক্ষুপ রাজার নিকটে গিয়াই, তাঁহার মাথায় সজোরে এক লাথি মারিলেন! ক্ষুপও তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুকে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে দধীচ মুনির কোনই অনিষ্ট হইল না! রাজা ক্ষুপ দধীচের ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে অবাক্! এদিকে দারুণ অপমানে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে অতি কঠিন তপস্যা করিতে লাগিলেন। পূজায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিলে পর, রাজা ক্ষুপ বলিলেন—“হে প্রভু! দধীচ নামে এক ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি মহাদেবের বরে সকলের অবধ্য। সেই দধীচ আমার সভায় আসিয়া, সকলের সমক্ষে আমার মাথায় পদাঘাত করিয়াছেন। আর ভারি অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন—‘আমি কাহাকেও ভয় করি না’। এখন, আমি তাঁহাকে জয় করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই—আপনি ইহার উপায় করিয়া দিন্।”

ইহা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—“দধীচ শিবের ভক্ত এবং তাঁহার বরে অবধ্য; সুতরাং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না। আর আমার ভয় হয়, কোনরূপ চেষ্টা করিতে গেলে হয়ত মুনি রাগিয়া আমাকেও শাপ দিবেন! যাহা

হউক, তবু আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, তোমার উপকার করিতে পারি কি না।”

ইহার পর বিষ্ণু, ব্রাহ্মণের বেশে দধীচের আশ্রমে গিয়া বলিলেন—“হে শিবভক্ত মুনিঠাকুর! আমি আপনার নিকট একটি বর চাই, আমাকে সেই বর দিন্।” দধীচ বিষ্ণুর চতুরতা ও ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন—“ঠাকুর! আর কেন, এখন ব্রাহ্মণ-রূপ ছাড়ুন। মহাদেবের অনুগ্রহে আমি সবই বুঝিতে পারিয়াছি—আপনি ক্ষুপ রাজার পূজায় তুষ্ট হইয়া, ভক্তের মান রক্ষার জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু মহাদেবের অনুগ্রহে পৃথিবীতে দেব, দৈত্য, দ্বিজ কাহাকেও আমি ভয় করি না। আমার ভয়ের যদি কোন কারণ থাকে তবে বলুন।” তখন বিষ্ণু নিজরূপ ধরিয়া বলিলেন—“হে দধীচ! তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, কিন্তু আমার আদেশে একবার ক্ষুপ রাজার সভায় গিয়া বল—‘আমি ভয় পাইতেছি’।”

শিবভক্ত দধীচ বলিলেন—“আমি সে কথা বলিতে পারিব না, কারণ, মহাদেবের প্রসাদে আমি কাহাকেও ভয় করি না।” এই কথা শুনিয়া ক্রোধে বিষ্ণুর শরীর জ্বলিয়া গেল, তিনি দধীচকে বধ করিবার জন্য সুদর্শন চক্র উঠাইলেন। কিন্তু দধীচ মুনির তেজে সুদর্শন চক্র নিস্তেজ হইয়া গেল! তখন মুনিবর দধীচ একটু হাসিয়া বলিলেন—“হে প্রভু! পূর্বকালে আপনি শিবের নিকট হইতে এই চক্র পাইয়াছিলেন; সুতরাং চক্র আমাকে আঘাত করিবে না। অতএব, ব্রহ্মাস্ত্র কিংবা অন্য কোন মহা অস্ত্র দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করুন।” এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু নানারূপ অস্ত্র দ্বারা দধীচকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায় হইলেন সমস্ত দেবতাগণ, আর দধীচ মুনি একা। তখন দধীচ মুনি করিলেন কি, এক মুঠা কুশ লইয়া মহাদেবকে স্মরণপূর্বক, দেবতাগণকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। তখন এক ভারি অদ্ভুত কাণ্ড হইল। দধীচের

···দধীচকে বধ করিবার জন্য সুদর্শন-চক্র উঠাইলেন। (পৃঃ ৯৬)

সেই একমুঠা কুশ, ভয়ঙ্কর ত্রিশূল হইয়া দেবতাদের দিকে ছুটিল। ত্রিশূলের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইয়া দেবতা-দিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ

যে সব অস্ত্র ছাড়েন, তাহারা সকলে ত্রিশূলকে প্রণাম করে! ইহা দেখিয়া দেবতারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

দেবতারা পলায়ন করিলে পর, বিষ্ণু নিজের শরীর হইতে তাঁহারই মত বলবান্ লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত সৈন্যগণ দধীচ মুনির তেজে মুহূর্ত মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া, বিষ্ণুকে যুদ্ধ করিতে বারণ করিলেন। বিষ্ণু তখন আর কি করেন, ব্রহ্মার কথায় যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন এবং মুনি ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া, সেখানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

ইহার পর ক্ষুপরাজা দধীচ মুনির বন্দনা করিয়া বলিলেন—"হে ঠাকুর, হে সখা! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" দধীচ মুনি ক্ষুপরাজাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে শাপ দিলেন—"দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ শিবের কোপানলে বিনষ্ট হইবেন।"

দেবতাগণকে শাপ দিয়া দধীচ ক্ষুপকে বলিলেন—"মহারাজ, দেখিলেন ত? আমার কথাই ঠিক হইল, ব্রাহ্মণই প্রকৃত বলবান্ এবং ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বড়।" এই বলিয়া দধীচ নিজের আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

কথাসরিৎসাগর
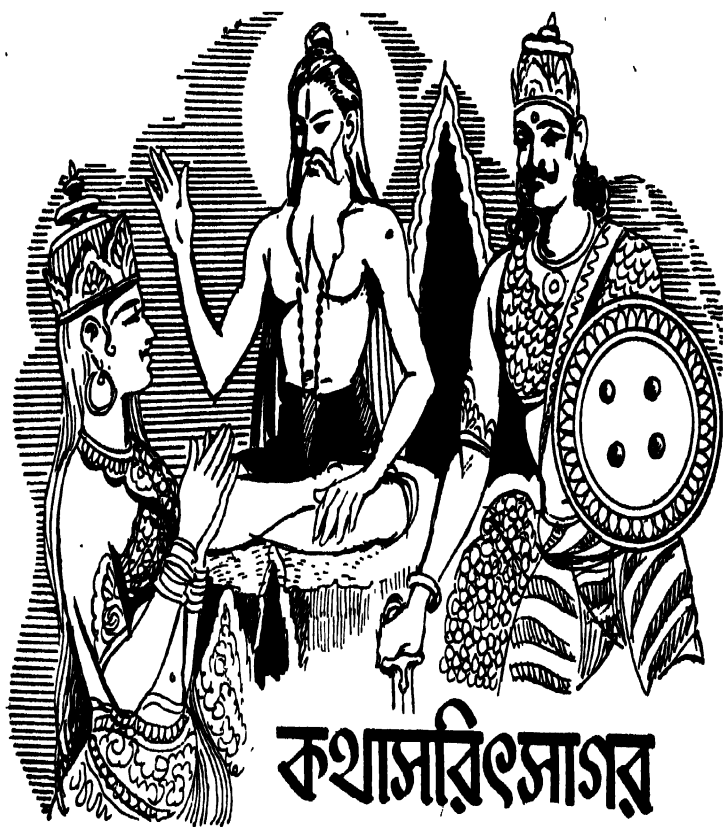
বনের পশুপক্ষীদিগকে শুনান আর পাতাটি আগুনে পুড়াইয়া ফেলেন। (পৃ. ১০৬)

সেকালে একদিন কৈলাস পর্বতে বসিয়া মহাদেব পার্বতীকে বিদ্যাধরের গল্প বলিয়াছিলেন। গল্প আরম্ভের পূর্বে নন্দীকে দরজায় প্রহরী রাখিয়া বলিয়া দিলেন—"দেবীকে আমি গল্প বলিব, এখন ভিতরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিও না।" এই বলিয়া মহাদেব গল্প আরম্ভ করিলেন, নন্দী ঘরের দরজায় প্রহরী রহিল। ক্ষণকাল পরে, মহাদেবের গণগণের প্রধান 'পুষ্পদন্ত' আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলে, নন্দী নিষেধ করিয়া বলিল—"ঠাকুর এখন দেবীকে গল্প শুনাইতেছেন, ভিতরে যাইতে দিব না।" এ কথায় পুষ্পদন্তের কৌতূহল ত হইবার কথাই, সে মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া, নন্দীকে ফাঁকি দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল। মহাদেব ক্রমে সাতটি বিদ্যাধরের গল্প দেবীকে শুনাইলেন। লুকাইয়া থাকিয়া পুষ্পদন্তও সে সকল গল্প শুনিল। সে অতি আশ্চর্য কথা; বাড়ীতে গিয়া পুষ্পদন্ত তাহার স্ত্রী জয়াকে সে গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তাহা শুনিয়া জয়া ভাবিল—"এমন অদ্ভুত গল্প দেবী পার্বতীকে না বলিলে কি হয়?" জয়ার মুখে গল্প শুনিয়া দেবী অবাক্ হইলেন, ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য!—মহাদেব বলিয়াছিলেন—এগুলি সম্পূর্ণ নূতন গল্প, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। কিন্তু জয়া কি করিয়া

জানিল ? তবে কি শিব আমাকে ফাঁকি দিলেন ?” যাহা হউক, তিনি তখনি মহাদেবকে গিয়া বলিলেন—“তুমি সেদিন পুরাতন গল্প বলিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ, আমি জয়ার নিকটেও সে গল্প শুনিয়াছি।” তখন মহাদেব সমস্তই বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“পুষ্পদন্ত লুকাইয়া সে সব গল্প শুনিয়াছিল আর বাড়ীতে গিয়া জয়াকে বলিয়াছে।” ইহা শুনিয়া দেবীর অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি পুষ্পদন্তকে ডাকাইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন—“তোমার এত বড় স্পর্ধা! শিবের আদেশ অমান্য করিয়া গল্প শুনিয়াছ ? অতএব তুমি মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।”

এই দারুণ শাপ শুনিয়া মহাদেবের অন্য এক গণ, ‘মাল্যবান্’, পুষ্পদন্তের হইয়া দেবীকে অনেক স্তুতি মিনতি করিল। তাহাতে দেবীর রাগ দূর ত হইলই না অধিকন্তু তিনি মাল্যবান্‌কেও শাপ দিলেন—“তুমিও মানুষ হইয়া জন্ম লও।” তখন পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান্ দুই জনে দেবীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, দেবীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন—“আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, তোমাদিগের মানুষ-জন্ম হইবেই ; তবে কিনা মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি, শুন—সুপ্রীতক নামে এক যক্ষ কুবেরের শাপে বিন্ধ্যবনে কাণভূতি নামে পিশাচ হইয়া বাস করিতেছে। তাহাকে দেখিলে পুষ্পদন্তের পূর্বকথা মনে পড়িবে এবং তখন কাণভূতিকে এই গল্প শুনাইলে তাহার মুক্তি হইবে। তারপর কাণভূতির নিকট এই গল্প শুনিয়া, মাল্যবান্ যখন তাহা জগতে প্রচার করিবে, তখনই তাহার মুক্তি ; আর গল্প শেষ হওয়া মাত্রই কাণভূতিরও পিশাচত্ব দূর হইয়া যাইবে।”

এই ঘটনার পর পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী নগরে বররুচি (বা কাত্যায়ন) নামে এবং মাল্যবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে গুণাঢ্য নামে জন্মগ্রহণ করিল। কালক্রমে বররুচি মগধের রাজা নন্দের মন্ত্রী হন। একদিন তিনি দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে পূজা করিবার জন্য বিন্ধ্যবনে

যান। দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ বাস করে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর।" স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, বররুচি অনেক অনুসন্ধানের পর পিশাচকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এমন দুরবস্থা কেন? পিশাচ হইবার কারণ কি?" পিশাচ বলিল—"আমি কুবেরের অনুচর ছিলাম। স্থূলশিরা নামক এক রাক্ষসের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া কুবেরের অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি শাপ দিলেন—'আমার অনুচর যক্ষ হইয়া ছোট লোকের সহিত মিত্রতা করিয়াছ! অতএব, বিন্ধ্যবনে গিয়া পিশাচ হইয়া থাক।' এই নিদারুণ শাপে আমার বড় দুঃখ হইল এবং কুবেরের পায়ে পড়িয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর তিনি বলিলেন—'পিশাচ তোমাকে হইতেই হইবে, সে কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক, শিবের গণ, পুষ্পদন্ত, পার্বতীর শাপে মানুষ হইয়া তোমার নিকট গেলে, তাহার নিকট মহাকথা শুনিয়া, পরে সে কথা মাল্যবান্‌কে বলিলে তোমার মুক্তি হইবে'। তখন হইতে পিশাচ হইয়া আমি এখানে বাস করিতেছি।"

পিশাচের বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র বররুচির পূর্বকথা মনে পড়িল, তিনি বলিলেন—"আমিই শাপগ্রস্ত সেই পুষ্পদন্ত। শুন তবে গল্প বলিতেছি।" এই বলিয়া বররুচি পিশাচকে সাত লক্ষ শ্লোকের সেই মহাকথা শুনাইলেন। গল্প শেষ হইলে বলিলেন—"আমার গল্প শেষ হইয়াছে, এখন মানুষ দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইব। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, মাল্যবান্ আসিলে তাহাকে এই মহাকথা শুনাইও—সেও মুক্তি পাইবে আর তোমারও পিশাচত্ব দূর হইবে।" এই বলিয়া, বররুচি গঙ্গার জলে প্রাণবিসর্জন করিয়া পুনরায় পুষ্পদন্ত হইলেন।

এদিকে মাল্যবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী হন। কিছুকাল পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন তিনি এই বিন্ধ্যবাসিনী

দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলে, দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—“এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ আছে, তাহাকে পুষ্পদন্ত এক গল্প বলিয়াছে। সেই গল্প শুনিলে তোমার মুক্তি হইবে।” মাল্যবান্ দেবীর আদেশে কাণভূতির নিকট গিয়া, পিশাচভাষায় তাহাকে বলিলেন—“পুষ্পদন্ত তোমাকে যে গল্প বলিয়াছে সেই গল্প শীঘ্র আমাকে বল।”

গুণাঢ্যকে পিশাচ-ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া কাণভূতি অবাক্ হইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয়! আপনি কে এবং পিশাচভাষা কিরূপে শিখিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।” তখন তিনি বলিলেন—“আমি প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী, গুণাঢ্য। সাতবাহন ক্ষমতাশালী রাজা হইলেও তিনি মূর্খ ছিলেন—সংস্কৃত জানিতেন না। একদিন তিনি রাণীর সহিত পুকুরের জলে নামিয়া খেলা করিতে করিতে তাঁহার শরীরে জল ছিটাইয়া দিলে, রাণী বলিলেন—‘মোদকৈঃ পরিতাড়য়’ (জল ছিটাইয়া দিও না)। এ কথায় রাজা কতকগুলি মোদক (নাড়ু) আনাইলেন দেখিয়া, রাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘মহারাজ! সন্ধি জান না? মা উদকৈঃ—মোদকৈঃ, এই সহজ সন্ধিটা বুঝিতে না পারিয়া মোদক আনাইয়াছ? তুমি ত বড় মূর্খ!’ রাণীর কথায় রাজা নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তখনই বাড়ীতে আসিয়া অন্তঃপুরে শুইবার ঘরে আশ্রয় লইলেন—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না, কথাবার্তা বলেন না।

এই সংবাদ পাইয়া আমি ও অপর মন্ত্রী সর্ববর্মা রাজার নিকট গেলাম। তাঁহাকে কত প্রশ্ন করিলাম, কত স্তুতি মিনতি করিলাম, কিন্তু তিনি একেবারে নীরব রহিলেন। তখন চতুর সর্ববর্মা বলিলেন—‘মহারাজ! কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনার মুখে সরস্বতী প্রবেশ করিয়াছেন’। এই কথা শুনিবামাত্র রাজা কথা কহিলেন, বলিলেন—‘আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে, কত

দিনে সংস্কৃত শিখিতে পারিব ?' আমি বলিলাম—'সকল শাস্ত্রের মূল ব্যাকরণ, তাহা শিখিতে বার বৎসর লাগে, কিন্তু আমি আপনাকে ছয় বৎসরে শিখাইতে পারিব !' এ কথায় সর্ববর্মা বলিলেন—'রাজা সুখী লোক, এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিতে পারিবেন কেন ? আমি ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইব।' সর্ববর্মার এই অহঙ্কার শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল, বলিলাম—'তুমি যদি ছয় মাসে শিখাইতে পার, তবে আমি মানুষের চলিত সংস্কৃত, প্রাকৃত আর দেব ভাষা, তিনটাই ছাড়িয়া দিব।" সর্ববর্মাও প্রতিজ্ঞা করিলেন—'যদি না পারি, তবে তোমার পায়ের জুতা জোড়া বার বৎসর মাথায় করিয়া রাখিব।'

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ববর্মা বনে গিয়া, কার্ত্তিকের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিক তাঁহাকে দেখা দিয়া—'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই সূত্র উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে নূতন এক ব্যাকরণের সূত্র বলিলাম, ইহার নাম হইবে কলাপ (অথবা কাতন্ত্র)। ইহার সাহায্যে তুমি সাতবাহন রাজাকে ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইতে পারিবে।' এইরূপে কার্ত্তিকের বরে সর্ববর্মা সত্য সত্যই ছয় মাসে সাতবাহনকে সংস্কৃত শিখাইলেন। তখন আমাকে চলিত তিন ভাষা ছাড়িয়া দিয়া, বাধ্য হইয়া মৌনব্রত লইতে হইল এবং আমি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে আসিলে, দেবী স্বপ্নে দেখাইলেন—'কাণভূতির নিকটে যাও। পুষ্পদন্ত তাহাকে যে মহাকথা বলিয়াছে, সেই কথা তাহার নিকট শুন—তবেই কাণভূতির মুক্তি হইবে। আর সেই কথা জগতে প্রচার করিলে, তোমার শাপও আর থাকিবে না।' দেবীর আদেশে এখানে আসিয়া দেখিলাম, বহুতর পিশাচ পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছে।

শুনিয়া শুনিয়া তাহাদিগের ভাষা শিখিলাম এবং সে জন্যই তোমার সঙ্গে কথা বলিতে পারিয়াছি, নতুবা মৌনই থাকিতে হইত।

গুণাঢ্যের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কাণভূতি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পিশাচভাষায় এই সাতটি গল্প বলিল। গুণাঢ্য সাত বৎসরে সাত লক্ষ শ্লোকে পূর্ণ গল্পটি লিখিলেন। কথিত আছে, বনের মধ্যে কালি না পাইয়া, তাঁহাকে নিজের শরীরের রক্তে সেই পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, লেখা শেষ হইবামাত্র কাণভূতির মুক্তি হইল। গুণাঢ্য লিখিত সেই গল্পের নাম—বৃহৎকথা। এখন, এই বৃহৎকথা জগতে প্রচার না করিলে ত গুণাঢ্যের মুক্তি হইবে না! তখন অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, পুস্তকখানি রাজা সাতবাহনের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তারপর পুস্তকখানি শিষ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠান নগরে পাঠাইয়া, রাজাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি গল্পগুলি জগতে প্রচার করেন; আর নিজেও নগরের বাহিরে এক কালীমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাতবাহন পুস্তক গ্রহণ না করিয়া বলিলেন—"সাত লক্ষ নীরস শ্লোকের পুস্তক, পিশাচ ভাষা, তাহাও আবার রক্তে দিয়া লেখা—এ পুস্তক আমি লইব না।"

শিষ্য নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে গুণাঢ্য নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তখন করিলেন কি, বনের মধ্যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া, পুস্তকের এক এক খানি পাতা ছিঁড়িয়া বনের পশুপক্ষীদিগকে শুনান আর পাতাটি আগুনে পুড়াইয়া ফেলেন। এইরূপে ছয় লক্ষ শ্লোক পোড়াইলে পর, শিষ্যেরা সপ্তম লক্ষ শ্লোকটি পোড়াইতে দিল না। এই সপ্তম লক্ষ শ্লোকে রাজা নরবাহনদত্তের গল্প বর্ণিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে একদিন রাজা সাতবাহনের গুরুতর পীড়া জন্মিল। রাজবৈদ্য আসিয়া বলিল—"শুষ্ক মাংস খাইয়া রাজার অসুখ হইয়াছে।" রাজা তখনই পাচকদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলে,

তাহারা বলিল—"মহারাজ! ব্যাধেরা আপনার আহারের জন্য আজকাল যে মাংস যোগাইতেছে, তাহা সমস্তই এরূপ শুষ্ক; ইহাতে আমাদের কোন অপরাধ নাই।" ব্যাধগণকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল—"দোহাই মহারাজ! আমাদের কোন দোষ নাই। বিন্ধ্যবনে কোথা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তিনি প্রতিদিন বনের পশুপক্ষীদিগকে ডাকিয়া অতি অদ্ভুত গল্প বলেন আর তাহারা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া তাহা শুনে; এবং সে জন্যই তাহাদিগের শরীর না খাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে।"

এই আশ্চর্য কথা শুনিয়া, রাজা তখনই ব্যাধদিগের সহিত বনে গেলেন এবং ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহারই নিরুদ্দিষ্ট মন্ত্রী গুণাঢ্য। এতদিন পরে প্রিয় মন্ত্রীকে পাইয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুণাঢ্য তাঁহার শাপ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রাজার মনে বড় দুঃখ হইল, তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন—"গুণাঢ্য! আমার অপরাধ হইয়াছে, পুস্তকখানি আমাকে দাও।" গুণাঢ্য বলিলেন—"মহারাজ! ছয় লক্ষ শ্লোক পোড়াইয়া শেষ করিয়াছি। এক লক্ষ শ্লোক বাকি আছে—তাহাই নিন্। আমার শিষ্যেরা পিশাচ ভাষা বুঝাইয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি যোগবলে তখনই শাপ হইতে মুক্ত হইলেন।

গুণাঢ্যের মুক্তির পর রাজা সাতবাহন, তাঁহার দুই শিষ্য 'গুণদেব' ও 'নন্দীদেবে'র সাহায্যে বৃহৎকথার বাকি লক্ষ শ্লোক জগতে প্রচার করিলেন। বৃহৎকথার আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না। তাহার সারাংশ লইয়া সোমদেব ভট্ট যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহারই নাম—"কথাসরিৎসাগর।"

দেবীর পায়ে লুটাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে
দেবীর দয়া হইল। (পৃঃ ১০২)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রসিদ্ধ বৎস দেশের রাজা ছিলেন শতানীক। তাঁহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী নগরে। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, তাঁহার পুত্র পরীক্ষিৎ; পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় আর জন্মেজয়ের পুত্র ছিলেন শতানীক। শতানীকের রাণী বিষ্ণুমতীর কোন সন্তান ছিল না। একদিন রাজা মৃগয়ায় গেলে পর, বনে শাণ্ডিল্য মুনির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কথায় বার্তায় মুনি ঠাকুর জানিতে পারিলেন, সন্তান নাই বলিয়া রাজার মনে বড় কষ্ট। এই ঘটনার কিছুদিন পর, একদিন শাণ্ডিল্য মুনি কৌশাম্বী আসিয়া রাণী বিষ্ণুমতীকে মন্ত্রপূত চরু (যজ্ঞের পায়স) খাইতে দিলেন। যথা সময়ে রাণীর একটি পুত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখা হইল সহস্রাণীক। পুত্র বড় হইলে, রাজা শতানীক তাঁহাকে যুবরাজ করিলেন।

এই সময়ে দেবাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবরাজ ইন্দ্র শতানীকের সাহায্য চাহিয়া তাঁহার নিকট মাতলিকে পাঠাইলেন। সারথি মাতলি ইন্দ্রের রথে কৌশাম্বী আসিয়া, রাজা শতানীককে ইন্দ্রের সংবাদ জানাইলে পর, তিনি তাঁহার মন্ত্রী যোগন্ধর ও সেনাপতি সুপ্রতীকের উপর পুত্র ও রাজ্যের ভার দিয়া, মাতলির

সহিত ইন্দ্রপুরীতে গেলেন। তারপর দেবাসুর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া, তিনি কত যে অসুর বধ করিলেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই! শুধু তাহাই নহে, অসুররাজ যমদংষ্ট্রও তাঁহার হস্তেই নিহত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজা শতানীকও অবশেষে সেই যুদ্ধেই পতিত হইলেন। এই দারুণ সংবাদ কৌশাম্বী পৌঁছিলে পর, সকলের দুঃখের সীমা রহিল না। যাহা হউক, রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মন্ত্রিগণ যুবরাজ সহস্রাণীককে সিংহাসনে বসাইলেন।

এদিকে অসুরদিগকে জয় করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র অমরাবতীতে এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া, ইন্দ্রের আদেশে, মাতলি পুনরায় কৌশাম্বী গেল। নিমন্ত্রণ পাইয়া সহস্রাণীক মাতলির সহিত ইন্দ্রপুরীতে আসিয়া দেখিলেন—নন্দন কাননে দেবতাগণ আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, সুন্দরী অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। অপ্সরাগণকে দেখিয়া সহস্রাণীকের মনে বিবাহের চিন্তা হইলে, তিনি অন্যমনস্কভাবে উৎসব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ চিন্তার ভাব দেবরাজের চক্ষু এড়াইতে পারিল না, এবং কারণ বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—"বৎস! চিন্তা করিও না। তোমার উপযুক্ত পত্নী দেবতারা পূর্বেই ঠিক করিয়াছেন এবং সে পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি শুন:—

"বহুকাল পূর্বে একদিন আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম; বিধূম নামে একজন বসুও আমার সঙ্গে ছিল। সেই সময় অপ্সরা অলম্বুষাও ব্রহ্মার নিকট আসে। ঐ বসু ও অপ্সরা, দেখা হইবামাত্র পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমিও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তখনই তাহাদিগকে শাপ দিলাম—'তোমরা স্বামী-স্ত্রীরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।' সেই বসুই তুমি, আর অযোধ্যার রাজা কৃতবর্মার কন্যা মৃগাবতী সেই অপ্সরা—এই মৃগাবতীর সহিত তোমার বিবাহ

হইবে। সুতরাং বিবাহের জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই!” এই বলিয়া ইন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে মাতলি রাজা সহস্রাণীককে কৌশাম্বী লইয়া চলিল!

সহস্রাণীক যাত্রা করিবেন, এমন সময় অপ্সরা তিলোত্তমা বলিল —“মহারাজ! আপনার সহিত আমার একটু প্রয়োজন আছে—কিছুকাল অপেক্ষা করুন।” সহস্রাণীক তখন মৃগাবতীর চিন্তা করিতেছিলেন—সুতরাং তিলোত্তমার কথা না শুনিয়াই চলিলেন। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তিলোত্তমা তাঁহাকে শাপ দিল—“যাহার চিন্তায় তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে, তাহার সহিত চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তোমার ছাড়াছাড়ি হইবে।” এই শাপ শুধু মাতলি শুনিতে পাইল, কিন্তু অন্যমনস্ক থাকার দরুণ সহস্রাণীক ইহা শুনিতে পাইলেন না!

কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলে পর, সহস্রাণীক মন্ত্রীদিগের নিকট মৃগাবতীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অবিলম্বে অযোধ্যায় দূত পাঠাইয়া কৃতবর্মার নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করা হইল। কৃতবর্মা তাঁহার রাণী কলাবতীকে এই প্রস্তাবের বিষয় জানাইলে, তিনি বলিলেন—“মহারাজ! কিছুদিন পূর্বে আমি এইরূপ স্বপ্নও দেখিয়াছি, সুতরাং সহস্রাণীকের সঙ্গে মৃগাবতীর বিবাহ দিন্।” ইহার পর, যথা সময়ে রাজা সহস্রাণীকের সহিত রাজকুমারী মৃগাবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পূর্বে মন্ত্রী যোগন্ধরের পুত্র জন্মিল—যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি সুপ্রতীকের পুত্র রুমণ্বত আর রাজবিদূষকের পুত্র জন্মিল—বসন্তক। কালক্রমে রাণী মৃগাবতী গর্ভবতী হইলে পর, একদিন তিনি রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! আমার স্নানের জন্য একটি রক্তবর্ণ জলের পুকুর করিয়া দিন!” রাজার আদেশে পুকুর প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইল না, লাল রং মিশাইয়া তাহার জলও রক্তবর্ণ করা হইল। তারপর একদিন রাণী এই পুকুরে স্নান করিতেছিলেন, রং লাগিয়া তাঁহার শরীর ও পোষাক লাল হইয়াছিল। এমন সময়

গরুড় জাতীয় প্রকাণ্ড এক পক্ষী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল—রক্তমাখান বড় এক খণ্ড মাংস জলে ভাসিতেছে, আর তখনই ছোঁ মারিয়া তাঁহাকে লইয়া শূন্যে পলায়ন করিল। এই সংবাদ পাইয়া রাজা সহস্রাণীক মনের দুঃখে জ্ঞান হারাইলেন।

ইন্দ্রের সারথি মাতলি দৈববলে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া, কৌশাম্বীতে নামিয়া আসিল। তারপর সহস্রাণীক জ্ঞানলাভ করিয়া যখন তাহার নিকট তিলোত্তমার শাপের কথা শুনিলেন, তখন তিনি অনেকটা শান্ত হইলেন বৈ কি! যাহা হউক, মাতলি তাঁহাকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া গেলে পর মন্ত্রীরাও অনেক বুঝাইলেন। তখন এই বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন—"কোন রকমে এই চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেলেই, পুনরায় মৃগাবতীকে পাইব।"

এদিকে সেই পক্ষী রাণীকে লইয়া শূন্যে চলিয়া গেল! তারপর ক্রমে যখন বুঝিতে পারিল যে, মাংস মনে করিয়া সে জীবন্ত মানুষ আনিয়াছে, তখন তাহার হইল ভয়! ততক্ষণে সে উদয়গিরির উপরে আসিয়াছে আর তখনই রাণীকে উদয়গিরিতে রাখিয়া সে প্রস্থান করিল! তখন ভয়ে ও শোকে অস্থির হইয়া মৃগাবতী দেখিলেন, দুষ্ট পক্ষী তাঁহাকে এক জনশূন্য পর্বতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে তিনি কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ এক অজগর সাপ তাঁহাকে গিলিতে আসিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, তখনই কোথা হইতে দেবতার মত এক বীরপুরুষ আসিয়া, সাপটাকে বধ করিয়াই আবার চলিয়া গেলেন। ইহার পর রাণী ভাবিলেন—আত্মহত্যা করিবেন। তাহার সুযোগও উপস্থিত হইল। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর বন্য হাতী আসিয়া উপস্থিত! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাতী তাঁহার কোন অনিষ্ট করিল না!

হাতী চলিয়া গেলে পর মৃগাবতী স্বামীর কথা মনে করিয়া,

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে এক ঋষিকুমার ফলমূল সংগ্রহ করিবার জন্য বনে আসিয়াছিল। কান্না শুনিয়া সে সন্ধান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তখন রাণীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে সে জমদগ্নি মুনির আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে মুনিঠাকুরকে দেখিবামাত্র রাণী তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। দয়ালু সর্বজ্ঞ ঋষি তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন—"মা! তুমি আমার আশ্রমে থাক, তোমার যত্নের ত্রুটি হইবে না। এখানেই তোমার পুত্র জন্মিবে এবং তোমার স্বামীর সহিতও মিলন হইবে। অতএব তুমি আর কাঁদিও না।"

মৃগাবতী জমদগ্নির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। যথা-সময়ে তাঁহার পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মিল। সেই সঙ্গে দৈববাণী হইল—"বৎসে! তোমার এই পুত্র 'উদয়ন' ভবিষ্যতে অতি প্রসিদ্ধ ক্ষমতাশালী রাজা হইবে। আর তাহার পুত্র হইবে বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্।" এই দৈববাণী শুনিয়া রাণী সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার সুখের সীমা রহিল না!

আশ্রমে থাকিয়া বালক উদয়ন দিনে দিনে বড় হইতে লাগিল। জমদগ্নি ঋষি তাহাকে সমস্ত শাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। মৃগাবতী তাঁহার হাত হইতে সহস্রাণীকের নাম লেখা বালা খুলিয়া পুত্রের হাতে পরাইয়া দিলেন। ইহার পর একদিন উদয়ন হরিণের সন্ধানে বনে বনে ঘুরিয়া এক স্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটা সাপ ধরিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন—"সাপটাকে কেন বাঁধিয়াছ? ছাড়িয়া দাও।" সাপুড়িয়া বলিল—"আমি নিতান্ত গরীব, সাপ নাচাইয়া যাহা পাই তাহাতে অতি কষ্টে দিন চলে। ইহাকে ছাড়িয়া দিলে আমার উপায় কি হইবে?" এ কথা শুনিয়া দয়ালু উদয়ন তাহাকে মায়ের দেওয়া বালাটি খুলিয়া দিয়া সাপটাকে মুক্ত করিলেন—সাপুড়িয়া বালা পাইয়া সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল। তখন সেই কৃতজ্ঞ সাপ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আমি বাসুকির

দাদা 'বাসুনেমি'। তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ সেজন্য আমার বরে তুমি এমন অদ্ভুত মালা গাঁথিতে পারিবে যে তাহা কোন দিন শুকাইবে না। আর এই সুন্দর বীণাটিও তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া একটি বীণা দিয়া বাসুনেমি চলিয়া গেল, উদয়নও আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে সেই সাপুড়িয়া বালাটি বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে গেলে পর তাহার হাতে রাজার নাম লেখা মূল্যবান বালা দেখিয়া একজন শান্তিরক্ষক তাহাকে রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বালা তুমি কোথায় পাইলে?" সাপুড়িয়া আত্মোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে সেটাকে রাণীর বালা বলিয়া চিনিতে পারিয়া রাজার মনে সন্দেহ হইল। এই সময়ে হঠাৎ দৈববাণী শুনিলেন—"মহারাজ! আজ হইতে তোমার শাপ দূর হইল। তোমার স্ত্রী মৃগাবতী পুত্রের সহিত জমদগ্নি মুনির আশ্রমে বাস করিতেছে।"

পরদিন প্রাতঃকালে সহস্রাণীক জমদগ্নির আশ্রমে রওয়ানা হইলেন, সাপুড়িয়া পথ দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেখানে পৌঁছিলে পর, জমদগ্নি ঋষি তাঁহার যত্নের ত্রুটি করিলেন না। রাজা সহস্রাণীক মুনিঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া পত্নী ও পুত্রের সহিত কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়াই মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"অবিলম্বে উদয়নকে যুবরাজ করিবার আয়োজন কর।" দেখিতে দেখিতে অভিষেকের উৎসব শেষ হইয়া গেল, উদয়ন যুবরাজ হইলেন। সহস্রাণীক পুত্রের মন্ত্রী ও বন্ধুরূপে যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বত ও গোপালককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং দৈববাণী হইল—"এই সকল মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজকুমার সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইবে।" কালক্রমে সহস্রাণীক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী মৃগাবতী ও মন্ত্রিগণের সহিত তপস্যার জন্য হিমালয় পর্বতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদয়ন কৌশাম্বীর সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে তিনি যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার দিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন। প্রায়ই শিকারে বাহির হন; রাতদিন বীণা বাজান। ভয়ঙ্কর বন্য হাতীকে বীণার মিষ্ট স্বরে ভুলাইয়া বাঁধিয়া আনেন—এই সব হইল উদয়নের অতি প্রিয় কাজ। যাহা হউক, এত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও তাঁহার মনে এক দুশ্চিন্তা ছিল। তিনি ভাবিতেন—"আমার পত্নী হইবার উপযুক্ত সুন্দর ও উচ্চ বংশের কন্যা পাওয়া যায় না। এক আছে উজ্জয়িনীর রাজকুমারী বাসবদত্তা। কিন্তু তাহাকেই বা কিরূপে পাইব?" এই সকল কথা ভাবিলেই তাঁহার মন খারাপ হইত।

এদিকে উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেনও ভাবিতেন—"বাসবদত্তার স্বামী হইতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে এক মাত্র উদয়ন আছে। কিন্তু তাহার সহিত আমার শত্রুতা। তবে কিরূপে তাহাকে জামাতা করিব? যাহা হউক, একটি উপায় আছে। শুনিয়াছি উদয়ন বড় শিকার-প্রিয়; বনে একাকী ঘুরিয়া বেড়ায় আর হাতী ধরে। এদিকে সঙ্গীতেও নাকি তাহার বেশ নিপুণতা আছে। কৌশল করিয়া তাহাকে কোন রকমে রাজবাড়ীতে আনিয়া যদি বাসবদত্তার গানের শিক্ষক করিয়া দিতে পারি তবে রাজকুমারীকে দেখিয়া নিশ্চয়ই সে মুগ্ধ হইবে। তখন সে আমার জামাতা না হইয়া যাইবে কোথায়? আর তবেই আমাদিগের শত্রুতা আর থাকিবে না।"

এইরূপ চিন্তার পর চণ্ডমহাসেন ভগবতী মন্দিরে পূজা দিলেন। তখন দৈববাণী হইল—"মহারাজ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" তারপর রাজা বাড়ীতে আসিয়া মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সহিত পরামর্শ

করিয়া দূত দ্বারা উদয়নকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমার কন্যা বাসবদত্তা আপনার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে চায়। অনুগ্রহ করিয়া আপনি এখানে আসিয়া তাহাকে শিক্ষা দিলে বাধিত হইব।"

দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়া উদয়নের রাগ হইল; তিনি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলে পর মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! আপনি যে শুধু বীণা বাজাইয়া এবং শিকার করিয়া সময় নষ্ট করেন সে কথা জগতের লোকে জানিতে পরিয়াছে—তাহারই এই ফল! চণ্ডমহাসেনের উদ্দেশ্য ভাল নয়; কন্যার নাম করিয়া আপনাকে লইয়া গিয়া বন্দী করাই তাঁহার ইচ্ছা।"

মন্ত্রীর কথায় উদয়নের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি দূতদ্বারা চণ্ডমহাসেনকে উত্তর দিলেন—"আপনার কন্যা আমার ছাত্রী হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিন্।" এই উত্তর পাঠাইয়াই তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন—"যুদ্ধ করিয়া আমি চণ্ডমহাসেনকে বাঁধিয়া আনিব।" যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, "সেটা কি ঠিক হইবে মহারাজ? আর আপনি তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁহার অসীম ক্ষমতা, তাঁহাকে জয় করা সহজ নয়। তাহার একটি কারণও আছে—দুর্গার বরে তিনি একখানি তলোয়ার পাইয়াছেন, সেটি হাতে থাকিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না এবং তখন তিনি শত্রুর অজেয়। ইহা ছাড়া, তাঁহার নড়াগিরি নামে একটা হাতী আছে, সেটা যেন দ্বিতীয় ঐরাবত। সেটা যুদ্ধে আসিলে আর রক্ষা থাকিবে না। আর যুদ্ধেরই বা আবশ্যকতা কি? তিনি ত আপনাকে কন্যা দান করিতে সম্মতই আছেন। তবে কিনা লোকটা একটু অহঙ্কারী, সেজন্যই নিজে আগ্রহ করিয়া কিছু করিতে চান না। কিন্তু মহারাজ! এসব সত্ত্বেও বাসবদত্তাকে আপনি বিবাহ না করিলে চলিবে না।"

এদিকে রাজা উদয়নের দূত উজ্জয়িনী গিয়া চণ্ডমহাসেনকে তাহার প্রভুর উত্তর শুনাইল। তাহা শুনিয়া চণ্ডমহাসেন ভাবিলেন—"দেখিতেছি বৎসের গর্বিত রাজা কিছুতেই এখানে আসিবেন না! আর রাজকুমারীকে যদি সেখানে পাঠাই তবে লোকে নিন্দা করিবে। অতএব কৌশলে উদয়নকে বন্দী করিয়া এখানে আনিতে হইবে!" এই ভাবিয়া তিনি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিতে ঠিক নড়াগিরির মত একটা কৃত্রিম হাতী তৈয়ার করাইলেন। তারপর সেই হাতীর পেটের মধ্যে কতগুলি যোদ্ধা ভরিয়া সেটাকে বিন্ধ্যবনে একস্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল। তখন উদয়নের চরগণ সেটাকে দূর হইতে দেখিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিল—"মহারাজ! বিন্ধ্যবনে ঠিক নড়াগিরির মত একটা হাতী দেখিয়া আসিয়াছি; সেরূপ সুন্দর ও বড় হাতী পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।"

এই সংবাদ পাইয়া উদয়ন ভাবিলেন—"এই হাতীটি যদি ধরিতে পারি, তবে চণ্ডমহাসেনের নড়াগিরির জন্য আর ভয় কি? তিনিও তখন নিজেই বাসবদত্তাকে আমার সহিত বিবাহ দিবেন।" এই ভাবিয়া তিনি পরদিন প্রাতঃকালে চরগণের সহিত মন্ত্রীর বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বিন্ধ্যবনে গেলেন। জ্যোতিষিগণ বলিয়াছিলেন—"রাজা বাসবদত্তাকে পাইবেন বটে কিন্তু তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে।" কিন্তু রাজা সে কথাও মানিলেন না। যাহা হউক, বনে গিয়া তিনি লোকজন পশ্চাতে রাখিয়া একাকী চরের সহিত অগ্রসর হইলেন—তাঁহার হাতে সেই বীণাটি ছিল। ক্রমে পর্বতের দক্ষিণ দিকে গেলে পর, চরেরা দূর হইতে তাঁহাকে সেই হাতী দেখাইয়া দিল। রাজা বীণা বাজাইতে বাজাইতে ধীরে ধীরে একাকী অগ্রসর হইলেন। তখন সূর্যও অস্ত যাইতেছিল, সুতরাং সেটা যে কৃত্রিম হাতী রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

হাতীটাও ঠিক যেন কান পাতিয়া বীণা শুনিতেছে, এরূপ ভাবে একবার অগ্রসর হয় আবার সরিয়া যায়; এইরূপে ক্রমে রাজাকে

বহুদূরে লইয়া গেল। তখন হঠাৎ যোদ্ধাগণ বাহির হইয়াই রাজা উদয়নকে ঘিরিয়া ফেলিল! তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন সম্মুখের যোদ্ধাগণকে আক্রমণ করিলেন অমনি পিছন হইতে অন্য কয়জন তাঁহাকে ধরিয়া চণ্ডমহাসেনের নিকট লইয়া গেল। চণ্ডমহাসেন অত্যন্ত সম্মানের সহিত উদয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সেই মুহূর্তে বাসবদত্তাকে তাঁহার ছাত্রী করিয়া দিয়া বলিলেন—"রাজন্! দুঃখ করিও না, আমার কন্যাকে সঙ্গীত শিখাও—শেষে ইহার ফল ভালই হইবে।" বাসবদত্তাকে দেখিয়া উদয়নের রাগ চলিয়া গেল এবং তখন হইতে চণ্ডমহাসেনের নাট্যশালায় তিনি রাজকুমারীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এদিকে উদয়নের লোকজন কৌশাম্বী ফিরিয়া গিয়া এই দুঃসংবাদ জানাইলে পর রাজভক্ত প্রজাগণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—তাহারা তখনই উজ্জয়িনী আক্রমণ করিবার জন্য একেবারে প্রস্তুত। সেনাপতি রুমণ্বত সকলকে বাধা দিয়া বলিলেন—"চণ্ডমহাসেন অসীম ক্ষমতাশালী, তাঁহাকে বলে জয় করা যাইবে না। শুধু তাহাই নহে, উজ্জয়িনী আক্রমণ করিলে আমাদের রাজার বিপদও হইতে পারে। সুতরাং বুদ্ধি করিয়া কার্য উদ্ধার করিতে হইবে।" তখন বুদ্ধিমান্ তেজস্বী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"তোমরা সকলে এখানে থাকিয়া সাবধানে নগর রক্ষা কর, আমি শুধু বসন্তককে লইয়া উজ্জয়িনী যাইব—দেখি, বুদ্ধিবলে রাজাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারি কি না। আমি এমন মন্ত্র জানি যে তাহার বলে প্রাচীর ভাঙ্গা, বন্দীর শিকল কাটা—সকলই করিতে পারি। আবার ইচ্ছা করিলে মন্ত্রবলে অদৃশ্য হওয়াও মুহূর্তের কাজ।"

সেনাপতি রুমণ্বতকে নগরের প্রহরী রাখিয়া যৌগন্ধরায়ণ বসন্তকের সহিত যাত্রা করিলেন। বিন্ধ্যবনে প্রবেশ করিয়া রাজা উদয়নের বন্ধু ভীল্লরাজ পুলিন্দককে বলিলেন—"তুমি সৈন্য লইয়া প্রস্তুত থাকিও। এপথে রাজা উদয়ন ফিরিবার সময় তাঁহাকে রক্ষা

"রাজন্! দুঃখ করিও না, আমার কন্যাকে সঙ্গীত শিখাও—"

করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি বসন্তকের সহিত চলিতে চলিতে অবশেষে উজ্জয়িনীর মহাকাল শ্মশানে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। সেখানে যজ্ঞেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ রাক্ষস থাকিত; তাহার সহিত মন্ত্রীর বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। সেই রাক্ষস তাঁহাকে এক আশ্চর্য মন্ত্র শিখাইয়া দিলে পর সেই মন্ত্রবলে যৌগন্ধরায়ণ এমনই অদ্ভুত এক বৃদ্ধ পাগল সাজিলেন যে তাঁহাকে চিনিবার আর উপায় রহিল না! তাঁহার পিঠে বড় কুঁজ হইল, সমস্ত শরীরটা হইল কুৎসিত কদাকারের একশেষ! সেই মন্ত্রে তিনি বসন্তকের চেহারাও বিশ্রী করিয়া দিলেন—অস্থিচর্মসার, শিরাগুলি ফুলিয়া রহিয়াছে, জালার মত পেট আর বড় বড় দাঁতগুলি যেন বাহিরে ঝুলিতেছে।

এইরূপ ছদ্মবেশের পর, যৌগন্ধরায়ণ বসন্তককে রাজবাড়ীর দরজায় পাঠাইয়া দিয়া ক্ষণকাল পরে নিজেও সেখানে গেলেন। এমন পাগল ত আর সচরাচর দেখা যায় না। তাহার উপর আবার সে যা নাচে আর গান গায়—সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া এই পাগলকে দেখিতে লাগিল। ক্রমে এই অদ্ভুত পাগলের কথা অন্তঃপুরে রাণী শুনিতে পাইলেন। এই কথা বাসবদত্তার কানেও অবিলম্বে পৌঁছিল। রাজকুমারী পাগলকে নাট্যশালায় আনাইলেন। তখন উদয়নের পায়ে শিকল দেখিয়া পাগলরূপী যৌগন্ধরায়ণের চক্ষে জল আসিল। উদয়নকে সঙ্কেত করিবামাত্র এই অদ্ভুত ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন। এই সময়ে হঠাৎ যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রবলে শুধু বাসবদত্তা ও তাহার সখীগণের নিকট অদৃশ্য হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন একা উদয়ন। অন্যেরা বিস্মিত হইয়া বলিল—"আরে, পাগলটা যে হঠাৎ চলিয়া গেল দেখিতেছি!"

রাজা উদয়ন বুঝিতে পারিলেন যে যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রবলে এরূপ ভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন বুদ্ধি করিয়া বাসবদত্তাকে বলিলেন—"রাজকুমারী! সরস্বতীর পূজা করিব, পূজার আয়োজন আনিয়া দাও।" রাজকুমারী তখনই সখীদিগের সহিত বাহির

হইয়া গেলেন। যৌগন্ধরায়ণ আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না; রাজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে শিকল ভাঙ্গিবার মন্ত্র ও বাসবদত্তাকে বাধ্য করিবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। তারপর বসন্তকও যে ছদ্মবেশে রাজবাড়ীর দরজায় রহিয়াছে এ সংবাদ দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া ভিতরে আনিবার কথাও বলিতে ভুলিলেন না। আরও বলিলেন—"ক্রমে বাসবদত্তা যখন আপনাকে খুব বিশ্বাস করিবেন তখন আমি আসিয়া আপনাকে যাহা করিতে বলিব, তাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। এখন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকুন।" এই বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরেই পূজার আয়োজন লইয়া বাসবদত্তা আসিলে পর উদয়ন বলিলেন—"সদর দরজায় একজন ব্রাহ্মণ আছে, পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে হইবে।" বসন্তককে ডাকাইয়া নাট্যশালায় আনা হইলে পর রাজাকে দেখিয়া সে চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। "হায় সর্বনাশ! এখন যদি ধরা পড়িয়া যায়?" এই ভয়ে উদয়ন তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ঠাকুর, তুমি কাঁদিও না; আমার কাছে থাক, আমি তোমার শরীরের এই দোষগুলি দূর করিয়া দিব।" তখন বসন্তক বলিল—"মহারাজ! আপনার দয়ার শরীর, সে জন্যই আমার প্রতি এত অনুগ্রহ।" বসন্তকের এরূপ অদ্ভুত শ্রী দেখিয়া রাজার হাসি পাইল; তখন বসন্তকও না হাসিয়া আর কি করিয়া থাকে? আর হাসিলে পর তাহার কুরূপ এমনই বাড়িয়া উঠিল যে তাহা দেখিয়া রাজকুমারীও হাসিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, বসন্তককে মোটের উপর রাজকুমারীর মন্দ লাগিল না এবং তাঁহার অনুরোধে সে রাজবাড়ীতেই থাকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালক্রমে বাসবদত্তা উদয়নের একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি পিতার সাক্ষাতেই তাঁহার পক্ষ হইয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইতিমধ্যে যৌগন্ধরায়ণ একদিন পুনরায় অদৃশ্য হইয়া নাট্যশালায় আসিলেন—উদয়ন ও বসন্তক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বসন্তকের সাক্ষাতে তিনি গোপনে উদয়নকে বলিলেন—"মহারাজ! চণ্ডমহাসেন ফাঁকি দিয়া আপনাকে বন্দী করিয়াছেন এবং তিনি ভাবিয়াছেন আপনাকে কন্যা দান করিয়া সম্মানের সহিত মুক্তি দিবেন। কিন্তু আমরা সেটা চাহি না—কাজ উদ্ধার করিব আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধটাও লওয়া চাই। অতএব চলুন, রাজকুমারীকে লইয়া প্রস্থান করা যাউক। তাহা হইলে লোকেও আর বলিতে পারিবে না যে আমাদিগের বুদ্ধির ও বলের অভাব আছে। এখন আমার পরামর্শ শুনুন—বাসবদত্তার ভদ্রাবতী নামে একটা হস্তিনী আছে। নড়াগিরি ভিন্ন অন্য কোন হাতী দৌড়িয়া সেটাকে ধরিতে পারে না। আর নড়াগিরিও এই হস্তিনীকে দেখিলে একেবারে শান্ত হইয়া যায়। এই হস্তিনীর মাহুতকে আমি টাকা দিয়া বাধ্য করিয়াছি, সে তাহাকে রাত্রিতে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। মহারাজ! আপনি বাসবদত্তার সহিত আজ রাত্রেই সেটাতে চড়িয়া প্রস্থান করিবেন—আর সঙ্গে অস্ত্র লইতে ভুলিবেন না। আমি ইতিমধ্যে ভীল সর্দার পুলিন্দককে গিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলি—যে পথে আপনি যাইবেন সেই পথ পাহারা দিতে হইবে।" এই বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ বিদায় লইলেন।

মন্ত্রী চলিয়া গেলে পর উদয়ন বাসবদত্তাকে সব কথা বলিলেন। তাহাতে তিনি যে শুধু সম্মত হইলেন তাহা নহে, গোপনে হাতীর

মাহুতকে ডাকাইয়া তখনই পলায়নের সমস্ত ব্যবস্থাও করিলেন। এদিকে দেবতার কৃপায়, বেলা শেষ হইতে না হইতেই আকাশে মেঘ ডাকিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ গভীর অন্ধকার! এই সুযোগে সন্ধ্যার পরই মাহুতও যে হাতীটিকে সাজাইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল সে কথা বলাই বাহুল্য। তখন উদয়ন করিলেন কি, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে যে মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন সেই মন্ত্রবলে পায়ের শিকল কাটিয়া অস্ত্র, বীণা, সবই সঙ্গে লইলেন। তারপর বাসবদত্তা, তাঁহার সখী কাঞ্চনমালা ও বসন্তকের সহিত হস্তিনীর পিঠে চাড়িবামাত্র সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া বাহির হইল।

প্রাচীরের বাহিরে যে সব প্রহরী ছিল তাহাদিগকে বধ করিয়া উদয়ন যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে নগরের চৌকিদার প্রহরীদিগের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া সেই রাত্রেই চণ্ডমহাসেনকে সংবাদ দিল। চণ্ডমহাসেন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে উদয়ন বাসবদত্তাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তখন দেখিতে দেখিতে নগরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল; রাজকুমার 'পালক' ও 'গোপালক' নড়াগিরি চড়িয়া তখনই উদয়নের পিছনে তাড়া করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, খানিক দূর গিয়াই নড়াগিরি যখন হস্তিনীকে দেখিতে পাইল তখন তাহার পা যেন আর চলে না! শুধু তাহাই নহে, উদয়নও তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ অবস্থায় দুই ভাই ক্ষান্ত না হইয়া আর কি করেন?

রাজা উদয়ন দেখিলেন পথ পরিষ্কার। তখন পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। এইরূপে চলিতে চলিতে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা বিন্ধ্যবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হস্তিনী ইতিমধ্যে তেষট্টি যোজন পথ চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার তৃষ্ণা পাইবার ত কথাই। তখন সকলে

তাহার পিঠ হইতে নামিলে পর হস্তিনী জলপান করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জল দূষিত ছিল এবং তাহা পান করিবামাত্র হস্তিনীর মৃত্যু হইল। ইহাতে উদয়ন ও বাসবদত্তার দুঃখের সীমা রহিল না, তাঁহারা একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে হঠাৎ শূন্য হইতে কে যেন বলিল—"মহারাজ! আমি বিদ্যাধরী ছিলাম, শাপগ্রস্ত হইয়া এতদিন হস্তিনীরূপে বাস করিয়াছি। আজ আপনার এই উপকারটুকু করিয়া আমার মুক্তি হইল। ভবিষ্যতে আপনার পুত্রেরও একটি উপকার করিব। আর একটি কথা, আপনার রাণী বাসবদত্তাকে সামান্য মানুষ মনে করিবেন না। ইনি দেবী—কোন কারণে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন।"

এই শূন্যবাণী শুনিয়া উদয়নের মনে বল ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি তাঁহার বন্ধু পুলিন্দকের নিকট বসন্তককে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে বসন্তকের সঙ্গে যৌগন্ধরায়ণ ও পুলিন্দক আসিয়া উপস্থিত! পুলিন্দক পরম সমাদরের সহিত রাজা ও রাণীকে তাহার গ্রামে লইয়া গেলে পর সেখানেই তাঁহারা রাত্রি কাটাইলেন। যৌগন্ধরায়ণ ইতিপূর্বেই সেনাপতি রুমণ্বতকে সংবাদ দেওয়াতে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনিও সৈন্য সামন্তের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর উজ্জয়িনীর সংবাদের অপেক্ষায় সেই বনেই সকলের থাকা স্থির হইল।

তারপর একদিন চণ্ডমহাসেনের এক দূত আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"মহারাজ! চণ্ডমহাসেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'আপনি বাসবদত্তাকে লইয়া গিয়া ভালই করিয়াছেন। আমিও আপনাকে সেই জন্যই আমার প্রাসাদে আনিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আপনি বিরক্ত হন, সেজন্য আপনার বন্দী অবস্থায় আপনাকে কন্যাদান করি নাই। যাহা হউক, এখন আমি অনুরোধ করিতেছি আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন; আমার পুত্র গোপালক শীঘ্রই আপনার রাজধানীতে গিয়া উপযুক্ত সমারোহের সহিত

তাহার ভগ্নীর বিবাহ দিবে'!" দূতমুখে সংবাদ শুনিয়া রাজা উদয়ন অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুলিন্দক ও উজ্জয়িনীর দূতকে বলিলেন—"তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; গোপালক আসিলে তাঁহাকে লইয়া কৌশাম্বী যাইবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে উদয়ন বাসবদত্তার সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। কৌশাম্বীর লোকজন পথের দিকে চাহিয়া ছিল—কখন রাজা আসিবেন। যথা সময়ে তিনি রাজধানী পৌঁছিলে পর নগরবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কিছুকাল পরে দূত আর পুলিন্দকের সঙ্গে গোপালকও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়ন তাঁহাকে কত যে যত্ন করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভাইকে দেখিবামাত্র বাসবদত্তার মনে একদিকে যেমন লজ্জা হইল অন্যদিকে আহ্লাদও হইল তেমনি। তিনি ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষে জলের ধারা বহিল। পরদিন শুভলগ্নে, যুবরাজ গোপালক উদয়নের সহিত মহসমারোহে ভগ্নীর বিবাহ দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাসবদত্তাকে বিবাহ করিয়া রাজা উদয়ন ক্রমে তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই থাকেন, রাজকার্যে একেবারে উদাসীন। বিশাল রাজ্যের ভার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও সেনাপতি রুমণ্বতের স্কন্ধে পড়িল। মন্ত্রীর চিন্তিত হইবার ত কথাই! একদিন তিনি রাত্রিতে সেনাপতিকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎসের রাজা উদয়ন পাণ্ডব বংশে জন্মিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীটা এবং হস্তিনাপুর পর্যন্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় রাজা সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি আর দিগ্বিজয়ে বাহির হন না। কাজেই ক্ষুদ্র বৎসদেশটির মধ্যেই তাঁহার রাজত্ব। কিন্তু

আমরা যখন তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছি তখন আমাদের উচিত যাহাতে সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁহার দখলে আসে সেরূপ ব্যবস্থা করা। বিপক্ষদলের মধ্যের রাজা প্রদ্যোত একজন প্রধান। তাঁহার রাজ্য আমাদের পশ্চাতে, ইচ্ছা করিলেই তিনি যখন তখন পিছনদিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারেন। সুতরাং সর্বপ্রথমে তাঁহার সহিতই বন্ধুতা করা দরকার।

"রাজা প্রদ্যোতের পদ্মাবতী নামে পরমা সুন্দরী এক কন্যা আছে। এই কন্যার সহিত আমাদিগের রাজার বিবাহ দিতে পারিলেই প্রদ্যোত আমাদিগের বন্ধু হইবেন এবং আমরাও এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমি ইতিপূর্বেই মগধের রাজার নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি এ বিবাহে মত দেন নাই, বলিয়াছিলেন—'পদ্মাবতী আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়; বাসবদত্তা জীবিত থাকিতে আমি কিছুতেই তাহাকে বৎসের রাজার সহিত বিবাহ দিব না। কারণ রাজা বাসবদত্তার একান্ত বশীভূত।' সুতরাং এখন কৌশল করিয়া আমাদিগকে এই কার্য উদ্ধার করিতে হইবে; আর ইহার একটি উপায়ও আমি স্থির করিয়াছি। উপায়টি এই—বাসবদত্তাকে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিব। তারপর তাঁহার বাড়ীটিতে আগুন দিয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া দিব যে তিনি আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। তখন রাজা প্রদ্যোতকে বন্ধু করা বিষয়ে আর কোন বাধা থাকিবে না। প্রদ্যোত আমাদিগের বন্ধু হইলে আর ভাবনা কি? ক্রমে অন্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া পৃথিবী জয় করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে?" মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের এই প্রস্তাব সেনাপতি রুমণ্বতের পছন্দ হইল না, তিনি বলিলেন—"আপনার কথামত কাজ করিলে মনে হয় শেষে আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হইবে। আর আমার ভয় হয়, এরূপ ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে হয়ত বা আপনার ও আমার সর্বনাশও হইতে পারে!"

সেনাপতির কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"এই উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আমরা কৃতকার্য হইব না এবং তাহা না হইলে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুও যে একদিন হারাইতে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে ইহাতে রাণীর পিতা চণ্ডমহাসেন চটিয়া যাইবেন, তবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক—আমি যাহা বলিব চণ্ডমহাসেন তাহাই শুনিবেন।" তখন সেনাপতি রুমণ্বত বলিলেন—"মন্ত্রী মহাশয়! আপনি যখন এ বিষয়ে মনস্থির করিয়াছেন, তখন এক কাজ করা যাউক। রাণীর ভাই গোপালককে এখানে আনাইয়া পরে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত মনে হয় তাহাই করা যাইবে।" এই প্রস্তাবে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সম্মত হইলেন।

পরদিন যৌগন্ধরায়ণ রাজকুমার গোপালকের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত উজ্জয়িনী গিয়া চতুর মন্ত্রীর উপদেশ মত রাজকুমার গোপালককে বলিল—"মন্ত্রী মহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছেন—আপনাকে দেখিবার জন্য সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।" দূতের নিকট একথা শুনিয়া গোপালক বৎস দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিলে পর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেই দিনই রাত্রে সেনাপতির সহিত তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। গোপালক ধীরভাবে সব কথা শুনিয়া ভাবিলেন—"এই ব্যাপারে অবশ্য ভগ্নীর মনে দুঃখ হইবে বটে, কিন্তু রাজার মঙ্গলের সহিত তুলনায় সে দুঃখ সামান্য।" এই ভাবিয়া তিনি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সেনাপতি বলিলেন—"মন্ত্রী মহাশয়! অতি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছেন সত্য। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? রাণীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই যখন রাজাও প্রাণ বিসর্জন করিতে উদ্যত হইবেন তখন তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবেন কি করিয়া?"

প্রাচীন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অতিশয় বুদ্ধিমান, তিনি কাঁচা কাজ

কখনও করেন না। সেনাপতির কথা শুনিয়া বলিলেন—"সেনাপতি! আমি কি আর চারিদিক না ভাবিয়া এই উপায় স্থির করিয়াছি? রাণী গোপালকের আপন ভগ্নী—তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। রাজা যখন দেখিবেন, গোপালক ভগ্নীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, তখন তিনি মনে করিবেন—হয়ত রাণী জীবিতই আছেন! সুতরাং তিনিও বেশী কিছু ব্যস্ত হইবেন না। তারপর পদ্মাবতীর বিবাহ ব্যাপার শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া রাণী বাসবদত্তাকেও আনিয়া উপস্থিত করিব!" ইহার পর যৌগন্ধরায়ণ, গোপালক ও রুমণ্বত তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—"বৎস ও মগধের মধ্যখানে লাবানক রাজ্য—মৃগয়ার উত্তম স্থান। রাজা উদয়ন অতিশয় শিকারপ্রিয়, তাঁহাকে শিকারের লোভ দেখাইয়া সেখানে লইয়া যাইব। তারপর একদিন তিনি শিকারে বাহির হইলে রাণীর মহলে আগুন লাগাইয়া দিয়া কৌশলে তাঁহাকে মগধরাজকুমারী পদ্মাবতীর নিকটেই লুকাইয়া রাখিব।"

পরদিন তিন্ জনে প্রাসাদে গেলেন। নানা কথাবার্তার পর সেনাপতি রুমণ্বত রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! বহুকাল লাবানকে যাওয়া হয় নাই! স্থানটি বড় সুন্দর আর আপনার শিকারের পক্ষেও অতি উত্তম। সেখানে মাঝে মাঝে না গেলে মগধরাজের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। অতএব চলুন লাবানকে যাই; তাহা হইলে আমোদ প্রমোদ এবং স্থানটি দেখাশুনা উভয় কার্যই সিদ্ধ হয়।" আমোদ আহ্লাদটাই রাজা অতিশয় ভালবাসেন, সুতরাং সেনাপতির প্রস্তাবে তখনই সম্মত হইলেন।

রাণী বাসবদত্তাকে লইয়া রাজা লাবানকে যাইবেন। উত্তম দিন স্থির হইল, যাত্রার সকলই প্রস্তুত, এমন সময় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত! উদয়ন মহা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন। মহর্ষি নারদের হাতে পারিজাত ফুলের মালা ছিল, সেটি রাজার গলায়
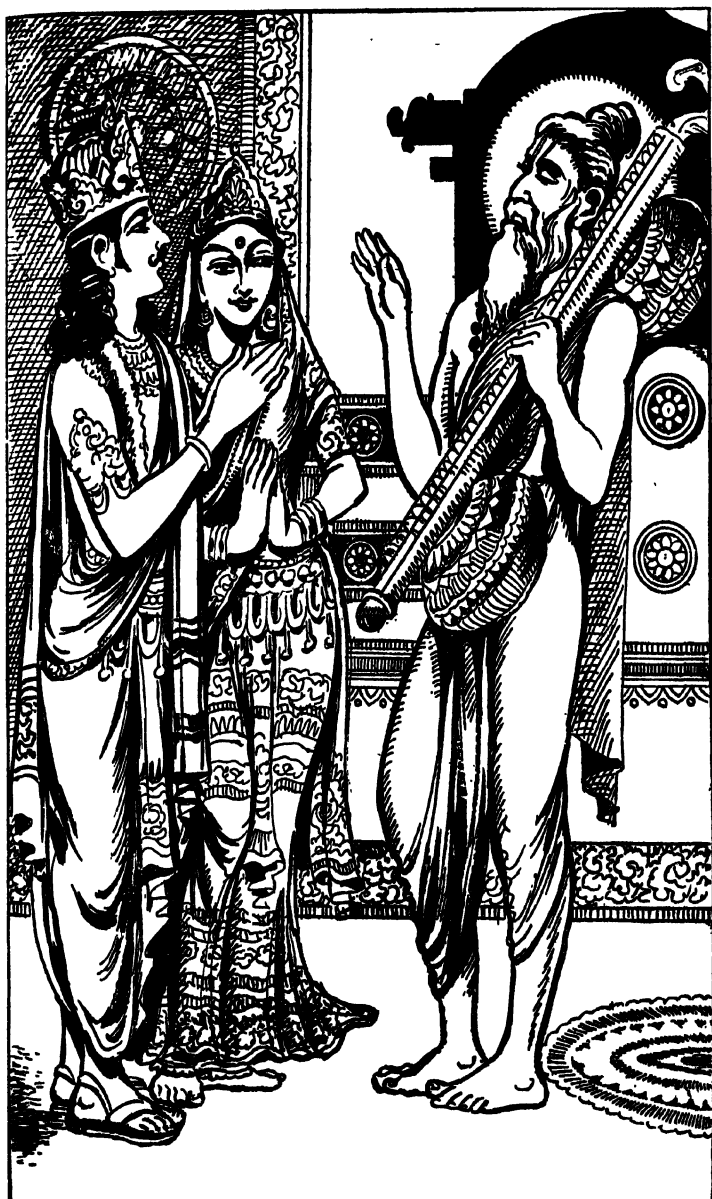
নারদ বলিলেন, "মহারাজ, তোমার রাণীকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি"—

পরাইয়া দিয়া তিনি রাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মহারাজ! তোমার রাণীকে দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি! তোমার পূর্বপুরুষ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, রাণী বাসবদত্তাও সেইরূপ সুন্দরী। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভবিষ্যতে বাসবদত্তার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে। তোমার পূর্ব-পুরুষ পাণ্ডবেরা সর্বদা আমার উপদেশ মানিয়া চলিতেন—তাঁহারা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুতার খাতিরেই আজ আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আর তোমাকেও এই উপদেশ দিতেছি যে—পাণ্ডবেরা যেরূপ আমার কথা মানিতেন, সেরূপ তুমিও যদি তোমার এই গুণবান্ মন্ত্রীদিগের কথা মানিয়া চল তবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তোমার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। তোমার কপালে ক্ষণ-কালের জন্য দুঃখ আছে বটে কিন্তু এই দুঃখের পরেই তোমার সুখভোগ আরম্ভ হইবে।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে উদয়ন রাণী বাসবদত্তার সহিত লাবানকে পৌঁছিলেন। মগধের রাজা ভয় পাইয়া ভাবিলেন—"রাজা উদয়ন এত সৈন্যসামন্ত লইয়া হঠাৎ লাবানকে আসিলেন কেন, তবে কি আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেন?" এই ভাবিয়া চতুর রাজা তাড়াতাড়ি যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার শুভ ইচ্ছা জানাইলেন—যৌগন্ধরায়ণও দূতের আদর যত্নের ত্রুটি করিলেন না। এদিকে উদয়ন প্রতিদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি এইরূপ শিকারে গেলে পর যৌগন্ধরায়ণ ও গোপালক, যাহা যাহা করিবেন সমস্ত ঠিক করিয়া রুমণ্বত ও বসন্তকের সহিত গোপনে রাণীর নিকট গেলেন। তাঁহাদিগের

চক্রান্ত মত কাজ করিতে রাণীকে অনুরোধ করা হইল। গোপালক পূর্বেই ভগ্নীকে সব কথা বলিয়াছিলেন। রাজার সহিত ছাড়াছাড়ি হইলে অবশ্য তাঁহার মনে নিতান্তই কষ্ট হইবে কিন্তু তবু শুধু রাজার উপকার হইবে ভাবিয়াই রাণী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে একটা মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। সেই মন্ত্রবলে মন্ত্রীর উপদেশে, রাণী সাজিলেন এক ব্রাহ্মণী; আবার ইচ্ছামত বেশ বদলাইতেও পারিবেন। তারপর মন্ত্রী মহাশয় বসন্তককে করিলেন একচক্ষু ব্রাহ্মণকুমার, আর নিজে সাজিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধরিয়া যৌগন্ধরায়ণ, রাণী ও বসন্তকের সহিত ধীরে ধীরে মগধরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, রুমণ্বত রাণীর গৃহে আগুন দিলেন। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে সেনাপতি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হায়! হায়! সর্বনাশ হইল, রাণী ও বসন্তক আগুনে পুড়িয়া মারা গেলেন।" চীৎকার শুনিয়া সকলেই আসিল বটে, কিন্তু আর উপায় নাই! দুঃখ ও হায় হায় করা ভিন্ন আর কিছুই করিবার রহিল না—দেখিতে দেখিতে গৃহ ভস্ম করিয়া আগুন নিবিয়া গেল!

এদিকে যৌগন্ধরায়ণ, বাসবদত্তা ও বসন্তকের সহিত মগধে পৌঁছিলে পর, রাজবাড়ীর বাগানে পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ব্রাহ্মণীর বেশে বাসবদত্তাকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি পদ্মাবতীর মন আকৃষ্ট হইল। তখন ব্রাহ্মণরূপী যৌগন্ধরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! এই মেয়েটি আপনার কে? আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন?" মন্ত্রী বলিলেন—"রাজকুমারি! এই মেয়েটি আমার কন্যা—আবন্তিকা। আমার দুষ্ট জামাতা ইহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেজন্য মনে করিয়াছি, তোমার নিকট কন্যাকে রাখিয়া জামাতার উদ্দেশে বাহির হইব। আর এই কাণা ছেলেটি

আবন্তিকার ভাই। একাকী থাকিলে আবন্তিকার কষ্ট হইবে, তাই ইহাকেও রাখিয়া যাইব।" এই প্রস্তাবে রাজকুমারী সম্মত হইলেন। তখন বাসবদত্তার নিকট বিদায় লইয়া মন্ত্রী সেখানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না, একেবারে লাবানকে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজকুমারী পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে আদর যত্ন করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন; কাণা ব্রাহ্মণকুমার বসন্তকও সঙ্গে গেল। বাসবদত্তার অসাধারণ সৌন্দর্য এবং তাঁহার ভদ্র আচার ব্যবহার দেখিয়া রাজকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অতি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছেন। পদ্মাবতী নিজে যেরূপ বেশ ভূষা ও উত্তম খাদ্য আহার করেন, বাসবদত্তার জন্যও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। তাঁহাকে যতই দেখেন, পদ্মাবতী ততই ভাবেন—"দ্রৌপদী যেমন ছদ্মবেশে বিরাট রাজার ঘরে বাস করিয়াছিলেন, তেমনি এই ব্রাহ্মণকন্যাও নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, এখানে গোপনে বাস করিতে আসিয়াছেন।" এইরূপ আদর যত্ন পাইয়া বাসবদত্তাও রাজকুমারীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা উদয়ন তাঁহাকে আশ্চর্য মালা ও ফুলের মুকুট প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াছিলেন, সে মালা ও মুকুট কোন দিন শুকাইত না। বাসবদত্তা রাজকুমারীর জন্য প্রতিদিন সেরূপ মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিতেন। একদিন সেই মালা ও মুকুট দেখিয়া, রাণী পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এই মালা ও মুকুট কোথায় পাইলে?" পদ্মাবতী তখন বাসবদত্তার বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন—"সেই ব্রাহ্মণকন্যাই এই মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিয়াছেন।" এই শুনিয়া রাণী বলিলেন—"এরূপ আশ্চর্য জিনিস যে প্রস্তুত করিতে পারে সে সামান্য মানুষ নয়, কোন দেবী হইবে।" ইহার পর হইতে বাসবদত্তার প্রতি পদ্মাবতীর শ্রদ্ধা ও যত্ন অনেক বাড়িয়া গেল।

এদিকে শিকারের পর লাবানকে ফিরিয়া বৎসের রাজা

মন্ত্রীদিগের নিকট শুনিলেন যে ঘরে আগুন লাগিয়া রাণী বাসবদত্তা বসন্তকের সহিত পুড়িয়া মরিয়াছেন! একথা শুনিবামাত্র তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইল। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন রাণীর এক পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র বিদ্যাধরদিগের রাজা হইবে। নারদের কথা ত মিথ্যা হইতে পারে না। আমার কপালে দুঃখ আছে বটে কিন্তু সে দুঃখ যে বেশী দিন থাকিবে না, তাহাও ত নারদমুনি বলিয়াছিলেন। আর, ভগ্নীর মৃত্যুতে গোপালকের মনে যে বিশেষ একটা দুঃখ হইয়াছে, সেইরূপও ত বোধ হয় না! যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্য মন্ত্রীদিগেরও দেখিতেছি বেশ নিশ্চিন্ত ভাব। সুতরাং আমার মনে হয়—রাণী জীবিতই আছেন। যাহা হউক, বোধ করি কোন বিশেষ কারণে মন্ত্রীরা একটা কিছু চক্রান্ত করিয়াছেন—হয়ত শীঘ্রই রাণীর সহিত পুনরায় মিলন হইবে!" এই ভাবিয়া রাজা উদয়নের চিন্তা দূর হইল। গোপালক গোপনে দূত পাঠাইয়া তখনই এই সমস্ত সংবাদ ভগ্নীকে জানাইলেন।

লাবানকে মগধরাজের গুপ্তচর ছিল। বাসবদত্তা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন শুনিয়া তাহারা তখনই গিয়া মগধরাজকে সংবাদ দিল। তখন বৎসের রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার আর আপত্তি থাকিবে কেন? তিনি এই প্রস্তাব করিয়া তখনই রাজা উদয়ন ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শে উদয়নের মত হইল এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে এই বিবাহের জন্যই মন্ত্রী বাসবদত্তাকে গোপন করিয়াছেন। যাহা হউক, রাজা সম্মত হইলে পর যৌগন্ধরায়ণ উত্তম লগ্ন স্থির করিয়া দূতদ্বারা মগধরাজকে উত্তর পাঠাইলেন—"আপনার প্রস্তাবে আমরা আহ্লাদের সহিত সম্মত হইয়াছি। আজ হইতে সপ্তম দিনে, রাজা

আবন্তিকার ভাই। একাকী থাকিলে আবন্তিকার কষ্ট হইবে, তাই ইহাকেও রাখিয়া যাইব।” এই প্রস্তাবে রাজকুমারী সম্মত হইলেন। তখন বাসবদত্তার নিকট বিদায় লইয়া মন্ত্রী সেখানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না, একেবারে লাবানকে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজকুমারী পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে আদর যত্ন করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন; কাণা ব্রাহ্মণকুমার বসন্তকও সঙ্গে গেল। বাসবদত্তার অসাধারণ সৌন্দর্য এবং তাঁহার ভদ্র আচার ব্যবহার দেখিয়া রাজকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অতি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছেন। পদ্মাবতী নিজে যেরূপ বেশ ভূষা ও উত্তম খাদ্য আহার করেন, বাসবদত্তার জন্যও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। তাঁহাকে যতই দেখেন, পদ্মাবতী ততই ভাবেন—“দ্রৌপদী যেমন ছদ্মবেশে বিরাট রাজার ঘরে বাস করিয়াছিলেন, তেমনি এই ব্রাহ্মণকন্যাও নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, এখানে গোপনে বাস করিতে আসিয়াছেন।” এইরূপ আদর যত্ন পাইয়া বাসবদত্তাও রাজকুমারীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা উদয়ন তাঁহাকে আশ্চর্য মালা ও ফুলের মুকুট প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াছিলেন, সে মালা ও মুকুট কোন দিন শুকাইত না। বাসবদত্তা রাজকুমারীর জন্য প্রতিদিন সেরূপ মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিতেন। একদিন সেই মালা ও মুকুট দেখিয়া, রাণী পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা! এই মালা ও মুকুট কোথায় পাইলে?” পদ্মাবতী তখন বাসবদত্তার বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন—“সেই ব্রাহ্মণকন্যাই এই মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিয়াছেন।” এই শুনিয়া রাণী বলিলেন—“এরূপ আশ্চর্য জিনিস যে প্রস্তুত করিতে পারে সে সামান্য মানুষ নয়, কোন দেবী হইবে।” ইহার পর হইতে বাসবদত্তার প্রতি পদ্মাবতীর শ্রদ্ধা ও যত্ন অনেক বাড়িয়া গেল।

এদিকে শিকারের পর লাবানকে ফিরিয়া বৎসের রাজা

মন্ত্রীদিগের নিকট শুনিলেন যে ঘরে আগুন লাগিয়া রাণী বাসবদত্তা বসন্তকের সহিত পুড়িয়া মরিয়াছেন! একথা শুনিবামাত্র তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইল। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন রাণীর এক পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র বিদ্যাধরদিগের রাজা হইবে। নারদের কথা ত মিথ্যা হইতে পারে না। আমার কপালে দুঃখ আছে বটে কিন্তু সে দুঃখ যে বেশী দিন থাকিবে না, তাহাও ত নারদমুনি বলিয়াছিলেন। আর, ভগ্নীর মৃত্যুতে গোপালকের মনে যে বিশেষ একটা দুঃখ হইয়াছে, সেইরূপও ত বোধ হয় না! যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্য মন্ত্রীদিগেরও দেখিতেছি বেশ নিশ্চিন্ত ভাব। সুতরাং আমার মনে হয়—রাণী জীবিতই আছেন। যাহা হউক, বোধ করি কোন বিশেষ কারণে মন্ত্রীরা একটা কিছু চক্রান্ত করিয়াছেন—হয়ত শীঘ্রই রাণীর সহিত পুনরায় মিলন হইবে!" এই ভাবিয়া রাজা উদয়নের চিন্তা দূর হইল। গোপালক গোপনে দূত পাঠাইয়া তখনই এই সমস্ত সংবাদ ভগ্নীকে জানাইলেন।

লাবানকে মগধরাজের গুপ্তচর ছিল। বাসবদত্তা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন শুনিয়া তাহারা তখনই গিয়া মগধরাজকে সংবাদ দিল। তখন বৎসের রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার আর আপত্তি থাকিবে কেন? তিনি এই প্রস্তাব করিয়া তখনই রাজা উদয়ন ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শে উদয়নের মত হইল এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে এই বিবাহের জন্যই মন্ত্রী বাসবদত্তাকে গোপন করিয়াছেন। যাহা হউক, রাজা সম্মত হইলে পর যৌগন্ধরায়ণ উত্তম লগ্ন স্থির করিয়া দূতদ্বারা মগধরাজকে উত্তর পাঠাইলেন—"আপনার প্রস্তাবে আমরা আহ্লাদের সহিত সম্মত হইয়াছি। আজ হইতে সপ্তম দিনে, রাজা

উদয়ন পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবার জন্য আপনার প্রাসাদে যাইবেন।”

মগধরাজ্যে মহা ঘটা! মগধরাজ কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসেন আর তাঁহার ধনরত্নেরও সীমা নাই। সুতরাং এই বিবাহে তিনি যে কিরূপ আয়োজন করিলেন তাহা বর্ণন করা কঠিন। পদ্মাবতীর মনে রাজা উদয়নের প্রতি টান ছিল, সুতরাং এই সংবাদে তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু হায়! এই সংবাদ বাসবদত্তার মনে দারুণ দুঃখ আনিল। আবার যখন তিনি ভাবিলেন—“এ সমস্তই আমার স্বামীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য করা হইতেছে।” তখন পুনরায় মনকে স্থির করিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। এইরূপে মনে বল আনিয়া তিনি পদ্মাবতীর জন্য পুনরায় মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিলেন—বিবাহের দিনে তিনি সেগুলি পরিবেন।

সপ্তম দিনে বৎসের রাজা সৈন্যসামন্ত লইয়া মন্ত্রিগণের সহিত মগধে পৌঁছিলেন। বিবাহসভা লোকে পূর্ণ, কন্যাকে বিবাহের সাজে সেখানে আনা হইয়াছে। মগধরাজ বৎসের রাজাকে সমাদর করিয়া বিবাহ সভায় আনিলেন। পদ্মাবতীর গলায় সেই মালা এবং মাথায় সেই ফুলের মুকুট পরান ছিল। হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি পড়াতে উদয়ন ভাবিলেন—“কি আশ্চর্য! এই অদ্ভুত মালা ও মুকুট আমি ভিন্ন অন্য কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। তবে রাজকুমারী ইহা পাইলেন কোথায়?” যাহা হউক, বিবাহ নির্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, অগ্নিদেবকে সাক্ষী রাখিয়া মগধরাজকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন-- তিনি কখনও রাজা উদয়নের অনিষ্ট করিবেন না।

বিবাহের পর উদয়ন পদ্মাবতীর সহিত অন্তঃপুরে গেলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মনে ভয় হইল—-“রাজা যদি বাসবদত্তাকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলেন তবে ত সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে? সুতরাং এখানে তাঁহাকে বেশীক্ষণ থাকিতে দেওয়া হইবে না--

লাবানকে ফিরিতে হইবে।” এই ভাবিয়া তিনি তখনই এ বিষয়ে মগধরাজকে সম্মত করাইলেন এবং এই প্রস্তাব উদয়নের নিকট করিলে পর তাঁহারও মত হইল। তারপর সকলের আহারাদি শেষ হইলে পদ্মাবতীকে লইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত উদয়ন যাত্রা করিলেন। পদ্মাবতী বাসবদত্তার জন্য ভিন্ন রথ নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেই রথে চড়িয়া তিনি সকলের পশ্চাতে গোপনে চলিলেন—বসন্তক রথের আগে আগে চলিল। যথা সময়ে উদয়ন লাবানকে পৌঁছিয়া পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার নিজের প্রাসাদে গেলেন। কিন্তু বাসবদত্তার চিন্তা তাঁহার মন হইতে মুহূর্তের জন্যও দূর হইল না। রাণী বাসবদত্তা লাবানকে পৌঁছিয়াই, তাঁহার ভাই গোপালকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহচরীদিগকে বলিলেন—“তোমরা রাণী পদ্মাবতীর নিকটে চলিয়া যাও।”

সখীগণ পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বলিল--“রাণী! আবন্তিকাও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে বিদায় দিয়া তিনি রাজকুমার গোপালকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন।” একথা শুনিয়াই পদ্মাবতীর ভাবনা হইল, তিনি বৎসের রাজার সাক্ষাতেই সখীদিগকে বলিলেন-—“আবন্তিকাকে গিয়া বল যে রাণী বলিয়াছেন—‘আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, সুতরাং আমি যেখানে থাকিব আপনাকেও সেখানেই থাকিতে হইবে’।” ইহা শুনিয়া সখীগণ চলিয়া গেলে পর, বৎসের রাজা গোপনে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“রাণি! ঐ ফুলের মালা আর মুকুট তোমাকে কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল?” পদ্মাবতী বলিলেন—“মহারাজ! এক ব্রাহ্মণ আমার নিকট আবন্তিকা নামে তাঁহার কন্যাকে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত মালা ও মুকুট তাঁহারই নিপুণ হস্তে প্রস্তুত।”

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা উদয়ন রাজকুমার গোপালকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত! সেখানে দেখিলেন রাণী বাসবদত্তা,

গোপালক, তুই মন্ত্রী এবং বসন্তক, সকলেই রহিয়াছেন। নিরুদ্দেশ রাণীকে হঠাৎ এরূপভাবে দেখিতে পাইয়া মনের দুঃখে উদয়নের জ্ঞান লোপ পাইল! বাসবদত্তাও বিলাপ করিতে করিতে জ্ঞান হারাইলেন! ক্ষণকাল পরে উভয়ে চেতনা পাইয়া এমনই দুঃখের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের চক্ষেও জলের ধারা বহিল। এদিকে এই ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া পদ্মাবতীও মহা বিস্ময়ের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে রাজা ও বাসবদত্তার বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার মনে দুঃখের সীমা রহিল না। বাসবদত্তা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই বলিতেছেন—"হায়, হায়! আমার জন্য যদি স্বামী এতটা কষ্ট পাইলেন তবে এ প্রাণ রাখিয়া লাভ কি?" তখন ধীরমতি যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আমি যে এতটা যোগাড় যন্ত্র করিয়া আপনার সহিত মগধের রাজকন্যার বিবাহ দিয়াছি, এ শুধু আপনাকে পৃথিবীর সম্রাট্ করিবার জন্যই, রাণী বাসবদত্তার ইহাতে কোন অপরাধ নাই।" ইহা শুনিয়া উদয়ন বলিলেন—"দোষ অন্য কাহারও নয়। শুধু আমার জন্যই যখন রাণী এতটা কষ্টভোগ করিয়াছেন, তখন আমারই সমস্ত দোষ!"

পরমজ্ঞানী যৌগন্ধরায়ণ তখন ভাবিলেন—"যদি বা রাজার মনে কোন সন্দেহ থাকিয়া থাকে তবে তাহা দূর করা উচিত।" এই ভাবিয়া তিনি পূর্বমুখে উপরের দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে বলিলেন—"হে দেবতাগণ! আমি শুধু রাজার উপকারের জন্যই এ কাজ করিয়াছি কি না এবং রাণী সম্পূর্ণ নির্দোষ কি না, সে বিষয়ে আপনারা সাক্ষ্য দিন, নতুবা এখনই প্রাণ বিসর্জন করিব।" এ কথা বলিয়া মন্ত্রী থামিবামাত্রই দৈববাণী হইল—"উদয়ন! তুমি নিতান্তই ভাগ্যবান্ যে যৌগন্ধরায়ণের মত মন্ত্রী এবং বাসবদত্তার মত রাণী পাইয়াছ। বাসবদত্তা পূর্বজন্মে দেবতা ছিলেন, এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই।" এই দৈববাণী শুনিয়া

সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উদয়ন ও গোপালকের মুখে যৌগন্ধরায়ণের প্রশংসা আর ধরে না! উদয়ন মনে করিলেন যেন সমগ্র পৃথিবীটা তখনই তাঁহার বশে আসিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পরদিন, মগধরাজ প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া দূতদ্বারা বৎসের রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তোমার মন্ত্রিগণ আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে এখন হইতে আমাদিগের মধ্যে বিবাদের কারণ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা কর।" এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়ন দূতকে বলিলেন—"তুমি পদ্মাবতীর নিকট য়াও, তিনি তোমার রাজার কথার উত্তর দিবেন।" দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া পদ্মাবতী বলিলেন—"দূত! পিতাকে গিয়া বল, তাঁহার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। রাজা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, বাসবদত্তা আমাকে ছোট ভগ্নীর মত স্নেহ করেন। সুতরাং তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া এবং আমার মনে আঘাত না দিয়া যেন আমার স্বামীকে রক্ষা করেন।" পদ্মাবতী এই সুন্দর উত্তর দিলে পর, বাসবদত্তা দূতকে নানা রকমে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। মগধরাজও যে দূতমুখে রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার মহত্ত্বের কথা শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সকলের সাক্ষাতে রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! মগধরাজের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি যখন আপনাকে কন্যাদান করিয়াছেন, তখন আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া কিছুতেই তিনি তাঁহার প্রিয় কন্যার মনে কষ্ট দিতে পারেন না! ইহা ছাড়া গুপ্তচর দ্বারা আমি সংবাদও লইয়াছি—মগধরাজ কিছুতেই আমাদের বিপক্ষে যাইবেন না। অতএব আসুন, আমরা

এখন কৌশাম্বী গিয়া দিগ্বিজয়ের আয়োজন করি।" এই সময়ে পুনরায় মগধরাজের দূত আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল— "মহারাজ! রাণী পদ্মাবতীর উত্তর শুনিয়া মগধরাজ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'আমি সমস্ত শুনিয়া তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব, যে কার্যের জন্য এতটা করিয়াছ, শীঘ্র তাহা আরম্ভ কর—আমি তোমার পশ্চাতে রহিলাম'।" দূতমুখে এই কথা শুনিয়া উদয়নের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

মগধরাজের দূত বিদায় হইবার সঙ্গে সঙ্গে, চণ্ডমহাসেনের দূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল— "মহারাজ! চণ্ডমহাসেন আপনার সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন— 'যৌগন্ধরায়ণের ন্যায় ব্যক্তি যে তোমার মন্ত্রী—ইহাই তোমার ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ। বাসবদত্তাও ধন্য যে শুধু তোমার মঙ্গলের জন্য সে এমন একটি উত্তম কাজ করিয়াছে, যাহাতে আমরাও সম্মানিত হইয়াছি। আর আমার বিবেচনায়, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর শরীর ভিন্ন হইলেও উভয়ের একই প্রাণ। অতএব শীঘ্র দিগ্বিজয় আরম্ভ কর'।" দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। রাণী বাসবদত্তার প্রতি তাঁহার ভালবাসা এবং গুণবান্ মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গেল।

পরদিন রাজা উদয়ন রাণীদিগকে লইয়া, মন্ত্রী ও লোকজনের সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে পৌঁছিলে পর নগরবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। হাতীর উপর দুই রাণীকে দেখিয়া নগরের স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— "রাণী বাসবদত্তা যদি সত্য সত্যই লাবানকে আগুনে পুড়িয়া মরিতেন তবে সমস্ত আলোর কর্তা যে সূর্যদেব, তিনিও হয়ত পৃথিবীটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিতেন।" রাণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া একজন

মহিলা বলিল—"দুটি রাণীতে দেখিতেছি বড়ই ভাব। কিন্তু সুখের বিষয় নূতন রাণী পুরাতন রাণীকে রূপে লজ্জা দিতে পারেন নাই।" কেহ কেহ বলিল—"বিষ্ণু আর মহাদেব বোধ করি এ দুটি রাণীকে দেখেন নাই, নতুবা লক্ষ্মী ও উমার প্রতি তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইত।"

কৌশাম্বী পৌঁছিবার পরদিন উদয়ন রাজসভায় বসিয়া আছেন, চারিদিকে মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন—"দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন, বিচার করুন—ঐ বনে এক দুষ্ট পশুপালক বিনা কারণে আমার পুত্রের একখানা পা কাটিয়া দিয়াছে।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা তখনই সৈন্য দ্বারা কয়েকজন পশুপালককে ধরাইয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণের অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা বলিল—"মহারাজ, আমরা সামান্য পশুপালক, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। আমাদিগের মধ্যে একজন আছে দেবসেন। সে প্রতিদিন একটা গাছের নীচে পাথরের উপর বসিয়া বলে—'আমি তোদের রাজা, আমার হুকুম মত কাজ করিবি।' তাহার কথা ভয়ে কেহ অমান্য করিতে সাহস পায় না—সে-ই সমস্ত বনের রাজা হইয়া বসিয়াছে। আজ এই ব্রাহ্মণের পুত্র সেই পথে আসিবার সময় দেবসেনকে নমস্কার করে নাই বলিয়া সে হুকুম করিল—'ইহাকে ধরিয়া একটি পা কাটিয়া দাও।' মহারাজ! তাহার হুকুম অমান্য করিতে ভয় হইল বলিয়াই আমরা ব্রাহ্মণকুমারের পা কাটিয়াছি!"

পশুপালকদিগের কথা শুনিয়া জ্ঞানী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ গোপনে রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! ঐ স্থানে নিশ্চয় অনেক ধন আছে এবং তাহার বলেই সামান্য একজন পশুপালকের এতটা ক্ষমতা হইয়াছে। অতএব চলুন একবার গিয়া ব্যাপারটা কি দেখিয়া আসি।" মন্ত্রীর কথায় সৈন্য সামন্ত লইয়া উদয়ন তাহার সহিত সেই বনে গেলেন। স্থানটি পরীক্ষা করা হইলে পর রাজার আদেশে
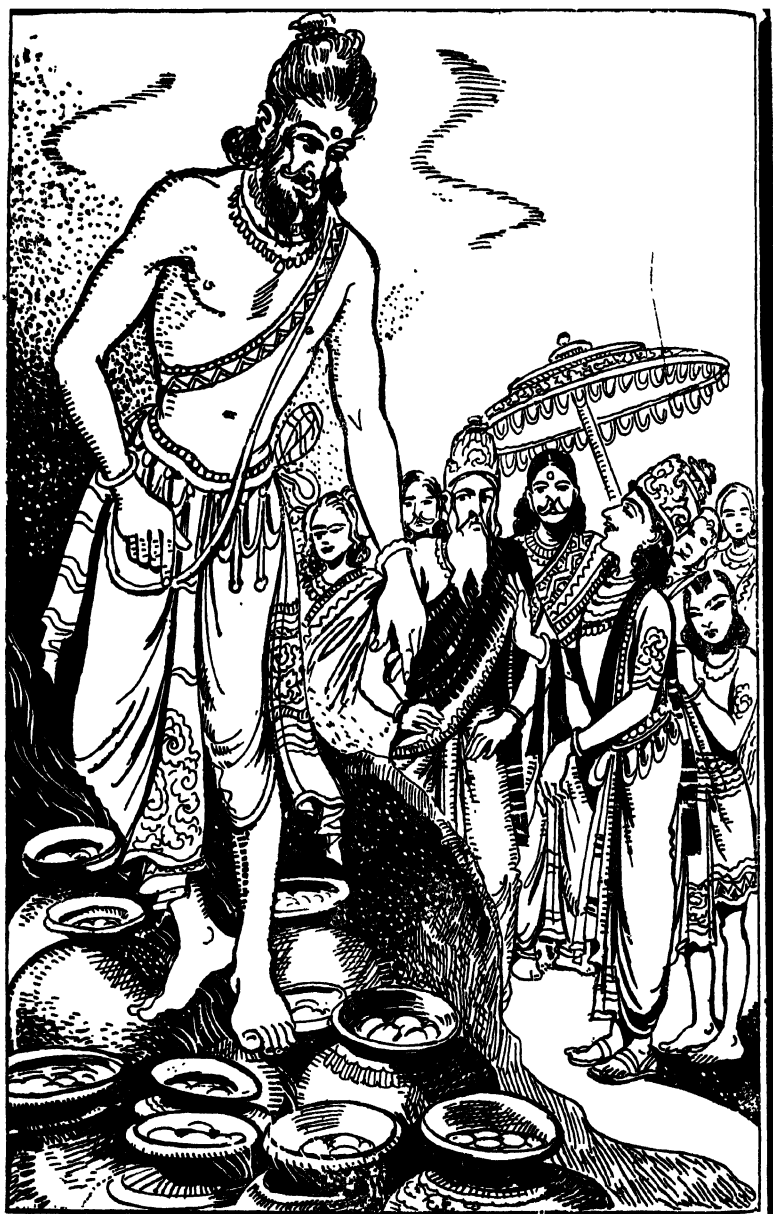
রাজা দেখিলেন, গর্তের মধ্যে রাশি রাশি ধন রহিয়াছে।

যখন লোকেরা মাটি খনন করিতেছিল তখন ভয়ঙ্কর এক যক্ষ হঠাৎ মাটির নীচ হইতে উঠিয়া রাজাকে বলিল—"মহারাজ! এখানে সত্যই ধনরত্ন আছে, বহুদিন যাবৎ আমি সে ধন পাহারা দিতেছি। তোমারই পূর্বপুরুষ এই ধন পুঁতিয়া রাখেন— এখন তুমি তাহা গ্রহণ কর।" একথা বলিয়া যক্ষ অন্তর্হিত হইল। তখন রাজা দেখিলেন, সেই গর্তের মধ্যে রাশি রাশি ধন রহিয়াছে। সমস্ত ধন তুলিয়া লইলে পর দেখা গেল একটি মহামূল্য মণিমুক্তার কাজ করা সিংহাসনও রহিয়াছে। সেটি উঠাইলে তাহার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। তারপর রাজা উদয়ন পশুপালকদিগকে সাজা দিয়া সমস্ত ধন ও সিংহাসনটি লইয়া রাজধানী ফিরিতে আর বিলম্ব করিলেন না।

পরদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজার মন পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"মহারাজ! সিংহাসনটি আপনার পূর্বপুরুষের, সুতরাং আপনি ইহাতে বসিয়া রাজ্যশাসন করুন।" রাজা বলিলেন—"সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া যখন সম্রাট্ হইব, তখনই পূর্বপুরুষদিগের এই মহামূল্য সিংহাসনে বসিব—তাহার পূর্বে নহে।" রাজার উত্তর শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—"অতি উত্তম কথা বলিয়াছেন মহারাজ! বেশ, তবে প্রথম পূর্বদেশ জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।" এ কথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারিটি দিক্ আছে; কিন্তু সকলের আগে পূর্বদিকের কথা বলিলে কেন?"

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"উত্তর দিক্‌টা ধনবান দেশ হইলেও, সে দেশ অসভ্য জাতির সঙ্গে আচার ব্যবহার করিয়া অপবিত্র হইয়াছে। পশ্চিমে সূর্য অস্ত যান বলিয়া, সে দিক্‌টাকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। দক্ষিণ দেশে রাক্ষস এবং মৃত্যুর দেবতা বাস করে। কিন্তু পূর্বদিকে সূর্য উদিত হন এবং গঙ্গানদী পূর্বদিকেই বহিয়া যান—

সেজন্য পূর্বদিকটাকেই সকলে শ্রদ্ধা করে। আবার দেখুন, বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতের মধ্যে যে যে দেশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া গিয়াছেন, সেই সেই দেশগুলিই পবিত্র। এবং সেই জন্যই যাঁহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হন, তাঁহারা প্রথমেই পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া থাকেন; কারণ সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গানদীর দেশেও বাস করা হয়। আর দেখুন না কেন, আপনার পূর্বপুরুষেরাও প্রথম পূর্বদিক হইতেই দিগ্বিজয় আরম্ভ করেন এবং গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুরে রাজ্য স্থাপিত করিয়া বাস করিয়াছিলেন।" মন্ত্রী এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার কথায় উদয়ন কতদূর যে সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন যৌগন্ধরায়ণ পুনরায় রাজাকে বলিলেন--"মহারাজ! সকলেই জানে, আপনি সাহসী বীরপুরুষ এবং দৈববলে বলী। এই ব্যাপারে যাহা যাহা কর্তব্য, আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্ত ঠিক করিয়াছি। সুতরাং 'শুভস্য শীঘ্রং'—অবিলম্বে আপনি দিগ্বিজয়ে বাহির হউন।" রাজা বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, কিন্তু কার্যমাত্রেই বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার পূর্বে আমি সর্বপ্রথম মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইব।" ইহার পর রাজা উদয়ন রাজ-বাড়ীর নিকটে বনের মধ্যে, ক্রমাগত তিনদিন অনাহারে থাকিয়া শিবের পূজা করিলেন। শিব তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—"বৎস! আমি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলাম—তোমার জয় নিশ্চিত। আর শীঘ্রই তোমার একটি পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে।"

উদয়নের স্বপ্নের কথা শুনিয়া সকলে মহা সন্তুষ্ট হইল। যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"মহারাজ! মহাদেব আপনার প্রতি সদয়

হইয়াছেন, এখন আর ভাবনা কি—শত্রু জয় করিতে আরম্ভ করুন। আর আমি বলিতেছি—বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত আপনার সহিত সর্বদা শত্রুতা করেন। সুতরাং সর্বপ্রথম তাঁহাকে জয় করিয়া পরে পূর্বদেশ জয় করিতে যাওয়াটাই উচিত।”

ইহার পর রাজা উদয়ন আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না, সৈন্যসামন্তগণকে যুদ্ধের জন্য সাজিতে বলিলেন। তাঁহার শ্যালক গোপালক তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তিনি তাঁহাকে বিদেহনগরের রাজ্য পুরস্কার দিলেন। পদ্মাবতীর ভাই শিববর্ম দলবল লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক আদর যত্নের পর তাঁহাকে চেদিরাজ্যে স্থাপন করা হইল। ভীল্লরাজ পুলিন্দক তাহার মহা তেজস্বী বন্য সৈন্যদল লইয়া রাজার পক্ষে যোগ দিল। এইরূপে রাজা উদয়নের পক্ষে অসংখ্য সৈন্যদল সজ্জিত হইল। এদিকে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতেছেন তাহা জানিবার জন্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেখানে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। তারপর রাজা উদয়ন, তাঁহার বিশাল সৈন্যদলের সহিত, রাণী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন।

যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচরেরা শৈব সন্ন্যাসীর বেশে বারাণসী পৌঁছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন যাদুবিদ্যা ও তন্ত্র মন্ত্র জানিত এবং অত্যন্ত চালাক ছিল। সে গুরু সাজিল, আর অন্যেরা হইল তাহার শিষ্য। শিষ্যেরা সহরময় ঘুরিয়া ভিক্ষা করে আর বলে—“আমাদের গুরু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বিষয়ের সংবাদ বলিতে পারেন; তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী।” এদিকে গুরু কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলিলে শিষ্যেরা কোন না কোন উপায়ে সেই ব্যাপার ঘটায়। এইরূপে ক্রমে গুরুর প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা হইল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের অতিশয় প্রিয় এক রাজপুত অনুচর এই গুরুর

বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াই ব্রহ্মদত্ত এই রাজপুত অনুচরের সাহায্যে ভণ্ড গুরুকে নানা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে গুরু রাজ্যের অনেক গোপন কথা জানিয়া ফেলিল। ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী 'যোগকরগুক' বৎসের সৈন্যদল যে পথে আসিবে সেই পথের সমস্ত গাছ, লতা, ফল, মূল এমন কি জল পর্যন্ত বিষাক্ত করিয়া রাখিলেন। ছদ্মবেশী গুরুর এই সমস্ত বিষয় জানিতে বাকি রহিল না, আর তখনই গোপনে এক শিষ্য পাঠাইয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে সতর্ক করিয়া দিল। মন্ত্রী বিষনাশক ঔষধ পত্র দিয়া ফল, মূল, জল প্রভৃতি সমস্তই শুদ্ধ করেন আর অগ্রসর হন। ক্রমে ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী আরও কত কিছু বিঘ্ন বাধা ঘটাইলেন কিন্তু গুপ্ত গুরুর কৌশলে সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। বারাণসীর রাজা যখন দেখিলেন, তাঁহার চতুর মন্ত্রীর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতেছে তখন তিনি ভাবিলেন— "উদয়নের সৈন্য সারাটা দেশ ছাইয়া ফেলিল! ইঁহাকে ত জয় করা সহজ হইবে না!" এই ভাবিয়া তিনি ভয়ে উদয়নের শরণ লইলেন।

কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে জয় করিয়া উদয়ন পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। অনেক রাজা বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে কর দিয়া সন্ধি করিল। আবার যাহারা যুদ্ধ করিল তাহাদিগকে বশীভূত করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বিজয়ী উদয়ন সকলকে পরাজিত করিতে করিতে ক্রমে পূর্ব সমুদ্রের তীরে গিয়া সেখানে তাঁহার বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করাইলেন। তারপর কলিঙ্গদেশবাসীরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে কর দিল। কাবেরী নদী পার হইয়া উদয়ন চোলা, মুরাল প্রভৃতি দেশ জয় করিলেন। এখানে রেবা নদী, তার পরপারে উজ্জয়িনী। উদয়ন রেবা নদী পার হইলে উজ্জয়িনীর রাজা তাঁহার শ্বশুর চণ্ডমহাসেন পরম যত্নের সহিত তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। বিজয়ী রাজ-

জামাতাকে দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল; নগরবাসী নরনারীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। চণ্ডমহাসেন ও তাঁহার রাণী বাসবদত্তাকে পাইয়া যেমন সুখী হইলেন, পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা কম সুখী হইলেন না।

কিছুকাল শ্বশুরের রাজ্যে পরম যত্নে বিশ্রাম করিয়া রাজা উদয়ন পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন; তাঁহার শ্বশুরের সৈন্যদলও সঙ্গে চলিল। ক্রমে বন্দর পর্বত পার হইয়া তিনি কুবেরের অলকা পুরীতে গেলেন। সেখান হইতে পথে সিন্ধু দেশ জয় করিয়া তুরুস্ক, পারসীক প্রভৃতি দেশের রাজাদিগের কাহাকেও জয় করিতে বাকি রাখিলেন না। তারপর উদয়ন কামরূপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কামরূপের রাজা পূর্বেই তাঁহার ক্ষমতার কথা শুনিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেখানে পৌঁছিবামাত্র, রাজা নিজেই আসিয়া তাঁহাকে অনেকগুলি হাতী কর দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

এইরূপে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া উদয়ন অবশেষে পদ্মাবতীর পিতার রাজ্য মগধে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ী জামাতাকে দেখিয়া মগধরাজের মনে নিতান্তই আহ্লাদ হইল। বাসবদত্তা পূর্বে তাঁহার বাড়ীতে গোপনে বাস করিয়াছিলেন, সেজন্য উদয়ন পদ্মাবতীর পিতার সহিত তাঁহার পিতার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মগধরাজ দেখিলেন যে, বাসবদত্তা সত্য সত্যই অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্রী। রাজা উদয়ন কিছুকাল পরম যত্নে মগধরাজ্যে কাটাইয়া শ্বশুরের নিকট বিদায় লইলেন। যাত্রাকালে মগধরাজও তাঁহাকে সমগ্র রাজ্য দান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ সফল হইয়া বিজয়ী উদয়ন নিজ রাজ্য লাবানকে ফিরিয়া আসিলেন।

লাবানকে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া রাজা উদয়ন সকলের সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছেন; সুতরাং পূর্বপুরুষদিগের সেই মহামূল্য

সিংহাসনে বসিতে এখন আর বাধা কি ? শুভদিনে সকলের সাক্ষাতে সেই সিংহাসনে বসিয়া উদয়ন মনে করিলেন—"এতদিনে আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" দিগ্বিজয়ে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া এখন কিছুকাল রাণীদিগের সহিত সুখে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহার পর উদয়ন যখন যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বতের উপর রাজ্যভার দিয়া কিছুকালের জন্য আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন তখন মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কিছুমাত্র দোষ দিলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিছুদিন পর্যন্ত রাজা উদয়ন অন্তঃপুরেই কাটাইলেন। বিদূষক বসন্তকের হাসি তামাসা ও আমোদপূর্ণ গল্প তাঁহার নিকট বড়ই ভাল লাগিত। কখন কখন তিনি বীণা বাজাইয়া রাণীদিগের সহিত গান বাজনা এবং আমোদ প্রমোদ করিতেন। আবার কখন বা তাঁহাকে বনে গিয়া শিকারে মত্ত হইতেও দেখা যাইত।

এই সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সমাদরের সহিত তাঁহার পূজা করিলে পর নারদ বলিলেন—"মহারাজ! তুমি তোমার শিকারের লোভ ছাড়। তোমার পূর্বপুরুষ পাণ্ডু রাজাও অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদিন না জানিয়া মৃগরূপী এক ঋষিকে বাণ মারিয়া বধ করেন। মৃত্যুকালে ঋষি শাপ দিয়াছিলেন এবং তাহাতেই পরে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হয়। সুতরাং এই মৃগয়া তুমি ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ কর। আর একটি কথা বলিতেছি শুন—সেকালে যখন মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলেন, তখন তাহার স্ত্রী রতি, স্বামীর শরীর ফিরিয়া পাইবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর, মহাদেব বলিয়াছিলেন—'পার্বতী তাঁহার এক অংশ লইয়া পৃথিবীতে জন্মিবেন। তখন আমার তপস্যা

করিলে পর, কামের অবতাররূপে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।' মহাদেবের কথামত, দেবীর এক অংশে চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা নামে জন্মিয়া সে তোমার রাণী হইয়াছে। এখন বাসবদত্তা তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করিলেই কামের অংশে তাহার এক পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রই সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে।" এই বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনার পর রাজা উদয়ন পুত্রলাভের জন্য রাণী বাসবদত্তার সহিত মহাদেবের তপস্যা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে স্বপ্নে একটি ফল দিয়া বলিলেন—"এই ফল ভক্ষণ করিলে কামদেবের অংশে তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" রাণী বাসবদত্তা সন্তুষ্টচিত্তে ফলটি ভক্ষণ করিলেন। কালক্রমে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের প্রত্যেকের এক একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মিল। যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতি, রুমণ্বতের পুত্র হরিশিখ, বসন্তকের পুত্র তপন্তক। আর রাজার অন্তঃপুর রক্ষক নিত্যোদিত্যের পুত্র জন্মিল গোমুখ। ইহাদিগের জন্মের পর একদিন রাজবাড়ীতে ধুমধাম হইতেছিল, এমন সময় দৈববাণী হইল—"এই সকল সন্তান, রাজা উদয়নের পুত্রের মন্ত্রী হইয়া তাহার শত্রুদিগকে বিনাশ করিবে।" ইহার পর যথা সময়ে রাণী বাসবদত্তার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সংবাদ পাইয়া উদয়ন ছুটিয়া অন্তঃপুরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় পরম সুন্দর কুমার; লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি, মুখখানি পদ্মফুলটির মত—তাহার রূপে যেন সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া আছে! ক্রমে সেখানে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণও আসিলেন। তখন দৈববাণী হইল—"এই পুত্র কামদেবের অবতার, ইহার নাম হইবে 'নরবাহনদত্ত'। বিদ্যাধরদিগের রাজা হইয়া এক দেবকল্প* কাল সুখে বাস করিবে।" এই দৈববাণীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। রাজা, মন্ত্রী,

* মানবকল্প চারিশত বত্রিশ লক্ষ বৎসর। দেবকল্প ইহা অপেক্ষাও অনেক দীর্ঘকাল।

নগরবাসী সকলের আনন্দের সীমা রহিল না—সমস্ত কৌশাম্বী যেন আনন্দ উৎসবে একেবারে মাতিয়া উঠিল।

রাজপুত্র বড় হইলে উদয়ন মহাসমারোহ করিয়া দৈববাণী অনুসারে তাহার নাম রাখিলেন—নরবাহনদত্ত। মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের চারিটি পুত্র মরুভূতি, হরিশিখ, তপন্তক ও গোমুখকে আনিয়া রাজকুমারের সহচর করিয়া দিলেন। এই সহচরগণের সহিত সর্বদা খেলা করিয়া রাজকুমার নরবাহনদত্ত ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। রাজার মনে দিবারাত্রি কেবলই ভাবনা কি করিয়া পুত্র মানুষ হইবে।

এই সময়ে একদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! দেবর্ষি নারদ আসিয়া আমাকে একটি সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, সংবাদটি এই—বিদ্যাধরদিগের বর্তমান রাজা দৈববলে জানিতে পারিয়াছেন যে, মহাদেবের বরে কুমার নরবাহনদত্ত ভবিষ্যতে বিদ্যাধর-সম্রাট্ হইবেন। ইহা জানিয়া অবধি রাজার মনে আর শান্তি নাই, শুধু ভাবিতেছেন কি করিয়া কুমারের অনিষ্ট করিবেন। বিদ্যাধররাজের এই দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া মহাদেব 'স্তম্ভক' নামক তাঁহার এক গণকে কুমারের প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। সে অদৃশ্য থাকিয়া সর্বদা কুমারকে রক্ষা করিতেছে। সুতরাং, মহারাজ! কুমারের জন্য আমাদিগের চিন্তার কোন কারণ নাই।"

মন্ত্রীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আকাশ হইতে দেবতার মত এক অদ্ভুত পুরুষ নামিয়া আসিলেন—তাঁহার মাথায় মুকুট এবং মূল্যবান্ সোনার বালা পরান হাতে একখানি তলোয়ার! তিনি আসিয়াই রাজা উদয়নকে নমস্কার করিলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কে? এখানে আপনার কি প্রয়োজন?" তিনি বলিলেন—"আমি পূর্বে মানুষ ছিলাম এবং আমার নাম ছিল শক্তিদেব। মহাদেবের কৃপায়

এখন বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইয়াছি—এখন আমার নাম শক্তিবেগ। দৈববলে জানিতে পারিয়াছি যে আমাদিগের ভবিষ্যৎ সম্রাট আপনার পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন। আর তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যই আমার এখানে আগমন।" ইহা শুনিয়া রাজা উদয়ন সন্তুষ্ট চিত্তে কুমার নরবাহনদত্তকে আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। রাজকুমারকে দেখিয়া শক্তিদেব সেখানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

দেখিতে দেখিতে রাজকুমারের আট বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণেরও বৃদ্ধি দেখিয়া রাজা ও দুই রাণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তক্ষশিলার প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কলিঙ্গদত্তের কলিঙ্গসেনা নামে অসাধারণ সুন্দরী এক কন্যা ছিল। এই কন্যা দৈবাৎ উদয়নকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা অতি বৃদ্ধ এক রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে চাহিলে তিনি তাঁহার সখী নলকুবেরের পত্নী সোমপ্রভার সাহায্যে গোপনে এক মায়ারথে চড়িয়া বৎসরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর রাজা উদয়নের নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন—"মহারাজ! আমি তক্ষশিলার রাজা কলিঙ্গদত্তের কন্যা, কলিঙ্গসেনা; একদিন আপনাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি! এখন ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়াছি—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিবাহ করুন।"

দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজা উদয়ন তখনই সম্মত হইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তারপর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"শুনিয়াছি, এই কলিঙ্গসেনা নাকি ত্রিভুবনে বিখ্যাত সুন্দরী। তিনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন। ইঁহাকে ত নিরাশ করা যাইতে পারে না! সুতরাং বল, কি উপায়ে এবং কখন ইঁহাকে বিবাহ

করিব।” রাজার কথায় যৌগন্ধরায়ণ চিন্তিত হইয়া ভাবিলেন—“এই কলিঙ্গসেনার সৌন্দর্যের কথা আমিও শুনিয়াছি। রাজা ইহাকে পাইলে অন্য সকলের কথা ভুলিয়া যাইবেন, আর তাহা হইলে বাসবদত্তাও বাঁচিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারেরও মৃত্যু নিশ্চিত! রাণী পদ্মাবতী কুমারকে অত্যন্ত ভালবাসেন সুতরাং তিনিও তখন প্রাণবিসর্জন করিবেন। তখন রাজার দুই শ্বশুর চণ্ডমহাসেন ও প্রদ্যোত, আমাদিগের সহিত শত্রুতা করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। তবেই ত দেখিতেছি একেবারে সর্বনাশ হইবে! আবার রাজাকে যদি বাধা দেওয়া যায়, তবে তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া যাওয়া সম্ভব। অতএব কৌশল করিয়া আমাকে অতি সাবধানে কাজ করিতে হইবে—কোন উপায়ে বিবাহের দিন বিলম্বে স্থির করা চাই।”

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রী বলিলেন—“মহারাজ! কলিঙ্গসেনা যে নিজে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে বিবাহ করিতে এখানে আসিয়াছেন তাহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী রাজার কন্যা, সুতরাং উত্তম দিন দেখিয়া জাঁকজমকের সহিত তাঁহাকে বিবাহ করা উচিত। অতএব আমি বলি এখন তাঁহাকে একটি প্রাসাদ ঠিক করিয়া দেওয়া হউক, তিনি এখানে বাস করুন। ইতিমধ্যে আমরা বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া, আয়োজন উদ্যোগ করিতে থাকি।” মন্ত্রীর এই সুন্দর পরামর্শ রাজার পছন্দ হইল, তিনি তখনই কলিঙ্গসেনার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এদিকে রাণী বাসবদত্তা এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী আসিলে পর বলিলেন—“মন্ত্রী মহাশয়! আপনি না বলিয়াছিলেন—‘আমি যতদিন এখানে মন্ত্রী থাকিব, ততদিন পদ্মাবতী ভিন্ন অন্য কেহ আপনার সপত্নী হইবে না।’ কিন্তু এখন যে শুনিতেছি এই কলিঙ্গসেনাকে নাকি রাজা বিবাহ করিবেন! সুতরাং আপনার কথা যে মিথ্যা হইবে! আর রাজা

যদি এই কন্যাকে বিবাহ করেন তবে জানিবেন আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।” তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—“রাণী! আপনি শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। এখন আপনাকে একটি কাজ করিতে হইবে—রাজাকে বাধা না দিয়া এইরূপ ভাব দেখাইতে হইবে, যেন আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন। রাজা যখন আপনার নিকট আসিবেন, তখন প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিবেন, ‘কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিলে তাহার শক্তিশালী পিতা আপনার বন্ধু হইবেন এবং তাহা হইলে আপনার ক্ষমতাও বাড়িবে।’ আপনি এরূপ করিলে রাজাও আপনার মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবেন এবং আপনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িবে। তখন তিনি ভাবিবেন, ‘কলিঙ্গসেনা ত হাতের কাছেই রহিয়াছে, সুতরাং বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবার কারণ নাই।’ আর একটি কথা—পদ্মাবতীকেও এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রস্তুত রাখিবেন। তারপর দেখিবেন, আমি কিরূপ চালাকি করিয়া রাজাকে ফাঁকি দেই।” বাসবদত্তা যৌগন্ধরায়ণের উপদেশ সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইলে পর মন্ত্রী বিদায় লইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে চতুর যৌগন্ধরায়ণ রাজার নিকট গিয়া বলিলেন—“মহারাজ! বিবাহের দিন দেখাইতেছেন না কেন? আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?” এ কথায় রাজা তখনই জ্যোতিষীদিগকে ডাকাইয়া, বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন। মন্ত্রী ইহার পূর্বেই তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা আসিয়া বলিল—“মহারাজ! আজ হইতে ঠিক ছয় মাস পরে বিবাহের উত্তম দিন আছে।” ইহা শুনিয়া মন্ত্রী, যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এরূপ ভাব দেখাইয়া, রাজাকে বলিলেন—

"মহারাজ ! এ লোকগুলি গণ্ডমূর্খ ! কিছুদিন পূর্বে যে জ্যোতিষীকে আপনি পুরস্কার দিয়াছিলেন সে বাস্তবিকই জ্ঞানী—তাহাকে ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করিতে বলুন।" কিন্তু রাজার হুকুমে সে জ্যোতিষী আসিয়াও, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই ছয় মাস পরেই দিন স্থির করিল ! ইহাতে রাজা উদয়ন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন—"এই জ্যোতিষীকে লইয়া কলিঙ্গসেনার নিকট যাও এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহা ভাল মনে হয় তাহাই কর।" যৌগন্ধরায়ণ জ্যোতিষীর সহিত কলিঙ্গসেনার নিকট গিয়া বলিলেন—"রাজা উদয়ন এই জ্যোতিষী পাঠাইয়াছেন, ইঁহার তুল্য জ্ঞানী এদেশে অন্য কেহ নাই। আপনার জন্মের তিথি, নক্ষত্র সব বলুন, ইনি তাহার সাহায্যে গণনা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিবেন।"

যৌগন্ধরায়ণ জ্যোতিষীকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং কলিঙ্গসেনার নিকট হইতে তিথি নক্ষত্র জানিয়া, সে আবার সেই ছয়মাস পরেই দিন স্থির করিল। রাজকুমারী এই বিলম্বে দুঃখিত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার এক সখী বলিল—"বিবাহ শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই, ভাল দিনে হওয়াই উচিত, তবেই দম্পতি সুখী হইবে।" ইহা শুনিয়া রাজকন্যাও বলিলেন—"মন্ত্রী মহাশয় ! আপনি পরম জ্ঞানী, আপনি যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করুন।" তখন চতুর মন্ত্রী রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই কথা জানাইলেন।

এইরূপে বিবাহের দিন ছয়মাস পরে স্থির করিয়া, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার বন্ধু সেই ব্রাহ্মণরাক্ষস যোগেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। রাক্ষস ইতিপূর্বে বলিয়াছিল—'তুমি স্মরণ করিলেই আসিব', সুতরাং তখনই আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রী তাহাকে কলিঙ্গসেনা সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন—"ছয়মাস সময় পাওয়া গিয়াছে ; এই সময়ের মধ্যে চালাকি করিয়া, কলিঙ্গসেনার প্রতি কোন

রকমে রাজার বিরক্তি জন্মাইতে হইবে। আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি—কলিঙ্গসেনা পূর্বজন্মে অপ্সরা ছিল, শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে ; তাহার মত সুন্দরী ত্রিভুবনে আর কেহ নাই। আমার মনে হয়, নিশ্চয় কোন গন্ধর্ব কিংবা বিদ্যাধর তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছে। এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে—এই ব্যাপারের সন্ধান লওয়া চাই। উদয়ন যদি একটিবার জানিতে পারেন যে, কলিঙ্গসেনাকে অন্য কেহ গন্ধর্বমতে গোপনে বিবাহ করিয়াছে, তবেই আমার কার্য উদ্ধার হইল।” ইহার পর হইতে রাক্ষস যোগেশ্বর, অদৃশ্য থাকিয়া কলিঙ্গসেনার প্রাসাদ পাহারা দিতে লাগিল।

এদিকে রাজা উদয়ন, বিবাহের উত্তম দিন নিকটে না থাকাতে, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাসবদত্তার নিকটে গেলেন। মন্ত্রীর শিক্ষামত রাণী তাঁহাকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলে, রাজা সবিস্ময়ে ভাবিলেন—“কি আশ্চর্য! রাণী কলিঙ্গসেনার ব্যাপার জানেন, অথচ আমার প্রতি বিরক্ত হন নাই! ইহার কারণ কি?” এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“রাণি! তুমি কি শুন নাই যে, এক বিদেশী রাজকন্যা আমাকে বিবাহ করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন?” রাণী তখনই উত্তর দিলেন—“হাঁ মহারাজ! শুনিয়াছি বৈকি। আর শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই কন্যার পিতা একজন ক্ষমতাশালী রাজা ; এই বিবাহ হইলে তিনি আপনার সহায় হইবেন এবং আপনার বল অনেকটা বাড়িবে।”

বাসবদত্তার কথা শুনিয়া উদয়ন সবিস্ময়ে ভাবিলেন—“কি আশ্চর্য মহত্ত্ব! কি অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ! এরূপ রাণীর যদি অনিষ্ট হয়, তবে আমার সর্বনাশ হইবে! ইহার উপর আমার পুত্র, শ্বশুর, শ্যালক এবং পদ্মাবতী সকলেরই জীবন নির্ভর করে। আমার এই বিশাল রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল, সকলই ইহার উপর।

তবে কি করিয়া আমি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিতে পারি?” এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি শেষ হইল, রাজাও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন।

পরদিন রাজা পদ্মাবতীর নিকট গেলে পর, বাসবদত্তার উপদেশ মত তাঁহার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হইল না। তখন রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনিও সেইরূপ উত্তরই দিলেন। দুই রাণী ঠিক একই রকম কথা বলিলেন দেখিয়া, উদয়ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট তাঁহাদিগের কত যে সুখ্যাতি করিলেন, তাহা আর কি বলিব! চতুর মন্ত্রী সুবিধাটুকু পাইলে ছাড়েন না। তিনি যখন দেখিলেন, রাজা দুমনা হইয়া ভাবিতেছেন, তখন বলিলেন— “মহারাজ! রাণীরা আপনার মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত আছেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা ঐরূপ উত্তর দিয়াছেন। স্বামীর শ্রদ্ধা হারাইলে কিংবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা যে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ইহা আর আশ্চর্য কি? আপনি যদি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করেন, তবে বাসবদত্তা প্রাণত্যাগ করিবেন; সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীরও মৃত্যু হইবে! তখন রাজকুমার নরবাহনদত্ত কি করিয়া বাঁচিবেন? আর আমি জানি, রাজকুমারের কোন বিপদ হইলে, আপনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনার এই সমস্ত সুখ সৌভাগ্যও নষ্ট হইয়া যাইবে। মহারাজ! বনের পশুরা পর্যন্ত নিজের সুবিধাটুকু দেখে, আর আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তি কি সে বিষয়ে উদাসীন হইবেন?”

বিজ্ঞ মন্ত্রীর কথায় রাজার চৈতন্য হইল, বলিলেন—“তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিবার আবশ্যক কি? জ্যোতিষিগণ যে বিবাহের দিন বিলম্বে স্থির করিয়াছিল, সেটা নিতান্তই সৌভাগ্যের বিষয়।” ইহা শুনিয়া মন্ত্রী মনে মনে ভাবিলেন—“যাহা হউক, ব্যাপারটি ঠিক আমাদের ইচ্ছামতই হইতে চলিল দেখিতেছি!” এই ভাবিয়া তিনি বিদায় হইলেন।

কলিঙ্গসেনার বাড়ী পাহারা দিবার জন্য, যৌগন্ধরায়ণ রাক্ষস যোগেশ্বরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—একথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। তখন হইতে যোগেশ্বর প্রতি রাত্রে কলিঙ্গসেনার বাড়ী পাহারা দেয়। এদিকে সত্য সত্যই বিদ্যাধরদিগের এক রাজা 'মদনবেগ' কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, কলিঙ্গসেনা রাজা উদয়ন ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সেজন্য তিনি প্রতিদিন রাত্রে আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া, কলিঙ্গসেনার প্রাসাদের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেন কিন্তু ভিতরে যাইতে সাহস পাইতেন না। একদিন তিনি এক বুদ্ধি খেলিলেন—রাজা উদয়নের রূপ ধরিয়া, কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কলিঙ্গসেনা মনে করিলেন, সত্য সত্যই উদয়ন আসিয়াছেন, তাই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন উদয়নরূপী মদনবেগ গন্ধর্বমতে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সেখানেই রহিলেন।

এই সময়ে রাক্ষস যোগেশ্বর যাদুবলে অদৃশ্য হইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলে পর, যখন উদয়নরূপী মদনবেগকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আর তখনই ছুটিয়া গিয়া যৌগন্ধরায়ণকে এই সংবাদ দিল। ইহা শুনিয়া মন্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন ; কারণ, তিনি বলিলেন—"যোগেশ্বর! তুমি ঠকিয়াছ—রাজা মোটেই সেখানে যান নাই। তুমি আবার যাও এবং ভাল করিয়া দেখিয়া আইস—ঐ ব্যক্তি কে ?" যোগেশ্বর পুনরায় কলিঙ্গসেনার বাড়ীতে গেল। তখন মদনবেগ ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমের মধ্যে মন্ত্রবল থাকে না, সেজন্য তাঁহার শরীরে উদয়নের রূপ ছিল না। তিনি বিদ্যাধর রূপেই নিদ্রিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া যোগেশ্বর সেখানে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিল না ; মন্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গিয়া এই সংবাদ জানাইল। যৌগন্ধরায়ণ পরদিন প্রাতঃকালে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন—"মহারাজ! এক বিদ্যাধরের সহিত

কলিঙ্গসেনার বিবাহ হইয়াছে, সে প্রতি রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে আসে। আমি যাতুবলে এই সব কথা জানিতে পারিয়াছি। আপনি আজ রাত্রে যদি আমার সঙ্গে সেখানে যান, তবে নিজের চোখে সেই বিদ্যাধরকে দেখিতে পাইবেন!" এ কথায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া রাজা উদয়ন তখনই সম্মত হইলেন।

তারপর রাত্রিতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন তখন উদয়ন, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সহিত কলিঙ্গসেনার বাড়ীতে গেলেন। পরে গোপনে ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সত্যই এক বিদ্যাধর কলিঙ্গসেনার ঘরে শুইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে মদনবেগ হঠাৎ জাগিয়াই শূন্যে উড়িয়া চলিয়া গেল; পরে কলিঙ্গসেনাও জাগিয়া বলিতে লাগিলেন—"এ কি! রাজা উদয়ন হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন?" ইহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ চুপি চুপি রাজাকে বলিলেন—"শুনিলেন ত মহারাজ! ঐ বিদ্যাধর আপনার রূপ ধরিয়া ফাঁকি দিয়া, কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি মানুষ, সুতরাং বিদ্যাধরের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া উভয়ে কলিঙ্গসেনার নিকট যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি কি তবে মন্ত্রীকে আনিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন?" তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"রাজকুমারি! আপনি ভুল করিতেছেন। আপনার স্বামী এক বিদ্যাধর—রাজার বেশে ফাঁকি দিয়া আপনাকে বিবাহ করিয়াছেন।" এ কথায় রাজকন্যার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, কিন্তু তবু তাঁহার মন মানিল না; বলিলেন—"মহারাজ! দুষ্মন্ত যেমন বিবাহের পর শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি আপনিও কি আমাকে বিবাহ করিয়া এখন ভুলিয়া গেলেন?" রাজা উদয়ন মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—"সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে বিবাহ করি নাই—আমি আজই এই প্রথম তোমার বাড়ীতে আসিলাম।" ইহার পর মন্ত্রী রাজাকে লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে পর, কলিঙ্গসেনা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হে স্বর্গের দেবতা, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ! কে রাজা উদয়নের বেশে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, একবার আমাকে দেখা দিন্।" এই কথা বলিবামাত্র, মদনবেগ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন—"রাজকুমারি! আমি বিদ্যাধররাজ মদনবেগ। তোমাকে একদিন তোমার পিতার প্রাসাদে দেখিয়া মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বরেই তোমাকে বিবাহ করিয়াছি।" রাজকুমারী দেখিলেন, মদনবেগ তাঁহার উপযুক্ত স্বামীই হইয়াছেন। তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি মানুষ, সুতরাং স্বামীর বাড়ীতে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই—এই ভাবিয়া, মদনবেগের অনুরোধে তিনি সেখানেই থাকিতে সম্মত হইলেন। যাইবার সময় মদনবেগ তাঁহাকে রাশি রাশি মূল্যবান্ ধনরত্ন দিয়া বলিয়া গেলেন—"তোমার কোন ভাবনা নাই, আমি প্রতিদিন রাত্রে এখানে আসিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

এই সময় একদিন মহাদেব কামের পত্নী রতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার স্বামী বৎসের রাজা উদয়নের পুত্ররূপে জন্মিয়াছে, আর তাঁহার নাম হইয়াছে, নরবাহনদত্ত। তুমিও মানুষ জন্ম না লইয়াই, আমার বরে মানুষ দেহ ধরিয়া, পৃথিবীতে তোমার স্বামীর সহিত মিলিত হইবে।" রতিকে একথা বলিয়া, মহাদেব ব্রহ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কলিঙ্গসেনার শীঘ্রই একটি পুত্র জন্মিবে। এখন তুমি এক কাজ কর—রতিকে পরমসুন্দরী একটি মানব-কন্যা রূপে সাজাও। তারপর কলিঙ্গসেনার পুত্র জন্মিবামাত্র, কৌশলে তাহার স্থানে এই কন্যাকে রাখিয়া, সেই পুত্রটিকে সরাইয়া ফেলিবে—দেখিও, কেহ যেন এই ব্যাপার বুঝিতে না পারে।"

মহাদেবের আদেশে, ব্রহ্মা রতিকে পরমসুন্দরী কন্যা রূপে সাজাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তারপর কলিঙ্গসেনার পুত্র জন্মিল। ব্রহ্মাও মন্ত্রবলে সূতিকাগৃহে সকলের মোহ আনিয়া, পুত্রের স্থানে সেই কন্যাকে রাখিলেন এবং পুত্রটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে মোহ ভাঙ্গিলে পর সকলে দেখিল, কলিঙ্গসেনার আশ্চর্য সুন্দরী কন্যা হইয়াছে! কন্যার রূপের জ্যোতিতে সূতিকা-গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনার পর মদনবেগ তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। আর বিদায়ের সময় কলিঙ্গসেনাকে বলিলেন—"স্বর্গবাসী সকলকে একটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। নিয়মটি এই—'কাহারও মানুষ-স্ত্রীর সন্তান জন্মিলে, তখনই সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।' সুতরাং আমিও আর এখানে আসিতে পারিব না। কিন্তু তবু, বিশেষ প্রয়োজনে তুমি আমাকে স্মরণ করিবামাত্র আমি দেখা দিব।" এই বলিয়া মদনবেগ চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায় কলিঙ্গসেনার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, কিন্তু তবু তিনি সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া রাজা উদয়নের আশ্রয়ে তাঁহারই সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজবাড়ীতে সকলেই কলিঙ্গসেনার এই রূপবতী কন্যার জন্মের কথা শুনিলেন। মহাদেব উদয়নের অজ্ঞাতে তাঁহার মনটিকে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে দিয়া রাণী বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণের নিকট বলাইলেন—"আমি জানি, কলিঙ্গসেনা স্বর্গের বিদ্যাধরী—শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহার কন্যাও যে দেবীর মত সুন্দরী হইবে, সেটা আর আশ্চর্য কি? আর এই কন্যা যখন রূপে আমার নরবাহনের তুল্য, তখন ইহাকে তাহার পাটরাণী করিয়া দিব। আমার মনে হইতেছে, ঠিক যেন একটা দৈববাণী শুনিতেছি—কলিঙ্গসেনার এই কন্যাকে দেবতারা নরবাহনদত্তের ভাবী রাণী করিলেন।" রাজার কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"ঠিক বলিয়াছেন মহারাজ! আমরাও শুনিয়াছি যে—কামদেব দগ্ধ

হইলে পর, তাঁহাকে জীবিত করিবার জন্য, রতি মহাদেবের পূজা করেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন—'তোমার স্বামী পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। তুমিও মানুষ হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে।' এদিকে যুবরাজ নরবাহনদত্তও জন্মিলে পর দৈববাণী হইয়াছিল—'এই পুত্র কামদেবের অবতাররূপে জন্মিয়াছে।' সুতরাং কলিঙ্গসেনার কন্যার যে রতির অংশে জন্ম এবং দেবতারা যে তাহাকে যুবরাজের ভাবী পত্নী মনন করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কলিঙ্গসেনার কন্যার শরীরে রূপের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কলিঙ্গসেনা তাঁহার স্বামীর নামে কন্যার নাম রাখিলেন—মদনমঞ্চুকা। একদিন রাণী বাসবদত্তা কৌতূহল বশতঃ মদনমঞ্চুকাকে রাজবাড়ীতে আনাইলেন। রাজা উদয়ন ও যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—মদনমঞ্চুকা সত্যসত্যই রতির অবতাররূপে জন্মিয়াছে। তখন রাজকুমার নরবাহনদত্তকেও সেখানে আনা হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য! কন্যাকে দেখিবামাত্র, যুবরাজের চোখে যেন আর পলক পড়ে না—কন্যাও একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তখন হইতে এই শিশু দুইটি পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া মুহূর্তের জন্য থাকিতে পারিত না।

ক্রমে নরবাহনদত্ত বড় হইলে, রাজা উদয়ন তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা শুনিয়া কলিঙ্গসেনার আহ্লাদের সীমা রহিল না; কন্যার ভাবী স্বামী নরবাহনদত্তের প্রতি তাঁহার স্নেহ দিন দিন বাড়িয়া চলিল। রাজা উদয়ন পুত্রের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ প্রস্তুত করাইলেন। তারপর মহা ঘটা করিয়া তাঁহাকে যুবরাজ করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। ইহার পর উদয়ন যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতিকে যুবরাজের মন্ত্রী, রুমণ্বতের পুত্র হরিশিখকে সেনাপতি, এবং বসন্তকের পুত্র তপন্তককে তাঁহার

বিদূষক (ভাঁড়) নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আর গোমুখকে করা হইল শরীররক্ষক। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজে ইহারা নিযুক্ত হইলে পর, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দৈববাণী হইল—"এই মন্ত্রিগণ রাজকুমারের সমস্ত কাজে সফল হইবে এবং সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে গোমুখ সর্বদা যুবরাজের সঙ্গী হইবে।"

সেই দিন রাত্রিতে কলিঙ্গসেনা, সখী সোমপ্রভাকে স্মরণ করিলেন। সোমপ্রভার স্বামী নলকুবের দিব্যজ্ঞানে ইহা জানিতে পারিয়া, স্ত্রীকে বলিলেন—"যাও, কলিঙ্গসেনা তোমাকে ডাকিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাঁহার কন্যার জন্য একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়া দাও।" এই বলিয়া নলকুবের স্ত্রীকে কলিঙ্গসেনার পূর্ব কথা বলিয়া দিয়া, বিদায় করিলেন।

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তিনি আহ্লাদে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আদর যত্নের পর সোমপ্রভা বলিলেন—"কলিঙ্গসেনা! তোমার যে মহা ক্ষমতাশালী এক বিদ্যাধরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমার স্বামীর নিকট শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি—তোমার কন্যা রতি এবং নরবাহনদত্ত মদন। নরবাহনদত্ত তোমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে। তুমিও নাকি পূর্বে অপ্সরা ছিলে, ইন্দ্রের শাপে মানুষ হইয়াছ। এখানে তোমার কার্য শেষ হইলেই না কি, পুনরায় অপ্সরা হইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। এখন আমার স্বামীর অনুরোধে, তোমার কন্যার জন্য এমন একটি বাগান প্রস্তুত করিয়া দিব যে সেরূপ বাগান ত্রিভুবনে আর কোথাও নাই।" এই বলিয়া সোমপ্রভা মন্ত্রবলে এক অদ্ভুত বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে বৎসের সকলে সবিস্ময়ে দেখিল কলিঙ্গসেনার বাড়ীর নিকট ইন্দ্রের নন্দনকাননের ন্যায় একটি অদ্ভুত বাগান; যেন হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িয়াছে! এই সংবাদ পাইয়া

রাজা উদয়ন, রাণীদিগকে লইয়া মন্ত্রিগণের সহিত এবং নরবাহনদত্ত বন্ধুদিগের সহিত বাগান দেখিতে আসিলেন। এমন সুন্দর বাগান পূর্বে কেহ কখন দেখেন নাই। বাগানের গাছগুলিতে সারা বৎসর ফল ফুল হয়! বাগানের পাখীগুলি সোণার! বাতাস বহিতেছে—তাহাও যেন ঠিক স্বর্গের সুগন্ধ বাতাস! রাজা উদয়ন, এই অদ্ভুত বাগানের কথা কলিঙ্গসেনাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"মহারাজ! বিশ্বকর্মার অবতার 'ময় দানব' যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভা ও ইন্দ্রের অমরাবতী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ময় দানবের কন্যা সোমপ্রভা আমার বন্ধু। তিনিই যাদুবলে কাল রাত্রে, মদনমঞ্চুকার জন্য এই বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া সোমপ্রভার নিকট তিনি যাহা কিছু শুনিয়াছেন, সমস্তই বর্ণন করিলেন। তখন সকলে দেখিলেন, তাঁহারা পূর্বে যে সব কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত কলিঙ্গসেনার কথা একেবারে মিলিয়া গেল।

এই ঘটনার পরদিন, রাজা উদয়ন এক মন্দিরে পূজা করিতে গিয়া, সেখানে পরমসুন্দরী এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিতা, কয়েকজন মহিলা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সকলে বলিলেন—"আমরা সকলেই এক এক মূর্তিমতী বিদ্যা, তোমার পুত্র নরবাহনদত্তের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি—এখন গিয়া সকলে তাহার শরীরে প্রবেশ করিব।" এই বলিয়া তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন।

রাজা উদয়ন প্রাসাদে ফিরিয়া, সকলের নিকট এই অদ্ভুত কথা বলিলে পর যুবরাজের প্রতি দেবতার এই অনুগ্রহ দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না এই সময়ে নরবাহনদত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজার অনুরোধে বাসবদত্তা বীণা লইয়া মিষ্ট গান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল সেই গান শুনিয়া, নরবাহনদত্ত বলিলেন—"মা! আপনার বীণাটির স্বর ঠিক নাই।" এ কথায় রাজা বলিলেন—"বৎস নরবাহন! বীণাটি ঠিক করিয়া লইয়া তুমি

যুবরাজ বীণায় সুর বাঁধিয়া সুমিষ্ট গান করিলেন

একটি গান কর।” যুবরাজ বীণার সুর বাঁধিয়া এমনই মিষ্ট গান করিলেন যে, তাহা শুনিলে সঙ্গীতগুরু গন্ধর্বগণও অবাক হইয়া যাইতেন! সকলে তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিদ্যার রাণীগণ সত্যসত্যই কুমারের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন!

এই ঘটনার পর, রাজা উদয়ন জ্যোতিষী ডাকিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। জ্যোতিষিগণ বলিল—“মহারাজ! বিবাহের পর কিছুকালের জন্য স্ত্রীর সহিত কুমারের ছাড়াছাড়ি হইবে; কিন্তু পরে পুনরায় মিলন হইয়া তিনি সুখী হইবেন।” ইহার পর যুবরাজ নরবাহনদত্তের বিবাহ উৎসব আরম্ভ হইল; এবং দেখিতে দেখিতে মহা ধুমধামের সহিত মদনমঞ্চুকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর, একদিন নরবাহনদত্ত বন্ধুদিগের সহিত বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গেলেন। তপন্তক এদিক্ সেদিক্ ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ক্ষণকাল পরে হঠাৎ সে রাজকুমারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত! তাহার মুখে খুব একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব—চক্ষু দুটি বড় বড়! আসিয়াই বলিল—“যুবরাজ! নিকটেই দেখিয়া আসিয়াছি, আশ্চর্য সুন্দরী এক কন্যা আকাশ হইতে নামিয়া একটা বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে সখীগণ রহিয়াছে, আর আমাকে দেখিয়াই বলিল—‘যুবরাজকে এখানে ডাকিয়া আন।’ তাই আমি হঠাৎ ফিরিয়া আসিলাম।” নরবাহনদত্ত একথা শুনিয়াই সেই বটগাছের নিকটে গেলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই পরমসুন্দরী এক কন্যা দাঁড়াইয়া আছে। যুবরাজকে দেখিয়াই কন্যা নমস্কার করিল। তখন গোমুখ জিজ্ঞাসা করিল—“সুন্দরী! আপনি কে? এখানে আপনি কেন

আসিয়াছেন ?” একথায় কন্যা নরবাহনদত্তের দিকে চাহিয়া, নিজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল—“হিমালয় পর্বতে একটি সোণার নগর আছে—কাঞ্চনশৃঙ্গ। সেই নগরে বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভ রাজত্ব করেন। তাঁহার রাণী অলঙ্কারপ্রভাকে তিনি প্রাণের সমান ভালবাসেন। রাজার অসীম ক্ষমতা, অগাধ ধনরত্ন—সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু তাঁহার মনে একটি দুঃখ—তাঁহার কোন সন্তান জন্মিল না। অবশেষে পুত্রের জন্য তিনি মহাদেবের তপস্যা করিলেন।

বিদ্যাধররাজের পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন—‘তোমার প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র জন্মিবে। আর, গৌরীর প্রসাদে তোমার পরমসুন্দরী এক কন্যা জন্মিয়া, সে বিদ্যাধরদিগের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ বৎসরাজের পুত্র নরবাহনদত্তের রাণী হইবে।’ এই ঘটনার পর কালক্রমে রাণী অলঙ্কারপ্রভার একটি পুত্র জন্মিল, পুত্রের নাম হইল ‘বজ্রপ্রভ’। ইহার কিছুকাল পরে রাণীর একটি কন্যাও জন্মিল আর সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল—‘এই কন্যা নরবাহনদত্তের স্ত্রী হইবে। ইহার নাম হইল ‘রত্নপ্রভা’। ক্রমে বজ্রপ্রভ বড় হইলে রাজা তাহার উপর রাজ্যভার দিয়া, রাণীর সহিত আরামে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রত্নপ্রভাও বড় হইল। রাজা রাণী সদাসর্বদা তাহার বিবাহের বিষয় আলোচনা করেন। রাজা বলেন—‘তাই ত, কন্যা বিবাহযোগ্য হইল কিন্তু এখনও তাহার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে পারিলাম না।’ রাণী বলিলেন—‘মহারাজ! দৈববাণীর কথা ভুলিলেন কি? রত্নপ্রভার যে আমাদের ভাবী সম্রাট্ নরবাহনদত্তের সঙ্গে বিবাহ হইবে—তাহাকে কেন কন্যাদান করুন না?’ তখন রাজা বলিলেন—‘সে কথা আমি ভুলি নাই। নরবাহনদত্ত কামদেবের অবতার, তাহার সহিত রত্নপ্রভার বিবাহ হইলে নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি অপেক্ষা করিতেছি,

নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরদিগের সমস্ত বিদ্যা, শাস্ত্র ও মন্ত্র লাভ করিলেই তাহাকে কন্যাদান করিব।'

পিতামাতার এই সকল কথাবার্তা শুনিতে পাইয়া, রত্নপ্রভা নরবাহনদত্তের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তারপর রাত্রে ঘুমের মধ্যে দুর্গা তাহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—'বৎসে! কাল অতি শুভদিন। কালই তুমি কৌশাম্বী গিয়া তোমার ভাবী স্বামীকে দর্শন কর। পরে তোমার পিতা নিজে গিয়া তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন।' ঘুম হইতে জাগিয়া রত্নপ্রভা মাকে স্বপ্নের কথা বলিলে, তিনি কহিলেন—'দেবীর যখন আদেশ হইয়াছে তখন তুমি এই মুহূর্তে সেখানে যাও!' তখন রত্নপ্রভা দিব্য জ্ঞানে জানিতে পারিল যে, নরবাহনদত্ত বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন; আর তখনই সে কৌশাম্বী যাত্রা করিল। যুবরাজ! আমিই সেই রত্নপ্রভা, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

কন্যার কাহিনী শুনিয়া নরবাহনদত্ত যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কন্যা! তুমি যে আমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছ, সেটা আমার নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" এই সময়ে হঠাৎ আকাশে বিদ্যাধর সেনাদল দেখা দিল। রত্নপ্রভা বলিল—"মহারাজ! ঐ দেখুন আমার পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভ পুত্রের সহিত নরবাহনদত্তের নিকট আসিলে, তিনি অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়নও মন্ত্রিগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হেমপ্রভ রাজা উদয়নের নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া তাঁহার অনুমতি চাহিলে, উদয়ন সন্তুষ্টচিত্তে মত দিলেন। বিদ্যাধররাজ তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না, রত্নপ্রভার বিবাহ হইয়া গেলে, আমি শীঘ্রই নরবাহনদত্তকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।" তখন উদয়ন মনে

মনে ভাবিলেন—"নরবাহন ভবিষ্যতে বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে, ইহা মহাদেবের আদেশ; এবং এই কথা জানিতে পারিয়াই বিদ্যাধররাজগণ আমার নরবাহনকে জামাতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয়। সম্রাট্ হইবার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে; এরূপ অবস্থায় নরবাহনের ক্ষমতাশালী বিদ্যাধর আত্মীয়ের সংখ্যা যতই বাড়িবে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল।"

ইহার পর মায়াবলে অদ্ভুত রথ প্রস্তুত করিয়া, হেমপ্রভ পুত্র কন্যা ও নরবাহনদত্তের সহিত তাঁহার রাজধানী কাঞ্চনশৃঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে অবিলম্বে বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর কিছুকাল সুবর্ণপুরীতে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া, নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভার সহিত পরমসুখে কাটাইলেন। তারপর একদিন শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বিদায় লইয়া স্ত্রীর সহিত কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলেন।

কৌশাম্বী ফিরিবার কিছুকাল পর, একদিন নরবাহনদত্ত পিতার সহিত মৃগয়ায় গেলেন। বনে শিকারের পশ্চাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বড় ক্লান্তি বোধ হইল, তখন বন্ধু গোমুখের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি অন্য একটি বনে চলিয়া গেলেন। সে বনে শিকার করিলেন না, কাঠের একটা গোলা লইয়া দুই বন্ধুতে খেলা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেখান দিয়া এক তপস্বিনী যাইতেছিলেন। কাঠের গোলাটি রাজকুমারের হাত হইতে পিছ্‌লাইয়া, হঠাৎ তাঁহার মাথায় পড়িয়া গেল! ইহাতে তপস্বিনী হাসিয়া বলিলেন—"এখনই তোমার এত অহঙ্কার? আর 'কর্পূরিকাকে' যদি বিবাহ করিতে পার, তবে ত তোমার অহঙ্কারের সীমাই থাকিবে না!" একথা শুনিবামাত্র যুবরাজ ঘোড়া হইতে নামিয়া তপস্বিনীর পায়ে পড়িলেন; আর বলিলেন—"মা! আপনাকে দেখিতে পাই নাই, গোলাটি দৈবাৎ আপনার মাথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনুগ্রহ করিয়া আমার

অপরাধ ক্ষমা করুন।" তপস্বিনী বলিলেন—"বাছা! আমি তোমার উপর রাগ করি নাই, তুমি ব্যস্ত হইও না।"

তপস্বিনীর কথায় ভরসা পাইয়া যুবরাজ পুনরায় বলিলেন—"মা! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক বলুন—আপনি যাহার কথা বলিলেন সেই কর্পূরিকা কে?" তপস্বিনী বলিলেন—"সমুদ্রের পরপারে কর্পূরসম্ভব নগর আছে, সেই নগরের রাজা কর্পূরক; আর তাঁহার কন্যার নামই কর্পূরিকা। সে কন্যা এতই সুন্দরী যে তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সমুদ্র মন্থনে প্রথম লক্ষ্মীটি হারাইয়া, সমুদ্রদেব যেন দ্বিতীয় লক্ষ্মীটিকে এই কর্পূরক রাজার ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই কন্যা মানুষ মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেজন্য এতকাল তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমাকে দেখিলে তাহার সে রোগ দূর হইবে। অতএব আমি বলি, তুমি একবার সেখানে যাও, আর গেলেই তাহাকে পাইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী শূন্যে অদৃশ্য হইলেন।

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলে পর, নরবাহনদত্তও কর্পূরিকার উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া, গোমুখ বলিল—"যুবরাজ! ক্ষান্ত হউন, এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিবেন না। একবার ভাবিয়া দেখুন, কোথায় আপনি আর কোথায় সমুদ্র এবং তাহার পরপারে সেই দেশ! সামান্য এক কন্যার জন্য এতদূর যাওয়াটা কি উচিত? আর সে কন্যা যদি আপনাকে বিবাহ না-ই করে? অতএব ক্ষান্ত হউন।" নরবাহনদত্ত বলিলেন—"সন্ন্যাসিনীর কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? আমি নিশ্চয়ই যাইব।" এই বলিয়া তিনি তখনই ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও গোমুখ বাধ্য হইয়া প্রভুর পশ্চাৎ চলিল।

এদিকে মৃগয়া শেষ করিয়া উদয়ন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন; ভাবিলেন, যুবরাজও সঙ্গীদিগের সহিত আসিতেছেন

যুবরাজের লোকেরা মরুভূতির সঙ্গেই ফিরিল। তাহারাও ভাবিল, তিনি পিতার সঙ্গেই ফিরিয়াছেন। এইরূপে সকলে কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, যুবরাজ আসেন নাই। তখন রাজা উদয়ন রত্নপ্রভার বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিলেন। প্রথমটা রত্নপ্রভার মনে কষ্ট হইল বটে কিন্তু তিনি তখনই মন্ত্রবলে এক বিদ্যাকে ডাকিয়া, তাহার নিকট স্বামীর সংবাদ জানিতে পারিলেন। তখন শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বনে এক সন্ন্যাসিনীর নিকট রাজকুমারী কর্পূরিকার সংবাদ পাইয়া, তাহাকে লাভ করিবার জন্য আমার স্বামী গোমুখের সহিত কর্পূরসম্ভব নগরে গিয়াছেন। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" এইরূপে শ্বশুরকে শান্ত করিয়া রত্নপ্রভা আর এক বিদ্যাকে স্বামীর সাহায্যের জন্য পাঠাইলেন—সে সর্বদা অদৃশ্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিবে।

এদিকে নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া সেই বনের মধ্য দিয়া অনেক দূর গেলে পর, হঠাৎ এক রমণী আসিয়া বলিল—"রাজকুমার! আমি এক বিদ্যা, মায়াবতী। রত্নপ্রভার আদেশে সমস্তক্ষণ অদৃশ্য থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিব—আপনি নির্ভয়ে চলিতে থাকুন।" এই বলিয়া সেই বিদ্যা অদৃশ্য হইল। নরবাহনদত্ত চলিলেন—আর তাঁহার ক্ষুধাও নাই ক্লান্তিও নাই। চলিতে চলিতে, দিবাশেষে তাঁহারা বনের মধ্যে সুন্দর একটি জলাশয় দেখিতে পাইয়া, সেখানে বড় একটা গাছের তলায় ঘোড়া দুইটিকে বাঁধিলেন। জলাশয়ের ধারেই গাছগুলি পাকা ও মিষ্ট ফলে পূর্ণ ছিল। দুই জনে পেট ভরিয়া ফল খাইলেন; রাত্রিতে সেই গাছে চড়িয়াই ঘুমের ব্যবস্থা করা হইল। গভীর রাত্রে, ঘোড়ার চীৎকার শুনিয়া রাজকুমার জাগিয়া দেখেন, গাছের নীচে প্রকাণ্ড একটা সিংহ! ইহা দেখিয়াই ঘোড়া দুইটির জন্য তাঁহার ভয় হইল। তিনি নামিয়া যাইবেন, এমন সময় গোমুখ তাঁহাকে শক্ত করিয়া

রাজকুমার গোমুখের তলোয়ার ছুঁড়িয়া সিংহটাকে বধ করিলেন।

ধরিল, কিছুতেই নামিতে দিবে না। নিরুপায় হইয়া রাজকুমার হাতের তলোয়ার সিংহের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিলেন। তলোয়ার সিংহের শরীরে বিঁধিল বটে কিন্তু সে মরিল না। অধিকন্তু দুটি ঘোড়াকেই মারিয়া ফেলিল। তখন রাজকুমার গোমুখের তলোয়ার ছুঁড়িয়া সিংহটাকে বধ করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে দুইজন পদব্রজে চলিলেন। চলিতে চলিতে যুবরাজ ভাবিতেছেন কর্পূরিকার কথা আর গোমুখ ভাবিতেছে—"ঘোড়া নাই, বনের পথও বড় দুর্গম—নিশ্চয়ই যুবরাজের কষ্ট হইতেছে।" এই ভাবিয়া ক্ষণকাল পরে সে বলিল—"যুবরাজ! রাণী রত্নপ্রভার মায়ামন্ত্র, যাদুবিদ্যা সবই আপনাকে রক্ষা করিতেছে। সুতরাং রাজকুমারী কর্পূরিকাকে পাইতে আপনার বিশেষ কিছুই কষ্ট হইবে না।" এইরূপ কথাবার্তায় চলিতে চলিতে, ক্রমে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা আর একটি জলাশয়ের ধারে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন সকাল বেলা দুইজনে পুনরায় চলিলেন। চলিতে চলিতে সমুদ্রের ধারে এক নগরে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু কি আশ্চর্য! নগরের লোকজন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই কাঠের প্রস্তুত—জীবন্ত মানুষের মত চলিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কথা বলিতে পারে না! ক্রমে তাঁহারা রাজবাড়ীর নিকট পৌঁছিলেন এবং সেখানেও দেখিলেন হাতী, ঘোড়া সবই কাঠের। রাজবাড়ীতে সাত সারি সোণার প্রাসাদ। রাজকুমার গোমুখের সহিত বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সিংহাসনের উপর এক প্রবীণ পুরুষ বসিয়া আছেন। তিনিই শুধু জীবিত কিন্তু তাঁহার চারিদিকে অনুচরগণ সকলেই কাঠের প্রস্তুত! নরবাহনদত্তকে দেখিয়াই সেই পুরুষ সিংহাসন হইতে নামিয়া, তাঁহাকে আদর যত্ন করিয়া নিজের সিংহাসনে বসাইলেন। আর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কে? এই জনমানবশূন্য স্থানে একটি মাত্র সঙ্গী লইয়া কেন আসিয়াছেন?"

এ কথায় নরবাহনদত্ত তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া, সেই লোকটির পরিচয় এবং তাঁহার নগরটি এরূপ অদ্ভুত কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নরবাহনদত্তের প্রশ্নের উত্তরে সেই ব্যক্তি তাহার বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়া বলিল—"মহাশয়! কাঞ্চিনগরের রাজা বাহুবলের রাজ্যে আমরা দুই ভাই সূত্রধর বাস করিতাম। জ্যেষ্ঠের নাম 'প্রাণধর', আমার নাম 'রাজ্যধর'। অসুরদিগের কারিকর 'ময়' যেমন ইচ্ছামত কাঠ কিংবা অন্য কোন ধাতু দিয়া অতি অদ্ভুত কলের সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করিতে পারে, আমাদিগের দুইজনেরও সেরূপ গুণ আছে। ক্রমে বড় ভাই পিতার সঞ্চিত সমস্ত ধন উড়াইয়া দিলেন। আমরা নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িলাম। তখন দাদা দুটি. কলের হাঁস প্রস্তুত করিলেন। রাত্রিতে তাহাদিগের পাখায় দড়ি বাঁধিয়া কল টিপিয়া ছাড়িয়া দিতেন, আর হাঁস দুটি উড়িয়া গিয়া রাজভাণ্ডারের খিড়কি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত। তারপর মূল্যবান্ মণিমুক্তা লইয়া বাহিরে আসিলে, সেই দড়ি টানিয়া দাদা তাহাদিগকে বাড়ীতে আনিতেন। এই কাজ নিতান্ত বিপদপূর্ণ, কবে ধরা পড়িয়া যাইব! সুতরাং দাদাকে আমি প্রতিদিন সাবধান করিতাম কিন্তু তিনি শুনিতেন না। এইরূপে কিছুদিন সেই মণিমুক্তার সাহায্যে আমরা বেশ সুখেই কাটাইলাম। কিন্তু হায়! একদিন সত্য সত্যই আমাদিগের সেই হাঁস দুটিকে রাজার লোকেরা ধরিয়া ফেলিল! তখন দাদা প্রাণের ভয়ে তাঁহার নিজেরই প্রস্তুত এক কলের রথে চড়িয়া, স্ত্রী পুত্রের সহিত পলায়ন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার প্রস্তুত ঐরূপ একটি রথে চড়িয়া, চক্ষের নিমেষে এখানে আসিয়া উপস্থিত হই। তারপর এই শূন্য নগরের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাজার উপযুক্ত সমস্ত জিনিস পত্রে প্রাসাদ পূর্ণ কিন্তু একটিও জনপ্রাণী নাই। আমি আহারাদি করিয়া রাজার খাটে ঘুমাইলাম। রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে এক দেবতা আসিয়া

বলিলেন—'বৎস! তুমি এই প্রাসাদে বাস কর, অন্য কোথাও যাইও না। ক্ষুধা পাইলে প্রাসাদের বড় ঘরটিতে গেলেই খাদ্য পাইবে।' সেই অবধি আমি রাজার মত সুখ ভোগ করিয়া এখানেই আছি। নগরে লোকজন নাই, সেইজন্য কাঠ দিয়া কলের হাতী, ঘোড়া, লোকজন প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত করিয়া, এই প্রাসাদেই পরম সুখে বাস করিতেছি। মহাশয়! আপনি যে আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন, সেটা নিতান্তই আমার সৌভাগ্যের বিষয়—দয়া করিয়া এখানে বাস করুন।"

রাজ্যধরের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তখন সন্তুষ্টচিত্তে গোমুখের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আহারের সময় রাজ্যধর ভাবিবামাত্র চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানা রকম সুমিষ্ট খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হয়! আহারের পর যেন কোথা হইতে কে আসিয়া সমস্ত পরিষ্কার করে। বাড়ীর কাজ কর্ম সমস্তই হয় কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না! এইরূপে নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত সেখানে কিছুদিন রহিলেন।

সেই সময়ে একদিন গোমুখ রাজ্যধরকে বলিল—"আমার প্রভুর জন্য একটি কলের রথ প্রস্তুত করিয়া দাও, সেই রথে আমরা কর্পূরসম্ভব নগরে যাইব।" এ কথায় সূত্রধর তাহার নিজের রথখানি আনিয়া নরবাহনদত্তকে দিল। রাজকুমার গোমুখের সহিত সেই রথে সমুদ্র পার হইয়া, একটি সুন্দর নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন সেটি কর্পূরসম্ভব নগর, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাজবাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি সুন্দর বাড়ী তাহাতে এক বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ী মা! এই নগরের রাজার নাম কি? তাঁহার কয়টি সন্তান? আমরা বিদেশী লোক, এখানকার সংবাদ কিছুই জানি না।"

নরবাহনদত্তের উজ্জ্বল আকৃতি দেখিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল যে, তিনি একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তখন অতি বিনয়ের সহিত বলিল—"বাবা! এই কর্পূরসম্ভব নগরের রাজার নাম 'কর্পূরক'। তাঁহার সন্তান ছিল না বলিয়া রাণী 'বুদ্ধিকারীর' সহিত মহাদেবের পূজা করেন। মহাদেবের বরে তাঁহার পরমরূপবতী এক কন্যা জন্মে, তাহার নাম 'কর্পূরিকা'। এই কন্যার জন্মের সময় দৈববাণী হইয়াছিল যে, ইহার ভাবী স্বামী সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে। কর্পূরিকা এখন বড় হইয়াছে, রাজা তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু উদ্ধত বালিকা মানুষ মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। আমার কন্যা তাহার সখী। রাজকুমারী নাকি তাহার নিকট বলিয়াছে—'সখি! পূর্বজন্মের কথা আমার মনে আছে। যে কারণে আমি বিবাহ করিতে চাই না, সেটি পূর্বজন্মে ঘটিয়াছিল। শুন তবে বলি; পূর্বজন্মে আমি রাজহংসী ছিলাম। সমুদ্রের ধারে এক চন্দন গাছে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে স্বামী ও সন্তানগণকে লইয়া সুখে থাকিতাম। একদিন বন্যা আসিয়া আমার সন্তানগুলিকে ভাসাইয়া নিল! মনের দুঃখে আমি সমুদ্রতীরে মহাদেবের মন্দিরে, আহার নিদ্রা ছাড়িয়া পড়িয়া থাকি। ইহাতে আমার স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'মৃত সন্তানের জন্য দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই, চল বাড়ী যাই।' এ কথায় আমার মনে আঘাত লাগাতে, আমি তখনই মাটিতে লম্বা হইয়া মহাদেবের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম—'প্রভু! পরজন্মে যেন আমি রাজকন্যা হই, এবং আমার পূর্বকথা মনে থাকে।' এই প্রার্থনার পর স্বামীর সাক্ষাতেই সাগরের জলে প্রাণবিসর্জন করিলাম। তারপর এই দেখ, আমি এখন রাজপুত্রী হইয়া আবার জন্মিয়াছি। আর পূর্বজন্মের স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা মনে আছে বলিয়াই, এখন আমি বিবাহ করিতে চাই না।"

এই ব্যাপার বর্ণন করিয়া বৃদ্ধা পুনরায় বলিল—"কর্পূরিকা সম্বন্ধে মহাদেব পূর্বেই স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, ভাবী বিদ্যাধর সম্রাটের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তোমার শরীরে দেখিতেছি মহাপুরুষের লক্ষণ রহিয়াছে; সে জন্য মনে হয়, দেবতারাই তোমাকে এখানে আনিয়াছেন এবং তোমার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা খুব আদর যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে আহারাদি করাইল; আর তাহার অনুরোধে যুবরাজ সেখানেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গোমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজকুমার একটি উপায় স্থির করিলেন। তিনি পাশুপত সন্ন্যাসীর বেশে, গোমুখের সহিত রাজবাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া, পায়চারি করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল! হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল!" ইহা শুনিয়া সকলে মনে করিল, তিনি পাগল! তাহারা মহা বিস্ময়ের সহিত রাজকুমারীর নিকট গিয়া বলিল—"রাজকন্যা! কোথা হইতে পাগলের মত এক সন্ন্যাসী আসিয়া প্রাসাদের দরজার সম্মুখে কেবলই বলিতেছে—হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল!" এ কথায় রাজকুমারীর মনে কৌতূহল হওয়াতে, তিনি এক সখীদ্বারা সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিলেন। নরবাহনদত্ত সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন বটে কিন্তু রূপ লুকাইবেন কোথায়? তাঁহার দেবতার মত সৌন্দর্য দেখিয়া, কন্যা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আপনি রাজবাড়ীর দরজায় এ কি বলিতেছেন—হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল! হায়রে আমার হংসী কোথায় গেল!" সন্ন্যাসিরূপী নরবাহনদত্ত রাজকন্যার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, কেবলই সেই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন গোমুখ বলিল—"রাজকন্যা! শুনুন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—সন্ন্যাসী ঠাকুর পূর্বজন্মে রাজহংস ছিলেন। সমুদ্রের তীরে এক চন্দন গাছে বাসা

বানাইয়া স্ত্রীর সহিত বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার সন্তানগণ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। সেই দুঃখে তাঁহার হংসী জলে ডুবিয়া মারা গেলেন। তখন স্ত্রীর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, তিনি মহাদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন—'হে ঠাকুর! আমি যেন পরজন্মে রাজপুত্র হই এবং আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে। আর সেই জন্মে যেন গুণবতী হংসী আমার স্ত্রী হয়—তাহারও যেন পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে।' এই বলিয়া তিনি সমুদ্রের জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তারপর তিনি বৎসের রাজা উদয়নের পুত্র নরবাহনদত্ত হইয়া পুনরায় জন্মিয়াছেন; আর তাঁহার পূর্বজন্মের কথাও মনে আছে। তাঁহার জন্মের পর দৈববাণী হইয়াছিল যে, তিনি ভবিষ্যতে বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবেন। তারপর কালক্রমে তিনি যুবরাজ হইলে, দেবী মদনমঞ্চুকার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ইহার পর বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভার কন্যা রত্নপ্রভা, স্ব-ইচ্ছায় কৌশাম্বীতে আসিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও নরবাহনদত্ত তাঁহার পূর্বজন্মের হংসীর কথা ভুলিতে পারিলেন না। আমি শিশুকাল হইতে তাঁহার সেবা করিতেছি। একদিন কথায় কথায় তিনি আমাকে এ সব বৃত্তান্ত বলিয়াছেন।

এই সময়ে একদিন তিনি শিকার করিতে যান; আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। সেখানে এক সন্ন্যাসিনীর সহিত দেখা হইলে, তিনি কথায় কথায় নরবাহনদত্তকে বলিলেন—'কামদেব শাপে হাঁস হইয়া, সমুদ্রের তীরে এক চন্দন গাছে বাস করিতেন। সেই সময় স্বর্গের এক অপ্সরাও শাপে হংসী হইয়া তাঁহার স্ত্রী হয়। তারপর সন্তানগণের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া হংসী প্রাণত্যাগ করিলে, সেই হংসও সাগরের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৎস! তুমিই সেই হংস, মহাদেবের বরে বৎসের রাজকুমার নরবাহনদত্ত হইয়া জন্মিয়াছ। আর সেই হংসীও সমুদ্রতীরে কর্পূরসম্ভব নগরের রাজার ঘরে, কর্পূরিকা নামে রাজকুমারী হইয়াছে। অতএব, তুমি সেখানে গিয়া

এই রাজকন্যাকে বিবাহ কর।' এই বলিয়া সেই সন্ন্যাসিনী অন্তর্হিত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর উপদেশে আমার প্রভু নরবাহনদত্ত এই দেশে যাত্রা করিলেন।

ঘটনাক্রমে সমুদ্রের পরপারে হেমপুরে আসিয়া, প্রসিদ্ধ সূত্রধর রাজ্যধরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজ্যধরের অতি অদ্ভুত একখানি কলের রথ ছিল, সেই রথে সমুদ্র পার হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। আমার প্রভু যে 'হায় আমার হংসী কোথায় গেল' বলিয়া রাজবাড়ীর দরজায় চীৎকার করিতেছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।"

গোমুখের রচিত এই আখ্যানটি, রাজকুমারী সত্য বলিয়াই মনে করিয়া লইলেন। তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার নিজের ঘটনাগুলি এই ঘটনার সহিত বেশ মিলিয়াছে, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইবার আর কারণ কি? যাহা হউক, একথার পর তিনি রাজকুমার নরবাহনদত্তের অভ্যর্থনায় ত্রুটি করিলেন না।

ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া, রাজা কন্যার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে আনন্দ আর ধরে না। অবিলম্বে বিবাহের দিন স্থির হইল। শুভলগ্নে রাজকুমারী কর্পূরিকাকে বিবাহ করিয়া, নরবাহনদত্ত কিছুকাল সেখানে পরমসুখে বাস করিলেন।

ইহার পর একদিন যুবরাজ কৌশাম্বী ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কর্পূরিকা বলিলেন—"বেশ ত! চল এখনই তোমার সেই কলের রথে চড়িয়া যাত্রা করি। আর যদি মনে কর যে তোমার রথে স্থানের অভাব হইবে, তবে ঐরূপ একখানি বড় রথ আমি দিতে পারি। প্রাণধর নামে অতিশয় নিপুণ এক বিদেশী সূত্রধর আমাদের এখানে আসিয়া কাজ করিতেছে। তাহাকে বলিলেই সে বড় একটা কলের রথ প্রস্তুত করিয়া দিবে।" এই বলিয়া রাজকুমারী প্রাণধরকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের কৌশাম্বী যাইবার কথাও রাজাকে জানান হইল।

ক্ষণকাল পরেই রাজা আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণধরও আসিয়া বলিল—"আমি ইতিপূর্বেই বড় একখানি কলের রথ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে হাজার লোক অনায়াসে যাইতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"বাঃ, খুব বাহাদুর! আচ্ছা, রাজ্যধর নামে যে একজন চতুর সূত্রধর আছে, তুমি কি তাহার বড় ভাই?" এ কথায় প্রাণধর যুবরাজকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মহারাজ! এ কথা আপনি জানিলেন কি করিয়া?" তখন নরবাহনদত্ত রাজ্যধরের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন এবং যেরূপ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সব কথা বলিলেন।

ইহার পর শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইয়া, নরবাহনদত্ত রাণী কর্পূরিকা ও গোমুখের সহিত রথে চড়িলেন। রথের কল কৌশল সকলই প্রাণধর জানে, সুতরাং রাজা কর্পূরকের আদেশে সে সারথি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিল। নরবাহনদত্তের ইচ্ছা, রাজ্যধরের দেশ হইয়া পরে কৌশাম্বী যাইবেন। সুতরাং প্রাণধর সমুদ্র পার হইয়া, চক্ষের নিমেষে রাজ্যধরের দেশ হেমপুরে রথ লইয়া গেল। এতদিন পরে নিরুদ্দেশ ভাইকে দেখিয়া, রাজ্যধরের মনে কি যে আহ্লাদ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না! যথাসময়ে রাজ্যধরের নিকট বিদায় লইয়া সকলে কৌশাম্বী পৌঁছিলেন।

কৌশাম্বীর লোকেরা যখন দেখিল, এতদিন পরে নরবাহনদত্ত হঠাৎ রথে চড়িয়া সকলের সহিত আকাশ হইতে নামিলেন, তখন তাহাদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়ন, রাণী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং রাজপুত্রবধূ সকলেই ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত। নূতন রাণীর সহিত নরবাহনদত্ত রাজার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী রাজপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহাদিগের চক্ষে

আনন্দাশ্রুর ধারা বহিল। নূতন রাণী কর্পূরিকারও আদর যত্নের ত্রুটি হইল না। তাঁহাকে দেখিয়া মদনমঞ্চুকা ও রত্নপ্রভা কত যে সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বলা যায় না।

আদর অভ্যর্থনার পর রাজা উদয়ন গোমুখকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি করিয়া সমুদ্রের পরপারে সেই দেশে গেলে এবং কি করিয়াই বা এই রাজকুমারীকে পাইলে, সে সব কথা বল।" গোমুখ সকলের নিকট আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তখন গোমুখের প্রভুভক্তির জন্য সকলে তাহার কত যে প্রশংসা করিলেন! রত্নপ্রভার সুখ্যাতি আর সকলের মুখে ধরে না। কারণ, তাঁহার বিদ্যার বলেই নরবাহনদত্ত পথে কোন দুঃখ কষ্ট পান নাই। এইরূপে বহুকাল পরে কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিয়া, নরবাহনদত্ত তিন স্ত্রী ও বন্ধুগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিছুকাল পর, একদিন নরবাহনদত্ত লোকজন লইয়া গোমুখের সহিত মৃগয়ায় যান। শিকারের পশ্চাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, জলের সন্ধানে সকলে বহুদূরে গিয়া দেখিলেন—সুন্দর একটি পুকুর, তাহাতে রাশি রাশি সোনার পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। সকলে জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলে পর দেখিলেন, সেই প্রকাণ্ড পুকুরের অপর পারে, ঠিক দেবতার মত চারিজন লোক সোনার পদ্ম তুলিতেছে। তাহাদিগের পরিচ্ছদ, সাজ সজ্জা সমস্তই দেবতার মত। নরবাহনদত্ত কৌতূহলবশতঃ তাহাদিগের নিকটে গিয়া নিজের পরিচয় দিয়া, তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—"সমুদ্রের মধ্যে নারিকেল দ্বীপে মৈনাক, বৃষভ, চক্র ও বলাহক নামে চারিটি পর্বত আছে, সেই পর্বতে আমরা থাকি।

আমাদের একজনের নাম 'রূপসিদ্ধি', তিনি ইচ্ছামত নানারকম বেশ ধরিতে পারেন। আর একজনের নাম 'প্রমাণসিদ্ধি', তিনি নিতান্ত ছোট হইতে প্রকাণ্ড বড় পর্যন্ত সমস্ত বস্তুর মাপ বলিতে পারেন। তৃতীয় ব্যক্তি 'জ্ঞানসিদ্ধি'—ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বিষয় তাঁহার জানা আছে। আর চতুর্থ 'দৈবসিদ্ধি'—তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার গুণে, স্মরণ করিলেই যে কোন দেবতা হউন তাঁহার নিকটে আসিবেন। আমরা স্বর্ণপদ্ম তুলিয়াছি, শ্বেতদ্বীপে গিয়া হরির পূজা করিব। আমরা হরির সেবক, তাঁহার প্রসাদে সেই চারিটি পর্বতে পরম সুখে বাস করি। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে শ্বেতদ্বীপে চল, সেখানে হরিকে দর্শন করিবে।" দেবকুমারদিগের প্রস্তাবে নরবাহনদত্ত তখনই সম্মত হইলেন।

সেই বনে ফল, মূল প্রভৃতি খাদ্যের অভাব নাই, জলও যথেষ্ট আছে, সুতরাং গোমুখ প্রভৃতি সকলকে সেখানে রাখিয়া, নরবাহনদত্ত দেবসিদ্ধির কোলে বসিয়া শ্বেতদ্বীপে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে লইয়া বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শুইয়া আছেন—তাঁহার সম্মুখে গরুড়, পাশে লক্ষ্মী আর পায়ের নীচে বসুন্ধরা। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর সকলের সহিত দেবর্ষি নারদ তাঁহার বন্দনা গাহিতেছেন। নরবাহনদত্ত যোড় হস্তে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ স্তবস্তুতি করিলে পর, বিষ্ণু তাঁহার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া নারদ মুনিকে বলিলেন—"সমুদ্রমন্থনে যে অপ্সরাগণ উঠিয়াছিল তাহাদিগকে আমি ইন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। তুমি গিয়া আমার নাম করিয়া সেই অপ্সরাগণকে লইয়া আইস।" নারদ তখনই অমরাবতী গিয়া ইন্দ্রকে বলিয়া, তাঁহারই রথে অপ্সরাগণকে তুলিলেন, মাতলি সেই রথ শ্বেতদ্বীপে লইয়া আসিল। তখন বিষ্ণু নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"ভাবী বিদ্যাধর-সম্রাট্ বৎস নরবাহনদত্ত! এই অপ্সরাগণকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমি ইহাদিগের যোগ্য স্বামী।"

পরমদেবতা হরির এই অনুগ্রহ পাইয়া যুবরাজ ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন বিষ্ণু মাতলিকে বলিলেন—"নরবাহনদত্ত তাঁহার রাণীগণের সহিত যে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, সেই পথে তাঁহাকে কৌশাম্বী লইয়া যাও।"

যুবরাজের আদেশে মাতলি প্রথমে তাঁহাকে নারিকেল দ্বীপে সেই দেবকুমারদিগের রাজ্যে লইয়া গেল। সেখানে কয়েকদিন আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া, তিনি যাত্রাকালে মাতলিকে বলিলেন—"যে বনে এক জলাশয়ের ধারে আমি গোমুখ প্রভৃতি সকলকে রাখিয়া আসিয়াছি, সেই বনের উপর দিয়া আমাকে কৌশাম্বী লইয়া যাও।" ইহার পর অপ্সরা রাণীদিগের সহিত সেই জলাশয়ের উপর দিয়া যাইবার সময়, নরবাহনদত্ত রথ হইতে চীৎকার করিয়া গোমুখকে বলিলেন—"তোমরা সকলে কৌশাম্বী ফিরিয়া আইস, তারপর তোমাদিগকে সব কথা বলিব।"

কৌশাম্বী পৌঁছিলে, যুবরাজ মাতলিকে অতি সমাদরের সহিত বিদায় করিয়া, অপ্সরাগণের সহিত প্রথম গেলেন তাঁহার নিজের প্রাসাদে। সেখানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া পরে গেলেন পিতার নিকটে। উদয়ন তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। যুবরাজকে দেখিয়া বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর আনন্দের সীমা রহিল না। ইতিমধ্যে লোকজনের সহিত গোমুখও আসিয়া উপস্থিত। তখন পিতার অনুরোধে নরবাহনদত্ত সকলের নিকট তাঁহার অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া উদয়ন ও বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী অপ্সরা পুত্রবধূগণকে কত যে আদর যত্ন করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৌশাম্বী নগরে অনেক দিন পর্যন্ত মহা উৎসব হইল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"স্বর্গের অপ্সরাগণও যুবরাজের রাণী হইয়াছেন! ধন্য রাজা উদয়ন, ধন্য নরবাহনদত্ত, কৌশাম্বী নগরবাসী নরনারী আমরা সকলেই ধন্য হইলাম।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নরবাহনদত্ত কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পর, দারুণ এক দুর্ঘটনা ঘটিল! একদিন হঠাৎ মদনমঞ্চুকা কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! সমস্ত প্রাসাদে, অন্তঃপুরের প্রতি ঘরে, রাজবাড়ীর বাগানে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করা হইল কিন্তু কোথাও মদনমঞ্চুকার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। দুর্ভাবনায় রাজকুমার নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন—"তবে কি রাণী কোন কারণে আমার উপর অভিমান করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন? না কি যাদুবলে কেহ তাঁহাকে গোপন করিয়াছে কিংবা কেহ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে?" এইরূপ কত কি ভাবিলেন কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না। রাজা উদয়ন, রাণী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সকলেই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অন্তঃপুরের এক বৃদ্ধা সহচরী বলিল—"শুনিয়াছি, রাণীর বিবাহের পূর্বে মানসবেগ নামে এক বিদ্যাধর যুবক নাকি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কলিঙ্গসেনা তখন রাজি হন নাই। কে জানে, সেই বিদ্যাধর হয়ত মদনমঞ্চুকাকে যাদুবলে চুরি করিয়া, এখন সেই অপমানের শোধ লইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাগে ও দুঃখে নরবাহনদত্ত জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন সেনাপতি রুমণ্বত বলিলেন—"শূন্য পথে ভিন্ন কাহারও পক্ষে প্রাসাদের ভিতরে আসা কিংবা বাহিরে যাওয়া অসম্ভব—প্রাসাদের চারিদিকে সব সময় প্রহরী থাকে। আর মহাদেবের বরে রাণীর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমার মনে হয় তিনি হয়ত কোথাও লুকাইয়া আছেন্।"

সেনাপতির কথায় রাজা উদয়ন প্রভৃতি সকলেই সায় দিয়া বলিলেন—"সেনাপতি ঠিকই বলিয়াছেন, দেবতার বরে মদনমঞ্চুকার

কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া তাঁহার সন্ধান কর।" এ কথা শুনিয়াই নরবাহনদত্ত বাহির হইয়া গেলেন। মরুভূতি, হরিশিখ, বসন্তক সকলেই বাহির হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। এদিকে বেগবতী নামে এক বিদ্যাধরী ঘটনাক্রমে মদনমঞ্চুকাকে দেখিতে পাইয়া মরুভূতি যেখানে সন্ধান করিতেছিল সেইখানে এক বটগাছের তলায় মদনমঞ্চুকার রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন মরুভূতি হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়াই উধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া রাজকুমারকে বলিল—"শীঘ্র আসুন, রাণী মদনমঞ্চুকাকে আমি বাগানে দেখিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র রাজকুমার মরুভূতির সহিত সেখানে ছুটিয়া গেলেন। তারপর মদনমঞ্চুকাকে দেখিয়া তাঁহার যা আনন্দ! তিনি তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে, চতুর ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"রাজকুমার, ক্ষান্ত হও, আগে আমার কথা শুন। আমার বিবাহের পূর্বে তোমাকে পাইবার জন্য এক যক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম—নরবাহনদত্তের সহিত আমার যে দিন বিবাহ হইবে, সেই দিনই আমি বিধিমতে তোমার পূজা করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের দিন সব ভুলিয়া যাই। সেইজন্যই যক্ষ রাগিয়া আমাকে চুরি করিয়াছিল। আর এইমাত্র আমাকে এখানে আনিয়া রাখিয়া বলিয়াছে—'স্বামীকে আবার বিবাহ করিয়া আমার পূজা কর, তারপর তাঁহার নিকট যাও। নতুবা তোমার অকল্যাণ হইবে।' অতএব যুবরাজ! শীঘ্র আমাকে পুনরায় বিবাহ কর আর আমিও যক্ষকে পূজা করিয়া তুষ্ট করি।"

মদনমঞ্চুকার অদর্শনে নরবাহনদত্ত এমনই অস্থির হইয়া ছিলেন যে, তখনই তিনি পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। অবিলম্বে বিবাহ হইয়া গেল, ছদ্মবেশী বিদ্যাধরীও নিজহাতে যক্ষের পূজা করিল। তারপর রাত্রিতে রাজকুমারকে

বিদ্যাধরী ধরা পড়িয়া গেল

বলিল—“যুবরাজ! আমার একটি অনুরোধ এই যে, আমি ঘুমাইলে আমার মুখের চাদর তুলিয়া দেখিও না।” এই কথাটি বলিয়াই সে ভুল করিল; ইহাতে রাজকুমারের কৌতূহল হইবার ত কথাই! কন্যা ঘুমাইবামাত্র তিনি চাদর তুলিয়াই তাহার মুখ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—এ কি সর্বনাশ! এ ত মদনমঞ্চুকা নয়! ঘুমাইলে পর যাদুমন্ত্রের গুণ থাকে না এবং সেইজন্যই বিদ্যাধরী ধরা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে বিদ্যাধরীও জাগিয়াছে। তখন নরবাহনদত্ত তাহাকে বলিলেন—“সত্য করিয়া বল, তুমি কে?” এইরূপে ধরা পড়িয়া বিদ্যাধরী বলিল—“যুবরাজ! শুন, তবে সব কথা খুলিয়া বলিতেছি:—বিদ্যাধর নগরে আষাঢ়পুর পর্বতে, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং ক্রোধী এক রাজা আছে, তাহার নাম মানসবেগ। আমি তাহার ছোট বোন, বেগবতী। সে আমাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, সেজন্য আমি বড় হইলেও আমাকে বিদ্যাধরগণের মন্ত্র ও মায়াবিদ্যা কিছুই শিখায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমার পিতার নিকটে এত বিদ্যা শিখিয়াছি যে, বিদ্যাধরদিগের মধ্যে সেরূপ অন্য কেহ জানে না।

আমার এই দুষ্ট ভাই মানসবেগই তোমার মদনমঞ্চুকাকে চুরি করিয়া, তাহার প্রাসাদের বাগানে নিয়া রাখিয়াছে—তাহার চারিদিকে প্রহরিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সব সময় পাহারা দেয়। মানসবেগ পূর্বে মদনমঞ্চুকাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কলিঙ্গসেনার নিকট প্রস্তাব করিলে পর যখন তিনি সম্মত হইলেন না, তখন সে ভয়ানক রাগিয়া চলিয়া আসে। আর সেই অপমানের শোধ লইবার জন্য, তোমার রাণীকে চুরি করিয়াছে। আমি মদনমঞ্চুকার সহিত আলাপ করিয়া যখন তোমার পরিচয় পাইলাম, তখনই মনে মনে তোমাকে বরণ করি। তারপর মদনমঞ্চুকাকে উৎসাহ দিয়া, তাহার রূপ ধরিয়া এখানে আসিয়াছি। পরে যাহা করিলাম, সকলই তুমি জান। যাহা হউক, মদনমঞ্চুকার কষ্ট দেখিয়া

আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছে ; চল তবে তোমাকে এখনই তাহার নিকট লইয়া যাই।”

বেগবতীর কথায় নরবাহনদত্ত সম্মত হইলে, সে সেই রাত্রেই তাঁহাকে লইয়া মায়াবলে শূন্যে যাত্রা করিল! এদিকে নরবাহনদত্তের সঙ্গিগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ক্রমে এই সংবাদ প্রাসাদে পৌঁছিলে পর রাজা উদয়ন, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী ভয়ে ও শোকে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময় হঠাৎ দেবর্ষি নারদ আসিয়া সকলকে বলিলেন—“তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মহাদেব আমাকে পাঠাইয়াছেন। ভয় পাইও না, এক বিদ্যাধরী নরবাহনদত্তকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে—যুবরাজ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।” এই বলিয়া নারদ বেগবতীর ঘটনা সমস্ত বর্ণন করিলেন, সকলের চিন্তা দূর হইল। মুনিঠাকুরও অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে বেগবতী যুবরাজের সহিত আষাঢ়পুর প্রাসাদে পৌঁছিলে পর, মানসবেগ তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বেগবতী তাহার মায়াবিদ্যাদ্বারা মানসবেগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ না করিয়া ছাড়িল না। দুই ভাই বোনে যে ভীষণ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব! অবশেষে ভয়ঙ্কর ভৈরবীমূর্তি ধরিয়া বেগবতী ভাইকে এমনই আঘাত করিল যে, সে একেবারে জ্ঞান হারাইয়া অগ্নিপর্বতের উপর গিয়া পড়িল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই, বেগবতী নরবাহনদত্তকে তাহারই এক বিদ্যার আশ্রয়ে সরাইয়া রাখে। তারপর মানসবেগ অজ্ঞান হইলে, যুবরাজকে সে গন্ধর্বপুরীতে জলশূন্য এক কূয়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বলিল—“যুবরাজ! এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তোমার কোন চিন্তা নাই। ভাইএর সঙ্গে বিবাদ করায় আমার বিদ্যা ও মন্ত্রের বল নষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে সবল করিয়া আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।” এই বলিয়া বেগবতী চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পর 'বীণাদত্ত' নামে এক গন্ধর্ব হঠাৎ একদিন নরবাহনদত্তকে সেই কূপের মধ্যে দেখিতে পায়। সাধু গন্ধর্ব যুবরাজকে উপরে তুলিয়া যখন তাঁহার পরিচয় জানিল, তখন সবিস্ময়ে বলিল—"মানুষ ত গন্ধর্বলোকে আসিতে পারে না, তুমি কি করিয়া আসিলে ?" তখন নরবাহনদত্ত বেগবতীর বিষয় বর্ণন করিলেন। যুবরাজের শরীরে সম্রাটের মত লক্ষণ দেখিয়া, বীণাদত্ত তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া খুব আদর যত্ন করিল। পরদিন যুবরাজ দেখিলেন, ক্ষুদ্র বালকবালিকা হইতে আবস্ত করিয়া, নগরের সমস্ত লোকের হাতে একটি করিয়া বীণা! বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বীণাদত্ত বলিল—"আমাদিগের রাজা সাগরদত্তের পরম সুন্দরী এক কন্যা আছে, গন্ধর্বদত্তা। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'যে ব্যক্তি বীণা বাজাইয়া উদারা, মুদারা, তারা এই তিন গ্রামের সাহায্যে, বিষ্ণুর একটি বন্দনা নির্দোষ ভাবে গাহিতে পারিবে, তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।' তখন হইতে নগরে বীণাশিক্ষার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজকন্যা যেরূপ নিপুণতা চান, সেরূপ কেহ দেখাইতে পারিলে ত তাঁহাকে বিবাহ করিবে!"

ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন, আর বলিলেন—"জগতের সমস্ত বিদ্যা আমাকে বরণ করিয়াছেন; ত্রিভুবনের সমস্ত সঙ্গীত বিদ্যা আমার জানা আছে।" একথায় বীণাদত্ত তখনই যুবরাজকে গন্ধর্বরাজ সাগরদত্তের নিকট লইয়া গিয়া বলিল—"মহারাজ! ইনি বৎসের রাজা উদয়নের পুত্র নরবাহনদত্ত; ঘটনাক্রমে এক বিদ্যাধরীর সাহায্যে গন্ধর্বলোকে আসিয়াছেন। রাজকুমারীর প্রিয় বিষ্ণুর সেই বন্দনাটি নাকি ইনি গাহিতে পারেন।" রাজা বলিলেন—"নরবাহনদত্ত দেবতার অংশে জন্মিয়াছে, সে গন্ধর্বলোকে আসিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এ সকল কথা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি।" এই বলিয়া রাজা প্রাসাদের অধ্যক্ষকে হুকুম

করিলেন—"রাজকন্যাকে ডাকিয়া আন, তাঁহার সাক্ষাতে এখনই নরবাহনদত্তকে পরীক্ষা করা হইবে।"

ক্ষণকাল পরে সভায় আসিয়া, রাজকুমারী পিতার পাশে বসিয়া সব কথা শুনিলেন। তখনই বীণা আনান হইল এবং পিতার আদেশে তিনি একটি গান গাহিলেন। বীণায় তাঁহার সরস্বতী তুল্য নিপুণতা এবং তাঁহার আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখিয়া নরবাহনদত্ত বিস্মিত হইলেন। তারপর রাজকুমারীকে বলিলেন—"আপনার বীণাটির সুর আমার নিকট ভাল লাগিল না; মনে হয়, তারের মধ্যে কোথাও একটা চুল জড়াইয়া গিয়াছে।" এ কথায় যখন সন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, তিনি সত্যই বলিয়াছেন, একটি চুল বাস্তবিকই তারে জড়ান রহিয়াছে, তখনই উপস্থিত গন্ধর্বগণ, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তখন রাজা কন্যার হাত হইতে বীণাটি লইয়া, নরবাহনদত্তের হাতে দিয়া বলিলেন—"রাজকুমার! তুমি একটি গান গাও।" যুবরাজ বীণাটি লইয়া রাজকন্যার প্রিয় বিষ্ণুর সেই বন্দনাটি গাহিলেন। সেই অদ্ভুত সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব! রাজা, রাজকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সভার সমস্ত গন্ধর্ব, ঠিক যেন কাঠের পুতুলের মত নীরব হইয়া রহিলেন—তাঁহাদিগের নড়িবারও শক্তি রহিল না! বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পর অবিলম্বে নরবাহনদত্তের সহিত গন্ধর্বদত্তার বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ নূতন রাণীর সহিত গন্ধর্বলোকে দেবসুখ ভোগ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন নরবাহনদত্ত নগরের শোভা দেখিতে বাহির হইয়া, ক্রমে সহরের বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে পর দেখিলেন, আকাশ হইতে এক বিদ্যাধরী তাঁহার কন্যার সহিত নামিয়া আসিতেছেন। আর জ্ঞানবলে নরবাহনদত্তকে চিনিতে পারিয়া তিনি কন্যাকে বলিতেছেন—"ঐ দেখ মা! তোমার ভাবী স্বামী বৎসের রাজপুত্র নরবাহনদত্ত।" ক্রমে বাগানে নামিয়া

তাঁহারা রাজকুমারের নিকট আসিলে, তিনি তাঁহাদিগের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিদ্যাধরী বলিলেন—"আমি বিদ্যাধররাজ সিংহের রাণী, ধনবতী। আমার পুত্রের নাম চণ্ডসিংহ আর এটি আমার কন্যা 'অজিনাবতী'। বিদ্যাবলে জানিতে পারিলাম যে, তুমি ভবিষ্যৎ বিদ্যাধর-সম্রাট্ এবং বেগবতী তোমাকে এখানে আনিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। এখানে বাস করা তোমার পক্ষে নিরাপদ নহে; বিদ্যাধরেরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। কারণ তুমি একা, আর এখনও তাহাদিগের সম্রাট্ হও নাই। অতএব চল, তোমাকে এরূপ স্থানে নিয়া রাখিব, যেখানে ইচ্ছা করিলেও বিদ্যাধরেরা যাইতে পারিবে না। তারপর শুভদিন উপস্থিত হইলে, আমার অজিনাবতীকে বিবাহ করিও।" এই বলিয়া রাণী ধনবতী যুবরাজকে লইয়া তখনই শূন্যে যাত্রা করিলেন—কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যুবরাজকে শ্রাবস্তি নগরে এক বাগানের মধ্যে রাখিয়া, ধনবতী কন্যার সহিত প্রস্থান করিলেন।

শ্রাবস্তি নগরের রাজা প্রসেনজিৎ, দূরদেশে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় বাগানে যুবরাজকে দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ তাঁহার নিকট আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পরিচয় জানিয়া প্রসেনজিতের আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি তখনই যুবরাজকে সমাদরের সহিত বাড়ীতে লইয়া গেলেন। প্রসেনজিতের কন্যা 'ভগীরথযশা' রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনুপম, তাহার বিবাহের উপযুক্ত বয়সও হইয়াছিল। নরবাহনদত্তের মত জামাতা পাইলে পরম সৌভাগ্যের কথা! সুতরাং প্রসেনজিৎ যুবরাজের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না। নরবাহনদত্ত শ্রাবস্তিপুরে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিতে রাজকুমার শুইয়া আছেন, রাজকন্যা ভগীরথযশা নিদ্রিত। যুবরাজের চক্ষে ঘুম আসিতেছিল না, কেবলই

ভাবিতেছিলেন—"ভগীরথযশাকে লইয়া এখানে আমি বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাটাইতেছি; অন্য রাণীদের, বিশেষতঃ কারাগারবদ্ধ মদনমঞ্চুকার কথা একবারও ভাবি না। আমার এরূপ দুর্মতি হইল কেন?" এই সকল কথা ভাবিয়া দুঃখ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীলোকের মত গলায় কে জানি বলিল—"হায় হায়, কি দুঃখের কথা!" একথা শুনিয়াই যুবরাজ লাফাইয়া উঠিলেন, আলো জ্বালিলেন। তারপর চারিদিক্ খুঁজিয়া দেখিলেন, জানালায় একটি পরমসুন্দরী রমণীর মুখ! রমণী একটি আঙ্গুল তুলিয়া তাঁহাকে ডাকিল।

নরবাহনদত্ত বাহিরে গেলেন। ক্রমে সেই রমণীর নিকট গেলে পর সে বলিল—"হায় হায়, কি দুঃখের কথা! মদনমঞ্চুকা! তোমার আর কোন আশা নাই!" একথা শুনিবামাত্র নরবাহন-দত্তের সব কথা মনে পড়িয়া গেল। মদনমঞ্চুকা কারাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, এখনও তাঁহার উদ্ধার হইল না! ইহা ভাবিয়া যুবরাজ দুঃখে ও শোকে মরিয়া গেলেন। তখন সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মদনমঞ্চুকাকে তুমি কোথায় দেখিলে? আমার কাছে কেন আসিয়াছ? বল—শীঘ্র বল।" কন্যা বলিল—"শুন যুবরাজ, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি:—

পুষ্করাবতীনগরে বিদ্যাধরদিগের এক রাজা আছেন, তিনি অগ্নির উপাসক। দিবা রাত্রি অগ্নির পূজা করিয়া, দারুণ উত্তাপে তাঁহার শরীর পিঙ্গল (হরিদ্রাবর্ণ) হইয়া গিয়াছে, সে জন্য তাঁহার নাম 'পিঙ্গলগান্ধার'। আমি তাঁহার কন্যা—প্রভাবতী। পিতা অগ্নির প্রসাদেই আমাকে পাইয়াছিলেন। বেগবতী আমার বন্ধু; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আষাঢ়পুর গিয়া শুনিলাম, সে তপস্যার জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তখন সখীর মা পৃথিবীদেবীর নিকট মদনমঞ্চুকার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে যাই। গিয়া দেখিলাম—হায়, হায়! তোমার কথা

ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থিচর্মসার হইয়াছে, তাহার শরীর মলিন হইয়া গিয়াছে! আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে কেবলই তোমার কথা! তাহাকে দেখিয়া আমার এমনই কষ্ট হইল যে, নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়া তখনই বলিলাম—'স্থির হও ভগিনি! যুবরাজকে আমি তোমার নিকট আনিয়া দিব।' তারপর বিদ্যাবলে জানিলাম, তুমি এখানে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলাম, তুমি আর একটি বিবাহ করিয়া বেশ সুখে আছ—মদনমঞ্চুকার কথা একবার ভাবও না। আর তখনই আমি বলিয়াছিলাম—হায়, হায়! কি দুঃখের কথা।"

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া নরবাহনদত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া বলিলেন —"সুন্দরি! শীঘ্র আমাকে মদনমঞ্চুকার নিকট লইয়া চল।" এই কথা শুনিয়া প্রভাবতী যুবরাজের সহিত শূন্যে উড়িল এবং উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চলিতে চলিতে খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একস্থানে আগুন জ্বলিতেছে। তখন বুদ্ধিমতী কন্যা নরবাহনদত্তের হাতখানি ধরিয়া, সেই আগুন হাতের ডান দিকে রাখিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিল। বিদ্যাধরদিগের বিবাহ এইরূপেও হইয়া থাকে। এইরূপ কৌশলে নরবাহনদত্তকে বিবাহ করিয়া প্রভাবতী মুহূর্তমধ্যে তাঁহাকে মদনঞ্চুকার নিকট লইয়া গেল। তাহার অদ্ভুত বিদ্যাবলে মদনমঞ্চুকা ভিন্ন অন্য কেহ যুবরাজকে দেখিতে পাইল না। বহুদিনের পর মদনমঞ্চুকাকে পাইয়া যুবরাজের মনে কতদূর আনন্দ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না!

স্বামীর শোকে মদনমঞ্চুকা মাথার চুলগুলি দিয়া একটি বেণী বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মানসবেগের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে বেণীটি খুলিবেন না। পরদিন প্রাতঃকালে যখন নরবাহনদত্ত তাঁহার বেণী খুলিয়া দিলেন, তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন—"যুবরাজ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মানসবেগের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেণী খুলিব না। বেগবতী মানসবেগকে অগ্নিপর্বতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল কিন্তু তবুও সে মরে নাই।

প্রভাবতীর যাদুবলে তুমি এখানে অদৃশ্য হইয়া আছ, নতুবা এতক্ষণে মানসবেগের অনুচরেরা তোমার অনিষ্ট করিত।”

নরবাহনদত্ত জানিতেন যে, মানসবেগকে বধ করিবার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই, তাই তিনি মদনমঞ্চুকাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমি শীঘ্রই মানসবেগকে বধ করিব! কিন্তু বিদ্যাধরদিগের মন্ত্রতন্ত্রগুলি এখনও সব শিখিতে পারি নাই, তুমি আর কিছুকাল অপেক্ষা কর।” এইরূপে মদনমঞ্চুকাকে শান্ত করিয়া, তিনি সেখানে অদৃশ্যভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পর একদিন প্রভাবতী, আশ্চর্য মন্ত্রবলে নরবাহনদত্তকে তাঁহার নিজের রূপ ধারণ করাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে যুবরাজকে প্রভাবতী মনে করিয়া মানসবেগের অনুচরেরা ভাবিল—“ইনি বেগবতীর বন্ধু আর মদনমঞ্চুকাকেও ভালবাসেন, সেজন্যই এখানে রহিয়াছেন।” এই ভাবিয়া অনুচরেরা মানসবেগের নিকটেও বলিল যে, “রাজকুমারী বেগবতীর বন্ধু প্রভাবতী মদনমঞ্চুকার সহিত বাস করিতেছেন।”

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন মদনমঞ্চুকা নরবাহনদত্তকে বলিলেন—“যুবরাজ! শুন, আমার কথা বলিতেছি :— আমাকে চুরি করিয়া দুষ্ট মানসবেগ এইখানে লইয়া আসে। তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে যে কত লোভ দেখাইয়াছে, কত কষ্ট দিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তারপর একদিন মহাদেব ভয়ঙ্কর বেশে হাতে তলোয়ার লইয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে আসিয়া, মানসবেগকে বলিলেন—‘দুরাত্মা! যিনি ভবিষ্যতে বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবেন, তাঁহার স্ত্রীকে কষ্ট দিতেছ—তোমার এত স্পর্ধা!’ এই কথা শুনিয়া, দুষ্ট মানসবেগ রক্ত বমি করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গেল আর মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি সে নিজে আমার নিকট আসে না বটে, কিন্তু লোক দিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতে ত্রুটি করে না।

"তখন ভয়ে আর তোমার অদর্শনে আমি মনে করিলাম আত্মহত্যা করিব! এই সময়েই বেগবতী একদিন হঠাৎ আমার নিকটে আসে। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার মনে কষ্ট হওয়াতে, সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'তোমার স্বামীকে এখানে লইয়া আসিব।' তারপর সে কি করিল, সে সব তুমি জান। আমাকে এখানে আনিলে পর, একদিন মানসবেগের মা পৃথিবীদেবী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—'তোমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যে ভরা, তুমি কেন মা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া শরীরটাকে কষ্ট দিতেছ? তুমি হয় ত ভাব, শত্রুর অন্ন কি করিয়া খাইব? কিন্তু সেটা তোমার ভুল। মানসবেগের ধনে বেগবতীরও অধিকার আছে—তাহার পিতাই সে অধিকার দিয়া গিয়াছেন। বেগবতী এখন যে তোমার বন্ধু, তোমার বোন। কারণ আমি বিদ্যাবলে জানিতে পারিয়াছি, তোমার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং বেগবতীর ধন এখন তুমিও ভোগ কর।' পৃথিবীদেবী এই কথা বলিয়া তখন হইতে পরমযত্নে আমার সেবা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ বেগবতী তোমার সহিত এখানে আসিয়া, তাহার ভাইকে পরাজয় করিয়া তোমাকে রক্ষা করে। ইহার পর কি হইল, আমি কিছুই জানি না।

"তখন বেগবতীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ভাবিয়া, আমি আত্মহত্যার ইচ্ছা ছাড়িলাম—মনে মনে আশাও হইল যে তোমাকে শীঘ্রই পাইব! আর দয়াবতী প্রভাবতীর কৃপায়, সে আশা পূর্ণও হইয়াছে। কিন্তু এখন একটা কথা ভাবিয়া মনে বড় ভয় হয়—কোন কারণে যদি প্রভাবতীর যাদু নষ্ট হইয়া যায় তবেই ত সর্বনাশ! তাহা হইলে প্রভাবতীর চেহারা ত আর তোমার শরীরে থাকিবে না—তখন উপায়?"

এই ঘটনার পর একদিন রাত্রিতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, প্রভাবতী তাঁহার প্রাসাদে গেল। যাদুর কর্তা দূরে সরিয়া

গেলে, তাহার যাদুর বলও কমিয়া যায়; সুতরাং নরবাহনদত্ত দেখিলেন, তাঁহার শরীরে আর প্রভাবতীর রূপ নাই! প্রাতঃকালে প্রহরিগণ মদনমঞ্চুকার নিকটে একজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া, তখনই মানসবেগকে সংবাদ দিল।

এই সংবাদ পাইবামাত্র, মানসবেগ সৈন্য সামন্ত লইয়া নরবাহন-দত্তকে ঘিরিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া রাণী পৃথিবীদেবী সেখানে আসিয়া বলিলেন—"মানসবেগ, সাবধান! এই ব্যক্তিকে বধ করিলে চলিবে না, কারণ ইনি অপরিচিত নহেন—বৎসের রাজকুমার নরবাহনদত্ত স্বয়ং! তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখানে আসিয়াছেন। আমি বিদ্যাবলে এ সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। তুমি রাগে এমনই অন্ধ হইয়াছ যে, এ বিষয়টা বুঝিতে পার নাই। সে যাহা হউক, নরবাহনদত্ত আমার জামাতা এবং চন্দ্রবংশের সন্তান—সুতরাং আমি তাঁহাকে মান্য করিতে বাধ্য।" মায়ের কথায় মানসবেগ আরও রাগিয়া বলিল—"আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও সে আমার শত্রু।" ইহা শুনিয়া পৃথিবীদেবী একটু চিন্তিত হইলেন এবং আর একটি যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন—"শুন বাছা! বিদ্যাধর রাজ্যে তুমি কিছুতেই অন্যায় কাজ করিতে পারিবে না! এখানে ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্যাধরদিগের বিচারালয় আছে। অতএব আমি বলি, সেই বিচারালয়ে ইহার নামে অভিযোগ কর। বিচারালয়ের আদেশ মত তুমি বন্দীর সম্বন্ধে যাহাই কর না কেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। কিন্তু সাবধান! এরূপ না করিলে বিদ্যাধরগণ তোমার প্রতি মহা অসন্তুষ্ট হইবেন; আর দেবতারাও তোমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবেন না।"

মায়ের এই উত্তম পরামর্শ মানসবেগ অমান্য করিতে না পারিয়া মনে করিল, নরবাহনদত্তকে বাঁধিয়া বিচারালয়েই লইয়া যাইবে। কিন্তু যুবরাজ কেন বন্ধনের অপমান সহ্য করিবেন? মুহূর্ত মধ্যে

দরজার একটি থাম ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহার আঘাতে মানসবেগের কতগুলি অনুচরকে বধ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, মৃত অনুচরদিগের একজনের তলোয়ার লইয়া, চক্ষের নিমেষে আরও কতগুলি সৈন্য বধ করিলেন! মানসবেগ দেখিল মহা মুস্কিল! তখন সে দৈববলে নরবাহনদত্তকে বাঁধিয়া, মদনমঞ্চুকার সহিত তাঁহাকে বিচার সভায় লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ হইতে বিদ্যাধরগণ আসিয়া বিচারসভা পূর্ণ করিলেন।

বিচারালয়ের সভাপতি রাজা 'বায়ুপথ' আসিয়া, বিদ্যাধরগণের মধ্যস্থলে মণিমুক্তার কাজ করা একখানি সিংহাসনে বসিলেন। তখন দুষ্ট মানসবেগ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নারবাহনদত্তকে দেখাইয়া বলিল—"এই ব্যক্তি আমার শত্রু; সামান্য মানুষ হইয়া আমার অন্তঃপুরের অপমান করিয়াছে—আমার ভগিনীকে চুরি করিয়া বিবাহ করিয়াছে! ইহার এতবড় স্পর্ধা যে, আমাদিগের সম্রাট্ হইতে চায়—অতএব ইহাকে এই মুহূর্তে বধ করা উচিত।" এই গুরুতর দোষারোপ শুনিয়া, সভাপতি নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে, বল।" যুবরাজ নির্ভয়ে বলিলেন—"তাহাই বিচারসভা যেখানে বিচারপতি আছেন; তিনিই বিচারপতি যিনি ন্যায় বিচার করেন; যাহাতে সত্য আছে তাহাই ন্যায়, আর তাহাই সত্য যাহাতে প্রতারণা নাই। এখানে আমি যাদুবলে বন্দী অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছি; আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্ত এবং আসনে বসিয়া আছে—এরূপ অবস্থায়, আমাদিগের দুইজনের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত কথাবার্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

বিচারপতি বায়ুপথ একথা শুনিয়াই নরবাহনদত্তকে মুক্ত করিলেন এবং মানসবেগকেও মাটিতে বসিতে বলিলেন। তখন সকলের সমক্ষে নরবাহনদত্ত বিচারপতিকে বলিলেন—"আমার স্ত্রী মদনমঞ্চুকাকে এই দুষ্ট মায়াবলে ধরিয়া আনিয়া, বন্দী করিয়া রাখিয়াছে; সেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি এখানে

আসিয়াছি। বিচারপতি মহাশয়! এখন অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি কাহার অন্তঃপুরের অপমান করিলাম। আর এই ব্যক্তির ভগিনী যদি আমার স্ত্রীর বেশে আমাকে ফাঁকি দিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে বাধ্য করে, তবে সে ব্যাপারে আমার দোষ কি? আমি যে সাম্রাজ্য চাই তাহাতেই বা এমন গুরুতর অপরাধ কি হইল? আপনাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন, যিনি সাম্রাজ্য পাইতে ইচ্ছা করেন না?" নরবাহনদত্তের এই যুক্তিপূর্ণ সুন্দর উত্তরে বিচারপতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এই সাধু যুবক সত্য কথাই বলিয়াছে। অতএব মানসবেগ, সাবধান! ইহার কোন অনিষ্ট করিও না।"

বিচারপতির আদেশ দুরাত্মা মানসবেগ গ্রাহ্য করিল না। তখন রাজা বায়ুপথ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; মনে করিলেন, মানসবেগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, ন্যায়ের সম্মান বজায় রাখিবেন। তখন নরবাহনদত্ত মানসবেগকে বলিলেন—"হতভাগা! তোমার যাদুর লুকোচুরি রাখিয়া দিয়া, প্রকাশ্যভাবে আমার সহিত যুদ্ধ কর; তোমাকে বধ করিয়া, আমার ক্ষমতার পরিচয় দিব।" এইরূপে বিচারগৃহে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, হঠাৎ গৃহের একটি স্তম্ভ ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব, কালভৈরব মূর্তিতে স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, মানসবেগকে বলিলেন—"দুরাচার, পাষণ্ড! সাবধান! ভাবী বিদ্যাধর সম্রাটের অপমান করিতে পারিবি না!" এই বলিয়া হাত দিয়া ধরিয়া নরবাহনদত্তকে তুলিয়া লইলেন এবং শূন্যপথে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়া তাঁহাকে রাখিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে যুবরাজকে লইয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর, বিদ্যাধরগণের বিবাদ থামিয়া গেল। বায়ুপথ তাঁহার সঙ্গী বন্ধুগণের সহিত চলিয়া গেলেন। অপমানিত মানসবেগ, মহাদেবের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, মদনমঞ্চুকাকে লইয়া আষাঢ়পুরে ফিরিয়া চলিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নরবাহনদত্তের ঋষ্যমূক পর্বতে বাস কালে, হঠাৎ একদিন প্রভাবতী আসিয়া বলিলেন—"যুবরাজ! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই দুষ্ট মানসবেগ তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য, তোমাকে বিচারালয়ে লইয়া গিয়াছিল। পরে একথা শুনিয়াই আমি সেখানে গেলাম এবং মায়াবলে সকলের চোখে ধূলা দিয়া, আমিই মহাদেবের বেশে তোমাকে এই ঋষ্যমূক পর্বতে লইয়া আসি! ঋষ্যমূক পর্বত সিদ্ধদিগের বাসস্থান; বিদ্যাধরগণ ক্ষমতাশালী হইলেও তাহাদিগের এখানে আসিবার সাধ্য নাই! এখানে আমার বিদ্যাও খাটে না; সেজন্য দুঃখ হয়—কি করিয়া তুমি শুধু বনের ফল মূল খাইয়া জীবন কাটাইবে।" যাহা হউক, রামচন্দ্র যেমন বনবাসের সময় ঋষ্যমূক পর্বতে পম্পার তীরে, ফল মূল খাইয়া সীতার সহিত সুখে বাস করিয়াছিলেন, তেমনই নরবাহনদত্তও প্রভাবতীর সহিত পর্বত গহ্বরে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন নরবাহনদত্ত পম্পার তীরে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ধনবতী ও তাঁহার কন্যা অজিনাবতী আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন! এই দুটি মহিলাই যে যুবরাজকে গন্ধর্বরাজ্য হইতে শ্রাবস্তিপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। অজিনাবতী আসিয়াই প্রভাবতীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল; তখন ধনবতী যুবরাজকে বলিলেন—"আমার কন্যাকে পূর্বেই তোমায় দান করিয়াছি। এখন তাহাকে তুমি বিবাহ কর—কারণ, তোমার সৌভাগ্যের দিন প্রায় আসিয়াছে।" নরবাহনদত্ত সম্মত হইয়া অজিনাবতীকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর ধনবতী নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"যুবরাজ

ঋষ্যমূক পর্বতে আর কতকাল থাকিবে? এখন রাণীদিগের সহিত কৌশাম্বীতে চলিয়া যাও। আমি ও আমার পুত্র চণ্ডসিং এবং আমার বন্ধু অন্য বিদ্যাধর দলপতিদিগকে লইয়া শীঘ্রই সেখানে যাইব।" এই বলিয়া ধনবতী শূন্যপথে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর প্রভাবতী ও অজিনাবতী উভয়ে, নরবাহনদত্তকে লইয়া শূন্যপথে কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। কৌশাম্বী পৌঁছিয়া যুবরাজ রাজধানীতে নামিলে পর নগরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন সেখানে যা কোলাহল আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না! "যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন! যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন!" এই চীৎকারে সকলের কান বধির হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া ক্রমে রাজা উদয়ন, রাণী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী, যুবরাজের রত্নপ্রভা প্রভৃতি পত্নীগণ, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, কলিঙ্গসেনা আর গোমুখ প্রভৃতি যুবরাজের বন্ধুগণ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। সেখানে আনন্দ উৎসবের সীমা রহিল না।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে, রাজা উদয়ন মহা ভোজের আয়োজন করিলেন। ঢোল পিটাইয়া সে ভোজের কথা চারিদিকে প্রচার করা হইল। এদিকে মানসবেগের ভগিনী বেগবতী, এই সংবাদ পাইয়া তখনই কৌশাম্বী আসিয়া উপস্থিত। তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া যুবরাজকে বলিলেন—"তোমার জন্য ভাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার বিদ্যার বল নষ্ট হইয়া গেলে পর, কঠোর তপস্যায় আবার সেগুলি সবল হইয়াছে। সেজন্যই দূরদেশে থাকিয়াও নূতন বিদ্যাবলে তোমাদিগের সংবাদ পাইবামাত্র, এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।" তখন নরবাহনদত্ত এবং অন্য সকলে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। এই বেগবতীর জন্যই যুবরাজের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল; সেজন্য রাজা উদয়ন ও রাণীগণ তাঁহাকে কত যে আদর-যত্ন করিলেন সে কথা আর কি বলিব!

দেখিতে দেখিতে অজিনাবতীর মা ধনবতীও আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাধর রাজগণ তাঁহাদিগের দলবলের সহিত আসিলেন। ধনবতীর পুত্র মহাবীর 'চণ্ডসিংহ' ও তাঁহার এক আত্মীয় 'অমিতগতি' এবং প্রভাবতীর পিতা 'পিঙ্গলগান্ধার' আসিলেন। রাজা 'বায়ুপথ', যিনি বিচারের সময় নরবাহনদত্তের পক্ষে ছিলেন, তিনিও আসিলেন। আর আসিলেন পুত্র বজ্রপ্রভ ও সৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া বীর 'হেমপ্রভ'। সকলের পরে আসিলেন সাগরদত্ত ও তাঁহার পুত্র চিত্রাঙ্গদ। সকলের উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা হইলে পর তাঁহারা নিজ নিজ আসনে বসিলেন।

রাজা পিঙ্গলগান্ধার তখনই জামাতা নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"যুবরাজ! দেবতারা তোমাকে আমাদের সম্রাট্‌রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাকে আমরা সকলেই খুব ভালবাসি এবং সে জন্যই সকলে এখানে আসিয়াছি। আর তোমার শাশুড়ী ধনবতী, যাঁহাকে বিদ্যাধরগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করে এবং যাঁহার ক্ষমতা অসীম, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; সুতরাং তোমার বিজয় নিশ্চিত। কিন্তু তবু আমি যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শুন:—হিমালয় পর্বতে বিদ্যাধর রাজ্যের—উত্তর দক্ষিণ—দুইটি ভাগ আছে, দুটি ভাগই খুব বড়। কৈলাস পর্বতের অন্যদিকে উত্তর ভাগ আর এদিকে দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগের রাজা হইবার জন্য এই অমিতগতি, কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করিলে পর, মহাদেব তাঁহাকে বলিয়াছেন—'তোমাদের সম্রাট্ নরবাহনদত্ত তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন'; এবং সেজন্যই তিনি তোমার কাছে আসিয়াছেন। উত্তর ভাগের রাজা এখন মন্দরদেব, তিনি আমাদিগের শত্রু। তাঁহার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু বিদ্যাধরদিগের বিশেষ বিশেষ বিদ্যাগুলি শিখিতে পারিলে, তাঁহাকে জয় করা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থলে আমাদিগের আর এক শত্রু আছেন, গৌরীমুণ্ড। তাঁহার বিদ্যাবল অসাধারণ, তাঁহাকে জয় করা বড় শক্ত! অধিকন্তু, তোমার

শত্রু মানসবেগ তাঁহার একজন বড় সহায়। এখন এই গৌরীমুণ্ডকে জয় করিতে না পারিলে সকলই বৃথা। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব মহা মহা বিদ্যাগুলি সব লাভ কর।”

পিঙ্গলগান্ধারের কথা শেষ হইলে ধনবতী বলিলেন—“বৎস নরবাহনদত্ত! এই রাজা যাহা যাহা বলিলেন, সকলই সত্য। অতএব সিদ্ধলোকে মহাদেবের তপস্যা করিয়া বিদ্যাগুলি লাভ কর। উপস্থিত রাজাদিগের সকলেই সেখানে গিয়া সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিবেন।”

ইহার পর নরবাহনদত্ত, সকলের উপদেশমত মন স্থির করিয়া, যাত্রার পূর্বে দেবতার পূজা করিলেন। আর পিতামাতার পায়ের ধূলা ও তাঁহাদিগের আশীর্বাদ লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে, রাজা অমিতগতির মন্ত্রবলে একখানি বড় রথ আসিল। নরবাহনদত্ত ও তাঁহার রাণীগণ সেই রথে চড়িয়া, গোমুখ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত সিদ্ধলোকে যাত্রা করিলেন। গন্ধর্বরাজগণ, বিদ্যাধরদলপতিগণ আর ধনবতী, সকলে মিলিয়া যুবরাজকে সিদ্ধলোকে লইয়া গেলেন। সেখানে সিদ্ধগণের উপদেশমত, অবিলম্বে তাঁহার কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা হইল।

নরবাহনদত্ত কিছুকাল তপস্যা করিলে পর, একদিন সেখানে হঠাৎ এক প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত! কোথা হইতে ভীষণ ঝড় আসিয়া গাছপালা চূরমার করিয়া দিল, পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়িল; বিনামেঘে দারুণ বজ্রাঘাত—পৃথিবী যেন টল্‌মল্ করিয়া উঠিল! নরবাহনদত্ত কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না; তাঁহার মন মহাদেবের গভীর তপস্যায় মগ্ন রহিল। বিদ্যাধর ও গন্ধর্বগণ ভাবী অমঙ্গলের ভয়ে, অস্ত্র লইয়া যুবরাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরদিন হঠাৎ আকাশে বিশাল সৈন্যদল দেখা গেল। ধনবতী বিদ্যাবলে জানিতে পারিলেন, গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগ সৈন্য লইয়া আসিতেছে। মুহূর্তমধ্যে গন্ধর্ব ও বিদ্যাধর

যোদ্ধাগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগ নিকটে আসিবামাত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—"সামান্য একটা মানুষ আমাদিগের সম্রাট্ হইতে চায়? এতবড় স্পর্ধা! যাহারা ইহার সাহায্য করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিব।" এই কথা শুনিবামাত্র চিত্রাঙ্গদ গৌরীমুণ্ডকে আক্রমণ করিলেন। সাগরদত্ত, চণ্ডসিংহ, অমিতগতি, রাজা বায়ুপথ, পিঙ্গলগান্ধার এবং সমস্ত বিদ্যাধর দলপতিগণ, সিংহের মত গর্জন করিতে করিতে মানসবেগকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেখানে যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল কাহার সাধ্য তাহা বর্ণন করে!

পূর্বে গৌরীমুণ্ড কঠোর তপস্যা করিয়া গৌরীবিদ্যা লাভ করিয়াছিল। সে যখন দেখিল, তাহার সৈন্যদল বিনষ্ট হইবার উপক্রম এবং সে নিজেও মহা বিপন্ন, তখন এই গৌরীবিদ্যা স্মরণ করিবামাত্র মূর্তিমতী বিদ্যা ত্রিশূলহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া চক্ষের নিমেষে নরবাহনদত্তের প্রধান যোদ্ধাদিগকে অবশ করিয়া দিল! এই অবসরে গৌরীমুণ্ড পুনরায় সবল হইয়া নরবাহনদত্তের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না; যুবরাজ তাহাকে ধরিয়া সবলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দুষ্ট গৌরীমুণ্ড অপমানিত হইয়া পুনরায় গৌরীবিদ্যার বলে যুবরাজকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উঠিল! কিন্তু ধনবতীর বিদ্যাবলে তাঁহাকে বধ করিতে না পারিয়া, দূরে অগ্নিপর্বতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এদিকে নরাধম মানসবেগও যুবরাজের গোমুখ প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে আকাশে লইয়া গিয়া, তাহাদিগকে তাহার ইচ্ছামত চারিদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল! সঙ্গে সঙ্গে ধনবতীর বিদ্যাও, তাহারা মাটিতে পড়িবার পূর্বেই তাহাদিগকে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন নিরাপদ স্থানে নিয়া রাখিল। বলিয়া দিল—"তোমাদের কোন ভয় নাই। শীঘ্র প্রভুর সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।" এইরূপে

যুদ্ধ শেষ হইলে, বিজয়ী গৌরীমুণ্ড মানসবেগের সহিত ফিরিয়া গেল। তখন ধনবতী এই বলিয়া গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণকে সান্ত্বনা দিলেন—"আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, নরবাহনদত্ত তাঁহার কাজ উদ্ধার করিয়া পুনরায় আপনাদিগের সহিত মিলিবেন—তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না।" ইহার পর গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগর্ণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে, ধনবতীও কন্যা অজিনাবতী এবং তাঁহার সপত্নীগণকে লইয়া, নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হতভাগা মানসবেগ বাড়ীতে গিয়া মদনমঞ্চুকাকে বলিল—"তোমার স্বামী মরিয়াছেন, এখন আমাকে বিবাহ কর।" মদনমঞ্চুকা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"তিনি দৈববলে বলী, তাঁহাকে কেহ বধ করিতে পারে না—তিনিই তোমাকে বধ করিবেন।"

এদিকে দুষ্ট গৌরীমুণ্ড নরবাহনদত্তকে অগ্নি পর্বতে ছুঁড়িয়া ফেলিলে পর, তিনি মাটিতে পড়িবার পূর্বেই, দেবতার মত এক পুরুষ তাঁহাকে ধরিয়া রক্ষা করেন এবং মন্দাকিনীর শীতল তীরে তাঁহাকে লইয়া যান। নরবাহনদত্ত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আমি বিদ্যাধরদিগের এক রাজা—অমৃতপ্রভ। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ দেখ সম্মুখে কৈলাস পর্বত। সেখানে গিয়া মহাদেবের পূজা করিলেই তুমি সুখী হইবে।" এই বলিয়া, সেই সাধু বিদ্যাধর যুবরাজকে পর্বতে রাখিয়া, চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্বতে গিয়াই যুবরাজ দেখিলেন সম্মুখে গণেশ। তখন তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া শিবের আশ্রমে যাইবার অনুমতি লইলেন। আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, দরজায় নন্দী; তাঁহাকে স্তুতি মিনতি করিলে পর তিনি তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। পথে যে সব বাধা বিঘ্ন ছিল সেগুলি প্রায় দূর হইয়াছে; এখন কিছুকাল মহাদেব ও পার্বতীর পূজা করিয়া শুদ্ধ হও।"

নন্দীর উপদেশে নরবাহনদত্ত কেবলমাত্র বায়ু সেবন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব ও পার্বতী তাঁহাকে দেখা দিলেন আর বলিলেন—"বৎস! এখন তুমি বিদ্যাধরগণের সম্রাট্ হও। তাহাদিগের সমস্ত বিদ্যাগুলি তোমার বশ হউক। আমার প্রসাদে যুদ্ধের সময় শত্রুগণ তোমাকে দেখিতে পাইবে না; তোমার শরীরে অস্ত্রের আঘাত বিফল হইবে; আর, যত বলবান্ শত্রুই হউক না কেন, তুমি তাহাকে বধ করিতে পারিবে। তুমি যুদ্ধে আসিলে পর শত্রুর মায়াবিদ্যায় কোন কাজ দিবে না— গৌরীবিদ্যা পর্যন্ত তোমাকে মান্য করিবে। এখন তুমি নির্ভয়ে শত্রু জয় কর।" যুবরাজকে এই সকল বর দিয়া, মহাদেব তাঁহাকে একখানি অতি সুন্দর রথও দিলেন। রথখানি স্বয়ং ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়াছিলেন—দেখিতে ঠিক পদ্মফুলটির মত—যেমন সুন্দর তেমনই বড়। ইহার পর সমস্ত বিদ্যা নিজ নিজ মূর্তিতে আসিয়া যুবরাজকে বলিলেন—"আমাদিগকে যখন যাহা আদেশ করিবে, তখনই তাহা পালন করিব—এখন হইতে আমরা তোমার অধীন হইলাম।" ইহার পর নরবাহনদত্ত মহাদেবের আদেশে পদ্মরথে অমিতগতির রাজধানী বক্রপুরে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধনবতী বিদ্যাবলে এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া, যুবরাজের বেগবতী প্রভৃতি রাণীগণের সহিত বক্রপুরে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে পুত্র চণ্ডসিংহ, রাজা পিঙ্গলগান্ধার, চিত্রাঙ্গদ, হেমপ্রভ প্রভৃতি সকলেই আসিলেন। ইহার পর নরবাহনদত্ত ধনবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মন্ত্রিগণের কি হইল?" ধনবতী বলিলেন—

"মানসবেগ যখন তাহাদিগকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তখন বিদ্যাবলে আমি সকলকে রক্ষা করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়াছি।" তখন নরবাহনদত্ত সকলকে বক্রপুরে আনাইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কত যে আনন্দ প্রকাশ করিল তাহার সীমা নাই। নরবাহনদত্তের বিশেষ অনুরোধে ধনবতী, গোমুখ প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে সমস্ত শাস্ত্র ও বিদ্যা শিখাইলেন—তাহারা সকলেই বিদ্যাধর হইল। তখন ধনবতী বলিলেন—"তবে আর বিলম্ব কেন? শত্রুজয়ে সকলে প্রস্তুত হউন।" ইহার পর শুভদিন উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ আজ্ঞা করিলেন—"রাজসৈন্য গৌরীমুণ্ডের রাজ্য গোবিন্দকূটে যাত্রা কর।"

সূর্যকে ঢাকিয়া চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া, বিদ্যাধর সেনাদল শূন্য পথে চলিল। সম্রাট্ নরবাহনদত্ত, তাঁহার রাণী ও বন্ধুগণের সহিত পদ্মরথে চলিলেন। মধ্যপথে ধনবতীদেবীর রাজ্য ছিল মাতঙ্গপুর; সেখানে সেদিন সকলে বিশ্রাম করিলেন। সেখান হইতে দূত পাঠাইয়া, গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সংবাদ দেওয়া হইল।

পরদিন মাতঙ্গপুরে রাণীদিগকে রাখিয়া, সম্রাট্ নরবাহনদত্ত সকলের সহিত গোবিন্দকূটে গেলেন। গৌরীমুণ্ডও সৈন্যগণকে লইয়া বাহির হইলে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণন করা যায় না; গোবিন্দকূট পর্বতে রক্তের স্রোত বহিয়া চলিল! এই সময়ে পাষণ্ড মানসবেগ আসিয়া সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিল। সম্রাট্ নরবাহনদত্তও প্রস্তুত ছিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল এবং চক্ষের নিমেষে হতভাগার চুলের মুঠি ধরিয়া, তলোয়ারের আঘাতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন! বন্ধুর মৃত্যুতে রাগে পাগলের মত হইয়া গৌরীমুণ্ড নরবাহনদত্তকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার গৌরীবিদ্যা, মায়ামন্ত্র সে সব কি আর থাকে? সুতরাং তাহার কোন বাহাদুরি খাটিল না, নরবাহনদত্ত

চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর দুষ্টের পা দুখানি ধরিয়া মাথার উপর বন্ বন্ শব্দে ক্ষণকাল ঘুরাইয়া, পাথরের উপর এমনই আছাড় দিলেন যে, হতভাগা একেবারে চূরমার হইয়া গেল! এইরূপে গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগ হত হইলে, অবশিষ্ট সৈন্যগণ যে ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল, সে কথা বলাই বাহুল্য! স্বর্গ হইতে নরবাহনদত্তের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল, দেবতারা তাঁহার কত যে সুখ্যাতি করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, নরবাহনদত্ত সকলের সহিত গৌরীমুণ্ডের প্রাসাদে গেলেন। তখন গৌরীমুণ্ডের দলের সমস্ত বিদ্যাধরগণ আসিয়া তাঁহার শরণ লইল। তারপর ধনবতীর অনুরোধে সকলে গৌরীমুণ্ডের প্রাসাদেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সম্রাটের আদেশে বেগবতী ও প্রভাবতী গিয়া মানসবেগের রাজ্য হইতে মদনমঞ্চুকাকে লইয়া আসিলেন। নরবাহনদত্তের সহিত এতদিন পরে মিলিত হইয়া মদনমঞ্চুকার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সম্রাট্‌ও যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা ও মায়া মন্ত্র শিখাইয়া, তাঁহাকে বিদ্যাধরী করিলেন। তারপর প্রভাবতী দ্বারা ভগীরথযশাকে আনাইয়া তাঁহাকেও বিদ্যা এবং মন্ত্রাদি শিখান হইল। এইরূপে রাণীগণ একত্র হইলে পর, সম্রাট্ নরবাহনদত্ত তাঁহাদিগকে লইয়া গৌরীমুণ্ডের রাজ্যে কিছুকাল পরম সুখে কাটাইলেন।

একদিন নরবাহনদত্ত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় দুইজন বিদ্যাধর আসিয়া বলিল—"সম্রাট্! ধনবতীর কথায় আমরা মন্দরদেবের সংবাদ লইবার জন্য, বিদ্যাধররাজ্যের উত্তরভাগে গিয়াছিলাম। মন্দরদেবের সভায় গিয়া অদৃশ্য থাকিয়া শুনিলাম, তিনি সকলের সাক্ষাতে বলিতেছেন—'শুনিতে পাই, নরবাহনদত্ত নাকি গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগকে বধ করিয়া সম্রাট্ হইয়াছে।

সুতরাং এখন আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করা আবশ্যক।' এই কথা শুনিয়া আমরা আপনার নিকট সংবাদ দিতে চলিয়া আসিয়াছি।"

দূত মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্র, সভাস্থ সকলে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিল। সম্রাট্ তখনই সকলকে লইয়া রাণী ও মন্ত্রিগণের সহিত পদ্মরথে চড়িয়া, মন্দরদেবের রাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে একটি সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলে, রাজা বায়ুপথের কথায় নরবাহনদত্ত সেখানে স্নান করিলেন। তখন দৈববাণী হইল—"নরবাহনদত্ত! বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ ভিন্ন এই পুকুরে অন্য কেহ স্নান করিতে পারে না। সুতরাং তুমি যে বাস্তবিকই সম্রাট্ হইয়াছ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" স্নানের পর সকলে সেই জলাশয়ের তীরে দিন কাটাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথে রাজা বায়ুপথের রাজ্যে আসিলে, তাঁহার অনুরোধে নরবাহনদত্তকে একদিন সেখানে বিশ্রাম করিতে হইল।

পরদিন সৈন্যদল পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে, মন্দর নামে এক বিদ্যাধর সম্রাট্কে বলিলেন—"সম্রাট্! আমাদিগের শত্রু মন্দরদেবের রাজ্য বহুদূরে এবং তাহা সুরক্ষিত। সমগ্র বিদ্যাধর রাজ্যের সম্রাট্ হইতে হইলে, পূর্বে কতগুলি মহা মহা সম্পদ লাভ করা চাই, নতুবা মন্দরদেবকে জয় করা কঠিন। কারণ, তাঁহার রাজ্যে একটি গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। গহ্বরটির নাম 'ত্রিশীর্ষ'—বিখ্যাত যোদ্ধা দেবমায় তাহার প্রহরী। যে সম্রাট্ সেই সকল অদ্ভুত সম্পদ পাইয়াছেন, তিনিই শুধু বলপূর্বক গহ্বর পার হইতে পারেন। আর একটি চন্দনের গাছ আছে, সম্রাট্ ভিন্ন অন্য কেহ সে গাছের নিকটেও যাইতে পারে না; সে গাছটিকে বশ করা দরকার।

মন্দরের উপদেশে নরবাহনদত্ত রাত্রিতে সেই চন্দন গাছের

উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে কত রকমের ভয় তাঁহাকে বাধা দিতে আসিল! কিন্তু তিনি সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, নির্ভয়ে সেই গাছের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাছের চারিদিকে মূল্যবান্ পাথরের উঁচু বেদী। বেদীতে উঠিয়া তিনি গাছের পূজা করিলে পর গাছ বলিল—"সম্রাট্! তুমি আমাকে জয় করিয়াছ; আবশ্যকমত আমাকে স্মরণ করিলেই তোমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইব। তারপর তুমি অন্য মূল্যবান্ দ্রব্যগুলিও যখন লাভ করিবে, তখন মন্দরদেবকে জয় করা কঠিন হইবে না।" ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিলেন পরদিন প্রাতঃকালে সকলে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একদিন গোবিন্দকূট পর্বতে নরবাহনদত্ত সকলের সহিত বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছিলেন, এমন সময় সেখানে বিদ্যাধর অমৃতপ্রভ আসিয়া সম্রাট্কে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"মলয় পর্বতে বামদেব ঋষি থাকেন, তিনিই আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এখনই একবার সেখানে যাইতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত অমৃতপ্রভের সহিত শূন্যপথে তখনই মলয় পর্বতে গিয়া, বামদেব মুনির পায়ের ধূলা লইলেন। মুনিঠাকুর বলিলেন—"বৎস! তোমার কথা আমি যোগবলে সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে মন্দরদেবকে জয় করিতে যাইতেছ তাহাও জানি। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে—আমার এই আশ্রমে এক গভীর গহ্বরের মধ্যে, কতগুলি বহুমূল্য সম্পদ আছে। আমি সন্ধান বলিয়া দিতেছি, সেগুলি তোমাকে লাভ করিতে হইবে। এই সম্পদগুলি লাভ করিতে পারিলেই, মন্দরদেবকে জয়

করা মুহূর্তের কাজ। আর এই জন্যই মহাদেবের আদেশে আমি তোমাকে এখানে আনাইয়াছি।" এই কথা বলিয়া মুনিঠাকুর তাঁহাকে কতগুলি উপদেশ [illegible]ল পর নরবাহনদত্ত সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে প্রবেশমাত্র যত সব বাধা বিপদ আরম্ভ হইল! সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া খানিক দূর গেলে পর, মহা ভয়ঙ্কর এক হস্তী, ভীষণ গ[illegible] করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহার কপালে প্রচণ্ড কীল মারিয়াই দাঁতের উপর ভর করিয়া, একেবারে তাহার পি[illegible] চড়িয়া বসিলেন। সেই মুহূর্তে শূন্যবাণী শুনিতে পাওয়া গেল—"সম্রাট্! ধন্য তুমি, বিজয়ী হাতীটিকে জয় করিয়াছ।" ইহার পর নরবাহনদত্ত দেখিলেন, সম্মুখে একটি তলোয়ার ঝুলিতেছে; তিনি নির্ভয়ে সেটাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিনি হাতী, তলোয়ার ও চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি পাঁচটি মূল্যবান্ সম্পদ পাইলেন! পূর্বে সেই সরোবর এবং চন্দনের গাছ জয় করিয়াছেন, সুতরাং সবশুদ্ধ তাঁহার সাতটি সম্পদ লাভ হইল। তখন মুনিঠাকুরের নিকট ফিরিয়া গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

বামদেব ঋষি বলিলেন—"তবে আর ভাবনা কি বৎস? এখন নির্ভয়ে গিয়া মন্দরদেবকে জয় করিয়া, সমগ্র বিদ্যাধররাজ্যের সম্রাট্ হও এবং সুখে রাজ্য পালন কর।" তখন মুনিঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া নরবাহনদত্ত গোবিন্দকূট পর্বতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। ইহার পর সম্রাট্ নরবাহনদত্ত সৈন্যদল ও বন্ধুগণের সহিত মন্দরদেবকে জয় করিবার জন্য, পদ্মরথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা মানস সরোবর পার হইলেন, গণ্ডশৈল পশ্চাতে পড়িল এবং ক্রমে কৈলাস পর্বতের নীচে উপস্থিত হইয়া, মন্দাকিনী নদীর তীরে তাঁবু ফেলিলেন। তখন পরমজ্ঞানী মন্দররাজ বলিলেন—"সম্রাট্! এখানে সেনাদল অপেক্ষা করুক; কৈলাস

পর্বত পার হইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। পর্বতে মহাদেব থাকেন, ইহা পার হইলে আপনার সমস্ত বিদ্যার বল নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং ত্রিশীর্ষ গহ্বর দিয়া মন্দরদেবের রাজ্যে যাইতে হইবে। মহাবীর রাজা 'দেবমায়' গহ্বর রক্ষা করেন, তিনি বড় রাগী—তাঁহাকে জয় করিতে না পারিলে চলিবে না। রাজা মন্দরের কথায় ধনবতীও সায় দিলে পর নরবাহনদত্ত স্থির করিলেন, সেইখানেই একদিন বিশ্রাম করিবেন।

এদিকে দূত পাঠাইয়া দেবমায়কে সংবাদ দেওয়া হইল, তিনি যেন গহ্বরের পথটি ছাড়িয়া দেন। দেবমায় বলিয়া পাঠাইলেন, "বিনা যুদ্ধে আমি গহ্বরের পথ ছাড়িব না।" যাহা হউক, পরদিন সেনাদল লইয়া নরবাহনদত্ত গহ্বরের মুখে উপস্থিত হইলে, দেবমায়ও সাজিয়া বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চণ্ডসিংহ দেবমায়ের সেনাপতি 'বরাহকে' বধ করিলেন। দেবমায়ের সহিত নরবাহনদত্ত ভীষণ যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, তিনি বিদ্যাবলের সাহায্য ছাড়া শুধু সাধারণভাবে যুদ্ধ করিয়াই, মহাবীর দেবমায়কে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার পর দেবমায়ের সৈন্যগণ ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। নরবাহনদত্ত দেবমায়কে মুক্ত করিয়া, তাঁহার আদর যত্নের ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দেবমায় বলিলেন—"আপনি সত্যসত্যই আমাদিগের সম্রাট্! এখন হইতে আপনার বশ হইয়া আপনার বন্ধু হইলাম।"

পরদিন নরবাহনদত্ত সকলের সহিত গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। গহ্বরের ভিতরের গভীর অন্ধকার চন্দ্রকান্তমণির আলোকে দূর হইল। গুহ্যকদিগের উৎপাত বিজয়ী তলোয়ার দেখিয়া দূরে পলায়ন করিল। তারপর আর এক বাধা! গহ্বরের পথে প্রকাণ্ড বড় বড় থাম—পথ একেবারে বন্ধ! তখন সেই বলবান্ হাতীটিকে স্মরণ করিবামাত্র, সে আসিয়া থামগুলিকে চুরমার করিয়া দিল—পথ

এতবড় প্রসিদ্ধ যোদ্ধাটিকেও অনায়াসে বন্দী করিলেন। আবার বন্দী করার পর তাহাকে পুনরায় মুক্তি দিয়া সন্তুষ্ট করিতেও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, ধূমশিখ তখনই তাঁহার শরণ লইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মন্দরদেবের সহিত যুদ্ধ! একপক্ষে চণ্ডসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ, অন্যপক্ষে কাঞ্চনদংষ্ট্র প্রভৃতি মন্দরদেবের সেনাপতিগণ। সে যুদ্ধে পৃথিবী কাঁপিল, পাহাড় পর্বত টলমল করিয়া উঠিল। মৃত সৈন্যদের রক্তে কৈলাস পর্বত একেবারে লাল! শূন্যে থাকিয়া দেবতাগণ ও দেবর্ষি নারদ যুদ্ধের তামাসা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা পূর্বে কত বড় বড় দেবাসুর সংগ্রাম দেখিয়াছেন, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাদিগেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ইতিমধ্যে কাঞ্চনদংষ্ট্র ভীষণ এক গদা লইয়া চণ্ডসিংহের মাথায় দারুণ আঘাত করিল। ধনবতী যখন দেখিলেন, সেই আঘাতে পুত্র চণ্ডসিংহ অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। শোকে পাগলের মত হইয়া, তিনি বিদ্যাবলে উভয় সৈন্যদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন—জ্ঞান রহিল শুধু নরবাহনদত্ত ও মন্দরদেবের। ক্রুদ্ধ হইলে ধনবতী বিদ্যাবলে পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া দেবতারা পর্যন্ত পলায়ন করিলেন।

এদিকে নরবাহনদত্তকে একাকী দেখিয়া মন্দরদেব তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন মায়াবিদ্যার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মন্দরদেব হইলেন হাতী, নরবাহনদত্ত সিংহ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে মায়ার খেলা চলিল। অবশেষে কিছুতেই না পারিয়া, মন্দরদেব পুনরায় নিজমূর্তি ধরিলে, নরবাহনদত্ত আশ্চর্য কৌশলে এক আঘাতে তাঁহার হাতের তলোয়ার ফেলিয়া দিলেন। তখন মন্দরদেব মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলে, সম্রাট্ তাঁহার

চুলের মুঠি ধরিয়া মাথাটি কাটিবেন এমন সময় মন্দরদেবের ভগিনী আসিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন—"দোহাই সম্রাট্! দয়া করিয়া আমার ভাইটিকে রক্ষা করুন।" এ কথায় সম্রাট্ মন্দরদেবকে ছাড়িয়া দিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মন্দরদেব তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

মন্দরদেব চলিয়া গেলে, ধনবতী তাঁহার পুত্র এবং সেনাদলকে সুস্থ করিলেন। এইরূপে কৈলাস পর্বতের উত্তর ভাগেও নরবাহনদত্তের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতঃকালে, নরবাহনদত্ত সকলের সহিত কৈলাস পর্বত ছাড়িয়া মন্দরদেবের রাজ্যে চলিলেন। সেখানে গিয়া ভাবিলেন—"মহাদেবের কথামত মন্দরদেবের রাজ্যটি অমিতগতির পাইবার কথা। যুদ্ধের পূর্বে আমার শ্বশুর পিঙ্গলগান্ধারও একথা বলিয়াছিলেন।" এই ভাবিয়া তিনি অমিতগতিকে মন্দরদেবের রাজ্য দান করিয়া, অমিতগতির অনুরোধে সেখানে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন মহর্ষি নারদ আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ! বিদ্যাধর রাজ্যের উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগেই আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন ঋষভ পর্বতে আপনার অভিষেক হইবে। বিদ্যাধর সম্রাট্গণের অভিষেক সেখানেই হইয়া থাকে। সুতরাং আপনি ঋষভ পর্বতে যাত্রা করুন।" এই বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

নারদের উপদেশে ঋষভ পর্বতে গিয়া নরবাহনদত্ত ভাবিলেন—"নিকটেই কৈলাস পর্বত, সুতরাং সেখানে গিয়া এখনই মহাদেবের পূজা করিব।" এই ভাবিয়া, গোমুখের সহিত কৈলাস পর্বতে গিয়া, মহাদেব ও পার্বতীর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাদেব বলিলেন—"বৎস! এখানে আসিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ, নতুবা তোমার

ক্ষতি হইত। এখন তোমার বিদ্যা ও মন্ত্র প্রভৃতি সকলই চিরকাল সবল থাকিবে। এখন যাও, আমার আশীর্বাদে তোমার অভিষেক মঙ্গলমত শেষ হউক।" ইহার পর নরবাহনদত্ত মহাদেব ও পার্বতীকে বন্দনা করিয়া, ঋষভ পর্বতে চলিয়া আসিলেন।

দেখিতে দেখিতে সম্রাটের অভিষেক আরম্ভ হইল। বিদ্যাধরগণ সকলে কত মূল্যবান উপহার—হীরা, মণি, মাণিক্য লইয়া আসিলেন। অভিষেকের সময় সকলে নরবাহনদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সম্রাট্! আপনার সহিত কোন্ রাণী সিংহাসনে বসিবেন এবং কাহাকে পাটরাণী করা হইবে?" সম্রাট্ বলিলেন—"মদনমঞ্চুকা।" এই উত্তর শুনিয়া সকলে ভাবিতে লাগিলেন—"বিদ্যাধর বংশের এতগুলি রূপবতী ও গুণবতী রাণী থাকিতে, সম্রাট্ কেন মানবী মদনমঞ্চুকাকে পাটরাণী করিতে চাহিতেছেন?" মনে হইল যেন এই কথা ভাবিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন দৈববাণী হইল—"শুন বিদ্যাধরগণ! মদনমঞ্চুকা মানবী নহেন, দেবী—কামদেবের অবতার নরবাহনদত্তের স্ত্রী হইবার জন্য, রতির অংশে পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে।" এই দৈববাণী শুনিয়া বিদ্যাধরগণের মনে দ্বিধা রহিল না। তখন সকলে মদনমঞ্চুকাকে পাটরাণী করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন—অভিষেক শেষ হইয়া গেল।

অভিষেকের পর নরবাহনদত্ত পিতামাতার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। রাজা বায়ুপথকে ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি এখনই কৌশাম্বী চলিয়া যান। পিতামাতার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লইয়া আসুন।" এ কথায় সত্তর লক্ষ বিদ্যাধর অনুচর সঙ্গে লইয়া, রাজা বায়ুপথ কৌশাম্বী চলিলেন। সেখানে পৌঁছিলে পর, রাজা উদয়ন পরম যত্নের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে আনন্দের ধারা বহিল, পুত্রকে দেখিবার জন্য প্রাণ পাগল হইয়া উঠিল। তখনই যাত্রার আয়োজন

করিতে আদেশ হইল। শুভদিনে যাত্রা করিয়া উদয়ন সকলের সহিত যথা সময়ে ঋষভ পর্বতে পৌঁছিলেন।

দূর হইতে পিতামাতাকে দেখিতে পাইয়া নরবাহনদত্ত অগ্রসর হইয়া গেলে পর, রাজা উদয়ন তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর আনন্দের কথা আর কি বলিব! তাঁহাদিগের আদর পাইয়া নরবাহনদত্তের মনে হইল, যেন পুনরায় তাঁহার শিশুকালই ফিরিয়া আসিয়াছে। এতদিন পরে পিতামাতার এই আদরে তাঁহার প্রাণ মন গলিয়া গেল—চক্ষে জল আসিল। বহুদিন পরে জামাতা ও কন্যাকে দেখিয়া কলিঙ্গসেনাও কি কম সন্তুষ্ট হইলেন! তাঁহার চক্ষু জুড়াইল, জীবন ধন্য হইল।

তখন সকলে নিজ নিজ আসনে বসিলে, নরবাহনদত্ত পুনরায় সম্রাটের আসনে বসিলেন। বাসবদত্তা নূতন রাণীদিগের সকলের পরিচয় লইলে পর, সকলেই তাঁহার ও পদ্মাবতীর পায়ের ধূলা লইলেন। রাজা উদয়ন ও তাঁহার মন্ত্রিগণ, নরবাহনদত্তের দেবতার মত সৌভাগ্য ও সম্পদ দেখিয়া মনে করিলেন, চন্দ্রবংশ ধন্য হইয়া গেল।

ইহার পর কিছুকাল দেবতার মত পরমসুখে সেখানে বাস করিয়া, উদয়ন একদিন নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"বাবা! তুমি মানুষ হইয়াও মহাদেবের কৃপায় দেবতার অধিকার পাইয়াছ, এখন তুমি এখানে সুখে বাস কর। কিন্তু বাবা! আমার মনে বৎসের প্রতি টান পড়িয়াছে, সুতরাং এখন আমি কৌশাম্বী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সুবিধামত আমাকে সংবাদ দিও, আমি আসিয়া মাঝে মাঝে তোমাকে দেখিয়া যাইব।" এইরূপে পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া, রাজা উদয়ন সকলের সহিত কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিনে মহাদেবের বর ফলিল। নরবাহনদত্ত সমগ্র বিদ্যাধর রাজ্যের সম্রাট্ হইয়া মদনমঞ্চুকা প্রভৃতি রাণীগণের সহিত পূর্ণ এক দেবকল্প কাল পরমসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ছেলেদের
বেতাল-পঞ্চবিংশতি

সূচনা

উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্বসেনের ছয় পুত্র ছিল। রাজকুমারদিগের সকলেই গুণবান্ ও সর্ববিষয়ে বিশারদ ছিলেন। গন্ধর্বসেনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শঙ্কু রাজা হইলেন। শঙ্কুর যিনি ছোট, তাঁহার নাম ছিল বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য, কি না বিক্রমে আদিত্য অর্থাৎ সূর্যের ন্যায়। তিনি কত বড় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা তাঁহার নামের অর্থ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। রাজা শঙ্কু, বিক্রমাদিত্যের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে বিক্রমাদিত্যই তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন; এবং ক্রমে তিনি

বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সুশাসনের গুণে সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া দীর্ঘকাল পরম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য মনে করিলেন, প্রজারা কিরূপ ভাবে দিন কাটাইতেছে, তাহা তিনি নিজ চক্ষে দেখিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া, ছোট ভাই ভর্তৃহরিকে রাজ্যভার দিয়া, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুকাল পরে, স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মিলে, ভর্তৃহরিও রাজ্য ধন সমস্ত ছাড়িয়া একাকী সন্ন্যাসীর বেশে বনে গমন করিলেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল।

এই সংবাদ শ্রবণে, দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের রাজ্য রক্ষার জন্য এক যক্ষকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ভর্তৃহরির রাজ্যত্যাগের সংবাদ দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইলে, ক্রমে তাহা বিক্রমাদিত্যের কানেও পৌঁছিল। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলেন। মধ্যরাত্রে নগরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে প্রহরী যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া বলিল—"তুই কে? কোথায় যাইতেছিস্? তোর নাম কি বল্।" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"তুই কে? কিজন্য আমাকে বাধা দিতেছিস্?"

যক্ষ কহিল—"ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, তাই দেবরাজ ইন্দ্রের হুকুমে আমি এ নগর রক্ষা করিতেছি।"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"ভর্তৃহরি আমারই ছোট ভাই। আমি এ রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য।"

এ কথায় যক্ষ বলিল—"তুমি যদি রাজা বিক্রমাদিত্য হও, তবে যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত কর—নতুবা কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।" রাজা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন দুইজনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্য যক্ষকে পরাজিত করিয়া, তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া,

বুকে চড়িয়া বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল—"মহারাজ! আমি বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই রাজা বিক্রমাদিত্য। এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার প্রাণ বাঁচাইতেছি।"

ইহা শুনিয়া, রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আমি তোকে পরাজিত করিয়া, তোর বুকে চড়িয়া বসিয়াছি—ইচ্ছা করিলেই তোকে বধ করিতে পারি। আর তুই কিনা বলিতেছিস্, আমার প্রাণ বাঁচাইবি! তুই কি পাগল হইয়াছিস্?" যক্ষও হাসিয়া বলিল—"মহারাজ! আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি যাহা বলিব সেইরূপ কার্য করিলে, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া নিরাপদে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া, বিক্রমাদিত্য সবিস্ময়ে যক্ষকে তখনই ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে বলিল—"মহারাজ! ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। একদিন তিনি শিকার করিতে গিয়া দেখিলেন, বনের মধ্যে এক তপস্বী, মাথা নীচের দিকে রাখিয়া, গাছে ঝুলিয়া ধূমপান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, তপস্বী কাহারও সহিত কথা বলেন না; বহুকাল যাবৎ এই ভাবে কঠোর তপস্যা করিতেছেন। রাজা নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন সভায় বসিয়া সকলকে এই যোগীর সংবাদ দিয়া বলিলেন—'যদি কেহ যোগীকে রাজধানীতে আনিতে পার, তবে লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার দিব।'

রাজবাড়ীর নিকটেই এক গরীব গৃহস্থ থাকিত; তাহার পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এক কন্যা ছিল। রাজার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সে একদিন রাজসভায় গিয়া বলিল—'মহারাজ! অনুমতি পাইলে আমি ঐ তপস্বীর তপোভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে পারি।' রাজা তখনই হুকুম দিলেন। কন্যাও সেই যোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিছুদিন পরে, সে যোগীর আশ্রমে

উপস্থিত হইয়া দেখিল—সত্য সত্যই তিনি মাথা নীচের দিকে রাখিয়া, গাছে ঝুলিয়া ধূমপান করিতেছেন। তাঁহার শরীর অস্থিচর্মসার এবং চক্ষু মুদ্রিত। বুদ্ধিমতী কন্যা বুঝিতে পারিল, যোগীর এই কঠোর ধ্যান হঠাৎ ভঙ্গ করা অসম্ভব। তখন সে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, এক উপায় স্থির করিল। নিকটেই একখানি সুন্দর কুটীর প্রস্তুত করাইয়া, যোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিল। প্রতিদিন মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া অল্প অল্প করিয়া যোগীর মুখে দেয়, যোগী তাহা ভক্ষণ করেন। এইরূপে কিছুদিন মোহনভোগ খাইয়া যোগীর শরীরে বল ফিরিয়া আসিল, এবং সর্বাঙ্গে দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি তখন চক্ষু মেলিয়া সেই কন্যাকে দেখিতে পাইয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? একাকী এই নির্জন বনে কেন আসিয়াছ?'

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া কন্যা বলিল—'প্রভু! আমি দেবকন্যা। তপস্যার জন্য এই বনে আসিয়া নিকটেই বাস করিতেছি। ভাগ্যক্রমে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, আমি ধন্য হইলাম!' তপস্বী কহিলেন—'সুন্দরি! আমি তোমাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার ভদ্রতায় ও সেবায় পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার আশ্রম দেখিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। আপত্তি না থাকিলে আমাকে সেখানে লইয়া চল।'

কন্যা যোগীকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়া, পরম যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। যোগী তাহার সেবা যত্নে ও মিষ্ট স্বভাবে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহার সহিত সুখে সংসারবাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। এইরূপে সন্ন্যাসী ক্রমে ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন।

কিছুকাল পরে, একদিন কন্যা বলিল—'প্রভু! এতদিন আমরা শুধু সংসারের সুখ লইয়া ব্যস্ত রহিলাম; এখন তীর্থযাত্রা

করিয়া কিছু পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত।' এইরূপে যোগীকে ফাঁকি দিয়া এবং পুত্রকে তাঁহার কাঁধে চড়াইয়া, কন্যা তাঁহাকে চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। রাজসভার নিকট উপস্থিত হইলে,

…যোগীকে ফাঁকি দিয়া……চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল

রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া এবং সন্ন্যাসীর কাঁধে পুত্র দেখিয়া সভাসদ্‌গণকে বলিলেন—'দেখ, দেখ! সেই কন্যা তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আমি ইহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি!'

রাজার এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর হঠাৎ চৈতন্য হইল। তখন নিজের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাজা চন্দ্রভানুই তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়া এই কন্যাকে পাঠাইয়াছিলেন! রাগে তাঁহার

সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন পুত্রকে মাটিতে ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর, পুনরায় বনে গিয়া অধিকতর নিষ্ঠার সহিত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে সিদ্ধিলাভ করিয়া, তিনি রাজা চন্দ্রভানুকে বধ করিতে মুহূর্তকালও বিলম্ব করিলেন না।"

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া যক্ষ পুনরায় বলিল—"মহারাজ! তুমি, রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ যোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তুমি রাজা হইয়া পৃথিবী পালন করিতেছ। চন্দ্রভানু তেলির ঘরে জন্মিয়াও কপালগুণে ভোগবতী নগরের রাজা হইয়াছিল। আর যোগী কুমার হইয়াও যোগবলে চন্দ্রভানুকে বধ করিয়াছে এবং তাহাকে বেতাল করিয়া এক শ্মশানে শিরীষ গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এখন সে তোমাকেও বধ করিবার চেষ্টায় আছে। ইহাতে কৃতকার্য হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এখন তুমি যদি তাহার হাত হইতে নিস্তার পাও, তবেই চিরজীবন পরমসুখে রাজত্ব করিতে পারিবে। মহারাজ! এসব কথা ত আর তুমি জানিতে না, সুতরাং তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়া তোমার প্রাণ বাঁচাইলাম।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া যক্ষ চলিয়া গেল। রাজাও মহা বিস্মিত হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে, রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া রাজবাড়ীতে মহা আনন্দ-উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।

কিছুদিন পরে, রাজসভায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া বিক্রমাদিত্যের হাতে একটি বেল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইলে, রাজা মনে মনে ভাবিলেন—"যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছিল, এ বোধ হয় সেই লোক। যাহা হউক, এই বেল হঠাৎ খাওয়াটা উচিত হইবে না।" ইহা ভাবিয়া,

বিক্রমাদিত্য ফলটি কোষাধ্যক্ষকে রাখিয়া দিতে বলিলেন। তখন হইতে সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং একটি করিয়া বেল দিয়া যান।

একদিন রাজা বন্ধুদিগের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া পূর্বের ন্যায় বেল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। হাত পাতিয়া বেলটি লইবার সময় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার ভিতর হইতে একটি অদ্ভুত রত্ন বাহির হইল। রত্নটি এতই উজ্জ্বল যে, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন! তখন রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কেন আমাকে এরূপ মহামূল্য রত্ন দিলেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ! শাস্ত্রে আছে—রাজার নিকট শূন্য হাতে যাইতে নাই, এইজন্য আমি রত্নগর্ভ বেল লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। শুধু এই বেলটির মধ্যেই রত্ন আছে, এরূপ মনে করিবেন না। এপর্যন্ত আপনাকে যতগুলি বেল দিয়াছি, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করিয়া এইরূপ রত্ন পাইবেন।" রাজা তখন ফিরিয়া আসিয়া, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমাকে যতগুলি বেল রাখিতে দিয়াছি, সমস্ত লইয়া আইস।" রাজাজ্ঞায় কোষাধ্যক্ষ সমস্ত বেল আনিয়া উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক বেল ভাঙ্গিয়া, তাহার ভিতরে এক একটি রত্ন দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তারপর সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি যোগী হইয়া এতগুলি অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন এবং আমাকেই বা সেগুলি দিবার কারণ কি? আপনার যদি বিশেষ কোন অভিপ্রায় থাকে, বলুন—আমি নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব।"

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমি গোদাবরী তীরে এক শ্মশানে মন্ত্রসাধন

করিব, তাহাতে অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে। সেজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, একদিন তুমি সন্ধ্যার সময় আমার নিকট গিয়া সকাল পর্যন্ত থাকিবে। তুমি আমার নিকটে থাকিলেই আমার সিদ্ধিলাভ হইবে।" রাজা বলিলেন—"আমি নিশ্চয়ই যাইব। কবে যাইতে হইবে বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আগামী ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সন্ধ্যার সময় আমার কুটীরে যাইবে।" রাজা সম্মত হইলেন, সন্ন্যাসীও চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী রাজাকে আড়ালে লইয়া বলিলেন (পৃঃ ২২৩)

ক্রমে কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইলে, বিক্রমাদিত্য একখানি তলোয়ার সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, যোগী শ্মশানে যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে অসংখ্য ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সন্ন্যাসী নিজে দুই হাতে মড়ার মাথা লইয়া বাদ্য করিতেছেন। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া রাজা একটুও ভয় পাইলেন না। সন্ন্যাসীকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমি আসিয়াছি, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।" যোগী কহিলেন—"মহারাজ! সাধু লোকেরা চিরদিন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। তোমার কথা মত তুমি যে আমার আশ্রমে আসিয়াছ, তাহাতে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে—এখান হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে গেলে

এক শ্মশান দেখিতে পাইবে। সেই শ্মশানে দেখিবে একটা শিরীষ গাছে একটা শব ঝুলিতেছে। ঐ শব আমার নিকট লইয়া আইস।" শব আনিবার জন্য রাজা তখনই প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী দুইহাতে মড়ার মাথা লইয়া বাদ্য করিতেছেন।

একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি, চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার; তাহাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভূত-প্রেতের ভীষণ কোলাহল! কিন্তু রাজা বিন্দুমাত্রও ভয় না পাইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে ভূতের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। তাহাতেও বিচলিত না হইয়া শেষে তিনি শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা চারিদিক্ খুঁজিয়া অবশেষে সেই শিরীষ গাছের নিকটে গিয়া দেখিলেন, সমস্ত গাছটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে! আর চারিদিকে কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্ শব্দ।

ইহা দেখিয়াও রাজা ভয় পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন—যক্ষ যে যোগীর কথা বলিয়াছিল, এ ব্যক্তি সেই;

তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তারপর গাছের নিকটে গিয়া দেখিলেন, সেই শব মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলান রহিয়াছে। রাজা গাছে উঠিয়া, তলোয়ার দিয়া শবের বাঁধনের দড়ি কাটিয়া দিলেন। শব মাটিতে পড়িবামাত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শবের ক্রন্দন শুনিয়া রাজা নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাছ হইতে নামিয়া, উহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কেন তোমার এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে?" শব খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল! রাজা অধিকতর আশ্চর্য হইলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে শব পুনরায় গাছে উঠিয়া ঝুলিয়া রহিল! রাজাও তৎক্ষণাৎ গাছে উঠিয়া পুনরায় দড়ি কাটিলেন বটে, কিন্তু এবারে শবটাকে ফেলিয়া না দিয়া, এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া নামিয়া আসিলেন। তারপর, কতরকমে মিনতি করিয়া তিনি তাহার দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা মনে মনে ভাবিলেন—যক্ষের নিকট যে তেলির কথা শুনিয়াছিলাম, এ শব তাহারই। আর এই যোগীও সেই কুমার; যোগসিদ্ধির জন্য তেলিকে বধ করিয়া শ্মশানে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! তখন তিনি শবটাকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্ধেক পথ আসিলে শবের ভূত বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে বীরপুরুষ! তুমি কে? আমাকে কোথায় এবং কিজন্য লইয়া যাইতেছ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশী নামক যোগীর কথায় তোমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি।" তখন বেতাল বলিল—"মহারাজ! মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা ঘুমাইয়া এবং ঝগড়া-বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত লোকেরা

সর্বদা শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকার্য করিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথটা চুপ করিয়া না গিয়া, আমি কয়েকটি গল্প বলিতেছি, শুন। প্রত্যেক গল্প শেষ করিয়া তোমাকে প্রশ্ন করিব। যদি তাহার ঠিক উত্তর দাও, তবে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব। আর যদি জানিয়া শুনিয়া ঠিক উত্তর না দাও, তবে তখনই তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে।" বেতালের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, শব লইয়া রাজা যোগীর আশ্রমে চলিলেন। বেতালও পথে যাইতে যাইতে গল্প আরম্ভ করিল।

বেতাল বলিল—"মহারাজ ! শুন—

বারাণসী নগরে মহা ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন ; তাঁহার নাম ছিল প্রতাপমুকুট। রাজার রাণীর নাম মহাদেবী এবং পুত্রের নাম ছিল বজ্রমুকুট। রাজকুমার বজ্রমুকুট মন্ত্রীপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীপুত্রের সহিত শিকার করিতে গেলেন। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, ক্রমে তাঁহারা একটি সুন্দর পুকুর দেখিতে পাইলেন। নিকটেই একটি বকুল গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া রাজপুত্র সেই পুকুরের জলে স্নান করিলেন। পুকুরের পাড়ে মহাদেবের মন্দির ছিল। স্নানের পর রাজকুমার মহাদেবের মন্দিরে পূজা করিয়া, কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। সেই সময়ে এক পরমসুন্দরী রাজকন্যাও সহচরীদিগের সহিত পুকুরের অপর

পারে আসিয়া স্নান ও পূজা শেষ করিয়া গাছের ছায়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। রাজকন্যাকে দেখিয়া বজ্রমুকুটের মন মুগ্ধ হইল।

...বজ্রমুকুট রাজকন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

রাজকন্যাও তাঁহাকে দেখিয়া মাথার পদ্মফুলটি হাতে লইয়া, প্রথমে কানে লাগাইলেন; তারপর দাঁত দিয়া ফুলটিকে কাটিয়া পায়ের তলায় ফেলিলেন। পরে পুনরায় ফুলটি তুলিয়া লইয়া বুকে রাখিয়া, বার বার রাজকুমারকে দেখিতে দেখিতে সহচরীদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমারী চলিয়া গেলে, বজ্রমুকুট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া

পড়িলেন। তিনি মন্ত্রীপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন—'বন্ধু! এইমাত্র আমি পরমাসুন্দরী এক কন্যা দেখিয়াছি—তাহার নাম, ধাম কিছুই জানি না; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—তাহাকে বিবাহ করিব, না হয় জীবন বিসর্জন দিব।' এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র তাঁহাকে লইয়া তখনই ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন হইতে রাজপুত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একাকী নির্জনে মলিন মুখে বসিয়া থাকেন; কাহারও সহিত কথাবার্তা বলেন না। অবশেষে, তিনি নিজ হাতে সেই কন্যার ছবি আঁকিয়া দিনরাত্রি কেবলই সেই ছবির সম্মুখে বসিয়া থাকেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেন না। মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে কত রকমে বুঝাইলেন, কত তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

প্রিয় বন্ধুর এই দুর্দশা দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র ভাবিলেন—'ইনি দেখিতেছি নিতান্তই পাগল হইয়াছেন। এখন ইহার প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করা আবশ্যক।' এই ভাবিয়া, একদিন তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা বন্ধু! এই কন্যা চলিয়া যাইবার সময় কি তোমাকে কিছু বলিয়াছিল?' রাজকুমার বলিলেন —'না বন্ধু! কন্যা যাইবার সময় আমাকে কোন কথাই বলে নাই। তবে কিনা, কি একটি সঙ্কেত করিয়াছিল।' এই কথা বলিয়া, তিনি মন্ত্রীপুত্রকে সেই পদ্মফুলের বিষয় বলিলেন। পদ্মফুলের বিবরণ শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন —'আর চিন্তা কি! আমি সেই সঙ্কেতের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। কন্যার নাম, ধাম সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিলাম, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব।' ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—'যদি সব বুঝিয়া থাক, শীঘ্র আমাকে বল। শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হই।' তখন মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! শুন—কন্যা পদ্মফুল কানে লাগাইয়া, তোমাকে জানাইয়াছেন— "আমি কর্ণাটবাসিনী।" দাঁত দিয়া ফুলটাকে কাটিয়া বলিয়াছেন—

"আমি দন্তবাট রাজার কন্যা।" তারপর, ফুলটাকে পায়ের তলায় ফেলিয়া বলিয়াছেন—"আমার নাম পদ্মাবতী।" আর বুকে রাখিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছেন—"তোমার কথা আমার মনে থাকিবে।"

বন্ধুর এই কথা শুনিয়া, রাজকুমারের আহ্লাদের সীমাই রহিল না। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন —'আমাকে শীঘ্র কর্ণাট নগরে লইয়া চল।' তখন কালবিলম্ব না করিয়া, উভয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া রাজবাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা তাহার ঘরের দরজায় বসিয়া আছে।

ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহারা বৃদ্ধার নিকটে গিয়া বলিলেন —'মা, আমরা বিদেশী বণিক্; বাণিজ্যের জন্য এখানে আসিয়াছি। দয়া করিয়া তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও।' বৃদ্ধা তাঁহাদের সুন্দর আকৃতি দেখিয়া এবং মিষ্ট কথাবার্তায় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'বাবা! এটা তোমাদেরই বাড়ী, যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার।' রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র এইরূপে বৃদ্ধার বাড়ীতে স্থান পাইলেন। কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধা তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তোমাদের পরিবারে তোমরা কয়জন আছ? কি করিয়া তোমাদের সংসার চলে?' বৃদ্ধা বলিল—'বাবা! আমরা দুটি প্রাণী—আমি আর আমার পুত্র। পুত্র রাজবাড়ীতে কাজ করে, রাজা তাহাকে বড় ভালবাসেন। আমি পূর্বে রাজকুমারী পদ্মাবতীর ধাত্রী ছিলাম। এখন বুড়া হইয়াছি, ঘরেই থাকি। রাজা দয়া করিয়া খাইতে পরিতে দেন। আর রাজকন্যা আমাকে বড় ভালবাসেন, তাই রোজ একবার তাঁহাকে দেখিতে যাই।'

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—'কাল যখন রাজকুমারীর কাছে যাইবে, আমাকে বলিও—আমি তাঁহার নিকট একটি সংবাদ

পাঠাইব।' বৃদ্ধা বলিল—'যদি বিশেষ আবশ্যক থাকে বল, আমি এখনই রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি।' এ কথায় রাজকুমার

…ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহারা বৃদ্ধার নিকটে গিয়া বলিলেন—

নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'রাজকুমারীকে বলিও—পুকুরের ধারে যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে সে তোমার সঙ্কেত মত এখানে আসিয়াছে।'

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা রাজবাড়ীতে গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল কন্যা নির্জনে একাকী বসিয়া আছেন। তখন সে বলিল—'বাছা! ছেলেবেলায় কত যত্নে তোমাকে মানুষ করিয়াছি। এখন ভগবানের কৃপায় বড় হইয়াছ। আমার একান্ত

ইচ্ছা, শীঘ্র উপযুক্ত পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ হয়। শুক্ল পঞ্চমীতে, এক পুকুরের ধারে, তুমি যে রাজকুমারকে দেখিয়া পদ্মফুল দিয়া সঙ্কেত করিয়াছিলে তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমি বলি, এই রাজকুমারই তোমার উপযুক্ত পাত্র। তোমার যেমন রূপ ও গুণ, তাঁহারও ঠিক তেমনই।'

এই কথা শুনিবামাত্র রাজকন্যা, হাতে চন্দন মাখাইয়া বৃদ্ধার দুই গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্তঃপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া বৃদ্ধা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজকুমারকে সব কথা বলিল। তাহা শুনিয়া রাজকুমার নিতান্ত নিরাশ হইয়া বন্ধুকে বলিলেন—'হায়, হায়! এখন কি করি? রাজকুমারী নিশ্চয় আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, নতুবা আমার দূতীকে এরূপ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবেন কেন?' মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! না বুঝিয়া এত ব্যস্ত হও কেন? হাতে চন্দন মাখিয়া দুই গালে দুইটি চড় মারাতে বৃদ্ধার গালে দশটি আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে। তাহার অর্থ এই—শুক্লপক্ষের আর দশ দিন অবশিষ্ট আছে। তারপর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে তোমার সহিত রাজকুমারীর দেখা হইবে।'

কৃষ্ণপক্ষ আসিল। বৃদ্ধা পুনরায় রাজকুমারীর নিকট গিয়া রাজকুমারের কথা বলিলে তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া অন্তঃপুরের খিড়্‌কী দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তখনই ফিরিয়া গিয়া রাজকুমারকে সব কথা বলিল। তিনি শুনিয়া পুনরায় বিষণ্ণ হইলেন দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! চিন্তা করিও না, এবারে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আজ রাত্রে সেই খিড়্‌কী দরজার নিকট যাইবার জন্য কন্যা তোমাকে আদেশ করিয়াছেন।' রাজকুমার মহা সন্তুষ্ট হইয়া সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাজকুমার বিবাহযোগ্য বেশ করিয়া

অন্তঃপুরের খিড়্কী দরজায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, রাজকুমারীও বিবাহের সাজে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন রাজকুমার সখীদিগকে সাক্ষী করিয়া গন্ধর্বমতে মালা বদল করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না। বিবাহের পর রাজকুমারীর অনুরোধে তাঁহাকে অন্তঃপুরে যাইতে হইল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতে চাহিলে রাজকুমারী বলিলেন—'আমার অন্তঃপুরে সখীগণ ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, তুমি নির্ভয়ে এখানে থাক।' এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজকুমার অন্তঃপুরে পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে রাজকুমার দেশে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ক্রমে একমাস কাটিয়া গেল, তবু রাজকুমার ফিরিবার অনুমতি পাইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া একদিন নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি নিতান্ত নরাধম! সামান্য সুখের জন্য পিতা, মাতা, জন্মভূমি সব ছাড়িলাম! একমাস যাবৎ প্রিয় বন্ধুর কোন সংবাদ লইলাম না! না জানি বন্ধু আমাকে কত অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর মনে করিতেছেন!'

রাজকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজকন্যা হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তুমি কি চিন্তা করিতেছ বল।' বজ্রমুকুট বলিলেন—'একমাস যাবৎ আমার বন্ধুর কোন সংবাদ জানি না। না জানি তিনি কেমন আছেন।'

রাজকুমারের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী বলিলেন—'বন্ধুকে না দেখিয়া মনে যে কষ্ট হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এতদিন

তাঁহার সংবাদ না লইয়া তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ। এখন তাঁহার সন্তোষের জন্য আমি নিজ হাতে নানা রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাইব। তুমিও একবার গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আইস।' রাজকুমার তৎক্ষণাৎ খিড়্‌কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া, বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত! অনেক দিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া আহ্লাদে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

এদিকে রাজপুত্রকে বিদায় দিয়া পদ্মাবতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'রাজকুমার নিশ্চয়ই বন্ধুর নিকট সব কথা বলিবেন। মন্ত্রীপুত্রও আমাদের বিবাহের কথা সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইবে। যাঁহারা গুরুজন, তাঁহাদের অমতে বিবাহ করিয়াছি জানিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন এবং সকলে আমার নিন্দা করিবে। অতএব মন্ত্রীপুত্রকে জীবিত রাখা কিছুতেই উচিত হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজকন্যা বিষ মিশাইয়া নানা রকম খাবার প্রস্তুত করিলেন এবং সখীকে দিয়া রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু! এসব খাবার কোথা হইতে আসিল?' তখন রাজকুমার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'বন্ধু! রাজকন্যা নিজহাতে তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি কিছু খাও। তাহা হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব এবং তাঁহাকে গিয়া বলিব—আমার বন্ধু মিষ্টান্ন খাইয়া তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।'

রাজকুমারের কথা শুনিয়া, মন্ত্রীপুত্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—'বন্ধু! এ মিষ্টান্ন নয়, তুমি আমার জন্য বিষ আনিয়াছ! নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তুমি ইহা খাও নাই।' রাজকুমার বলিলেন—'বন্ধু! রাজকন্যা মিষ্টান্ন বলিয়া তোমার জন্য বিষ পাঠাইবেন এ কথা আমি কিছুতেই

বিশ্বাস করিতে পারিব না! তুমি না জানিয়া মিছামিছি তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেছ! যাহা হউক, আমি এখনই তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া রাজকুমার কিছু মিষ্টান্ন লইয়া একটা বিড়ালকে খাইতে দিলেন। তাহা খাইবামাত্র বিড়ালটা মরিয়া গেল! এই ব্যাপার দেখিয়া রাজকুমারের চক্ষুস্থির! তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—‘এরূপ রাক্ষসীর মুখ দেখিলেও পাপ! তাহার সহিত আর কোন সংস্রব রাখিব না!’ মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—‘না বন্ধু! তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না! বুদ্ধি করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবে। তুমি এক কাজ কর—ফিরিয়া গিয়া রাজকন্যাকে বল যে, মিষ্টান্ন খাইয়া বন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে অনেকক্ষণ তোমাকে না দেখিয়া আমি কিছুতেই আর থাকিতে পারিলাম না; সে জন্য চলিয়া আসিয়াছি। তারপর রাত্রে যখন রাজকন্যা ঘুমাইবেন তখন তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া তাঁহার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া চলিয়া আসিও।’ রাজকুমার সম্মত হইয়া পদ্মাবতীর নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাত্রিতে রাজকন্যা ঘুমাইলে তিনি মন্ত্রীপুত্রের উপদেশমত সমস্ত কাজ শেষ করিয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রাতে, মন্ত্রীপুত্র সন্ন্যাসীর বেশে এক শ্মশানে গিয়া নিজে গুরু সাজিলেন, আর রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া বলিলেন—‘বন্ধু! তুমি সহরে গিয়া এই অলঙ্কারগুলি বিক্রয় কর। যদি কেহ চোর বলিয়া তোমাকে ধরে, তবে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও।’

মন্ত্রীপুত্রের উপদেশমত রাজকুমার অলঙ্কার লইয়া নগরে চলিলেন। রাজবাড়ীর নিকটেই এক সেকরার দোকান ছিল, তিনি সেই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলঙ্কারগুলি এই সেকরাই প্রস্তুত করিয়াছিল। সুতরাং সেগুলি দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল

যে, রাজকুমারীর অলঙ্কার। তখন সে আশ্চর্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—'রাজকুমারীর অলঙ্কার এ লোকের হাতে কি করিয়া আসিল! লোকটা দেখিতেছি বিদেশী। তবে কি এ অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়াছে!' এইরূপ চিন্তা করিয়া, সে জিজ্ঞাসা
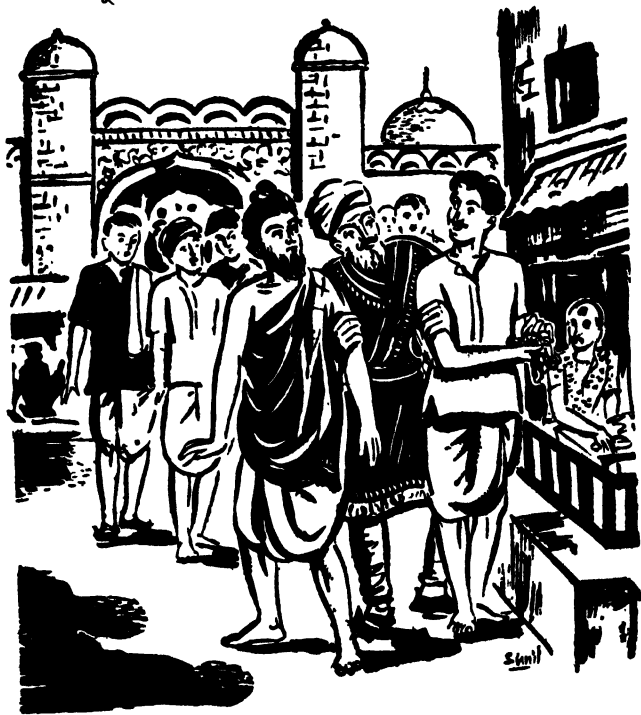
...নগরপাল আসিয়া দুইজনকেই ধরিল

করিল—'এ অলঙ্কার তুমি কোথায় পাইলে? এ যে রাজকন্যার অলঙ্কার! নিশ্চয় তুমি চুরি করিয়াছ!' কথায় কথায় গোলমাল বাধিয়া গেলে অনেক লোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ক্রমে এই সংবাদ পাইবামাত্র নগরপাল আসিয়া দুইজনকেই ধরিল। তখন অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাজকুমার বলিলেন—'আমার গুরুদেব শ্মশানে থাকেন; তিনিই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তিনি এগুলি কোথায় পাইয়াছেন,

আমি তাহার কিছু জানি না।' তখন নগরপাল রাজপুত্রের সহিত শ্মশানে গিয়া গুরুশিষ্য দুইজনকেই ধরিল এবং অলঙ্কারের সহিত তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইল।

অলঙ্কার দেখিয়া রাজা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন এবং যোগীকে নির্জনে লইয়া গিয়া নিতান্ত বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়! সত্য করিয়া বলুন, আপনি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলেন?' যোগী বলিলেন—'মহারাজ! আমি ডাকিনীমন্ত্র সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। ডাকিনী নিজে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ স্বরূপ তাঁহার এই অলঙ্কারগুলি আমাকে দিয়াছেন। আমিও সিদ্ধিলাভের প্রমাণস্বরূপ, তাঁহার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছি।' এ কথায় রাজা বিস্মিত মনে অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে বলিলেন—'দেখ দেখি, রাজকন্যার বাঁ পায়ে কোন চিহ্ন দেখিতে পাও কিনা?' রাণী দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—'হাঁ, ত্রিশূলের চিহ্ন আছে!' তখন লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন—'কি সর্বনাশ, পদ্মাবতী ডাকিনী! গোপনে শ্মশানে যায়, আমার মান-অপমানের কথা একবার ভাবিয়াও দেখে না। এমন ডাকিনী মেয়েকে কখনই বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। ইহাতে আমার অধর্ম হইবে—রাজপরিবারের দুর্নাম হইবে! এখন কর্তব্য কি?' অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা স্থির করিলেন—সন্ন্যাসীকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—'মহারাজ! শাস্ত্রে লেখা আছে, স্ত্রীলোক গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে বধ করিতে নাই। রাজা তাহাকে নির্বাসন দণ্ড দিবেন।'

তখন রাজা, রাণীকে বুঝাইয়া তাঁহার মত লইয়া পদ্মাবতীকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজার আদেশে রাজকুমারীকে পাল্কীতে চড়াইয়া বাহকেরা এক গভীর বনের মধ্যে রাখিয়া আসিল। এদিকে মন্ত্রীপুত্রও রাজকুমারকে লইয়া রাজকন্যার উদ্দেশে

চলিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সেই বনে গিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী একা গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছেন। তখন দুইজনে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার শোক দূর করিলেন। পরে তাঁহাকে লইয়া উভয়ে স্বদেশ যাত্রা করিতে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজা

...পদ্মাবতী গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছেন

প্রতাপমুকুট অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করিলেন। রাজবাড়ীতে মহোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল- "মহারাজ! বিনা দোষে রাজকুমারীর নির্বাসনের জন্য রাজা ও মন্ত্রীপুত্রের মধ্যে কে অপরাধী?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন, "আমার মতে রাজা।" বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?" রাজা বলিলেন—"শাস্ত্রে লেখা আছে, শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। মন্ত্রীপুত্রকে মারিবার জন্য রাজকন্যা মিষ্টান্নে বিষ মিশাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি মন্ত্রীপুত্রের এরূপ আচরণে কোন দোষ হয় নাই। কিন্তু রাজা একজন অজ্ঞাত-কুল-শীল বিদেশী লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোনরূপ সন্ধান করিলেন না; কন্যার প্রতি স্নেহ মমতা সব ভুলিয়া, বিনা দোষে তাহাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন—ইহাতে রাজধর্মের বিপরীত কাজ করা হইয়াছে এবং সেজন্য তাঁহার পাপও হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া বেতাল তাহার প্রতিজ্ঞামত শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় শিরীষ গাছে ঝুলিয়া রহিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া গাছ হইতে তাহাকে নামাইলেন এবং কাঁধে করিয়া পুনরায় সন্ন্যাসীর আশ্রমে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বেতাল বলিল—"মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর—

যমুনাতীরে জয়স্থল নামক নগরে পরম ধার্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার নাম কেশব। ঐ ব্রাহ্মণের মধুমালতী নামে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। কন্যা বড় হইলে তাহার বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে এক বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণকে অন্য গ্রামে যাইতে হইল। ব্রাহ্মণকুমারও বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় ত্রিবিক্রম নামে পরম রূপবান এক ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বাড়ীতে অতিথি হইল। কেশবের ব্রাহ্মণী তাহার সৌন্দর্য ও বিদ্যা-বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন—'যদি এই বালক উত্তম কুলে জন্মিয়া থাকে এবং বিবাহ করিতে স্বীকার করে, তবে ইহাকেই জামাতা করিব।' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে পরম যত্নের সহিত আহারাদি করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে জানিতে পারিলেন সে উত্তম বংশের সন্তান। তখন ব্রাহ্মণীর অত্যন্ত আহ্লাদ হইল; তিনি বলিলেন—'বাছা! তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমার মধুমালতীকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দেই।' ত্রিবিক্রম মধুমালতীকে পূর্বেই দেখিয়াছিল, সুতরাং সে

এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের অপেক্ষায় সেখানে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কেশব ও তাঁহার পুত্র দুই জনেই এক এক বর লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ত্রিবিক্রম, বামন আর মধুসূদন, এই তিন বর একত্র হইল। রূপ, গুণ, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তিন জনই সমান, কেহ কম নয়! ব্রাহ্মণ মহা মুস্কিলে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—'এক কন্যা, আর পাত্র তিন জন! তিন জনকেই কথা দেওয়া হইয়াছে—এখন উপায় কি?'

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন—'তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? এদিকে যে সর্বনাশ হইয়াছে—মধুমালতীকে সাপে কাম্‌ড়াইয়াছে।' ব্রাহ্মণ মহা ব্যস্ত হইয়া, তখনই বিষ-বৈদ্য ডাকিয়া কত রকমে চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না—মধুমালতীর মৃত্যু হইল। তখন ব্রাহ্মণ, তাঁহার পুত্র এবং তিন বর, এই পাঁচ জনে মিলিয়া, মধুমালতীর সৎকার করিলেন। এই নিদারুণ ঘটনায় তিন পাত্রের মনেই বিরাগ জন্মিল। ত্রিবিক্রম চিতা হইতে কন্যার অস্থি লইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। আর মধুসূদন শ্মশানের এক কোণে ঘর বাঁধিয়া এবং তাহাতে মধুমালতীর ভস্ম রাখিয়া যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বামন ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত! বাড়ীতে মধ্যাহ্নের আহার একেবারে প্রস্তুত, এমন সময় অতিথি আসিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—'মহাশয়! যদি অনুগ্রহ করিয়া গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, তবে দুটি আহার করুন—রান্না প্রস্তুত।' সন্ন্যাসী বামন সম্মত হইয়া ভোজনে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এই

সময়ে ব্রাহ্মণের পাঁচ বৎসরের শিশুটি আসিয়া বড় উৎপাত আরম্ভ করিল; ব্রাহ্মণী নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। শিশুকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অশান্ত বালক কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তখন ব্রাহ্মণী রাগিয়া শিশুকে জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

এই অমানুষিক কাণ্ড দেখিয়া সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ আহারে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন—'মহাশয়! হঠাৎ আহার বন্ধ করিলেন কেন?' সন্ন্যাসী বলিলেন—'এরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিলে কি আহার করিতে ইচ্ছা হয়?' ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া ঘরের ভিতর হইতে সঞ্জীবনী মন্ত্রের পুস্তক আনিয়া এক মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শিশু পুনরায় জীবিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎপাত আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া আহার শেষ করিলেন। তারপর তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'এই পুস্তকে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে, এই মন্ত্র শিখিতে পারিলে মধুমালতীকে বাঁচাইতে পারিব। অতএব যেরূপে হউক এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে হইবে।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'মহাশয়! বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এ সময়ে আর কোথায় যাই? অনুগ্রহ করিয়া আপনার বাড়ীতে রাত্রিটা কাটাইতে দিন।' ব্রাহ্মণ মহা সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাত্রিতে সকলে যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন সন্ন্যাসী চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তকখানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরে, মধুমালতীর শ্মশানে গিয়া দেখিলেন, মধুসূদন কুটীরে বসিয়া যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে দৈবাৎ ত্রিবিক্রমও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বামন

বলিলেন—'আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি। তোমরা মধুমালতীর অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি তাহাকে বাঁচাইব।' ত্রিবিক্রম অস্থি ও মধুসূদন ভস্ম একত্র করিলে বামন পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করিয়া মধুমালতীকে জীবিত করিলেন। তখন তিনজনেই মধুমালতীকে বিবাহ করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।"

ইহা বলিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এই তিন জনের মধ্যে কে মধুমালতীকে বিবাহ করিতে পারে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"শ্মশানে ঘর বাঁধিয়া যে বাস করিয়াছিল, আমার মতে সেই ব্যক্তি এই কন্যাকে বিবাহ করিবার অধিকারী। কারণ পুত্রই পিতামাতার অস্থি রক্ষা করে। সুতরাং ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয় করিয়া মধুমালতীর পুত্রের মত হইয়াছে। আর বামন জীবন দান করিয়া তাহার পিতার তুল্য হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন ভস্ম লইয়া শ্মশানে বাস করিয়া বিবাহের অধিকারী হইয়াছে। অতএব, সে-ই মধুমালতীকে বিবাহ করিতে পারে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞা মত ইত্যাদি—

বেতাল তৃতীয় গল্প আরম্ভ করিল—

"মহারাজ! বর্ধমান নগরে অতিশয় বিদ্বান্, গুণবান্ ও পরম ধার্মিক এক রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম রূপসেন। তিনি সর্বদা গুণের আদর করিতেন। একদিন বীরবর নামে এক রাজপুত চাকুরী করিবার জন্য রাজবাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইলে, দ্বারবান্ গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা দ্বারবান্‌কে বলিলেন—'শীঘ্র তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।'

দ্বারবান্ বীরবরকে রাজার নিকট উপস্থিত করিল। তাহার বীরের মত আকৃতি দেখিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন, সে বেশ কার্যক্ষম। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত টাকা বেতন পাইলে তুমি চাকরী করিতে পার?' বীরবর বলিল—'মহারাজ! প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাইলে আমি আপনার চাকরী করিতে পারি।' রাজা বলিলেন—'তোমার পরিবারে কয়জন লোক? এত বেশী বেতন চাহিলে কেন?' তখন বীরবর বলিল—'মহারাজ!

আমার পরিবারে চারিজন লোক,—আমার স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা আর আমি স্বয়ং; ইহা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।' একথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'ইহার পরিবারে মোটে চারিজন লোক, তবে কেন এত অধিক বেতন চায়? বোধ করি, ইহার বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা আছে। যাহা হউক, কিছুদিনের জন্য রাখিয়া ইহার গুণ ও ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।' এই ভাবিয়া রাজা বীরবরকে কার্যে নিযুক্ত করিলেন।

বীরবর প্রথম দিনের বেতন দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণকে দান করিল। অন্য অংশ পুনরায় দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ সাধু সন্ন্যাসীকে দিল। অন্য ভাগ দিয়া নানা রকম সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া শত শত গরীব দুঃখীকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইল। অবশিষ্ট সামান্য কিছু, তাহারা চারিজনে মিলিয়া খাইল। বীরবর প্রতিদিন এইরূপে দান ধ্যান করে, আর সন্ধ্যার সময় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সমস্ত রাত্রি রাজবাড়ীর দরজায় পাহারা দেয়। রাজা তাহার সাহস ও শক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য যখন যাহা হুকুম করেন, নিতান্ত কঠিন হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিয়া আইসে।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া রাজা বীরবরকে ডাকিয়া বলিলেন—'দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনা যাইতেছে; শীঘ্র ইহার কারণ জানিয়া আমাকে সংবাদ দাও।' বীরবর তখনই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া চলিল। রাজাও গোপনে তাহার পিছন পিছন চলিলেন।

ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া চলিতে চলিতে, বীরবর এক অতি ভীষণ শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল, পরমাসুন্দরী এক রমণী শিরে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তাহার নিকটে গিয়া বীরবর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? এই গভীর রাত্রে একাকী শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?' রমণী এই

কথার কোন উত্তর না দিয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন অতি বিনয়ের সহিত বার বার জিজ্ঞাসা করিলে রমণী বলিল —'আমি রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের বাড়ীতে নানারূপ অন্যায় অবিচার হইতেছে; সেজন্য তাঁহার রাজ্যে শীঘ্রই অলক্ষ্মী প্রবেশ করিবে; সুতরাং আমি এ-রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমি চলিয়া গেলে রাজার মৃত্যু হইবে। সেই দুঃখে আমি কাঁদিতেছি।'

প্রভুর এই বিপদের কথা শুনিয়া বীরবর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল—'দেবি! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে পারি না; কিন্তু রাজার এই সাংঘাতিক অমঙ্গল দূর করিবার যদি কোন উপায় থাকে, বলুন। আমি তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত আছি।' রাজলক্ষ্মী বলিলেন—'পূর্বদিকে এক ক্রোশ দূরে এক দেবী আছেন। ঐ দেবীর সম্মুখে যদি কেহ স্বহস্তে নিজের পুত্রকে বলি দিতে পারে, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজার বিপদ দূর করিতে পারেন।'

রাজলক্ষ্মীর এই কথা শুনিয়া বীরবর তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে ছুটিল। রাজার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইল, তিনিও গোপনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর ঘরে গিয়া স্ত্রীকে জাগাইয়া এই সংবাদ দিল, তাহার স্ত্রী পুত্রকে জাগাইয়া বলিল—'বৎস! তোমার মাথাটি দিলে রাজার আয়ু বাড়িবে, তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারিবেন!' পুত্র বলিল—'মা! একদিন ত মৃত্যু হইবেই। সুতরাং এই প্রাণটা যদি দেবতার সেবায় লাগাইতে পারি এবং তাহাতে যদি রাজার কল্যাণ হয়, তবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? অতএব, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র কার্য শেষ করুন।'

পুত্রের এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বীরবর অতিশয় আশ্চর্য হইল, তাহার চক্ষে জল আসিল। তখন সে স্ত্রীকে বলিল—'তুমি যদি খুসী হইয়া পুত্রকে দান করিতে পার, তবেই তাহাকে দেবীর নিকট

বলি দিয়া রাজার উপকার করিতে পারি।' স্ত্রী সন্তুষ্ট চিত্তে মত দিলে, বীরবর সপরিবারে দেবীমন্দিরে যাত্রা করিল। রাজা বীরবরের পরিবারের এই আশ্চর্য প্রভুভক্তি দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে অনেক ধন্যবাদ করিয়া গোপনে তাহাদিগের পিছন পিছন চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলে দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইলে, বীরবর দেবীকে বিধিমতে পূজা করিল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিল —'মা, জগদীশ্বরি! তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজ হাতে প্রাণাধিক পুত্রকে বলি দিতেছি। দয়া কর, যেন আমার প্রভুর দীর্ঘ আয়ু হয়।'

এই বলিয়া বীরবর খড়্গ দিয়া পুত্রের মাথা কাটিল। তখন বীরবরের কন্যা প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুতে অস্থির হইয়া খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল। বীরবরের স্ত্রীও শোকে পাগল হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া বীরবর ভাবিল—'প্রভুর কার্য ত উদ্ধার করিলাম। এখন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে হারাইয়া বাঁচিয়া থাকায় সুখ কি?' এই ভাবিয়া সে খড়্গ দিয়া নিজের মাথাটি কাটিয়া ফেলিল।

এই সাংঘাতিক ব্যাপার দেখিয়া রাজার মনে সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—'যে রাজ্যের জন্য এমন প্রভুভক্ত সেবকের সর্বনাশ হইল—সে রাজ্যভোগে ধিক্। আমি নিতান্ত স্বার্থপর ও নরাধম। নতুবা বীরবরকে কেন পুত্রবধে বাধা দিলাম না? তাহাকে আত্মহত্যা করিতেই বা দিলাম কেন? প্রথমেই তাহাকে নিষেধ করা আমার উচিত ছিল। আমি বড় পাপ কার্য করিয়াছি। এখন আত্মহত্যা করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

এই ভাবিয়া খড়্গ লইয়া রাজা নিজের মাথা কাটিতে উদ্যত হইবামাত্র দেবী তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিলেন—'বৎস!

তোমার সাহস দেখিয়া আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন কি বর চাও বল।'

দেবী বলিলেন, 'এখন কি বর চাও বল।'

রাজা বলিলেন—'মা! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই চারিজনকে বাঁচাইয়া দিন।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া তখনই চারিজনকে জীবিত করিলেন! রাজার আনন্দের সীমা রহিল

না। তিনি দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া রাজাকে আরও বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিন রাজা রূপসেন সিংহাসনে বসিয়া সকলকে রাত্রির অদ্ভুত ঘটনা বলিলেন এবং সভাসদ্‌গণের সমক্ষে প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এখন বল দেখি, কাহার মহত্ত্ব বেশী?" রাজা বলিলেন—"আমার মতে, রাজারই বেশী মহত্ত্ব। কারণ, প্রভুর জন্য প্রাণ বিসর্জন করাই সেবকের কাজ। সুতরাং বীরবর তাহার কর্তব্য কাজই করিয়াছে। কিন্তু রাজা যে রাজ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেবকের জন্য প্রাণ দিতে চাহিয়াছিলেন, এমন মহত্ত্ব কখনও দেখি নাই।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—“মহারাজ! ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেন বড় প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি শুকপক্ষী ছিল—তাহার নাম চূড়ামণি। শুক রাজার বড় প্রিয় ছিল, তিনি সর্বদা তাহাকে নিকটে রাখিতেন। একদিন রাজা কথায় কথায় চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘পাখি! তুমি কি কি বিষয় জান?’ শুক বলিল—‘মহারাজ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়ের সংবাদ আমি বলিতে পারি।’ রাজা বলিলেন—‘তাহা যদি হয়, তবে বল দেখি আমি বিবাহ করিতে পারি এমন উপযুক্ত কন্যা কোথায় আছে?’ চূড়ামণি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল—‘মহারাজ! মগধদেশের রাজা বীরসেনের পরমাসুন্দরী ও অতিশয় গুণবতী এক কন্যা আছে—তাহার নাম চন্দ্রাবতী। তাহার সহিত আপনার বিবাহ হইবে।’

রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'শুকের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তখন প্রসিদ্ধ গণক চন্দ্রকান্তকে ডাকাইয়া বলিলেন—'গণনা করিয়া বলুন, কোন্ কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে।' চন্দ্রকান্ত গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া বলিলেন—'মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যা আপনার রাণী হইবেন।' ইহা শুনিয়া রাজা শুকের প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর বিবাহ স্থির করিবার জন্য এক বুদ্ধিমান ঘটককে মগধের রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মগধরাজকন্যা চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে তাঁহার প্রিয় এক শারিকা ছিল। এই শারিকাও তিন কালের সংবাদ জানিত। একদিন রাজকুমারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'বল ত কাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে?' শারিকা বলিল— 'রাজকন্যা! আমি দেখিতেছি ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।' শারিকার কথা শুনিয়া চন্দ্রাবতী যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে অনঙ্গসেনের ঘটক মগধে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজা বীরসেন তখনই সম্মত হইলেন। ঘটক ফিরিয়া আসিয়া অনঙ্গসেনকে এই সংবাদ দিল। তারপর বিবাহের দিন স্থির হইলে অনঙ্গসেন মগধে গিয়া চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করিলেন। পরে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

শ্বশুরালয়ে আসিবার সময় চন্দ্রাবতী তাঁহার আদরের শারিকাটিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি সব সময় তাহাকে নিকটে রাখিতেন। চূড়ামণিও সর্বদা রাজার নিকটে থাকিত। একদিন রাজা ও রাণী অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, শুক-শারিও সম্মুখে রহিয়াছে, এমন সময় রাজা বলিলেন—'রাণি! একাকী থাকিলে বড় কষ্টে দিন যায়; তাই আমার ইচ্ছা তোমার শারিকার সঙ্গে

আমার শুকের বিবাহ দিয়া দুই জনকে এক খাঁচায় রাখি; তাহা হইলে তাহারা বেশ আনন্দে থাকিতে পারিবে।' এ-কথায় রাণী আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলে, রাজাও শুক-শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক পিঁজরায় রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর, একদিন, রাজা ও রাণী অন্তঃপুরে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন—শুক শারির মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। শারিকা বলিতেছে—'পুরুষেরা ধূর্ত্ত, স্বার্থপর ও অত্যাচারী; এজন্য তাহাদিগের সঙ্গে থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না।' আর শুক বলিতেছে—'মেয়েরা মিথ্যাবাদী, চঞ্চল, কুটিল—সকলের সর্বনাশ করে।' শুক-শারির এইরূপ বিবাদ শুনিয়া রাজা বলিলেন—'তোমরা মিছামিছি কেন ঝগড়া করিতেছ?' শারিকা বলিল—'মহারাজ! পুরুষজাতি পাপী, এজন্য তাহাদিগের প্রতি আমার একটুও শ্রদ্ধা নাই। পুরুষের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে আমি একটা গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইলাপুরে অতিশয় ধনবান্ এক বণিক্ ছিলেন—তাঁহার নাম মহাধন। বণিকের পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ ছিল। কিছুদিন পরে ভগবানের কৃপায় তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তিনি তাহার নাম রাখিলেন নয়নানন্দ। বালক বড় হইলে মহাধন তাহার লেখাপড়ার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশিয়া সে সর্বদা মন্দ কাজে সময় নষ্ট করিত, লেখাপড়ার প্রতি একটুও মন দিত না। ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল ততই সে দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে বণিকের মৃত্যু হইলে, নয়নানন্দ সমস্ত সম্পত্তি হাতে পাইয়া মদ্যপান ও জুয়াখেলায় মত্ত হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পিতার ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া বড় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন সে ইলাপুর ছাড়িয়া নানা দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষে চন্দ্রপুরে হেমগুপ্ত শেঠের নিকট গিয়া নিজের পরিচয় দিল।

হেমগুপ্ত নয়নানন্দের পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অতি সমাদরের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাছা! তুমি হঠাৎ কি করিয়া এখানে আসিলে ?'

নয়নানন্দ ফাঁকি দিয়া বলিল—'আমি বাণিজ্যের জন্য সিংহল দ্বীপে যাইতেছিলাম! দুর্ভাগ্যবশতঃ ঝড়ে পড়িয়া আমার জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে; আমি অতি কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়াছি। সঙ্গের লোকজন যে কে কোথায় গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। আমার জিনিসপত্রও সব জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া হেমগুপ্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন—'অনেক দিন হইতে রত্নাবতীর জন্য পাত্র খুঁজিতেছি, কিন্তু ভাল পাত্র পাই নাই। ভগবান্ দয়া করিয়া এতদিনে উত্তম পাত্র উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার গুণবান্ পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। এই বালক পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে এবং নিশ্চয় তাঁহার গুণও পাইয়াছে। অতএব শীঘ্র ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিব।' এইরূপ স্থির করিয়া বণিক্ তাঁহার পত্নীকে সমস্ত বিষয় জানাইলে তিনিও সম্মত হইলেন। তখন উত্তম দিন দেখিয়া হেমগুপ্ত মহাধন শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিলেন। বরকন্যা পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে হতভাগা নয়নানন্দের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। সে পত্নী রত্নাবতীকে বলিল—'দেখ, অনেক দিন যাবৎ দেশত্যাগী হইয়াছি, আত্মীয়স্বজনের কোন সংবাদ জানি না। সে-জন্য মন বড় অস্থির। অতএব তোমার পিতা-মাতাকে বলিয়া বিদায়ের অনুমতি আনিয়া দাও। আর ইচ্ছা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে চল।'

রত্নাবতী স্বামীর কথা পিতামাতার নিকট বলিয়া তাঁহাদিগের মত লইল। তারপর স্বামীকে গিয়া বলিল—'মা-বাবা সম্মত হইয়াছেন, এখনই তোমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিবেন। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইও না—তোমার সঙ্গে লইয়া চল। তোমাকে ছাড়িয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।'

শ্রেষ্ঠী অনেক জিনিসপত্র ও ধনরত্ন দিয়া জামাতাকে বিদায় দিলেন। রত্নাবতীকে বিবাহের সমস্ত মহামূল্য অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া জামাতার সঙ্গে দিলেন। নয়নানন্দ নিতান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পত্নীর সহিত যাত্রা করিল।

কিছুদিন পরে তাহারা এক গভীর বনে গিয়া উপস্থিত হইলে, নয়নানন্দ রত্নাবতীকে বলিল—'এই বনে অত্যন্ত চোর-ডাকাতের ভয় আছে। মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিয়া এরূপ ভাবে পাল্কীতে যাওয়া উচিত নয়। অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দাও, আমি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখি। নগরের নিকট আবার সেগুলি পরিবে। আর চাকরেরাও পাল্কী লইয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাউক। আমরা দুইজনে গরীবের বেশে যাই—তাহা হইলে নিরাপদে যাইতে পারিব।' রত্নাবতী তৎক্ষণাৎ সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া স্বামীকে দিল; এবং দাস, দাসী ও পাল্কী-বেহারাদিগকে বিদায় দিয়া একাকী সেই দুষ্ট স্বামীর সঙ্গে চলিল। হতভাগা নয়নানন্দ ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর বনে গিয়া সতী লক্ষ্মী রত্নাবতীকে হঠাৎ একটা কূয়ার মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল! বেচারী রত্নাবতী কূয়ায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক পথিক ঐ পথে যাইতে যাইতে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া কূয়ার নিকট আসিলে তাহার মধ্যে চাহিয়া দেখে—পরমাসুন্দরী এক কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তখন অনেক কষ্টে তাহাকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কন্যা! তুমি কে? এই ভয়ানক বনে একাকী কেন

আসিয়াছিলে? তোমার এরূপ দুর্দশাই বা কি করিয়া হইল?'

পাছে স্বামীর নিন্দা হয় এইজন্য রত্নাবতী সত্য কথা প্রকাশ করিল না। বলিল—'আমি চন্দ্রপুরবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা, আমার নাম রত্নাবতী। পতির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। এই স্থানে আসিবামাত্র হঠাৎ কতকগুলি দস্যু আসিয়া আমার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া আমাকে এই কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। তারপর আমার স্বামীকে প্রহার করিতে করিতে কোথায় যে লইয়া গিয়াছে কিছুই জানি না।'

এই কথা শুনিয়া পথিক রত্নাবতীকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়া শেষে পরম যত্নে তাহাকে হেমগুপ্ত শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে পৌছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা-মাতার একান্ত আদরের কন্যা ছিল। তাহার এরূপ দুর্দশা দেখিয়া দুঃখে তাঁহাদের বুক ফাটিয়া গেল এবং তাঁহারা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা কি করিয়া তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিল?' রত্নাবতী এবারেও সত্য কথা গোপন করিয়া বলিল—'আমরা যখন এক বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, তখন হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া আমার সব অলঙ্কার কাড়িয়া লইল। পরে আমাকে এক কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আমার স্বামীকে প্রহার করিতে করিতে কোথায় যে লইয়া গেল, তিনি বাঁচিয়া আছেন কি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না।' ইহা শুনিয়া হেমগুপ্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'মা! তুমি ভাবিও না। চোরেরা টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, মিছামিছি আর প্রাণ নষ্ট করে না। আমার বিশ্বাস, তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন।' এইরূপে আশ্বাস দিয়া শ্রেষ্ঠী পুনরায় অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়া কন্যাকে শান্ত করিলেন।

এদিকে, নরাধম নয়নানন্দ দেশে গিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া

টাকা সংগ্রহ করিল। কিন্তু পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়! নয়নানন্দ পুনরায় জুয়া খেলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই টাকাকড়ি সব শেষ করিয়া ফেলিল। ক্রমে তাহার দুরবস্থার সীমা রহিল না। তখন সেই দুষ্ট ভাবিল—'আমার দুষ্কার্যের কথা শ্বশুরবাড়ীর কেহ জানে না। সুতরাং একটা কিছু ফাঁকি দিয়া আবার সেখানে যাই। তারপর দিন কয়েক সেখানে থাকিয়া, সুবিধা পাইলেই কিছু লইয়া পুনরায় পলায়ন করিব।' এই ভাবিয়া সে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া যাইবামাত্র প্রথমে রত্নাবতীর চোখেই পড়িয়া গেল।

রত্নাবতী সত্যই স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিল—'স্বামী দুষ্ট হইলেও তাঁহার সম্মান করিতে হয়। তাঁহাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। আর নিশ্চয়ই উনি শুধু বুদ্ধির দোষে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন! অতএব এই সামান্য দোষ মনে রাখিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হইব না। যাহা হউক, উনি বোধ করি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন। এখন হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় পলায়ন করিবেন। সুতরাং আগে তাঁহার ভয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।'

এই ভাবিয়া রত্নাবতী তাহার নিকটে গিয়া বলিল—'তোমার কোন ভয় নাই। আমি সত্য কথা গোপন করিয়া পিতামাতার নিকট বলিয়াছি—দস্যুরা অলঙ্কার লইয়া আমাকে কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই অবধি মা-বাবা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত আছেন; তোমাকে দেখিলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব তুমি এখানেই থাক, আমি তোমার সেবা করিয়া সুখী হইব। আর একটি কথা মনে রাখিও—আমি পিতা-মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তুমিও সেইরূপই বলিবে।'

এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া হতভাগা নয়নানন্দ তখনই শ্বশুরের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে

আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করিলেন। তারপর সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলে নয়নানন্দ স্ত্রীর উপদেশমতই উত্তর দিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠীর মনে দয়া হইল, তিনি নানা প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। রত্নাবতী স্বামীর দোষ ভুলিয়া গেল। রাত্রিতে আহারাদির পর সে নূতন অলঙ্কারে সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর গৃহে গিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ঘুমের ভাণ করিয়া দুষ্ট নয়নানন্দ নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলে, রত্নাবতীও ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমে অচেতন হইল। এই সুযোগে দুরাত্মা বিছানা হইতে উঠিয়া একখানি তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ সাধ্বী স্ত্রীর গলা কাটিয়া অলঙ্কারগুলি লইয়া প্রস্থান করিল।'

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া শারিকা বলিল—'মহারাজ! যাহা বলিলাম সমস্ত নিজের চোখে দেখিয়াছি। এখন আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, পুরুষজাতির প্রতি আমার ঘৃণা ও অবিশ্বাস হইবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না। আর সেই অবধি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের সঙ্গে কথা কহিব না এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিব।'

শারিকার কথা শুনিয়া রাজা হাসিলেন; তারপর শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'চূড়ামণি! তোমার স্ত্রীজাতির উপর এতটা বিরক্ত হইবার কারণ কি বল।'

চূড়ামণি বলিল—'মহারাজ! শুনুন—কাঞ্চনপুর নগরে এক বণিক্ ছিলেন, তাঁহার নাম সাগরদত্ত। শ্রীদত্ত নামে তাঁহার পরম-সুন্দর ও শান্তশিষ্ট এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরের সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীকে শ্রীদত্ত বিবাহ করে। শ্রীদত্তের স্বভাবটি মিষ্ট, কোমল; আর জয়শ্রী ছিল অবাধ্য, চঞ্চল। সেজন্য দুইজনের মনের মিল হইল না; জয়শ্রী শ্রীদত্তকে ভালবাসিত না। কিছুকাল পরে বাণিজ্যের জন্য শ্রীদত্ত বিদেশে গেলে জয়শ্রী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

এদিকে শ্রীদত্ত বিদেশ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছে, তখন সেও শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। অনেক দিন পরে জামাই শ্বশুরবাড়ী গেলে একটু ধূমধাম হইয়া থাকে। তাই সমস্ত দিন আনন্দ-উৎসবে কাটাইয়া রাত্রিতে আহারাদির পর শ্রীদত্ত শুইতে গেল। শ্রেষ্ঠীপত্নী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা! অনেক দিন পরে জামাই ফিরিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্র গিয়া তাঁহার চরণসেবা কর।' জয়শ্রী স্বামীকে পছন্দ করিত না, সুতরাং সে কিছুতেই মায়ের কথায় সম্মত হইল না। শ্রেষ্ঠীপত্নী কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। শেষে তিনি জোর করিয়া তাহাকে স্বামীর ঘরে দিয়া আসিলেন। অবাধ্য জয়শ্রী, স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল। শ্রীদত্ত কত মিষ্ট কথায় ও মিষ্ট ব্যবহারে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কত রকম চেষ্টা করিল, কিন্তু জয়শ্রী কিছুতেই মুখ ফিরাইল না; নিতান্ত বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত বিদেশ হইতে স্ত্রীর জন্য যে-সকল সুন্দর অলঙ্কার ও শাড়ী আনিয়াছিল তখন সেগুলি দিয়া স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে পর দুষ্টা জয়শ্রী রাগিয়া সব জিনিস দূরে ফেলিয়া দিল। এইরূপে হার মানিয়া শেষে শ্রীদত্ত ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামীর প্রতি এত দুর্ব্যবহার করিয়াও হতভাগিনী জয়শ্রীর সাধ মিটিল না। সে যখন দেখিল স্বামী গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন ভাবিল—'মা জোর করিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন, আমি কিছুতেই ঘরে থাকিব না।' এই ভাবিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া, স্বামী তাহার জন্য যে শাড়ী ও অলঙ্কার আনিয়াছিলেন সে-সব পরিয়া, নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। সেই সময় এক চোর রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে জয়শ্রীকে একাকী দেখিয়া অলঙ্কারের লোভে তাহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল।

জয়শ্রীর জন্মের পর যে বৃদ্ধা ধাত্রী তাহাকে লালন-পালন

করিয়াছিল, সে নিকটেই থাকিত। সেই রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ তাহাকে কাল সাপে কাম্‌ড়াইয়া দেয় এবং তারপর হইতে সে বিছানায় মরিয়াই পড়িয়া ছিল। এদিকে রাস্তায় চলিতে চলিতে জয়শ্রী ভাবিল—'তাইত, এত রাত্রে যাই কোথায়?' তখন হঠাৎ ধাইমার কথা মনে পড়াতে সে তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে জাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না! চোর একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

নিকটে রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ ছিল, সেই গাছে এক পিশাচ থাকিত। জয়শ্রীকে দেখিবামাত্র সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া পিশাচের বিষম রাগ হইল। সে ভাবিল—'বটে! শ্রীদত্তের মত গুণবান্ স্বামীকে যে স্ত্রী অবহেলা করে আর মায়ের কথা অমান্য করিয়া নির্লজ্জের মত বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাকে কিছু সাজা দেওয়া দরকার।' এই ভাবিয়া সেই পিশাচ হঠাৎ গাছ হইতে নামিয়া আসিল। তারপর মৃত ধাত্রীর শরীরে প্রবেশ করিয়া দাঁতের কামড়ে জয়শ্রীর নাকের ডগাটি কাটিয়া পুনরায় গাছে ফিরিয়া গেল। চোর এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক্!

যাহা হউক নাকের ডগা হারাইয়াই জয়শ্রীর চৈতন্য হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাগও চলিয়া গেল। তখন সে ভাবিতে লাগিল—'হায়, হায়! এ কি সর্বনাশ হইল! এখন কি উপায় করি? ঘরে গিয়া কি করিয়া মা-বাবাকে মুখ দেখাইব? আমার কাটা নাক দেখিয়া লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা যখন হাসিবে, তখন যে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না!'

জয়শ্রীর স্বভাব মন্দ হইলেও, বুদ্ধি ছিল প্রখর—হঠাৎ তাহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'তাইত। এক কাজ করা যাউক—বাড়ী গিয়া স্বামীর পাশে শুইয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠি।' তখন বাড়ীর সকলে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

বলিব—'আমার স্বামী মিছামিছি রাগ করিয়া আমাকে মারিয়াছেন আর কামড়াইয়া আমাব নাক কাটিয়া দিয়াছেন।'

আঙ্গুল দিয়া স্বামীকে দেখাইল

নিজের দোষ কাটাইবার এই অতি উত্তম উপায়টি স্থির করিয়া পাপিষ্ঠা জয়শ্রী বাড়ী ফিরিয়া গেল; এবং সত্য সত্যই স্বামীর ঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চীৎকার করিবামাত্র বাড়ীর সকলে সেখানে আসিয়া দেখিল—জয়শ্রীর নাকের ডগা কাটা! তাহার সমস্ত কাপড় রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে এবং সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে! এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জয়শ্রী নিজের স্বামীকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—'ঐ লক্ষ্মীছাড়া ডাকাতটা আমার এই

দুরবস্থা করিয়াছে!' তখন শ্রেষ্ঠীপরিবারের সকলে মিলিয়া শ্রীদত্তকে যারপরনাই তিরস্কার করিতে লাগিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বেচারী শ্রীদত্ত হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে ভাবিল—'হায়! আমি অতিশয় নির্বোধ! ভাল রকম না জানিয়া শ্বশুরবাড়ী আসাটাই আমার অন্যায় হইয়াছে। বিবাহের পর ভাবিতাম, ক্রমে জয়শ্রীর মন বদ্‌লাইবে; আমার সঙ্গে যত পরিচয় হইবে ততই তাহার বিরক্তভাব দূর হইবে। কিন্তু হায়! শত ধুইলেও কয়লার ময়লা যায় না! এতদিনে বুঝিলাম জয়শ্রীর মনটাই কুৎসিত। যাহা হউক, কপালে যাহা লেখা আছে তাহাই ঘটিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীদত্ত নীরব হইয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে জয়শ্রীর পিতা রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজার লোক আসিয়া শ্রীদত্তকে ধরিয়া লইয়া গেল। উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে পর বিচারক জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তোমার এরূপ দুর্দশা করিয়াছে বল।' জয়শ্রী আঙ্গুল দিয়া স্বামীকে দেখাইল। তখন শ্রীদত্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—'ধর্মাবতার! আমি এই ব্যাপারের কিছুই জানি না। এখন আপনার বিচারে যাহা ভাল মনে করেন করুন।' এই বলিয়া শ্রীদত্ত চুপ করিয়া রহিল। বিচারক শ্রীদত্তের কথা বিশ্বাস না করিয়া এবং তাহাকেই দোষী স্থির করিয়া ঘাতকদিগকে হুকুম দিলেন—'ইহাকে শূলে দাও।'

বিচারের সময় সেই চোর কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। এখন মিছামিছি একজন লোক মারা যাইতেছে দেখিয়া সে বিচারকের নিকটে আসিয়া বলিল—'হুজুর! ভাল রকম না জানিয়া কেন একজন নিরপরাধ লোককে বধ করেন? এই হতভাগা মেয়েটার কথা বিশ্বাস করিবেন না।' এই বলিয়া চোর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে বিচারক নিতান্ত আশ্চর্য হইলেন। তখন তাঁহার হুকুমে একজন লোক ধাত্রীর বাড়ী

গিয়া তাহার মুখের মধ্য হইতে জয়শ্রীর নাকের ডগা লইয়া আসিল! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিচারক নির্দোষ শ্রীদত্তকে মুক্তি দিলেন এবং সত্যবাদী চোরকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। আর সেই দুষ্ট মেয়েটার মাথা নেড়া করিয়া তাহাতে ঘোল ঢালাইলেন; তারপর তাহাকে গাধায় চড়াইয়া সহরের চারিদিক্ ঘুরাইয়া, পরে দেশ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।'

চূড়ামণি বলিল—'মহারাজ! এইজন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আমার এত ঘৃণা'।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! জয়শ্রী আর নয়নানন্দ, এই দুইজনের মধ্যে কে বেশী হতভাগা?"

রাজা বলিলেন—"আমার মতে, দুইজনই সমান!"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ধারানগরে এ ক্ষমতাশালী রাজা রাজত্ব করিতেন; তাঁহার নাম ছিল মহাবল। হরিদাস নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার দূত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, ঐ দূতের পরম রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম মহাদেবী। মহাদেবী বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, প্রতিদিন বাড়ীতে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। একদিন মহাদেবী পিতাকে বলিলেন—'বাবা! যাঁহার সকল রকমের গুণ আছে এমন লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন।' কন্যার এই উত্তম প্রার্থনায় হরিদাস মহা সন্তুষ্ট হইয়া গুণবান্ পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে বলিলেন—'হরিদাস! দক্ষিণ-দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে আমার পরম বন্ধু এক রাজা আছেন। অনেক দিন যাবৎ তাঁহার কোন সংবাদ জানি না, সেজন্য মনটা বড় ব্যস্ত

আছে। তুমি গিয়া তাঁহাকে আমার কুশল জানাইয়া তাঁহার মঙ্গল সংবাদ লইয়া আইস।'

হরিদাস অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীতে গিয়া তাঁহাকে নিজ প্রভুর সংবাদ দিলেন। বন্ধুর কুশল জানিয়া হরিশ্চন্দ্রের আহ্লাদের সীমা রহিল না। হরিদাস রাজার অনুরোধে কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকিয়া গেলেন।

একদিন সভাভঙ্গের পর হরিদাস নিজের বাসা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—এক অপরিচিত ব্রাহ্মণকুমার বসিয়া আছে। তাহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'মহাশয়! আমি বিদেশী ব্রাহ্মণসন্তান। আপনার এক পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহ দিন।' হরিদাস বলিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, নানা শাস্ত্রে বিশারদ এবং সকল রকমে গুণবান পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব। তোমার বিদ্যা ও গুণের পরিচয় পাইলে বলিতে পারি, তোমার সহিত বিবাহ দিব কি না।' ব্রাহ্মণকুমার বলিল—'আমি শিশুকাল হইতে পরম যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। আর আমি একখানি আশ্চর্য রথ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে চড়িলে চক্ষের নিমেষে যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়।'

ইহা শুনিয়া হরিদাস সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা, তোমাকে কন্যা দান করিব। কাল সকালে তোমার রথখানি লইয়া আমার নিকট আসিও।' ব্রাহ্মণকুমার চলিয়া গেলে, হরিদাস রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণকুমার রথ লইয়া উপস্থিত হইলে দুইজনে তাহাতে চড়িয়া চক্ষের নিমেষে ধারানগরে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে হরিদাসের স্ত্রী ও পুত্র দুইজনে মহাদেবীর

জন্য দুই বর ঠিক করিয়াছিল। তখন তাহারাও আসিয়া হরিদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

এইরূপে এক কন্যার জন্য তিন পাত্র উপস্থিত দেখিয়া হরিদাস নিতান্ত চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'তাই ত! তিন জনকেই কথা দেওয়া হইয়াছে। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তিন জনই সমান—এখন কাহাকে নিরাশ করিব?' তখন বর তিনটিকে বলিলেন—'তোমরা আজ আমার বাড়ীতে থাক; আমি স্ত্রী ও পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় করিব।' বর তিনটি সম্মত হইয়া সে-রাত্রি হরিদাসের বাড়ীতেই রহিল। এদিকে রাত্রিতে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা ঘটিল। এক দুষ্ট রাক্ষস হঠাৎ আসিয়া ঘুমন্ত মহাদেবীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল মহাদেবী ঘরে নাই। কি সর্বনাশ! কোথায় গেল? তখন সকলে মিলিয়া বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মহাদেবীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তিন বরের মধ্যে একজন যোগবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই জানিতে পারিত। সে হরিদাসকে বলিল—'মহাশয়! ব্যস্ত হইবেন না। আমি যোগবলে দেখিতেছি, এক রাক্ষস আপনার কন্যাকে লইয়া বিন্ধ্য পর্বতে লুকাইয়া রহিয়াছে। এখন তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা দেখুন।' দ্বিতীয় বর বলিল—'আমি শব্দবেধী বাণ মারিয়া মহাবলবান্ শত্রুকেও বধ করিতে পারি। এখন কোন উপায়ে সেখানে যাইতে পারিলে, রাক্ষসকে মারিয়া কন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিব।' তখন তৃতীয় বর বলিল—'আমার এই রথে চড়িয়া যাত্রা কর, নিমেষমধ্যে বিন্ধ্যাচলে যাইতে পারিবে।'

দ্বিতীয় বর তৎক্ষণাৎ রথে চড়িয়া বিন্ধ্যাচলে যাত্রা করিল। সেখানে গিয়া সে শব্দবেধী বাণে রাক্ষসকে বধ করিয়া কন্যাকে উদ্ধার করিল। তারপর কন্যার সহিত রথে চড়িয়া ধারানগরে

ফিরিতে তাহার এক মুহূর্তও লাগিল না। তখন তিন বরের মধ্যে কে মহাদেবীকে বিবাহ করিবে এই কথা লইয়া বিবাদ বাধিয়া গেল। হরিদাস হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না!"

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! তিন বরের মধ্যে কে মহাদেবীকে বিবাহ করিবে?"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে যে রাক্ষসকে মারিয়া কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছে—সে।" বেতাল বলিল—"তিন জনই সমান গুণবান্; কন্যার উদ্ধার-কার্যে তিন জনেই সমান সাহায্য করিয়াছে। তবে কেন শুধু উদ্ধারকর্তারই বিবাহের অধিকার হইবে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"ঠিক কথাই বলিয়াছ! তিনজনই অসাধারণ গুণ দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে—রাক্ষসকে মারিয়া যে কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, সে-ই আসল কাজটি করিয়াছে। সুতরাং তাহারই বেশী অধিকার।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ !

ধর্মপুরনগরে ধর্মশীল নামে এক অতি গুণবান্ ও ধার্মিক রাজা ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রীর নাম ছিল অন্ধক। মন্ত্রীর পুরামর্শে রাজা কাত্যায়নী দেবীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত পূজা করিতেন এবং পূজার শেষে দেবীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন—'হে দেবি ! দয়া করিয়া আমাকে পরমরূপবান্ ও গুণবান্ পুত্র দান কর।' কিন্তু হায় ! দেবীর কৃপা হইল না, রাজা এত করিয়াও পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলেন না ! তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ হইল বটে, কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না—অধিকতর নিষ্ঠার সহিত দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা নিয়মিত পূজার পর দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, 'মা কাত্যায়নি! তুমি যুগে যুগে ভক্তের দুঃখ দূর করিয়াছ, সেবকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছ। আমিও তোমার সেবক, তোমার শরণ লইয়াছি—তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কর মা!'

তখন দৈববাণী হইল, 'বৎস, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিলাম—শীঘ্রই তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ পুত্র যেমন রূপে-গুণে, তেমনই বিদ্যা-বুদ্ধিতে, আর তেমনই যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ হইবে।' যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য দেবীর মন্দিরে মহা-আয়োজন করিয়া পূজা দিলেন। রাজবাড়ীতে আনন্দ-উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে দীনদাস নামে এক তাঁতি তাহার বন্ধুর সহিত বিশেষ কাজে রাজবাড়ীতে যাইতেছিল। পথে সেই নগরবাসী অন্য এক তাঁতির পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল,--ঐ কন্যাকেই বিবাহ করিব! তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল—'আমাদের রাজা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়া পুত্র পাইয়াছেন। সুতরাং দেবীর অনুগ্রহ হইলে আমিও এই কন্যাকে লাভ করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া সে দেবীর মন্দিরে গিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিল—'হে দেবি! যদি এই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে স্বহস্তে আমার মাথা কাটিয়া তোমার পূজা করিব।' তাঁতির বন্ধু দীনদাসের এইরূপ সাংঘাতিক মানসিক শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল এবং যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া গিয়া দীনদাসের পিতাকে সমস্ত সংবাদ জানাইল।

এই সংবাদ শ্রবণে দীনদাসের পিতার মনেও ভাবনা হইল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া শেষে পুত্রের বন্ধুর সহিত এই কন্যার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কন্যার পিতা সকল কথা শুনিয়া তখনই

বিবাহে সম্মত হইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাকে পাইয়া দীনদাসের সুখের সীমাই রহিল না।

কিছুদিন পরে দীনদাসের শ্বশুর পারিবারিক কোন ক্রিয়া উপলক্ষ্যে দীনদাসকে নিমন্ত্রণ করাতে সে সেই বন্ধুর সহিত সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ীতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে রাজধানীর নিকটে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির দেখিয়া হঠাৎ তাহার পূর্ব মানসিকের কথা মনে পড়ায় দীনদাস নিতান্ত দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিল—'হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ! দেবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি—আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! যাহা হউক, এখনই দেবীর ঋণ শোধ করিব!'

ইহা স্থির করিয়া দীনদাস বন্ধুকে বলিল—'ভাই! আমার স্ত্রীকে লইয়া ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর; আমি দেবীকে প্রণাম করিয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া দীনদাস দেবীমন্দিরের নিকটে গিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরে স্নান করিল। তারপর দেবীর পূজা করিয়া—'মা! আমি তোমার নিকট যে মানসিক করিয়াছিলাম আজ তাহা শোধ করিতেছি'—বলিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে খড়্গ আনিয়া এক আঘাতে নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

এদিকে দীনদাসের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে বলিল—'তুমি ঐখানে দাঁড়াও, আমি দীনদাসকে ডাকিয়া আনি।' এই বলিয়া সে মন্দিরে গিয়া দেখিল—কি সর্বনাশ! বন্ধুর মাথাকাটা দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে! তখন সে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—'কি বিপদ! এখন আমি করি কি! লোকে নিশ্চয়ই মনে করিবে আমিই আমার বন্ধুকে হত্যা করিয়াছি। সুতরাং এখন প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।' ভাবিয়া সেও তখনই খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

দীনদাসের স্ত্রী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে দেবী-

মন্দিরে গেল। সেখানে স্বামী ও তাঁহার বন্ধুর ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া সে ভাবিল—'না জানি পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই আমার এ দুর্দশা! যাহা হউক, বিধবা হইয়া দুঃখ কষ্টে বাঁচিয়া থাকার চাইতে মরিয়া যাওয়াই ভাল।' এই ভাবিয়া সে সেই রক্তমাখা খড়্গ লইয়া নিজের মাথা কাটিতে উদ্যত হইবামাত্র দেবী তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন—'বাছা! আমি তোমার সাহস দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি—বর প্রার্থনা কর।' তখন দীনদাসের স্ত্রী বলিল—'মা! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইঁহাদের দুইজনকেই বাঁচাইয়া দিন্।' দেবী বলিলেন—'তথাস্তু। তুমি এক কাজ কর, দুইজনের শরীরে মাথা লাগাইয়া দাও, তবেই তাহারা জীবিত হইবে।' এই বলিয়া দেবী শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। তাঁতিকন্যা আনন্দে দিশাহারা হইয়া একজনের মাথা অন্য জনের শরীরে লাগাইবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ জীবন পাইল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এখন, দুইজনের মধ্যে কে ঐ কন্যার স্বামী হইবে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই প্রধান ও উত্তম এবং সেইজন্যই মাথাকে উত্তমাঙ্গ বলে। সুতরাং যাহার শরীরে দীনদাসের মাথা লাগান হইয়াছে, সে-ই কন্যার স্বামী হইবে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! সপ্তম গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

চম্পানগরের রাজা চন্দ্রাপীড়ের ত্রিভুবনসুন্দরী নামে পরম-রূপবতী এক কন্যা ছিল। যথাসময়ে কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইলে রাজা তাহার জন্য পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাজকন্যার অপরূপ সৌন্দর্যের কথা ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

নানা দেশের রাজারা নিজেদের উত্তম চিত্র প্রস্তুত করাইয়া চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল চিত্র কন্যাকে দেখাইতেন, কিন্তু কন্যা কাহাকেও পছন্দ করিত না। তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলে সে তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিল—'বাবা! স্বয়ংবরের কোন আবশ্যক নাই। যে

ব্যক্তি বল-বিক্রমে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অসাধারণ হইবে, তাহাকেই আমি বরণ করিব।'

এই কথা চারিদিকে প্রচার হইবার কিছুদিন পরে একদিন চারিজন বর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন বলিল, 'মহারাজ! আমি অনেক বিদ্যা জানি, আর আমার একটি বিশেষ গুণ এই—প্রতিদিন একখানি করিয়া এমন চমৎকার বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারি যে, তাহার মূল্য পাঁচ রত্ন।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ! আমি সমস্ত পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারি; আর আমার মত বলবান অন্য কেহ নাই।' তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ! আমি সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত; আর আমার রূপের কথা নিজের মুখে বলিতে লজ্জা বোধ হয়—আপনিই তাহার বিচার করুন।' চতুর্থ বলিল—'মহারাজ! অস্ত্রবিদ্যায় আমি অদ্বিতীয়, শব্দবেধী বাণ আমার আয়ত্ত আছে।'

চারিজনের গুণের কথা শুনিয়া রাজা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্তঃপুরে গেলেন এবং সকলের গুণ বর্ণন করিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! এই চারিজনের মধ্যে কাহাকে তোমার পছন্দ হয়?' ইহা শুনিয়া কন্যা কিছুই উত্তর দিল না, লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, এই চারিজনের মধ্যে কে রাজকন্যার পতি হইবার যোগ্য?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"যে কাপড় প্রস্তুত করে সে তাঁতি, সুতরাং জাতিতে শূদ্র। যে ব্যক্তি পশু-পক্ষীর ভাষা জানে—সে বৈশ্য। যে সকল শাস্ত্রে বিশারদ, সে ব্রাহ্মণ। আর যে অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ, সে ক্ষত্রিয়—সুতরাং কন্যার স্বজাতীয়। অতএব, শাস্ত্র ও যুক্তি মতে সে-ই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! শুন—

মিথিলানগরে এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল গুণাধিপ। রাজা গুণাধিপের মহত্ত্ব ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার সভায় একদিন চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত চাকরীর আশায় উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে রাজা প্রায়ই সভাতে আসিতেন না, অন্তঃপুরে আরামে ঘুমাইয়া দিন কাটাইতেন। চিরঞ্জীব রাজার অপেক্ষায় প্রায় এক বৎসর বসিয়া রহিল; ক্রমে তাহার খরচের সব টাকা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু তবুও সে রাজার দর্শন পাইল না।

এইরূপে একেবারে শূন্যহস্ত হইয়া চিরঞ্জীব ভাবিতে লাগিল—'প্রায় এক বৎসর হইল দূর দেশ হইতে আসিয়া চাকরীর জন্য এই

অপদার্থ রাজার বাড়ীতে বসিয়া আছি। চাকরী পাওয়া দূরে থাকুক এ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনই পাইলাম না! আর দেখা পাইলেই যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহা কি করিয়া বুঝিব? তারপর মন্ত্রীই যখন রাজকার্য দেখেন তখন নিশ্চয়ই রাজার নিজের ক্ষমতা কম। এরূপ অবস্থায় আমি যে চাকরী পাইব তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়! এদিকে হাতের টাকা পয়সাও ফুরাইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে। অতএব আর এখানে থাকা উচিত নয়। আজই বনে গিয়া ভগবানের তপস্যা আরম্ভ করিব।' এই ভাবিয়া চিরঞ্জীব রাজবাড়ী ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় রাজকার্যে মন দিলেন। তারপর একদিন তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া শিকার করিতে গেলেন। সেখানে এক হরিণের পিছনে তাড়া করিয়া রাজা একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া গভীর হইতে গভীরতর বনে গিয়া উপস্থিত হইলে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন সেই হরিণটিকেও আর দেখিতে পাইলেন না।

রাজার মনে ভয় হইল। পিপাসায় তাঁহার তালু শুকাইয়া গিয়াছে, পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া জলের সন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ বনের মধ্যে এক কুটীর দেখিতে পাইলেন। এই কুটীরেই চিরঞ্জীব বনবাসী হইয়া তপস্যা করিতেছিল। রাজা কুটীরের দরজায় গিয়া নিতান্ত কাতর স্বরে বলিলেন—'মহাশয়! পিপাসায় আমার প্রাণ যাইতেছে, শীঘ্র একটু জল দিন।' চিরঞ্জীব ব্যস্তসমস্ত হইয়া তখনই তাঁহাকে কিছু মিষ্ট ফল ও ঠাণ্ডা জল দিল। রাজা জল পান করিয়া এবং ফল খাইয়া সুস্থ হইলেন। তারপর চিরঞ্জীবকে বাস্তবিক ঋষির মত বোধ না হওয়াতে তিনি অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন —মহাশয়! আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইলেন, আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এক্ষণে একটি অন্যায় প্রশ্ন করিব, অনুগ্রহ

করিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার চেহারাখানি তপস্বীর মত হইলেও ভাবগতিক দেখিয়া আপনাকে তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। অনুগ্রহপূর্বক আপনার পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।'

রাজার অনুরোধে চিরঞ্জীব নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—'আমি মিথিলার রাজা গুণাধিপের মহত্ত্ব ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরীর জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্য সভায় বাহির হইলেন না। তখন নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি এই বনে আসিয়া তপস্যা করিতেছি। আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা সত্য। এখনও আমার সংসারের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ রহিয়াছে, সেজন্য তপস্যায় মন বসিতেছে না।' ইহা শুনিয়া রাজা মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা প্রকাশ না করিয়া চিরঞ্জীবের কুটীরেই রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা নিজের পরিচয় দিয়া চিরঞ্জীবকে অতি যত্নের সহিত রাজধানীতে লইয়া গেলেন। তখন হইতে চিরঞ্জীব রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজা সর্বদা তাহাকে নিকটে রাখিতেন এবং তাহার প্রতি অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিতেন। চিরঞ্জীবও প্রাণপণে তাঁহার আদেশ পালন করিত।

একদিন রাজা কোন বিশেষ কাজে চিরঞ্জীবকে বিদেশে পাঠাইলেন। কাজ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে সমুদ্রের ধারে এক মন্দির দেখিয়া চিরঞ্জীব দেবতার পূজা করিল। পূজা করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র এক পরমাসুন্দরী কন্যা হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! কন্যার আশ্চর্য রূপ দর্শনে অবাক্ ও মুগ্ধ হইয়া চিরঞ্জীব একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? কেনই বা পুতুলের মত এরূপভাবে দাঁড়াইয়া আছ?' চিরঞ্জীব বলিল—'আমি কোন কাজে বিদেশে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় এখানে আসিয়া

হঠাৎ তোমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।' তখন সেই কন্যা মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরটি দেখাইয়া বলিল—'এই পুকুরে স্নান কর, তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করিতে পাইবে।'

একথায় মহা সন্তুষ্ট হইয়া চিরঞ্জীব তখনই পুকুরে ডুব দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাথা তুলিয়াই দেখিল সে তাহার নিজের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! তখন সে ভিজা কাপড় বদ্‌লাইয়া মুহূর্ত মধ্যে রাজবাড়ী গিয়া রাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন—'শীঘ্র আমাকে সেখানে লইয়া চল।' তখন দুইজনে সমুদ্রতীরে গিয়া সেই মন্দিরে পূজা করিলেন, তারপর বাহিরে আসিবামাত্র সেই পরমা-সুন্দরী কন্যা রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজা গুণাধিপের সুন্দর তেজস্বী মূর্তি দেখিয়া কন্যা বলিল—'মহারাজ! আমি আপনার দাসী, যাহা হুকুম করিবেন তাহাই পালন করিব।' রাজা বলিলেন—'যদি আমার কথামত কাজ করিতে চাও তবে আমার প্রিয়পাত্র এই চিরঞ্জীবকে বিবাহ কর।' কন্যা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—'মহারাজ! আমি আপনাকে বিবাহ করিতে চাহিলাম, আর আপনি এ কি আদেশ করিলেন?' রাজা বলিলেন—'এই মাত্র তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমার আদেশ পালন করিবে। সুতরাং তোমার কথা রক্ষা কর—চিরঞ্জীবকে বিবাহ কর।' তখন নিরুপায় হইয়া কন্যা সম্মত হইল। রাজাও তখনই উভয়ের বিবাহ দিয়া তাহাদিগের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল—"মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী ভদ্র ও উদার?" রাজা বলিলেন—"চিরঞ্জীব।"—"কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"রাজা শেষে চিরঞ্জীবের অনেক উপকার করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু চিরঞ্জীব শিকারের দিনে ফল, জল ও আশ্রয় দিয়া রাজার যে উপকার করিয়াছিল তাহার মূল্য বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বপ্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মগধপুর নগরে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে এক অতিশয় ধনবান্ বণিক্ বাস করিত—তাহার নাম হিরণ্যদত্ত। ঐ বণিকের মদনসেনা নামে সৌন্দর্যে অতুলনীয়া এক কন্যা ছিল। একদিন মদনসেনা সহচরীদিগের সহিত উপবনে বেড়াইতে গেলে ঘটনাক্রমে সোমদত্ত নামে এক বণিক্‌পুত্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সোমদত্ত মদনসেনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিল—'সুন্দরি! তুমি আমাকে বিবাহ কর, নতুবা তোমার সম্মুখেই আত্মহত্যা করিব।'

হঠাৎ এইরূপ প্রস্তাবে মদনসেনা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইল। পরে নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া সোমদত্তকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন মদনসেনা বলিল,—'আমার বিবাহ স্থির, পাঁচদিন পরেই বিবাহ হইবে, সুতরাং তুমি ক্ষান্ত হও।' একথায় সোমদত্তের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সে

অনেকক্ষণ অসাড় জড়পদার্থের মত স্তব্ধ থাকিয়া পরে নিরাশ হইয়া বলিল,—'নিতান্তই যখন নিরাশ করিলে তখন প্রতিজ্ঞা কর—বিবাহের পর আমাকে আর একবার দেখা না দিয়া তুমি স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হইবে না।' মদনসেনা বণিক্‌পুত্রের কাতরতা দেখিয়া অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে সোমদত্ত সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার পাঁচদিন পরে মদনসেনার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর মদনসেনা শ্বশুরবাড়ী গিয়া রাত্রিতে স্বামীর বিছানার এক কোণে মাথাটি নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পরে স্বামী যখন তাহাকে আদর করিয়া মিষ্ট কথা বলিতে লাগিল, তখন মদনসেনা সোমদত্তের বিষয় বর্ণন করিয়া বলিল—'একবার যদি আমাকে তাহার কাছে যাইতে না দাও তবে আমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হইবে—আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।' এ-কথায় স্বামী স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিল।

এইরূপে স্বামীর অনুমতি পাইয়া মদনসেনা রাত্রি দুই প্রহরের সময় সোমদত্তের বাড়ীতে চলিল। পথে বাহির হইয়া খানিক দূর যাইবামাত্র এক চোর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সুন্দরি! তুমি কে? মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিয়া এত রাত্রিতে একাকী কোথায় যাইতেছ?' এই বলিয়া চোর অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল। মদনসেনা অনেক মিনতি করিয়া বলিল—'আমি হিরণ্যদত্ত বণিকের কন্যা—মদনসেনা। অনেক কষ্টে স্বামীর অনুমতি লইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সোমদত্তের নিকট যাইতেছি। দোহাই তোমার! এখন আমাকে বাধা দিও না। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ফিরিবার পথে তোমাকে সমস্ত খুলিয়া দিব।' মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করিয়া চোর তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার অপেক্ষায় সেখানে বসিয়া রহিল।

এদিকে প্রতিজ্ঞামত সোমদত্তকে দেখা দিয়া মদনসেনা চোরের

নিকট ফিরিয়া আসিলে, সে সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—'কি আশ্চর্য! আমার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াও কন্যা ঠিক তাহার কথামত সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে! এরূপ যাহার সত্যনিষ্ঠা তাহার অলঙ্কার আমি কিছুতেই চুরি করিব না।' এই ভাবিয়া চোর মদনসেনাকে বলিল—'সুন্দরি! তোমার ব্যবহারে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই তুমি চলিয়া যাও।' এই বলিয়া চোর প্রস্থান করিল মদনসেনাও স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! মদনসেনা, তাহার স্বামী আর চোর—এই তিন জনের মধ্যে কাহার ব্যবহার বেশী ভদ্র?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"চোরের।"—"কেন?" বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—"মদনসেনার স্বামী প্রথমে বাধা দিয়া পরে অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিয়াছিল—ইহাতে আবার ভদ্রতা কি? আর মদনসেনা সোমদত্তকে কথা দিয়াছিল এবং সে-কথা রক্ষা করা উচিত বটে; কিন্তু অন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। সুতরাং স্বামীর নিষেধ না মানিয়া অন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যাওয়াটা মদনসেনার পক্ষে নির্দোষ কাজ হয় নাই। কিন্তু চোর অর্থপিশাচ—ধন পাইলে কিছুতেই ছাড়ে না! সে যে মদনসেনাকে হাতে পাইয়াও কেবল তাহার সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়িয়া দিল—ইহা কি সামান্য উদারতার কাজ!"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

দশম উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! এক সময়ে গৌড়দেশে বর্ধমান নামক নগরে অতিশয় গুণবান্ এক রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল গুণশেখর। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধিমান্ ও ধার্মিক অভয়চন্দ্র, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রীকে রাজা অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার কথা কখনও অমান্য করিতেন না। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের পরামর্শে রাজা নিজেও শেষে বৌদ্ধ হইয়া শাস্ত্রের পূজা-পার্বণাদি পরিত্যাগ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন—'রাজ্য-মধ্যে প্রচার করিয়া দাও, কেহ যেন আর এই সমস্ত অন্যায় কাজ না করে।'

এই আদেশ প্রচারিত হইলে প্রজারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু রাজার ভয়ে তাহারা প্রকাশ্যে ঐ সকল অনুষ্ঠান করিতে

সাহস পাইত না। এদিকে চতুর মন্ত্রী অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজাকে এতদূর আকৃষ্ট করিলেন যে, কেহ রাজার নিকট ঐ ধর্মের প্রশংসা করিলে তিনি তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে দেখিতে দেখিতে রাজ্যময় এই নূতন ধর্ম ছড়াইয়া পড়িল।

রাজা গুণশেখরের মৃত্যুর পর রাজপুত্র ধর্মধ্বজ সিংহাসনে বসিলেন। তিনি মনে মনে বৌদ্ধধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া সিংহাসনে বসিবার পর হইতেই বৌদ্ধ প্রজাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পিতার প্রিয় মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের মাথা নেড়া করিয়া তাঁহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া নগরের চারিদিক্ ঘুরাইলেন এবং পরে দেশ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের চিহ্নমাত্রও রহিল না এবং পুনরায় হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিছুদিন পরে রাজা ধর্মধ্বজ তাঁহার তিন রাণীকে লইয়া উপবনে আমোদ-প্রমোদ করিতে গেলেন। সেখানে একটি সুন্দর পুকুরে রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটিয়া ছিল। রাজা জলে নামিয়া কতকগুলি ফুল তুলিলেন। তারপর তীরে আসিয়া সেগুলি তাঁহার এক রাণীর হাতে দিলেন। রাণী সেই ফুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ একটি ফুল তাঁহার পায়ের উপর পড়িবামাত্র ফুলের আঘাতে পা ভাঙ্গিয়া গেল! তারপর সন্ধ্যা হইলে যখন আকাশে চাঁদ উঠিল তখন চাঁদের শীতল কিরণ লাগিয়া দ্বিতীয় রাণীর শরীর জ্বলিয়া গেল! আর ঠিক সেই সময়ে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ঢেঁকির শব্দ হওয়াতে সেই শব্দে তৃতীয় রাণীর কানে তালা লাগিয়া গেল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন!"

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! ঐ তিন রাণীর মধ্যে কে সকলের চাইতে দুর্বল?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে, চাঁদের শীতল কিরণ লাগিয়া যাঁহার শরীর পুড়িয়া গেল, তিনিই বেশী দুর্বল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—
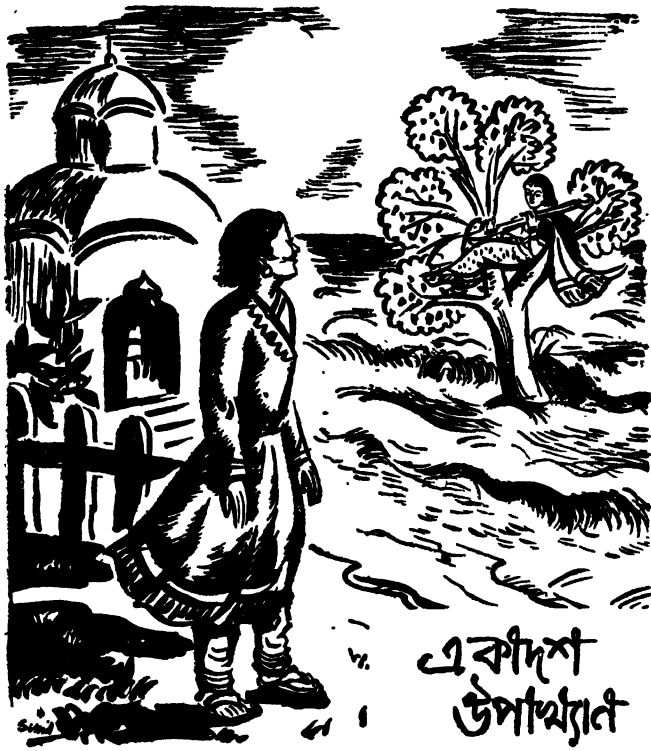
পথে চলিতে চলিতে বেতাল একাদশ গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল—"মহারাজ! পূর্বকালে পুণ্যপুর নামক নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি প্রজাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন। রাজার মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ। একদিন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন—'দেখ মন্ত্রী! রাজ্যশাসন বড় কঠিন কাজ। এতদিন রাজত্ব করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন কিছুদিনের জন্য আমাকে অবসর দাও।' এই বলিয়া মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজকার্যের ভার দিয়া রাজা বল্লভ আমোদে মত্ত হইলেন। মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ কিছুদিন রাজকার্য চালাইয়া ক্রমে তিনি নিজেও নিতান্ত ক্লান্তিবোধ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী প্রতিদিন রাজবাড়ী হইতে গৃহে ফিরিয়া কিছুকাল বিষণ্ণ মনে নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজকাল

তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখি কেন? তোমার শরীরই বা দিন দিন কেন এত রোগা হইতেছে?' মন্ত্রী বলিলেন—'রাজা আমার উপর রাজকার্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়া ভোগসুখে মত্ত হইয়াছেন। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে যাহা কিছু গুরুতর বিষয় সমস্তই আমাকে একা করিতে হয় বলিয়া শরীর ও মন উভয়েরই অত্যন্ত পরিশ্রম হয় এবং সেইজন্যই ক্রমশঃ দুর্বল হইতেছি।' তখন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'এক কাজ কর না কেন? তীর্থযাত্রার জন্য রাজার নিকট হইতে কিছুদিনের অবসর লও।'

স্ত্রীর উপদেশে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। অনেক তীর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র মহাদেবের এক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরে দেবতা দর্শন করিয়া মন্ত্রী বাহিরে আসিলে পর সমুদ্রের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, ঢেউয়ের ভিতর হইতে অতি অদ্ভুত এক সোনার গাছ বাহির হইয়াছে! আর সেই গাছের ডালে বসিয়া পরমাসুন্দরী এক কন্যা বীণা বাজাইয়া চমৎকার গান করিতেছে! মন্ত্রী নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া একদৃষ্টে সেই কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে সেই আশ্চর্য গাছটি ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ তখনই রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় জানাইলে রাজাও মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি নিজের চক্ষে এই ব্যাপার দেখিবেন। তখন পুনরায় মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি একাকী সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া মন্ত্রীর উপদেশ মত মহাদেবের পূজা করিলেন। তারপর বাহিরে আসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিবামাত্র সত্য সত্যই সেই সোনার গাছ এবং তাহার

উপরে সেই কন্যা দেখা গেল। তখন সেই সুন্দরী কন্যার গান শুনিয়া রাজা এমনই মুগ্ধ হইলেন যে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাজা ভাল সাঁতার জানিতেন, সুতরাং সেই গাছে চড়িতে তাঁহার বেশীক্ষণ লাগিল না। কিন্তু গাছে চড়িবামাত্র, গাছ তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

পাতালে গিয়া সেই কন্যা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? তুমি এখানে কেন আসিলে?' রাজা বলিলেন—'হে সুন্দরি! আমি পুণ্যপুরের রাজা—বল্লভ। তোমায় দেখিয়া ও তোমার আশ্চর্য সঙ্গীত শুনিয়া তাহারই আকর্ষণে এখানে আসিয়াছি—এখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যদি বিবাহ কর, তাহা হইলে সুখী হইব।' এ-কথায় কন্যা বলিল—'মহারাজ! তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে বিবাহের পর প্রতি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী দিনে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবে, তবেই তোমাকে বিবাহ করিব।' কন্যার কথা শুনিয়া রাজার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তারপর দুইজনের বিবাহ হইয়া গেল। রাজা কন্যাকে লইয়া পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপস্থিত হইলে রাণী রাজাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া দূরে যাইতে বলিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে বড়ই কৌতূহল হইল। তিনি ভাবিলেন—'আমাকে তাড়াইবার জন্য রাণী এত ব্যস্ত হইয়াছে কেন? একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।' এই ভাবিয়া রাজা আড়ালে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ এক বিকটাকৃতি রাক্ষস আসিয়া ভীষণ ভয় দেখাইয়া রাণীকে শাসাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজা আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তলোয়ার হস্তে ছুটিয়া

গিয়া মুহূর্তমধ্যে রাক্ষসের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন রাণীর যা আনন্দ হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলিলেন—'মহারাজ! এই দুষ্ট রাক্ষসকে মারিয়া তুমি আমাকে বাঁচাইলে। এতদিন ইহার হাতে কি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।'

·মুহূর্তমধ্যে রাক্ষসের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

রাজা নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'রাণি! এই হতভাগা রাক্ষসের হাতে কেন তুমি দুঃখ পাইয়াছ, তাহার কারণ আমাকে বল।'

রাণী বলিলেন—'মহারাজ! শুন তবে বলি। আমি গন্ধর্ব-কন্যা—আমার নাম রত্নমঞ্জরী। আমার পিতার নাম বিদ্যাধর, তিনি গন্ধর্বদের রাজা। প্রতিদিন আহারের সময় আমি নিকটে বসিয়া না থাকিলে পিতা তৃপ্তির সহিত খাইতে পারিতেন না। একদিন আমি খেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পিতার আহারের সময় উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে জন্ম লও। আর, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী দিনে এক রাক্ষস আসিয়া তোমাকে নানা রকমে শাস্তি দিবে।" পিতার শাপ শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল। তখন আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক স্তুতি-মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ইহাতে পিতার মনে দয়া হইল এবং তিনি বলিলেন, "আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক, এক মহাবলবান্ রাজা এই রাক্ষসকে বধ করিয়া তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন।" মহারাজ! সেই শাপে এতদিন আমি কষ্ট পাইতেছিলাম। আজ তুমি আমাকে মুক্ত করিলে। এখন অনুমতি দাও আমি পিতার নিকট চলিয়া যাই।'

এই কথা শুনিয়া রাজার মনে বড়ই দুঃখ হইল, তিনি বলিলেন—'রাণি! এত কষ্ট করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিলাম, এখন একবার দয়া করিয়া আমার রাজধানীতে চল; পরে না হয় তোমার পিতার কাছে যাইও।' রত্নমঞ্জরী অকৃতজ্ঞ নহেন; তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তখনই রাজার সহিত তাঁহার রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া কিছুকাল পরে রাজা যখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে পিতার নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন তখন রত্নমঞ্জরী বলিলেন—'মহারাজ! বহুদিন তোমার সঙ্গে

থাকিয়া আমার স্বভাব মানুষের মত হইয়া গিয়াছে। এখন পিতার নিকট গেলে আর তেমন আদর যত্ন পাইব না। সুতরাং, আমার আর গন্ধর্বলোকে যাইবার ইচ্ছা নাই; তোমার নিকটেই আজীবন থাকিব।' তখন রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাজকার্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া রত্নমঞ্জরীর সহিত পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি মন্ত্রী কেন প্রাণত্যাগ করিলেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"সত্যপ্রকাশ ভাবিল রাজা নিজের সুখ লইয়াই রাতদিন ব্যস্ত, রাজকার্যে একেবারে উদাসীন! এরূপ অবস্থায় প্রজারাই বা কতদিন আমাকে শ্রদ্ধা করিবে? 'এই দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার মনটাকে একেবারে চুরমার করিয়া দেওয়াতে সত্যপ্রকাশের মৃত্যু হইল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল দ্বাদশ গল্প আরম্ভ করিল—"মহারাজ! দেবস্বামী নামে পরম রূপবান্ এক ব্রাহ্মণ চূড়াপুরে বাস করিতেন। তিনি বৃহস্পতির মত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং কুবেরের মত ধনবান্ ছিলেন। লাবণ্যবতী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। লাবণ্যবতী সত্য সত্যই পরম রূপলাবণ্যবতী—তাহার সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেবস্বামী তাহাকে লইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে ব্রাহ্মণদম্পতি বাড়ীর ছাদে ঘুমাইতেছিলেন। ঐ সময় এক গন্ধর্ব রথে চড়িয়া আকাশে বেড়াইতেছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণকন্যার দিকে দৃষ্টি পড়াতে তাহার অসাধারণ সৌন্দর্য দেখিয়া সে আশ্চর্য হইল এবং রথশুদ্ধ নামিয়া আসিয়া ঘুমন্ত লাবণ্যবতীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গিলে দেবস্বামী স্ত্রীকে না দেখিতে পাইয়া একেবারে পাগল হইয়া গেলেন। এদিক্ সেদিক্, উপর নীচ সর্বত্র সন্ধান করিলেন, কত ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল—লাবণ্যবতীকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে নিতান্ত নিরাশ ও পাগলের মত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া বলিলেন—'মহাশয়! ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি, কিছু খাবার দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।' গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তখনই এক বাটি দুধ আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। এদিকে মুহূর্ত পূর্বে যে একটা কেউটে সাপ ঐ দুধে মুখ দিয়া উহা বিষাক্ত করিয়াছিল, সেটা কেহই জানিত না। সুতরাং ঐ দুধ পান করিবামাত্র সাপের বিষে আগন্তুক ব্রাহ্মণের শরীর কেমন যেন অবসন্ন হইতে লাগিল, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে—'তুমি বিষ খাওয়াইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে?'—এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া মারা গেলেন! এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'তুই দুধে বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ত ব্রহ্মবধ হইল! তুই নিতান্ত পাপী, আমি তোর মুখ দেখিব না!' এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, এই ব্রহ্মহত্যা ব্যাপারে কাহার কি দোষ?" বিক্রমাদিত্য

বলিলেন—“সাপের মুখে ত বিষ থাকেই, সুতরাং সাপকে দোষ দেওয়া যায় না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী দুধে যে বিষ আছে তাহা জানিতেন না—সুতরাং তাঁহাদেরও দোষ নাই। আর আগন্তুক ব্রাহ্মণ যখন না জানিয়া দুধ পান করিয়াছেন, তখন তাঁহারও আত্মহত্যার পাপ হয় নাই। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভাল রকম সন্ধান না লইয়া মিছামিছি বেচারী ব্রাহ্মণীকে তাড়াইয়া দিলেন! অতএব, এ-ক্ষেত্রে কেবল তাঁহারই দোষ।”

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ত্রয়োদশ গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

চন্দ্রহৃদয়নগরের রাজা রণধীর বড় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার ভয়ে রাজ্যে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস পাইত না। প্রজারা সর্বদা নিশ্চিন্ত মনে বাস করিত। একবার নগরে বড় চোরের উপদ্রব হইল। প্রজারা সকলে মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিলে তিনি অনেকগুলি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সমস্ত রাত্রি অতি সতর্কতার সহিত পাহারা দিত। কিন্তু এত করিয়াও চোরের উপদ্রব থামিল না, বরং দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

প্রজারা পুনরায় রাজার নিকটে গিয়া দুঃখ জানাইল। রাজা বলিলেন—'তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আজ রাত্রিতে আমি নিজে পাহারা দিব।' রাত্রিতে একাকী ছদ্মবেশে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রাজা

নগর-রক্ষার জন্য বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া একজন অপরিচিত লোককে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? কোথায় যাইতেছ?' লোকটি বলিল—'আমি চোর, চুরি করিতে বাহির হইয়াছি। তুমি কে? কি জন্য আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ?' রাজা বলিলেন—'আমিও চোর।' ইহা শুনিয়া সে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'তবে আইস, তুইজনে মিলিয়া চুরি করিতে যাই।' রাজা সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন।

চোর রাজার সহিত এক ধনীর বাড়ীতে গিয়া সিঁধ কাটিয়া অনেক ধন-রত্ন পাইল। তারপর তাঁহাকে লইয়া সহরের বাহিরে খানিক দূর গিয়া একটা গুপ্তপথে পাতালে প্রবেশ করিল। সেখানেই ছিল চোরের বাড়ী। তখন রাজাকে বাড়ীর দরজায় বসাইয়া সে ভিতরে গেল। এই সময়ে এক দাসী আসিয়া কথায় কথায় রাজার পরিচয় পাইয়া বলিল—'মহারাজ! বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ, শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর। যাহার সঙ্গে আসিয়াছ সে তুর্দান্ত দস্যু; ফিরিয়া আসিয়াই তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।' দাসীর কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিলেন —'আমি ত পথ ভুলিয়া গিয়াছি, পলাইব কি করিয়া? তুমি অনুগ্রহ করিয়া পথ দেখাইয়া আমাকে বাঁচাও।' দাসী তখনই পথ দেখাইয়া দিল; রাজাও পলাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রণধীর সৈন্যসামন্তের সহিত পাতালে প্রবেশ করিয়া সেই চোরের বাড়ী অবরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালপুরী রক্ষা করিত। চোর রাজার ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া, রাক্ষসের শরণ লইল। তারপর রাক্ষসের সহিত রাজার সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুষ্ট রাক্ষস রাজার হাতী, ঘোড়া, সৈন্য সমস্ত গিলিতে আরম্ভ করিল। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রণধীর উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

রাজাকে একাকী পলায়ন করিতে দেখিয়া চোরের স্পর্ধা দেখে

কে! সে তাঁহার পিছন পিছন তাড়া করিয়া গালি দিতে লাগিল—'ধিক্ তোমাকে! এত বড় রাজা হইয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ? তোমার নরকেও স্থান নাই।' এই তিরস্কার সহ্য করিতে না পরিয়া রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন চোরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর রাজা চোরকে পরাজিত করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা হুকুম দিলেন—'দুষ্ট চোরকে গাধায় চড়াইয়া সহরের চারিদিক ঘুরাইয়া আন; তারপর ইহাকে শূলে দাও।' এই চোর অনেকেরই সর্বনাশ করিয়াছিল; সুতরাং ইহার দুরবস্থা দেখিয়া সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল এবং রাজাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

এদিকে রাজভৃত্যেরা চোরকে লইয়া ধর্মধ্বজ নামক বণিকের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া বণিকের কন্যা শোভনার মন একেবারে গলিয়া গেল। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সে পিতাকে বলিল—'বাবা! রাজার কাছে বলিয়া কহিয়া যেরূপে পার ঐ চোরকে উদ্ধার করিয়া আন!' কন্যার এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া বণিক্ একেবারে অবাক্! তিনি বলিলেন—'মা! তুমি বল কি? যাহার জন্য রাজার সমস্ত সৈন্য গিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রাণ পর্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাকে কি তিনি আমার কথায় ছাড়িয়া দিবেন? কখনই না!' পিতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া শোভনা বলিল—'বাবা! আমি মনে মনে উহাকেই বিবাহ করিয়াছি। তোমার সর্বস্ব দিয়া হইলেও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে—যদি না আন, আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।'

বণিক্ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। যাহা হউক প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কন্যার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি রাজার নিকট গিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন।

এই সময়ে রাজার লোকেরা চোরকে সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইয়া

বধ্যভূমিতে শূলের কাছে লইয়া আসিল। শোভনার এই অদ্ভুত আবদারের কথা চারিদিকে প্রচার হওয়াতে তাহা চোরও শুনিতে পাইয়াছিল। তারপর তাহাকে শূলে দিবার সময় সে প্রথমে হাসিল পরে রোদন করিল।

এদিকে চোরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বণিককন্যা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে চিতা প্রস্তুত হইলে শোভনা চোরকে শূল হইতে নামাইয়া তাহার সহিত চিতায় শয়ন করিল।

তখন লোকেরা চিতায় আগুন দিবার উপক্রম করিলে রাজ-অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী কাত্যায়নী দেবী শ্মশানে দেখা দিয়া শোভনাকে বলিলেন—'বাছা! তোমার সাহস ও সতীত্ব দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি—এখন বর প্রার্থনা কর।' শোভনা বলিল—'জননি! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইহাকে বাঁচাইয়া দিন।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ চোরকে বাঁচাইয়া দিলেন!"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, চোর কেন প্রথমে হাসিল, তারপর কেন কাঁদিল?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"চোর ভাবিল—কি অসম্ভব কথা! আমার মৃত্যুর সময় আমার প্রতি এই কন্যার ভালবাসা হইল! এই ভাবিয়া সে প্রথমে হাসিয়াছিল। তারপর আবার যখন ভাবিল—'হায়! এই কন্যা আমার জন্য রাজাকে সর্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমি হতভাগা তাহার এমন কি উপকার করিতে পারিতাম?' তখন সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

পথে চলিতে চলিতে চতুর্দ্দশ গল্প আরম্ভ করিয়া বেতাল বলিল ঃ "মহারাজ! কুসুমবতীনগরের রাজা সুবিচারের পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম চন্দ্রপ্রভা। একদিন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা পিতার অনুমতি লইয়া সখীদিগের সহিত রাজবাড়ীর নিকটস্থ এক উপবনে বেড়াইতে গেলেন। রাজার উপবনে অনুমতি না লইয়া কোন পুরুষ যাইতে পারে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে মনস্বী নামে এক পরমরূপবান্ বিদেশী ব্রাহ্মণযুবক রৌদ্রে পথ চলিতে চলিতে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঐ উপবনের এক নির্জন কুঞ্জে ছায়ার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণকুমার জানিত না যে উপবনে অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাহাকে অন্য কেহ দেখিতেও পায় নাই।

এদিকে রাজকুমারী সখীদের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে দৈবাৎ সেই কুঞ্জের নিকটে গেলেন। তাঁহাদিগের পায়ের নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে মনস্বীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে হঠাৎ চোখের সম্মুখে অপূর্ব-সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহিত হইয়া রহিল। রাজকুমারীও মনস্বীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সখীগণ এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি রাজকুমারীকে লইয়া প্রস্থান করিল। মনস্বী কিছুই বলিতে পারিল না; রাজকন্যা চলিয়া গেলে পর দুঃখে বিহ্বল হইয়া সে সেখানেই অজ্ঞান অবস্থায় রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঐ পথে দেশে ফিরিতেছিলেন। তাঁহারাও রৌদ্রে নিতান্ত কাতর হইয়া বিশ্রামের জন্য সেই কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলে অজ্ঞান মনস্বীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন ভূদেব নানা উপায়ে তাহাকে সজ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? তোমার এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল?' মনস্বী বলিল—'যে দুঃখ দূর করিতে পারিবে, তাহাকেই দুঃখের কথা বলা উচিত। নতুবা মিছামিছি বলিয়া নির্বোধের মত কাজ করিব কেন?' ইহা শুনিয়া ভূদেব বলিলেন—'তোমার দুঃখের কথা আমাকে বল; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা দূর করিবই করিব।' তখন মনস্বী বলিল —'মহাশয়! ক্ষণকাল পূর্বে এক রাজকন্যাকে দেখিলাম; তারপর মুহূর্তমধ্যে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন! এখন যদি আর তাঁহার সন্ধান না পাই তবে প্রাণবিসর্জন করিব!'

তখন ভূদেব বলিলেন—'তুমি আমার সঙ্গে চল, যেরূপে পারি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।' এই বলিয়া ভূদেব মনস্বীকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাহাকে এক আশ্চর্য মন্ত্র শিখাইয়া দিয়া বলিলেন—'এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তুমি তখনই ষোল বৎসর বয়সের পরমাসুন্দরী কন্যা হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই পুনরায় নিজের রূপ পাইবে।'

মন্ত্রবলে মনস্বী ষোল বৎসরের কন্যা হইল। ভূদেবও আশী বৎসরের বৃদ্ধ হইলেন এবং মনস্বীকে পুত্রবধূ করিয়া রাজা সুবিচারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া রাজা

জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঠাকুর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার কি প্রয়োজন?' ভূদেব বলিলেন—'মহারাজ! আমার বাড়ী গঙ্গার পূর্বপারে আমার এই পুত্রবধূটিকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে আনিতে গিয়াছিলাম। বধূর সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, গ্রামে গ্রামে ওলাউঠা লাগিয়াছিল, তাই সমস্ত লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। বাড়ীতে ব্রাহ্মণী ও বিশ বছরের পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছিলাম। এই উপদ্রবের সময় তাহারাও কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তাহাদিগের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। সেজন্য মনে করিয়াছি বধূকে কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট রাখিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সন্ধানে বাহির হইব। মহারাজ! আপনিই বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র, সুতরাং আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া পুত্রবধূটিকে আপনার নিকটে রাখুন।'

ইহা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'পরের মেয়ে রাখা মহা মুস্কিলের কাজ; কিন্তু না রাখিলেও বুড়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। বরং এক কাজ করি—রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার নিকট ইহাকে রাখিয়া দেই, সে ইহাকে দেখিবে শুনিবে!' এই ভাবিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ঠাকুর! আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম, পুত্রবধূটিকে আমার কাছে রাখিয়া যান।' ভূদেব মহা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণবধূকে রাজা অন্তঃপুরে রাজকন্যার নিকট লইয়া গেলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র রাজকুমারী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের সমবয়সী দেখিয়া তাহাকে আপন ভগ্নীর মত যত্ন করিতে ও ভালবাসিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র স্নান করেন, একত্র আহার করেন, সর্বদা একসঙ্গে বেড়ান। এইরূপে মনস্বী ক্রমে রাজকুমারীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিল। একদিন সে রাজকুমারীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল,

—'রাজকুমারি! তুমি সব সময়ে কি ভাব? সর্বদাই এমন বিষণ্ণ থাক কেন?'

রাজকন্যা বলিলেন—'সখি! একদিন সহচরীগণের সঙ্গে উপবনে বেড়াইতে গিয়া ঘটনাক্রমে এক পরমসুন্দর ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিয়াছিলাম; তাঁহার কথা আমি আর কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার নাম কি, বাড়ী কোথায়—কিছুই জানি না। একথা কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি—মনের দুঃখ গোপনে সহ্য করিতেছি। তোমাকে বড় ভালবাসি, তাই তোমাকে বলিলাম—একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।' রাজকন্যার মনের কথা জানিতে পারিয়া মনস্বী বলিল—'আচ্ছা, আমি যদি সেই ব্রাহ্মণকুমারকে আনিয়া দিতে পারি, তবে কি পুরস্কার দিবে?' রাজকন্যা বলিলেন—'দাসী হইয়া চিরজীবন তোমার সেবা করিব।' তখন মনস্বী চক্ষের নিমেষে নিজের রূপ ধরিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারী হতবুদ্ধি হইয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন—তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি আশ্চর্য! এতদিন তুমি আমার সখীর রূপ ধরিয়াছিলে কিরূপে? কি করিয়াই বা পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকুমারের রূপ ধরিলে?' তখন মনস্বী ভূদেবের কথা আর তাঁহার সেই আশ্চর্য মন্ত্রের কথা সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া গন্ধর্বমতে রাজকন্যাকে বিবাহ করিল। বিবাহের পর মনস্বী কন্যাবেশেই অন্তঃপুরে থাকিতে লাগিল। কাহাকেও আপনার পরিচয় জানাইল না।

এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গেল, তবু ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে লইতে আসিলেন না। রাজা সুবিচার মনে মনে বিরক্ত হইলেন। রাজবাড়ীর লোকেরাও মনস্বীকে আর তেমন আদর যত্ন করে না, ইচ্ছা করিয়াই যেন সকলে তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকে। অনাদরের মাত্রা দিন দিন ক্রমেই বাড়িতে চলিল দেখিয়া মনস্বী ভাবিল—'না, এখানে থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং পলায়ন

করাই উচিত।' এই ভাবিয়া একদিন সে নিজের রূপ ধরিয়া গোপনে রাজবাড়ী হইতে পলায়ন করিল। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা অতিশয় চিন্তিত হইয়া ভাবিলেন--'কি সর্বনাশ! বুড়া ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন তাঁহার পুত্রবধূকে চাহিবেন তখন কি বলিব? এখন উপায় কি?

এদিকে মনস্বী ভূদেবের নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিল। ভূদেব শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন বন্ধু শশীকে বিশ বৎসরের পুত্র সাজাইয়া নিজে পুনরায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ হইলেন, এবং দুইজনে রাজা সুবিচারের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার ফিরিয়া আসিতে এত দেরী হইল কেন?' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন—'মহারাজ! পুত্রের সন্ধানে অনেক স্থানে যাইতে হইয়াছে; সেজন্য দেরী হইল। যাহা হউক পুত্রকে পাইয়া লইয়া আসিয়াছি; এখন বধূকে লইয়া বাড়ী যাইব।' তখন রাজা ব্রহ্মশাপের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাতযোড় করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

ক্রোধে ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রাজাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—'পাপিষ্ঠ! বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট পুত্রবধূটিকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, আর তুমি তাহার খবর রাখ না? শীঘ্র তাহাকে আনিয়া দাও। যদি না পার, এখনই তোমার কন্যাকে আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দাও—নতুবা এই মুহূর্তে তোমায় শাপ দিব।'

ব্রাহ্মণের শাপের ভয়ে রাজা তখনই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শুভ দিনে ও উত্তম লগ্নে রাজকুমারীর সহিত শশীর বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর ভূদেব রাজকন্যাকে লইয়া বাড়ী আসিলে শশী ও মনস্বীর মধ্যে—'এই স্ত্রী আমার আমার' বলিয়া মহা বিবাদ বাধিয়া গেল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল

দেখি, শাস্ত্র ও যুক্তিমতে রাজকন্যা এখন কাহার স্ত্রী হইবে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হইবে।" বেতাল বলিল—"কেন?" রাজা বলিলেন—"পূর্বে মনস্বীর সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছে। এখন সে বাঁচিয়া থাকিতে শাস্ত্রমতে কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং জানিয়া হউক আর না জানিয়া হউক, রাজা যে শশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন, সে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—সুতরাং তাহা বিবাহই হয় নাই! অতএব, রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হইলেই শাস্ত্র ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা পায়।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বপ্রতিজ্ঞা মত ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! পঞ্চদশ গল্প বলিতেছি শুন—হিমালয় পর্বতের উপরে পুষ্পপুর নামে অতি সুন্দর এক নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ছিলেন ঐ নগরের রাজা। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তিনি অনেক দিন পর্যন্ত কল্পবৃক্ষের পূজা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়; সুতরাং পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া বৃক্ষ রাজাকে বর দিলেন—তাঁহার পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন, জীমূতবাহন। জীমূতবাহন বড় হইয়া ধার্মিক, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ হইলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইলেন।

কিছুদিন পরে জীমূতকেতু পুনরায় কল্পবৃক্ষের পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন—'আমার প্রজারা অতিশয় ধনবান্ হউক।' রাজার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। এদিকে প্রচুর ধন পাইয়া প্রজাদের অহঙ্কারের সীমা রহিল না; তাহারা রাজাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল! ইহা দেখিয়া রাজার আত্মীয়স্বজনেরা ভাবিলেন—'রাজা ও রাজকুমার দুইজনে ধর্মকর্ম লইয়াই সব সময় ব্যস্ত, রাজকার্য একেবারেই দেখেন না। 'আর প্রজারা যে দিন দিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, সে দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। সুতরাং ইহাদের

উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজকার্যের উত্তম ব্যবস্থা করা উচিত।' এইরূপ পরামর্শের পর তাঁহারা অনেক সৈন্য লইয়া হঠাৎ রাজবাড়ীর চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিলেন।

ইহা দেখিয়া যুবরাজ জীমূতবাহন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন—'বাবা! জ্ঞাতিগণ রাজবাড়ী ঘিরিয়াছেন। আমাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য! আপনি হুকুম দিন—আমি এখনই যুদ্ধ করিয়া সকলকে বিনাশ করি।' জীমূতকেতু বলিলেন—'দেখ বাবা! মানুষের জীবন আজ আছে কাল নাই! সামান্য রাজ্যের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ বধ করিলে মহা পাপ হইবে! পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠির আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিয়া পরে সেজন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব, যুদ্ধ না করিয়া চল কোন নির্জন জায়গায় গিয়া দেবতার আরাধনা করি।' এইরূপ স্থির করিয়া পিতাপুত্রে রাজধানী ছাড়িয়া মলয় পর্বতে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে এক মুনি-বালকের সহিত রাজপুত্র জীমূতবাহনের বন্ধুতা হইল। একদিন দুই বন্ধুতে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। নিকটেই কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরের নিকট গেলে সুমধুর বীণার শব্দ শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের বড়ই কৌতূহল হইল! তাঁহারা দেখিলেন পরমাসুন্দরী এক কন্যা বীণার সাহায্যে গান করিয়া কাত্যায়নী দেবীর উপাসনা করিতেছে। আরাধনা শেষ হইলে পর সাধু জীমূতবাহনের উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া কন্যার বড়ই ভাল লাগিল এবং সখীদ্বারা তাঁহার পরিচয় লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সেই রমণী ছিল রাজা মলয়কেতুর কন্যা। গৃহে ফিরিয়া আসিলে পর রাজকুমারীর সখী রাণীর নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। রাণীও রাজা মলয়কেতুকে জীমূতবাহনের কথা

জানাইলেন। তখন মলয়কেতু রাজপুত্র মিত্রাবসুকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমার ভগিনীর বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এখন তাহার জন্য পাত্রের সন্ধান করা উচিত। আমি শুনিলাম, গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু নাকি রাজ্য ছাড়িয়া পুত্র জীমূতবাহনের সহিত মলয় পর্বতে তপস্যা করিতেছেন। আমার ইচ্ছা জীমূতবাহনকেই জামাতা করি। অতএব, তুমি জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে আমার এই প্রস্তাব জানাও।'

যুবরাজ মিত্রাবসু পিতার আজ্ঞায় জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিলে তিনি তখনই সম্মত হইলেন; এবং জীমূতবাহনকে মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়কেতুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তারপর শুভলগ্নে রাজকুমারী মলয়বতীর সহিত জীমূতবাহনের বিবাহ হইয়া গেল। বরকন্যা পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন জীমূতবাহন শ্যালক মিত্রাবসুর সহিত মলয় পর্বতের নীচে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পর্বতের উত্তর দিকে গিয়া দূরে কতকগুলি ধপ্‌ধপে সাদা জিনিস দেখিতে পাইয়া জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঐ যে সাদা জিনিসগুলি দেখা যাইতেছে, ওগুলি কি?' মিত্রাবসু বলিলেন—অনেক দিন পূর্বে গরুড়ের সহিত নাগকুলের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যুদ্ধে শেষে নাগেরাই হারিয়া যায়। তখন তাহারা সন্ধি করিতে চাহিলে গরুড় বলিয়াছিলেন—'তোমরা যদি আমার আহারের জন্য, প্রতিদিন একটি সাপ দিতে পার, তবে আমি সন্ধি করিব। আর তাহা না হইলে সমস্ত নাগ বধ করিব।' নাগেরা নিরুপায় হইয়া তাহাতেই সম্মত হইল। সেই হইতে প্রতিদিন দুইপ্রহরের সময় একটি করিয়া নাগ ঐখানে আসে, আর গরুড় তাহাকে ভক্ষণ করেন। সেই সকল সাপের হাড় জমিয়া সাদা পর্বতের মত দেখা যাইতেছে।

একথা শুনিয়া জীমূতবাহনের বড় দয়া হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'তুই প্রহর বেলা ত প্রায় হইয়া আসিল, নিশ্চয়ই এখনই একটি সাপ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আজ আমার প্রাণ দিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিব।' এই ভাবিয়া তিনি কৌশলক্রমে মিত্রাবসুকে বিদায় দিয়া সেই রাশীকৃত হাড়ের নিকট উপস্থিত হইলে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন—এক বৃদ্ধা সাপিনী শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তুমি এমন কাতর হইয়া কাঁদিতেছ কেন?' নাগিনী গরুড়ের বিষয় বর্ণন করিয়া বলিল—'আজ আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা। খানিক পরেই গরুড় আসিয়া তাহাকে খাইবে। আমার এই একটি মাত্র পুত্র! তাহার তুঃখেই আমি কাঁদিতেছি।' জীমূতবাহন বলিলেন—'মা! তুমি আর কাঁদিও না। আমি আমার প্রাণ দিয়া আজ তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব।' নাগিনী বলিল—'বাছা! তুমি কেন পরের জন্য নিজের প্রাণ দিবে? আর পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া যদি নিজের পুত্রকে বাঁচাই, তবে যে আমার নরকেও স্থান হইবে না!'

এই সময়ে শঙ্খচূড়ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত! তখন সে জীমূতবাহনের অভিপ্রায় জানিয়া এবং তাহার পরিচয় লইয়া বলিল—'সে কি মহারাজ! আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? আমার মত কত শত শত জীব জন্মিতেছে আর মরিতেছে। কিন্তু আপনার মত ধার্মিক ও দয়ালু লোক খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। আমার বদলে আপনি মরিবেন—ইহা কিছুতেই হইতে পারে না; আপনি বাঁচিয়া থাকিলে জগতের কত উপকার হইবে। কিন্তু আমাদ্বারা কোনদিন কাহারও উপকার হইবে না। আমার মত সামান্য লোকের বাঁচা মরা তুই সমান।'

ইহা শুনিয়া জীমূতবাহন বলিলেন—'শুন শঙ্খচূড়! আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব। আমি

ক্ষত্রিয় ; জান ত ক্ষত্রিয়েরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চাইতে মৃত্যুকে সামান্য মনে করে। অতএব আর মিথ্যা বাক্যব্যয়ের দরকার নাই—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও।' এই বলিয়া তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়া গরুড়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। মলয় পর্বতের নিকটেই কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। নিরুপায় শঙ্খচূড় নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে সেই মন্দিরে গিয়া প্রাণদাতা জীমূতবাহনের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। যথাসময়ে গরুড় আসিয়া ঠোঁট দিয়া জীমূতবাহনকে লইয়া আকাশে উড়িলেন এবং মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে জীমূতবাহনের হাতের কেয়ূর রক্তমাখা হইয়া মলয়বতীর সম্মুখে পড়িল। উহা দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া মলয়বতী মনে করিলেন—স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার শব্দে রাজা, রাণী, রাজপুত্র সকলে আসিয়া উপস্থিত। তখন রাজকুমারীর কথা শুনিয়া রাজা মলয়কেতু চারিদিকে লোক পাঠাইলেন এবং নিজেও পুত্র মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহনের অন্বেষণে বাহির হইলেন।

এদিকে শঙ্খচূড় কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে থাকিয়া যখন রাজবাড়ীর কোলাহল শুনিল, তখন সন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে জীমূতবাহনের বিপদ হইয়াছে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্বস্থানে গিয়া গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—'হে বিহঙ্গরাজ! তুমি শঙ্খচূড় মনে করিয়া রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ। আমার নাম শঙ্খচূড়—আজ আমার পালা। তুমি উঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে খাও। নতুবা তোমার পাপ হইবে।'

ইহা শুনিয়া গরুড়ের মনে বড় ভয় হইল। তিনি মৃতপ্রায় জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওহে সাধুপুরুষ! তুমি কে? প্রাণ বিসর্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ কেন?' জীমূতবাহন পরিচয়

দিয়া বলিলেন—'বিনতানন্দন! প্রাণটা অতি তুচ্ছ, আজ আছে কাল নাই! এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়া যদি পরের উপকার করিতে পারি, তবে ত আমার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে, অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিব। এই ভাবিয়াই আমি নিজে প্রাণ দিয়া শঙ্খচূড়কে বাঁচাইতে আসিয়াছি।'

জীমূতবাহনের কথা শুনিয়া গরুড় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'জগতে প্রাণীমাত্রেই নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়া অন্যের প্রাণ বাঁচায়, এরূপ লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন কি বর চাও বল।' তখন জীমূতবাহন বলিলেন—'খগরাজ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে এই বর দাও যে—এখন হইতে আর নাগদের কোন অনিষ্ট করিবে না! আর এতদিন যতগুলি সাপ খাইয়াছ, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দাও।'

গরুড় তখনই অমৃত আনিয়া মৃত সাপগুলিকে জীবিত করিলেন। তারপর জীমূতবাহনকে বলিলেন—'রাজপুত্র! আমার বরে তোমার পিতার রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে।' এই বলিয়া গরুড় অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্খচূড়ও উপকারী জীমূতবাহনের অনেক স্তুতি করিয়া বিদায় হইল।

গরুড়ের নিকট বর পাইয়া জীমূতবাহন পিতার নিকট গেলেন। তাঁহার উদ্ধারের সংবাদ শ্বশুরবাড়ীতেও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাঁহাদের দুষ্ট জ্ঞাতিগণ গরুড়ের বরদানের কথা শুনিয়া ভয়ে রাজা জীমূতকেতুর নিকটে আসিয়া তাঁহার শরণ লইল। তারপর অনেক স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজা করিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল বলিল—"মহারাজ! জীমূতবাহন আর শঙ্খচূড়—এই দুইজনের মধ্যে কাহার মহত্ত্ব বেশী?" বিক্রমাদিত্য

বলিলেন—"শঙ্খচূড়ের।"—"কেন?" রাজা বলিলেন—"জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ দেওয়াটাকে অতি তুচ্ছ মনে করে। সুতরাং শঙ্খচূড়ের জন্য প্রাণ দেওয়াটা জীমূতবাহনের পক্ষে তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু শঙ্খচূড় প্রথমে জীমূতবাহনের প্রাণ দেওয়া বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। পরে নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলেও কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়া উপকারীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিল। শুধু তাহাই নহে, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া প্রাণদানে উদ্যত হইয়া জীমূতবাহনকে বাঁচাইল। সুতরাং আমার মতে শঙ্খচূড়েরই মহত্ত্ব বেশী।" ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! চন্দ্রশেখর নগরবাসী বণিক্ রত্নদত্তের পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম উন্মাদিনী। কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে রত্নদত্ত সেই দেশের রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ! আমার এক পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা আছে; আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ করুন। নতুবা, অন্য পাত্রের সন্ধান করিব।'

উন্মাদিনীর রূপ ও গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা তিনজন প্রাচীন কর্মচারীকে পাঠাইলেন। রাজকর্মচারিগণ রত্নদত্তের

বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন—উন্মাদিনীর সৌন্দর্যের সহিত তুলনায় ইন্দ্রের অপ্সরাও অতি তুচ্ছ। আর তাহার সমস্ত লক্ষণগুলিই উত্তম। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা রাণী হইলে সর্বনাশ হইবে! রাজা ইঁহার বশ হইয়া রাজকার্য একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন! সুতরাং রাজার নিকটে বলিব—'কন্যা নিতান্ত কুৎসিত ও কুলক্ষণা।' তার পর রাজার নিকটে গিয়া তাঁহারা সত্য সত্যই কন্যার এইরূপ নিন্দা করিলে তিনি সে কথা বিশ্বাস করিয়া উন্মাদিনীকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রবর্মার সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

ইহার পর একদিন রাজা বেড়াইতে বেড়াইতে সেনাপতির বাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে উন্মাদিনী সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং উন্মনা হইয়া তখনই রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজাকে হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাঁহার অদ্ভুত অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ! আপনাকে এরূপ অস্থির দেখিতেছি কেন? এত শীঘ্র ফিরিয়াই বা কেন আসিলেন?' রাজা বলিলেন—'বেড়াইতে গিয়া বলভদ্রের বাড়ীতে এমন অনিন্দ্যসুন্দর এক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি যে তাহার কথা আর কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।'

কর্মচারী বলিল—'মহারাজ! যাহাকে দেখিয়াছেন সে রত্নদত্ত বণিকের কন্যা উন্মাদিনী। আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে।' একথা শুনিয়া রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন—'বটে! তবে ত দেখিতেছি যাহাদিগকে আমি কন্যার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা আমাকে ফাঁকি দিয়াছে!' রাজা তখনই সেই লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—'রত্নদত্তের কন্যাকে আজ

আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার মত সুন্দরী ও সুলক্ষণা স্ত্রীলোক জন্মেও কখন দেখি নাই। তবে কেন তোমরা তাহাকে কুৎসিত ও কুলক্ষণা বলিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে?'

রাজপুরুষেরা হাতযোড় করিয়া বলিলেন—'মহারাজ! আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম—এরূপ সুন্দরী কন্যা রাণী হইলে আপনি রাজকার্য ছাড়িয়া রাতদিন অন্তঃপুরেই পড়িয়া থাকিবেন এবং তাহাতে রাজ্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে! এই জন্য আমরা তখন কন্যার নিন্দা করিয়াছিলাম। মহারাজ! আমাদের অপরাধ অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।' রাজা কর্মচারীদিগকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তখন হইতে তিনি দুঃখে মর্মাহত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাজার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িল এবং দশম দিনে এই দারুণ মনস্তাপে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই দুঃসংবাদ শুনিয়া প্রভুভক্ত বলভদ্র ভাবিলেন—'এমন গুণবান্ প্রভুই যদি মারা গেলেন, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? বলিতে গেলে আমার জন্যই প্রভুর মৃত্যু হইল। অতএব আত্মহত্যা করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।' এই ভাবিয়া বলভদ্র শ্মশানে গিয়া চিতা প্রস্তুত করাইলেন। চিতা প্রস্তুত হইলে তিনি সূর্যের দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিলেন—'প্রভু, জন্মে জন্মে যেন রাজার মত এইরূপ ধার্মিক প্রভু পাই।' এই প্রার্থনা করিয়া বলভদ্র জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী উন্মাদিনী ভাবিল—'স্বামীই যখন মারা গেলেন, তখন বিধবা হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া আমার লাভ কি? বরং স্বামীর সহগমন করিলে পুণ্য হইবে।' এই ভাবিয়া উন্মাদিনীও বলভদ্রের চিতায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, এই তিন জনের মধ্যে কাহার মহত্ত্ব বেশী?" বিক্রমাদিত্য

বলিলেন—"প্রভুর জন্য ভক্ত সেবকের প্রাণ দেওয়া স্বাভাবিক— সুতরাং বলভদ্রের বিশেষ কোন বাহাদুরী হয় নাই! উন্মাদিনীরই বা কিসের মহত্ত্ব? সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহগমন করিয়াই থাকে! কিন্তু, রাজা ইচ্ছা করিলেই রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া উন্মাদিনীকে রাণী করিতে পারিতেন। তবু তিনি অধর্মের ভয়ে সে কাজ করিলেন না। অথচ এই দুঃখেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সুতরাং আমার মতে রাজার মহত্ত্বই সকলের চেয়ে বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! বিষ্ণুশর্মা নামে এক পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি হেমকূটনগরে বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র বড় হইলে জুয়া খেলিয়া পিতার সমস্ত ধনসম্পত্তি উড়াইয়া দিল। তারপর আরম্ভ করিল চুরি। তখন তাহার পিতা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

গুণাকর নানা দেশ ঘুরিয়া এক নগরে গিয়া দেখিল—এক সন্ন্যাসী শ্মশানে বসিয়া যোগসাধন করিতেছেন। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সে তাঁহার নিকটে বসিল। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে—কিছু খাইবে কি?' গুণাকর বলিল—'আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসাদ দিলে নিশ্চয়ই খাইব।' এই কথায় সন্ন্যাসী মড়ার মাথায় করিয়া কিছু খাদ্য তাহার সম্মুখে রাখিয়া খাইতে বলিলে সে বলিল—'মহাশয়! এ খাদ্য আহার করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।'

তখন যোগী চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিবামাত্র এক যক্ষকন্যা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—'প্রভু! দাসী উপস্থিত—কি করিতে হইবে বলুন।' যোগী বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণকুমার ক্ষুধার্ত

হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, তুমি আদর যত্ন করিয়া ইহার সৎকার কর।' আজ্ঞামাত্র যক্ষকন্যা মায়াবলে চক্ষের নিমেষে এক অতি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে সেখানে লইয়া গেল। তারপর মাছ, মাংস; দৈ, দুধ, পায়স প্রভৃতি চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় নানা রকমের সুমিষ্ট খাদ্য দিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া সোনার খাটে শুইতে দিল এবং সমস্ত রাত্রি খাটের পার্শে বসিয়া তাহার চরণ-সেবা করিল। গুণাকর পরম সুখে রাত্রিযাপন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে গুণাকর দেখিল কোথায় বা সেই যক্ষকন্যা আর কোথায় বা সেই অট্টালিকা! তখন নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন—'যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার বলে আসিয়াছিল। যে যোগবিদ্যায় সিদ্ধ, তাহার নিকটেই সে চিরকাল থাকে। তুমি ত আর যোগী নও, কাজেই সে আমার হুকুম পালন করিয়া চলিয়া গিয়াছে।' একথা শুনিয়া গুণাকর যোড়হস্তে বলিল—'মহাশয়! দয়া করিয়া আমাকে যোগবিদ্যা শিখাইয়া দিন।' যোগী তাহার স্তুতি মিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক মন্ত্র শিখাইয়া দিয়া বলিলেন—'তুমি ক্রমাগত চল্লিশ দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক গলা জলে নামিয়া এই মন্ত্রের সাধন কর।'

গুণাকর সন্ন্যাসীর উপদেশ মত মন্ত্র জপ করিয়া চল্লিশ দিন পরে তাঁহাকে গিয়া বলিল—'মহাশয়! ঠিক আপনার উপদেশমত চল্লিশ দিন মন্ত্র জপ করিয়াছি। এখন আর কি করিতে হইবে বলুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন—'আর চল্লিশ দিন আগুনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্র, জপ কর, তবেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে।' তখন গুণাকর বলিল—'মহাশয়! অনেকদিন যাবৎ বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, মা বাবাকে দেখিবার জন্য মন বড় অস্থির হইয়াছে। একবার গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসি, পরে আপনার উপদেশ মত সাধন

করিব।' এই বলিয়া গুণাকর যোগীর নিকট বিদায় লইয়া দেশে যাত্রা করিল।

দেশে গিয়া যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার পিতামাতার আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনেক দিন পরে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে পাইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহারা কত কাঁদিলেন! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'এতদিন কোথায় ছিলে বাছা? তোমাকে না দেখিয়া আমরা যে মৃতপ্রায় হইয়া আছি।' গুণাকর যোগীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল—'অনেক দিন তোমাদিগকে না দেখিয়া মন বড় অস্থির হইয়াছিল, তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি। এখন জন্মের মত বিদায় লইয়া আবার মন্ত্রসাধন করিতে যাইব।'

গুণাকরের কথা শুনিয়া তাহার পিতা-মাতা বলিলেন—'বাবা! তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, এখনও তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। এখন কি যোগসাধন করিবার সময়? ঘরে থাক, আমরা যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন না হয় আমাদের কাছে থাক। তারপর ইচ্ছামত যোগসাধন করিতে যাইও।'

পিতা-মাতার কথায় গুণাকর হাসিয়া বলিল—'এই সংসারটা সবই মিথ্যা। কে কাহার মা, কে কাহার বাবা, আর কেই বা কাহার পুত্র?—সকলই ফাঁকি! আমি এই মিথ্যা মায়ায় আর ভুলিব না, যাহা উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই করিব।' এই বলিয়া গুণাকর পিতা-মাতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু, তারপর সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া তাঁহার উপদেশ-মত আগুনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্রসাধন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিল না!"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, ব্রাহ্মণকুমার এত সাধনা করিয়াও কেন ফল পাইল না?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"যোগসাধনে একান্ত নিষ্ঠার দরকার; ব্রাহ্মণকুমারের মনে সেটা ছিল না বলিয়াই সে অকৃতকার্য হইল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল বলিল—"যে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিল, তাহার মনে নিষ্ঠা ছিল না—এ কথা কি করিয়া বলিলে ?" রাজা বলিলেন—"ব্রাহ্মণকুমারের মনে যদি তেমন নিষ্ঠাই থাকিবে, তবে সে মা-বাবাকে দেখিবার জন্য এতটা অস্থির হইবে কেন ? আর, যোগ শেষ না করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেই বা যাইবে কেন ? সুতরাং তাহার মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না এবং সে-জন্যই তাহার সিদ্ধিলাভ হয় নাই।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—

অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! কুবলয়পুরে অতি ধনবান্ এক বণিক্ বাস করিতেন, তাঁহার নাম ধনপতি। ঐ বণিকের কন্যার নাম ছিল ধনবতী। গৌরীদত্ত নামে এক বণিকের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত তার নাম রাখিলেন মোহিনী। মোহিনী শৈশবেই পিতৃহীন হইলে তাহার দুষ্ট আত্মীয়স্বজনেরা বিধবা ধনবতীর সমস্ত চুরি করিয়া নিল। বেচারী ধনবতী নিতান্ত বিপদে পড়িয়া অন্ধকার রাত্রিতে কন্যার সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করিল।

কিছুদূর গেলে পর অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ধনবতী এক শ্মশানে গিয়া উপস্থিত। সেই শ্মশানে এক চোরকে তিন দিন যাবৎ শূলে দেওয়া হইয়াছিল এবং তখন পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় নাই। অন্ধকারে চলিবার সময় ঘটনাক্রমে ধনবতীর হাত চোরের পায়ে লাগাতে সে ব্যথা পাইয়া বলিল—'একেই ত আমি শূলের যন্ত্রণায় অস্থির আছি, তাহার উপর তুমি কে আসিয়া আবার আমাকে কষ্ট দিলে?' ধনবতী বলিল—'বাছা! আমি না জানিয়া তোমাকে যন্ত্রণা দিয়াছি; আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' তারপর নিজের পরিচয় দিয়া

ধনবতী পুনরায় বলিল—'তুমি কে? কি অপরাধে তোমাকে শূলে দেওয়া হইয়াছে?'

চোর বলিল—'আমি একজন বণিক্। চুরির অপরাধে আমাকে শূলে দেওয়া হইয়াছে। তিন দিন যাবৎ শূলেই রহিয়াছি; তবু আমার প্রাণ বাহির হইতেছে না! সেজন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। আমার জন্মের সময় জ্যোতির্বিদেরা বলিয়াছিলেন যে, বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু হইবে না। এখন তুমি যদি দয়া করিয়া আমাকে কন্যা দান কর, তবেই আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার শেষ হইবে। যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে এতকাল চুরি করিয়া যে রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিয়াছি, সে সমস্ত ধন তোমাকে দিব।'

ধনবতী টাকার লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই চোরের কথায় সম্মত হইয়া বলিল—'আচ্ছা, তোমাকে কন্যাদান করিব। কিন্তু পৌত্রের মুখ দেখিবার আমার বড় সাধ; তোমাকে কন্যাদান করিলে আমার সে সাধ কি পূর্ণ হইবে?' চোর বলিল—'এখন আমার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া আমার যাতনা দূর কর। আর আমি অনুমতি দিতেছি—তোমার কন্যা বড় হইলে পরে অন্য কোন বণিক্‌পুত্রকে ধনের লোভে সম্মত করিয়া তাহার সহিত পুনরায় তাহার বিবাহ দিও। তাহা হইলেই তোমারও পৌত্রের মুখ দেখা হইবে, আর আমারও যাতনা দূর হইবে! কিন্তু মনে রাখিও—মোহিনীর যে পুত্র জন্মিবে সে আমার।'

ইহার পর ধনবতী চোরের সহিত কন্যার বিবাহ দিল। তখন চোর বলিল—'ঐ যে সম্মুখে গ্রাম দেখিতেছ, তাহার পশ্চিমে আমার বাড়ী। বাড়ীর পূর্বদিকে একটা কূয়ার পাশে একটা বটগাছ দেখিতে পাইবে। সেই বটগাছের তলায় মাটির নীচে আমার সমস্ত ধন পুঁতিয়া রাখিয়াছি—সেই ধন তুলিয়া লইয়া যাও।' এই কথা বলিবামাত্র তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। ধনবতীও চোরের উপদেশ-মত সেই বটগাছের তলায় গিয়া সমস্ত ধন লইয়া

পিতার নিকট চলিয়া গেল। ধনবতীর পিতা কন্যার মুখে সব কথা শুনিয়া তাহাকে পরম যত্নের সহিত লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মোহিনী বড় হইল; তাহার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল। তখন ধনপতি টাকার লোভ দেখাইয়া অনেক চেষ্টায় এক গরীব বণিক্‌পুত্রের সহিত মোহিনীর বিবাহ দিলেন। মোহিনীর স্বামী কিছুকাল তাহার সহিত বাস করিয়া পরে একদিন টাকা-কড়ি লইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে মোহিনীর একটি পুত্র জন্মিল। জন্মের পর ষষ্ঠীর দিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল—পরণে বাঘছাল, শরীরে ভস্মমাখা, হাতে ত্রিশূল, পাঁচটি মাথা আর প্রত্যেক মাথায় তিনটি চোখ—এইরূপ অদ্ভুত আকৃতির এক পুরুষ বলদে চড়িয়া আসিয়া তাহাকে বলিলেন—'বাছা মোহিনী! তোমার এই পুত্র সামান্য নহে! তুমি ইহাকে এক সহস্র স্বুবর্ণ-মুদ্রার সহিত একটি পেঁটরায় বন্ধ করিয়া কাল রাত্রি দুইপ্রহরের সময় রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহাকে আপন পুত্রের মত পালন করিবেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তোমার পুত্র তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া নিজের ক্ষমতায় সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইবে!'

এই স্বপ্ন দেখিয়া মোহিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন স্বপ্নের কথা মাকে বলিলে তাহার মা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; এবং পরদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঐ শিশুকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার সহিত পেঁটরায় বন্ধ করিয়া রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসিলেন! ঠিক সেই সময়ে রাজাও স্বপ্ন দেখিলেন—ঐরূপ এক আশ্চর্য পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'মহারাজ! উঠ, দরজায় গিয়া দেখ একটি পেঁটরার মধ্যে উত্তম লক্ষণযুক্ত এক শিশু রহিয়াছে। শীঘ্র তাহাকে আনিয়া আপন পুত্রের মত পালন কর। এই শিশুই কালে তোমার উত্তরাধিকারী হইবে!'

রাজার ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি রাণীকে জাগাইয়া স্বপ্নের কথা বলিলেন। পরে দুইজনে দরজায় গিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই একটি পেঁটরা পড়িয়া আছে। তখন মহা সন্তুষ্ট হইয়া পেঁটরার মুখ খুলিবামাত্র দেখিলেন-- তাহার মধ্যে বাস্তবিকই একটি শিশু রহিয়াছে—তাহার রূপে চারিদিক্ যেন আলো হইয়া উঠিয়াছে! রাণী শিশুটিকে কোলে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। রাজাও সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহার পিছন পিছন গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র রাজা রাজ্যের জ্যোতিষিগণকে ডাকাইয়া বালকের লক্ষণ পরীক্ষা করিতে বলিলেন। পণ্ডিতগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— 'মহারাজ! শাস্ত্রে পুরুষের বত্রিশটি উত্তম লক্ষণ লেখা আছে। আমরা দেখিতেছি, সেই সমস্ত লক্ষণই বালকের মধ্যে বর্তমান। সুতরাং এই শিশু যে কালে পৃথিবীর রাজা হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া শিশুকে পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। তাহার নাম রাখিলেন—হরদত্ত। বড় হইয়া হরদত্ত রূপে, গুণে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় হইলেন। পরে রাজার মৃত্যু হইতে তিনি সিংহাসনে বসিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বশ হইল।

কিছুদিন পরে রাজা হরদত্ত তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পিতার শ্রাদ্ধের জন্য গয়াতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফল্গুনদীর তীরে শ্রাদ্ধ করিয়া যখন পিণ্ড দিবেন, তখন নদীর মধ্য হইতে পিণ্ড লইবার জন্য একসঙ্গে তিনখানি হাত বাহির হইল। প্রথম— চোরের, দ্বিতীয়—সেই নিরুদিষ্ট গরীব বণিকের, আর তৃতীয়— রাজার!"

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি এই তিন জনের মধ্যে শাস্ত্র ও যুক্তিমতে কে হরদত্তের পিণ্ড লইবার

অধিকারী ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"চোর।" বেতাল বলিল —"কেন মহারাজ ? অন্য দুইজনের কি অপরাধ ?" রাজা বলিলেন—"চোর ধনবতীকে পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল যে মোহিনীর দ্বিতীয়বার বিবাহের পর যে পুত্র জন্মিবে সে পুত্র তাহার হইবে। তারপর, নিরুদ্দিষ্ট বণিক্ শুধু অর্থের লোভে মোহিনীকে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেই সে সমস্ত ধন চুরি করিয়া পলায়ন করে—স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কোন কর্তব্য সে পালন করে নাই! সুতরাং পিতা হইয়াও পুত্রের পিণ্ড লইবার তাহার অধিকার নাই। আর রাজাও সহস্র সুবর্ণমুদ্রা লইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন মাত্র ; সেজন্য তিনিও পিণ্ড পাইতে পারেন না। অতএব, আমার মতে চোরই পিণ্ড লইবার অধিকারী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

উনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! চিত্রকূটনগরে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম রূপদত্ত। একদিন তিনি একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে গেলেন। বনে বনে শিকারের সন্ধান করিয়া শেষে এক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। পরিশ্রান্ত রাজা সেখানে একটি সুন্দর পুকুর দেখিয়া নিকটেই একটি গাছে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে এক ঋষিকন্যা আসিয়া স্নান করিবার জন্য পুকুরের জলে নামিল। কন্যার আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখিয়া রাজা অবাক্ হইয়া গেলেন। পরে স্নান শেষ করিয়া কন্যা যখন আশ্রমের দিকে চলিল, তখন রাজা তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন—'কন্যা! তোমার এ কি রকম ব্যবহার? আমি বিশ্রামের জন্য তোমার আশ্রমে আসিলাম, আর তুমি কি না আমার সঙ্গে একটি

কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছ?' এই কথা শুনিয়া কন্যা দাঁড়াইল।

ঠিক এই সময়ে কন্যার পিতাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঋষি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন—'তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক!' এই আশীর্বাদ শুনিয়া রাজার মনে দুষ্ট অভিপ্রায় জাগিল। তিনি বলিলেন—'ঠাকুর! শুনিয়াছি মুনি-ঋষিদের কথা কখন মিথ্যা হয় না। কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া আপনি যে আশীর্বাদ করিলেন, সে আশা পূর্ণ হইবার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না?' মুনিঠাকুর বলিলেন—'আমি যখন বলিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।' তখন রাজা নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলিলেন—'আমি আপনার এই কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।'

রাজার এই দুরভিসন্ধি জানিয়া ঋষি মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও নিজের কথা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন। বিবাহের পর মুনিঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া রাজা কন্যার সহিত রাজধানীর দিকে ফিরিলেন। আসিতে আসিতে পথে রাত্রি হইলে ফলমূল দ্বারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া দুইজনে গাছের তলায় শয়ন করিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় অতি বিকটাকার একটা রাক্ষস আসিয়া রাজাকে জাগাইয়া বলিল—'আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার স্ত্রীকে আমি খাইব!' রাজা জোড়হস্তে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার স্ত্রীকে বধ করিও না; আর যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব।' তখন রাক্ষস বলিল—'তুমি যদি সন্তুষ্টচিত্তে নিজের হাতে বার বছরের ব্রাহ্মণকুমারের মাথা কাটিয়া আমাকে দিতে পার, তবে তোমার স্ত্রীকে ছাড়িতে পারি।' রাণীকে বাঁচাইবার জন্য রাজা ব্রহ্মবধে সম্মত হইয়া বলিলেন—'তুমি আজ

হইতে সপ্তম দিনে আমার রাজধানীতে যাইও, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।'

এইরূপে রাজাকে ব্রহ্মহত্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাক্ষস চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজাও রাণীকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে আসিয়াই তিনি প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া রাক্ষসের কথা বলিলে মন্ত্রী বলিলেন—'মহারাজ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যবস্থা করিয়া দিব।' মন্ত্রীর কথায় ভরসা পাইয়া রাজা রাণীকে লইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে বুদ্ধিমান মন্ত্রী করিলেন কি, সোনার এক পুতুল প্রস্তুত করাইয়া সেটাকে মূল্যবান্ অলঙ্কার পরাইলেন। তারপর সেটাকে নগরের চৌরাস্তায় রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—'যে ব্রাহ্মণ নিজের বার বছরের পুত্রকে বলির জন্য দিতে পারিবেন, তিনিই এই মহামূল্য সোনার পুতুল পাইবেন।' নিতান্ত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের বার বৎসরের এক পুত্র ছিল। তিনি মন্ত্রীর ঘোষণা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণি! আর ত দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এপর্যন্ত তোমাকে শুধু কষ্টই দিলাম, একদিনের জন্যও আমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এই এক সুযোগ উপস্থিত। তোমার যদি মত হয়, তবে পুত্রকে দিয়া এই সোনার পুতুল লইয়া আসি। তাহা হইলে বাকি জীবনটা পরম সুখে কাটাইতে পারিব।'

ব্রাহ্মণী মত দিলেন; ব্রাহ্মণও পুত্রকে দিয়া সোনার পুতুল লইয়া আসিলেন। তারপর সপ্তম দিনে সেই রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ব্রাহ্মণকুমারকে আনিয়া রাজার হাতে এক ধারাল খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিতে বলিলেন! রাজা তাহার মাথা কাটিবার জন্য খড়্গ তুলিলে সে মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল এবং পরক্ষণেই রাজা তাহার মাথা কাটিয়া রাক্ষসের হাতে দিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! মরিবার সময় সকলেই কাঁদিয়া থাকে; কিন্তু বল দেখি ব্রাহ্মণবালক হাসিল কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"ব্রাহ্মণকুমার ভাবিয়াছিল—'হায়! শিশুকালে পিতামাতাই লালন-পালন করেন, আর দেখেন শুনেন। তারপর বড় হইলে যদি কোন বিপদ আপদ হয়, তবে রাজা রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার দুই দিকই নষ্ট হইল। পিতামাতা অর্থের লোভে আমাকে বিক্রয় করিলেন। আর রাজা নিজেই আমার মাথা কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন!' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকুমার অশ্রদ্ধাভরে হাসিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—

বিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে অতিশয় ধনবান্ এক বণিক্ ছিলেন। তাঁহার পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম অনঙ্গমঞ্জরী। কন্যা বড় হইলে অর্থদত্ত, মদনদাস নামক এক বণিক্‌পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী শিশুকাল হইতেই বিশালপুর নগরের এক বণিক্‌পুত্রকে ভালবাসিত; বণিক্‌পুত্রও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক ছিল। অর্থদত্ত কিম্বা তাঁহার পত্নী কেহই সে-কথা জানিতেন না। বিবাহের পূর্বে অনঙ্গমঞ্জরীও লজ্জায় পিতামাতাকে সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে নাই। যাহা হউক, বিবাহের পর সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া নিষ্ঠার সহিত ঘর-সংসার করিতে লাগিল। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও সেই বণিক্-পুত্রের কথা সে ভুলিতে পারিল না; তাহার জন্য সে প্রতিদিনই গোপনে চক্ষের জল ফেলিত। কিছুদিন পরেই মদনদাস স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাত্রা করিল।

অনঙ্গমঞ্জরীর অত্যন্ত প্রিয় এক সখী ছিল; সে তাহার মনের

দুঃখ জানিত। একদিন দুইজনে বসিয়া গল্প করিতে করিতে হঠাৎ জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল—সেই বণিক্‌যুবক যাইতেছে। অনঙ্গমঞ্জরী যে বাপের বাড়ী আসিয়াছে, সে-কথা বণিক্‌পুত্র জানিত। তাই সে অর্থদত্তের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কেমন যেন একটু আন্‌মনা হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে অনঙ্গমঞ্জরীও হঠাৎ তাহাকে দেখিয়াই এক চীৎকার দিয়া একেবারে অজ্ঞান! তখন সখী ভাবিল—'বণিক্‌পুত্রকে ডাকিয়া আনি, একবার দেখা করিয়া ইহারা শেষ বিদায় লউক।' এই ভাবিয়া, সখী তখনই গিয়া বণিক্‌পুত্রকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আসিয়া দেখিল—কি সর্বনাশ! অনঙ্গমঞ্জরী প্রাণত্যাগ করিয়াছে! ইহা দেখিয়া বণিক্‌পুত্রও —'হায় কি হইল' বলিয়া মাটিতে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল!

তখন বাড়ীময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনঙ্গমঞ্জরীর পিতা, মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা আসিয়া সখীর নিকট সব কথা শুনিলেন, এবং অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর দুইজনকে শ্মশানে নিয়া একসঙ্গে এক চিতায় আগুন দিলেন। এদিকে ঘটনাক্রমে মদনদাসও ঠিক্ সেই সময়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত! স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাগলের মত শ্মশানে গিয়া সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিল এবং দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি ইহাদের মধ্যে কাহার ভালবাসা বেশী?" রাজা বলিলেন— "মদনদাসের।" —"কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"অনঙ্গমঞ্জরী আর সেই যুবক শৈশব হইতে উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত। সুতরাং তাহাদের শোক ও মৃত্যুতে বিশেষ কিছুই নাই! কিন্তু মদনদাস— অনঙ্গমঞ্জরী অন্য লোককে ভালবাসিত একথা জানিতে পারিয়াও— তাহার শোকে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিল—ইহা কি সাধারণ ভালবাসার কথা?"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—“মহারাজ! জয়স্থলনগরে বিষ্ণুস্বামী নামে পরমধার্মিক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র; চার জনই অপদার্থের একশেষ! বড়টি পাশা খেলিয়া দিন কাটাইত; মধ্যমটি ছিল দুশ্চরিত্র; তৃতীয়টি নির্লজ্জ; আর চতুর্থ পুত্রটি ছিল ঘোর নাস্তিক! পুত্রদের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ দিবারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেন। একদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—‘যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় সময় নষ্ট করে, শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহার নাক কান কাটিয়া গাধায় চড়াইয়া তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে। রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলিয়া রাজ্য হারাইলেন, স্ত্রী হারাইলেন—শেষে বনে গিয়া তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর, যে দুশ্চরিত্র সে সর্বস্বান্ত হইয়া শেষে চোর হয়। তাহার আচার, ব্যবহার, ধর্ম, কর্ম সবই নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে উপদেশ দেওয়া কিংবা তিরস্কার করা বৃথা। সে নিতান্ত জঘন্য কাজ করিলেও লজ্জা বোধ করে না। আর, যাহার কোন ধর্ম নাই, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই সংসারে লোকে চিরকালই পুত্রের

মঙ্গলকামনা করে। কিন্তু, তোমাদের মত হতভাগ্য পুত্রদের পক্ষে আমি মৃত্যুই উচিত মনে করি।' পিতার তিরস্কার শুনিয়া চার পুত্রের মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে লেখা-পড়া না শিখার দরুণই তাহাদের এরূপ দুর্দশা। তখন তাহারা স্থির করিল, 'বিদেশে গিয়া বিদ্যা উপার্জন করিব।' এই স্থির করিয়া তাহারা নানা দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা রকম বিদ্যা শিখিল।

একজন শিখিল অস্থিসংঘটনী বিদ্যা—সে মৃত জন্তুর হাড় পর পর একত্র জোড়া লাগাইতে পারে। অন্য একজন শিখিল মাংস-সঞ্জননী বিদ্যা—মৃতজন্তুর কঙ্কালে সে মাংস লাগাইয়া দিতে পারে। তৃতীয় জন শিখিল চর্মযোজনী বিদ্যা—মাংসের উপর সে চামড়া জুড়িয়া দিতে পারে। আর চতুর্থ জন শিখিল মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা—মৃত দেহে সে প্রাণ দান করিতে পারে।

চারিজনে এই চারি রকমের বিদ্যা শিখিয়া দেশে ফিরিবার পথে দেখিল—এক স্থানে কতকগুলি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদের মধ্যে যে অস্থিসংঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে হাড়গুলি পরস্পর জোড়া লাগাইল। যে মাংস দিবার বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে সেই কঙ্কালে মাংস লাগাইল। তারপর, যে চামড়া লাগাইবার বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে সমস্ত শরীরটা চামড়া দিয়া ঢাকিলে দেখা গেল, সেটা একটা বাঘের শরীর হইয়াছে। তখন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার বলে চতুর্থ সেই শরীরে প্রাণ দিবা মাত্র, ব্যাঘ্র জীবিত হইয়া চারিজনকে বধ করিল!"

এই গল্প বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, ইহাদের মধ্যে কে বেশী নির্বোধ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"যে প্রাণ দান করিল, সেই সকলের চেয়ে বেশী নির্বোধ।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! বিষ্ণুপুরনগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণ। তিনি একদিন মনে মনে ভাবিলেন—'এখন বুড়া হইয়াছি, শরীর দুর্বল হইয়াছে কিন্তু তবুও দেখিতেছি, সংসারের সুখভোগের ইচ্ছাটা একটুও কমে নাই! আমি অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানি। অতএব, আমার এই জরাজীর্ণ রুগ্ণ ও দুর্বল শরীর ছাড়িয়া কোন যুবকের শরীরে প্রবেশ করিব। তাহা হইলে আরও কিছুকাল সংসারে সুখভোগ করিতে পারিব। কিন্তু হঠাৎ নিজের শরীর ছাড়িয়া অন্যের শরীরে ঢুকিলে, আমার উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতে পারিবে। সুতরাং এক কাজ করি—যোগসাধন করিব বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া বনে যাই। তারপর সুবিধা পাইলেই উদ্দেশ্য সফল করিব।'

এইরূপ স্থির করিয়া নারায়ণ যোগাভ্যাসের ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনে গেলেন। বনে গিয়া কিছুকাল পরে তিনি

সুবিধামত এক যুবকের শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষয়সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ! ব্রাহ্মণ নিজের শরীর ছাড়িবার সময় কাঁদিয়া, যুবকের শরীরে প্রবেশ করিবার সময় হাসিয়াছিলেন।”

এই বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ! বল দেখি, ব্রাহ্মণের পূর্বে কাঁদিবার ও পরে হাসিবার কারণ কি?” বিক্রমাদিত্য বলিলেন—“বেতাল, পূর্বের শরীর ছাড়িবার সময় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—হায়, হায়! এতদিনের যত্নের শরীরের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রহিল না! এই দুঃখে ব্রাহ্মণ কাঁদিয়াছিলেন। আর, পরের সুস্থ সবল দেহে ঢুকিয়া বিষয়ভোগের বেশ সুবিধা হইল, এজন্য সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়াছিলেন।”

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ধর্ম্মপুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম গোবিন্দ। তাঁহার দুই পুত্র—ভোজনবিলাসী, আর শয্যাবিলাসী। ভাতে কিংবা ব্যঞ্জনে কোন দোষ থাকিলে অন্য লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও ভোজনবিলাসী সেই অন্ন ও ব্যঞ্জন কিছুতেই আহার করিতে পারিত না। আর, বিছানায় নিতান্ত সামান্য কোন ত্রুটি থাকিলেও, শয্যাবিলাসী সে বিছানায় কিছুতেই শুইতে পারিত না। বাস্তবিক, গোবিন্দের দুই পুত্রের এই এক এক বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ক্রমে, তাহাদিগের এই ক্ষমতার কথা সেই দেশের রাজার কানে গেল। তিনি অতিশয় আশ্চর্য হইয়া তাহাদিগের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য দুই জনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

দুইজনে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজা প্রথমে ভোজন-

বিলাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাচককে ডাকিয়া নানা রকমের সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন। খাদ্য প্রস্তুত হইলে, রাজার আদেশে ভোজনবিলাসী রান্নাঘরে গিয়া আহারে বসিল। কিন্তু আসনে বসিবামাত্র উঠিয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন! তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছ ত?' সে বলিল—'মহারাজ! আহার কি করিয়া করিব? যে চালের ভাত রান্না হইয়াছে, সে বোধ করি কোন শ্মশানের নিকটস্থ ক্ষেতের ধানের চাল—তাই ভাতে মড়ার গন্ধ!' এ-কথা শুনিয়া রাজা লোকটাকে পাগল ভাবিয়া হাসিলেন। যাহা হউক, তাহাকে কিছু না বলিয়া একজন চাকরকে সেই চালের সন্ধান লইতে বলিলেন। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! অমুক গ্রামে শ্মশানের নিকটে এক ধানক্ষেত আছে; সেই ক্ষেতের ধানে এই চাল প্রস্তুত হইয়াছিল।' ইহা শুনিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ভোজনবিলাসীর অসাধারণ ক্ষমতার অনেক প্রশংসা করিলেন।

ইহার পর, একটি সুসজ্জিত ঘরে রাজার উপযুক্ত বিছানা প্রস্তুত করাইয়া তিনি শয্যাবিলাসীকে শুইতে বলিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণ শুইয়াই রাজার নিকটে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! বিছানার সপ্তম গদির তলায় একগাছি চুল পড়িয়া আছে; তাহাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা যারপরনাই আশ্চর্য হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন—সত্য সত্যই সপ্তম গদির নীচে একগাছি চুল রহিয়াছে। তখন রাজা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই ভাইকে অনেক পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এই দুই জনের মধ্যে বেশী প্রশংসা পাইবার যোগ্য কে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে শয্যাবিলাসী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল বলিল—
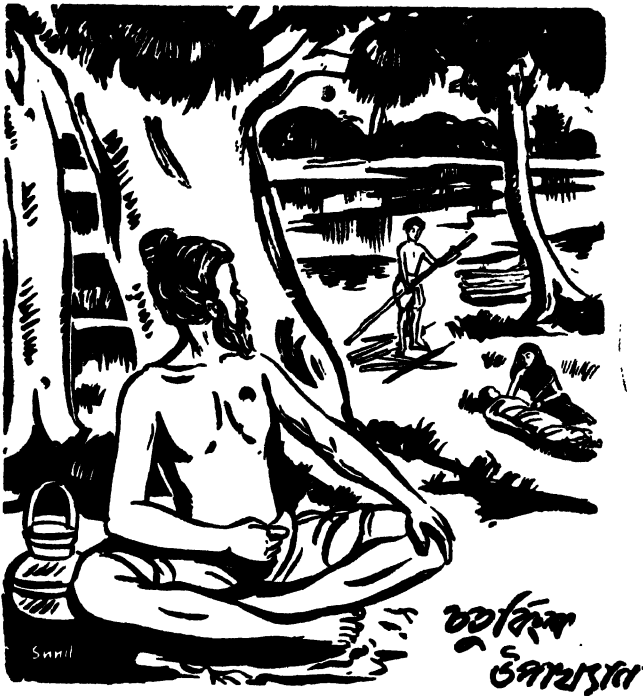
বেতাল বলিল—“মহারাজ! যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ কলিঙ্গদেশে বাস করিতেন। তিনি অনেক তপস্যা করিয়া দেবতার প্রসাদে এক পুত্র পাইয়াছিলেন। পুত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আঠার বৎসর বয়সে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী শোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ঐ শ্মশানে এক বৃদ্ধ যোগী অনেকদিন যাবৎ যোগসাধন করিতেছিলেন। আঠার বৎসরের ব্রাহ্মণকুমারের শব দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন—‘আমার এই জীর্ণশীর্ণ শরীর এখন কাজের অনুপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই যুবকের শরীরে প্রবেশ করি; তাহা হইলে আরও অনেক দিন যোগসাধন করিতে পারিব।’ এই ভাবিয়াই ঈশ্বরের নাম লইয়া তিনি যুবকের শরীরে প্রবেশ

করিলেন! ব্রাহ্মণকুমার সেই মুহূর্তেই বাঁচিয়া উঠিল! তখন পুত্রকে জীবিত দেখিয়া যজ্ঞশর্মা প্রথমে হাসিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কাঁদিতে লাগিলেন।”

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ! বল দেখি, যজ্ঞশর্মা প্রথমে হাসিলেন এবং পরে কাঁদিলেন কেন!” বিক্রমাদিত্য বলিলেন—“পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া আহ্লাদে যজ্ঞশর্মা প্রথমে হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার বিদ্যা জানিতেন। ঐ বিদ্যার বলে পরক্ষণেই যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ যোগী তাঁহার পুত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীবিত করিয়াছেন, তখন তিনি কাঁদিলেন।”

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞা মত ইত্যাদি—

বেতাল বলিল—"মহারাজ! দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নামক নগরে প্রবলপরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম মহাবল। তাঁহার অতি বলবান্ শত্রু, অন্য দেশের এক রাজা হঠাৎ একদিন সৈন্য-সামন্তের সহিত আসিয়া তাঁহার রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিলেন। রাজা মহাবল অনেক যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুর সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমেই বিনষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তিনি রাণী ও কন্যার সহিত গভীর বনে পলায়ন করিলেন। রাণী ও রাজকুমারীর পথ চলার অভ্যাস নাই, সুতরাং ক্ষণকাল পরেই তাঁহারা নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদিগকে এক গাছের তলায় রাখিয়া, জল ও খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় রাজাকে বাহির হইতে হইল। এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া

আসিল, তবু রাজা ফিরিলেন না! রাণী ও রাজকন্যা নানা বিপদের আশঙ্কায় অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

ঐ দিন, কুণ্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া সেই বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ঐরূপ ভয়ানক বনে হঠাৎ মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য হইলেন। তারপর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—চিহ্নগুলি স্ত্রীলোকের পায়ের! তখন চন্দ্রসেন বলিলেন—'এই পথে নিশ্চয় দুইজন স্ত্রীলোক গিয়াছে—চল চারিদিক্ খুঁজিয়া দেখি।' পিতা-পুত্রে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই গাছের তলায় গিয়া দেখিলেন—পরমাসুন্দরী দুইটি স্ত্রীলোক নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। তখন অনুসন্ধান দ্বারা সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া রাজার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তাঁহাদিগকে নানা রকমে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়া দুইজনকেই তিনি রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে রাজা চন্দ্রসেন বিবাহ করিলেন রাজকুমারীকে এবং যুবরাজ বিবাহ করিলেন রাণীকে।" গল্প শেষ করিয়া বেতাল প্রশ্ন করিল—"মহারাজ! এখন বল দেখি—ইঁহাদের সন্তান জন্মিলে, পরস্পরের কি সম্বন্ধ হইবে?" প্রশ্ন শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য একটু হাসিলেন। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

উপসংহার

(তালবেতাল)

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান শেষ করিয়া, বেতাল মনে মনে ভাবিল—প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া রাজা হাসিলেন। যাহা হউক, দুষ্ট যোগীকে শাস্তি দিয়া বিক্রমাদিত্যের উপকার করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সে বলিল—"মহারাজ! তোমার সাহস ও বুদ্ধি দেখিয়া আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমাকে একটু উপদেশ দিতেছি—মন দিয়া শুন। যে যোগী তোমাকে শব লইয়া যাইতে বলিয়াছে, তাহার নাম শান্তশীল—সে জাতিতে কুমার। আর যে শব লইয়া যাইতে আসিয়াছ—উহা ভোগবতীর রাজা চন্দ্রভানুর শব। শান্তশীল যোগবলে চন্দ্রভানুকে বধ করিয়াছে। এখন তোমাকে মারিতে পারিলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অতএব

তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। পূজা শেষ হইলে যোগী বলিবে—'মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।' তখন, তুমি যেমন মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিবে, অমনি সে খড়্গ দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। অতএব, যোগীর কথায় প্রণাম না করিয়া তুমি বলিও—'আমি রাজা, কাহাকেও কোনদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নাই। কি করিয়া সেরূপ প্রণাম করিতে হয় জানি না—আপনি তাহা দেখাইয়া দিন।' তখন তোমাকে প্রণাম দেখাইবার জন্য যোগী দেবীর সম্মুখে লম্বা হইয়া মাটিতে পড়িবে। তুমিও সেই মুহূর্তে খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিও। আর, দেবীর মন্দিরের নিকটেই দেখিবে উনানের উপর ফুটন্ত তেলের কড়া রহিয়াছে। তাহাতে যোগী ও চন্দ্রভানুর শব ফেলিয়া দিও। তাহা হইলেই তালবেতাল লাভ করিয়া তুমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইবে, এবং চিরজীবন সুখে বাস করিতে পারিবে।"

বিক্রমাদিত্যকে এইরূপে সাবধান করিয়া দিয়া, বেতাল চন্দ্রভানুর শব হইতে বাহির হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার পর বিক্রমাদিত্য সেই শব লইয়া যোগীর নিকটে গেলে যোগী নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিলেন। তারপর পূজা শেষ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, তোমার অশেষ ক্ষমতা হইবে এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে!" তখন বেতালের উপদেশ মত রাজা বলিলেন—"প্রভু! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কি করিয়া করিতে হয় জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন।" যোগী প্রণাম দেখাইবার জন্য মাটিতে লম্বা হইয়া পড়িবামাত্র, বিক্রমাদিত্য খড়্গ দিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া দেবতারা বিক্রমাদিত্যের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার সাহস দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।' বিক্রমাদিত্য

জোড়হস্তে বলিলেন—"প্রভু! আপনার অনুগ্রহে পৃথিবীতে আমার কিছুরই অভাব নাই। তবে, এই প্রার্থনা করি—যতদিন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন আমার এই ঘটনা প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।" দেবরাজ ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র চলিয়া গেলে বিক্রমাদিত্য সেই দুই শব ফুটন্ত তেলে ফেলিবামাত্র, তালবেতাল নামে বিকটাকৃতি দুই বীর পুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"মহারাজ, কি করিতে হইবে বলুন!" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"তোমরা এখন চলিয়া যাও। পরে আবশ্যকমত আমি স্মরণ করিলে আমার নিকট আসিও।" এই কথায় সম্মত হইয়া তালবেতাল চলিয়া গেল।

এইরূপে তালবেতালকে লাভ করিয়া বিক্রমাদিত্য সন্তুষ্টচিত্তে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং অদ্বিতীয় অজেয় রাজা হইয়া সুখে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন।

—রোমাঞ্চকর বীরত্বপূর্ণ কিশোর-উপন্যাস—

রবিন্ হুড্

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় হেন্‌রি যখন ইংলণ্ডের রাজা, তখন ইংলণ্ডের উত্তরে কেবল রাজাদিগের শিকারের জন্য কতকগুলি বন ছিল। অপর কেহ বিনা হুকুমে এই বনে শিকার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। বনের রক্ষকদিগের যিনি সর্দার থাকিতেন, তাঁহার ক্ষমতা কম ছিল না। তিনি জেলার প্রধান রাজকর্মচারী শেরিফ্ এবং প্রধান পাদরি বিশপের সহিত ক্ষমতায় সমান ছিলেন।

নটিংহাম সহরের নিকটে সার্‌উড্ বন এবং বার্ণস্‌ডেল্ সহরের নিকটে বার্ণস্‌ডেল্ বন, এই দুইটি বনই সকলের চেয়ে বড়। হিউ ফিট্‌জুথ্ নামক এক ব্যক্তি স্ত্রী ও একমাত্র বালক পুত্র রবার্টকে লইয়া সেখানে বাস করিতেন। তখন তিনিই এই বনের কর্তা ছিলেন।

১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে লক্‌স্‌লি সহরে রবার্ট জন্মগ্রহণ করে। লক্‌স্‌লি সহরে জন্ম হওয়ায়, অনেক সময় লোকে তাহাকে লক্‌স্‌লি বলিয়াও ডাকিত। রবের শরীরে যথেষ্ট বল ছিল, এবং সে দেখিতেও বেশ সুশ্রী ছিল। রব্ বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত। ক্রমে একটু বড় হইলে পর, সে তীর ধনু প্রস্তুত করিয়া, বনের রক্ষকদিগের ন্যায় তীর চালাইতে আরম্ভ করিল, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে বেশ নিপুণ তীরন্দাজ হইয়া উঠিল।

রব্ শীতকালে পিতার নিকটে বসিয়া প্রসিদ্ধ দস্যুদিগের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত, আবার বর্ষাকালে সে ঘরে বসিয়া তাহার ধনুকের জন্য সুন্দর তীর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পালক বাঁধিত।

রবের জননীর প্রকৃতি বড়ই কোমল ছিল। তিনি ভাবিতেন, রব্ বড় হইয়া রাজার দরবারে চাকুরি করিবে কিংবা পাদ্রি হইবে। তাই শিশুকাল হইতেই তাহার তীর ধনুর প্রতি এতটা আকর্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে কষ্ট হইত। তিনি রব্‌কে ভদ্রঘরের ছেলের উপযুক্ত সমস্ত শিক্ষাই দিয়াছিলেন, কিন্তু রবের নিকটে তীর-ধনুকেরই বেশী আদর ছিল।

নটিংহাম সহরের খুব নিকটেই গ্যাম্‌ওয়েল লজে রবের খুড়া থাকিতেন। গ্যাম্‌ওয়েল্ লজের নিকটেই আর্‌ল অব্ হাণ্টিংডনের প্রাসাদ। রবের খুড়তত ভাই উইল্ এবং আর্‌ল অব্ হাণ্টিংডনের একমাত্র কন্যা ম্যারিয়ান, এই দুইজন রবের খেলার সাথী ছিল। কিন্তু এই আর্‌লের সঙ্গে রবের পিতার বনিবনাও ছিল না। শুনিতে পাওয়া যায়, ম্যারিয়ানের পিতা না কি রাজার সাহায্যে রবের পিতাকে তাড়াইয়া, আর্‌ল অব্ হাণ্টিংডন হইয়াছিলেন। ম্যারিয়ান্ কিংবা রব্ এই শত্রুতা গ্রাহ্য করিত না; সর্বদা এক সঙ্গে খেলা না করিলে তাহাদের চলিত না।

নটিংহামের শেরিফ্ এবং হারফোর্ডের বিশপ্ এই দুইজনও রবের পিতার শত্রু ছিলেন। আর্‌ল, শেরিফ্ ও বিশপ্ তিন জনে পরামর্শ করিয়া, রবের পিতার নামে রাজার কানে অনেক কথা লাগাইলেন, এবং তাহার ফলে রবের পিতার কাজটি গেল।

তখন শীতকাল, রবের বয়স সবেমাত্র উনিশ বৎসর। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর, একজন নূতন লোক সর্দার হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে শেরিফ্ মহাশয়ও রবের পিতাকে মিছামিছি গ্রেপ্তার করিয়া, নটিংহামের জেলখানায় আটক করিলেন। রব্ ও তাহার মাতা সে রাত্রি জেলখানাতেই থাকিবার হুকুম পাইলেন বটে, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে অতি অভদ্রভাবে তাহাকে ও তাহার মাতাকে সেখান

হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। তখন তাঁহারা রবের খুড়া স্কোয়ার জর্জের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

রবের মাতার শরীর পূর্ব হইতেই অসুস্থ থাকায় এই শীতের রাত্রির কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না। দুই মাস কাল না যাইতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রবের দুঃখের সীমা রহিল না। শীতের পর বসন্ত আসিতে না আসিতেই তাহার পিতাও নটিংহামের জেলখানায় মারা গেলেন।

এই দুর্ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রবের খুড়তত ভাই উইল্‌কে তাহার পিতা স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে রবের সহিত ম্যারিয়ানের বন্ধুতার কথা জানিতে পারিয়া, আর্ল্ অব্ হান্টিংডন্ ম্যারিয়ান্‌কে রাণী ইলিনরের সখীর কাজে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ম্যারিয়ান্‌ও লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। রব্ বড়ই নিঃসহায় অবস্থায় পড়িল।

স্কোয়ার জর্জ অবশ্য রব্‌কে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু সে মনের দুঃখে সর্বদা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন রব্ খুড়া জর্জের সহিত আহার করিতে বসিয়াছিল, আহারাদির পর স্কোয়ার জর্জ বলিলেন, "বাবা রব্! একটা সংবাদ শুনেছ কি?"

রব্ বলিল—"কি সংবাদ কাকা?"

স্কোয়ার জর্জ বলিলেন—"নটিংহাম সহরে মেলা বসেছে। শেরিফ্ বলেছেন যে, মেলায় তীরন্দাজদের একটা টুর্ণামেণ্ট খেলা হবে। সে টুর্ণামেণ্টে যারা ভাল তীরের খেলা দেখাতে পারবে, রাজার বনে তাদের পাহারা দেবার কাজ দেওয়া হবে। আর যে সব চেয়ে ভাল তীর চালাবে, তাকে একটা সোনার তীর পুরস্কার দেবেন। তুমি কেন যাও না বাবা? আর যদি পুরস্কারটা পাও, তবে না হয় তুমি যে মেয়েটিকে ভালবাস, তাকে সেটা দিও, কেমন?" রব্ যে ম্যারিয়ান্‌কে ভালবাসে, সেটা স্কোয়ার জর্জ জানিতেন।

খুড়ার কথা শুনিয়া রব্ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "কাকা! এ বেশ খবর, নিশ্চয়ই আমি যাব। রাজার বন পাহারা দেবার কাজ যদি পাই তাহ'লে ত ভালই, আমি তাই চাই; আমাকে যেতে দেবেন কি কাকা?"

স্কোয়ার জর্জ বলিলেন—"নিশ্চয়ই দেব বাবা! অবশ্য তোমার মা থাক্‌লে কি বলতেন জানি না। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, রাজার বন পাহারা দিতে পারলে তুমি বড় খুসী হবে। তা যাও বাবা! ভগবান্ তোমার ভাল করুন।"

যুবক রব্ তাহার খুড়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া, যাত্রার আয়োজন করিতে গেল। ধনুকে নূতন গুণ পরাইয়া, বাছিয়া বাছিয়া সোজা ডাল দিয়া তীরগুলি প্রস্তুত করিয়া লইল।

তারপর একদিন প্রাতঃকালে রব্ নটিংহাম যাত্রা করিল। বনের মধ্য দিয়া পথ, রবের মনে বড়ই স্ফূর্তি, শিস্ দিয়া গান করিতে করিতে চলিয়াছে। খানিক দূরে গিয়া দেখিতে পাইল, একদল বনের পাহারাওয়ালা একটা ওক্‌গাছের তলায় বসিয়া মাংসের পিঠা খাইতেছে; তাহাদের মধ্যে একজনকে দেখিয়া রব্ চিনিতে পারিল। এই ব্যক্তিই বনের নূতন কর্তা হইয়া আসিয়া তাহার পিতাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

রব্ ভাল মন্দ কিছুই বলিল না, সে আপন মনে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু দলপতি হঠাৎ রব্‌কে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল—"বাঃ, কি তোফা বাচ্ছা তীরন্দাজ রে! তোমার এই দু আনা দামের ধনু আর খেলনার মত তীর নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ হে ছোক্‌রা? নটিংহামের মেলায় তীর ছুঁড়তে যাচ্ছ বুঝি? হোঃ, হো হো হো।"

সর্দারের ঠাট্টা শুনিয়া রব্ রাগিয়া বলিল—"কেন বাপু, এত ঠাট্টা কেন? তোমার ধনুর চেয়ে কি আমার ধনু খারাপ? আর মি কি মনে কর আমার চেয়ে ভাল তীর চালাতে পারবে?"

দলপতি একটু চটিয়া বলিল—"আচ্ছা বাপু! তোমার বিদ্যেটা একটু দেখাও দেখি? আমি যেখানে বল্ব, ঠিক সেখানে যদি তোমার তীর লাগাতে পার, তা হ'লে তোমাকে কুড়িটা পেনি বকশিস্ দেব! আর যদি না পার, তা হ'লে তোমাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।"

রব্ বলিল—"আচ্ছা বেশ! বল কোথায় তীর লাগাব, যদি না পারি তা হলে আমার মাথা বাজি রইল।"

ঠিক এই সময়ে প্রায় এক শত গজ দূরে কতকগুলি হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছিল। দলপতি মনে করিল, এতদূরে রাজার হরিণগুলির কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই সেগুলিকে দেখাইয়া বলিল—"আচ্ছা! ঐ দূরে যেখানে হরিণগুলো দেখ্ছ যদি তা'র অর্ধেক পর্যন্ত তোমার তীর চলে, তবেই জানব তুমি বাহাদুর।"

রব্ আর বাক্য ব্যয় করিল না। ধনুকের গুণটি পরীক্ষা করিয়া, কান পর্যন্ত টানিয়া একটি তীর ছাড়িয়া দিল। মুহূর্ত মধ্যে সর্বপ্রথম হরিণটি হঠাৎ শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়াই, একেবারে সটান মাটিতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল!

এই অসম্ভব কাণ্ড দেখিয়া সকলে একেবারে অবাক্। তখন দলপতি রব্‌কে বলিল—"জান ছোক্‌রা! তুমি কতদূর অন্যায় কাজ করেছ? রাজার হরিণ মারলে! এখন তোমার মাথা কাটা যাবে। যাও যাও, শীগ্‌গির এখান থেকে সরে পড়, তোমার মুখ যেন আর দেখতে না পাই।"

রবের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। "বটে, তোমার এমন নীচ স্বভাব? তা হবে না কেন, তোমাকে এখন আমি চিন্‌তে পেরেছি। তুমিই ত আমার বাবার কাজটি কেড়ে নিয়ে, আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।" এই কথা বলিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল।

দলপতির আঁতে ঘা লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ ধনু লইয়া রব্‌কে লক্ষ্য করিয়া এক তীর ছাড়িল। সৌভাগ্যবশতঃ, তীর ছাড়িবার সময় দলপতি হোঁচট খাইয়াছিল বলিয়াই রবের রক্ষা। তীর তাহার কান ঘেঁসিয়া এক গোছা চুল কাটিয়া লইয়া শন্ শন্ শব্দে চলিয়া গেল।

রব্ তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"আরে মশায়! মুখে শুধু বড়াই করলে কি হবে, আমার মত তীর চালাতে পার না দেখ্‌ছি। আচ্ছা দেখ দেখি, আমার এ দু আনার ধনুর তীর কেমন চলে?" বলিতে না বলিতে শন্ শন্ শব্দে রবের তীর ছুটিল এবং তৎক্ষণাৎ দলপতি বিকট চীৎকার করিয়া মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, আর নড়িল না!

এতদিনে রব্ তাহার পিতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইল বটে, কিন্তু সে এখন খুনের দায়ে পড়িল। বিশেষতঃ রাজার কর্মচারীকে খুন করিয়াছে। ধরা পড়িলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

দলপতির অবস্থা দেখিয়া অপর পাহারাওয়ালারা একেবারে অবাক্। তাহারা কর্তব্য স্থির করিবার পূর্বেই, রব্ ছুটিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

বনের একপাশে এক গরীব বিধবা স্ত্রীলোক থাকিত। ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় রব্ এই বৃদ্ধার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধার সঙ্গে রবের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল; কতবার সে রব্‌কে আদর যত্ন করিয়া খাইতে দিয়াছে! তাহাকে এইরূপ অবস্থায় ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া, বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল যে, সে বিপদ্‌গ্রস্ত। যাহা হউক, যত্নপূর্বক তাহাকে আহারাদি করাইলে পর, রব্ একটু সুস্থির হইয়া বৃদ্ধাকে সমস্ত কথা বলিল।

রবের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিল—"তাই তো বাবা! তোমার দেখ্‌ছি ভারি বিপদ। আজকাল বড় লোকেরা গরীবের উপর বড়

......"বুড়ি মা, তারা কোথায় থাকে ? আমি তাদের দলে মিশ্‌ব।" [পৃঃ ৩৫০]

অত্যাচার করে। এই দেখ না, আমার ছেলে তিনটি এখন ডাকাত হয়ে পড়েছে। তাদের অপরাধ এই যে, খেতে পাই না দেখে, তারা একটা হরিণ মেরেছিল। কাজেই এখন তারা ডাকাত! বাড়ী ঘর ছেড়ে বনে লুকিয়ে থাকে। তাদের কাছে শুনেছি,

আরও না কি চল্লিশ জন লোক ডাকাত হয়ে এই বনে দল বেঁধে লুকিয়ে আছে।"

রব্ বলিল—"বুড়ি মা, তারা কোথায় থাকে? আমি তাদের দলে মিশ্‌ব।"

বৃদ্ধা কিছুতেই রব্‌কে সে কথা বলিবে না, রব্‌ও ছাড়িবে না। অগত্যা বৃদ্ধা বলিল—"তুমি যদি আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে থাক, তবে আমার ছেলেদের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে। তারা আজ রাত্রে আমার কাছে আস্‌বে।"

রব্ রহিল। রাত্রে বৃদ্ধার তিনটি পুত্র আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া রব্ বড়ই সন্তুষ্ট হইল। রবের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া, বিধবার পুত্র তিনটি যখন দেখিল যে, রবের মনের ভাব তাহাদেরই মত, তখন তাহাকে আপনাদের আড্ডার সন্ধান বলিল এবং প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল, সে কথা রব্ কাহাকেও বলিবে না। আরও বলিল—"দেখ রব্! আমাদের দলের এখন একজন সর্দার চাই। তার বুদ্ধি চোখা এবং হাত বেশ পাকা হবে। তাই আমরা মনে করেছি ডাকাত হয়েও শেরিফের টুর্ণামেণ্টে সকলকে হারিয়ে যে সেই সোনার তীর পুরস্কার পাবে এবং ধরা পড়বে না, তাকেই আমরা সর্দার কর্‌ব।"

রব্ বলিল,—"আচ্ছা! আমিও নটিংহামেই যাচ্ছিলাম, দেখি শেরিফ্ মহাশয়ের পুরস্কারটা পাই কি না।" রবের বয়স কম হইলেও, তাহার তেজ ও উৎসাহ দেখিয়া বৃদ্ধার পুত্রেরা বলিল—"তুমি যদি শেরিফের সোনার তীর জিতে আন্‌তে পার তা হ'লে তোমাকেই আমাদের দলের সর্দার কর্‌ব।"

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল যে, রব্ ছদ্মবেশে নটিংহামে যাইবে। রাজার লোককে খুন করিয়াছে, এখন বেশ পরিবর্তন না করিয়া নটিংহামে গেলেই, শেরিফের লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারে।

এ দিকে নটিংহাম সহরে মেলা বসিয়াছে। শেরিফ্ বাস্তবিকই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, রবার্ট ফিট্জুথ (রবের পুরা নাম) নামক ডাকাতকে যে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে তিন হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। মেলা লোকে পরিপূর্ণ, নানারূপ আমোদ প্রমোদেই সকলে ব্যস্ত, শেরিফের ঘোষণাপত্রের দিকে কাহারও মন নাই।

সহরের চারিদিকে প্রাচীর; শেরিফের লোক এবং বনের প্রহরীগণ সতর্ক হইয়া দরজায় পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে শেরিফ্ নিজে আসিয়া পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন। রবের পিতার প্রতি তাঁহার যে ক্রোধ ছিল, তাহা এখন পুত্রের উপর পড়িয়াছে।

নটিংহামের মেলায় এই তীর-খেলাটাই সকলের চাইতে জম্‌কাল। বিকালবেলা সোনার তীর লাভ করিবার জন্য, কুড়ি জন তীরন্দাজ আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন ভিখারীও ছিল; তাহার মুখখানি বড়ই বিমর্ষ, গায়ে নানা রংএর কাপড় জড়ান, হাতে ও মুখে ব্রাউন্ রংএর ছাপ এবং মাথায় একটি হল্‌দে রংএর কপাল-ঢাকা টুপি (হুড্)। তাহার অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া, আর সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছে দেখিয়া সকলেই তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল।

এই ভিখারীই আমাদের রব। সে খোঁড়া ভিখারী সাজিয়া কখন যে সহরে ঢুকিয়াছে, কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। ভিখারীর পাশেই একজন বলবান্ লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার একটি চক্ষুতে সবুজ কাপড় বাঁধা। তাহাকেও সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

টুর্ণামেণ্টের মাঠের চারিধারে মাচা, তাহার উপরে হাজার হাজার লোক। সেই মাচার মাঝখানে শেরিফ্ মহাশয় তাঁহার কন্যাকে লইয়া বসিয়াছেন। শেরিফের আসনের একদিকে

হারফোর্ডের বিশপ মহাশয় এবং অপর দিকে একটি সুন্দরী মহিলা। এই মহিলা রবের বাল্যকালের সাথী কুমারী ম্যারিয়ান্। তিনি তাঁহার পিতা আর্ল্ অব্ হান্টিংডনের সহিত টুর্ণামেন্ট দেখিতে আসিয়া তাঁহারই পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ম্যারিয়ান্‌কে দেখিয়া রবের মন উৎসাহে নাচিয়া উঠিল।

তারপর বিগ্‌ল্ বাজাইয়া সঙ্কেত করিবামাত্র, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম টার্গেট্ (লক্ষ্য) ৪৫ গজ দূরে। টার্গেটের ঠিক মাঝখানে একটি কাল রঙের গোল দাগ, তাহার চারিদিকে আর একটি গোল দাগ, আবার সেটিকেও ঘিরিয়া আর একটি গোল দাগ। কুড়ি জন তীরন্দাজের মধ্যে বার জনের তীর ভিতরকার দাগে বিঁধিল। তাহার মধ্যে ভিখারীর এবং সবুজ কাপড়ে এক চোখ-বাঁধা লোকটির তীরই অপর সকলের চেয়ে ভিতরে পড়িল। দর্শকেরা সকলেই তাহাদের দুইজনকে খুব বাহবা দিল।

তারপর টার্গেট্‌টিকে ৬০ গজ দূরে রাখা হইল। এবারে পাঁচজন তীরন্দাজের তীর ভিতরকার দাগে বিঁধিল। ভিখারী ও চোখ-বাঁধা লোকটির তীর, এবারেও অপর তিন জনের চেয়ে ভিতরে পড়িল। ভিখারীকে দেখিয়া পূর্বে যাহারা ঠাট্টা করিয়াছিল, এখন তাহারাই আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অপর তীরন্দাজদিগের মন দমিয়া গেল এবং তাহারা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

চোখ-বাঁধা লোকটি যুবক রবের বাহাদুরি দেখিয়া বলিল—"দেখ ভাই! তোমার খাসা তীরের হাত, আমি হেরে গেলেও দুঃখ নাই। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, তুমি ঐ দেমাকি লোক তিনটাকে হারিয়ে সোনার তীর নিতে পারবে।" এই সময় রবের চক্ষু হঠাৎ ম্যারিয়ানের উপর পড়িল। ম্যারিয়ান্ অবশ্য তখনই মুখ ফিরাইয়া লইলেন, কিন্তু রবের মনে হইল, যেন ম্যারিয়ান্ তাহাকে চিনিয়াছেন।

এবারে টার্গেট্ অনেক দূরে। প্রথম বারে ভিতরের কাল

দাগটি যত বড় দেখাইয়াছিল, এবারে সমস্ত টার্গেট্টুই যেন ততটুকু। শেরিফ্, আর্ল্ এবং বিশপের তীরন্দাজ তিন জন খুব মনোযোগের সহিতই তীর ছুঁড়িল বটে কিন্তু কাহারও তীর ভিতরকার দাগে লাগিল না।

তারপর রবের পালা। রব্ ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশে মেঘ, তার উপর আবার বাতাস, রবের ভাবনা হইল, 'না জানি কি হয়!' এমন সময় ম্যারিয়ানের উপর আবার তাহার দৃষ্টি পড়িল, ম্যারিয়ান্ একটু হাসিলেন। রবের মনে হইল, যেন, ম্যারিয়ান্ তাহাকে সাহস দিতেছেন। তাহার মনে আবার উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

ঠিক এই সময়ে বাতাসের জোর একটু কম হওয়ায়, রব্ উৎসাহের সহিত তীর ছাড়িয়া দিল। তীর শন্ শন্ শব্দে গিয়া একেবারে লক্ষ্যের ঠিক মাঝখানে পড়িল। তখন সকলের কি আনন্দ! "ভিখারীর জয়! ভিখারীর জয়!" চারিদিকেই আনন্দধ্বনি।

তারপর চোখ-বাঁধা লোকটির পালা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, সে বাতাসের গতিটার বড় খেয়াল করিল না—তাহার তীর ভিতরকার দাগের বাহিরে পড়িল। যাহা হউক, রব্ সোনার তীর পাইবে ভাবিয়াই তাহার আনন্দ। রব্কে বলিল—"দেখ ভাই! আমি হেরেছি ব'লে কিছুই দুঃখ নেই।" এই বলিয়া সে হঠাৎ জনতার মধ্যে কোথায় যে মিশিয়া গেল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

ইহার পর একজন লোক আসিয়া পুরস্কার লইবার জন্য রব্কে শেরিফের নিকট লইয়া গেল। শেরিফ্ রব্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমার ত খাসা তীরের হাত! তোমার নাম কি হে?" রব্ বলিল—"আজ্ঞে হুজুর! লোকে আমাকে 'ভ্রমণকারী রব' বলে।"

টুর্ণামেণ্টে যে সব মহিলা কৌতুক দেখিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সে দিনের জন্য একজনকে রাণী ঠিক করা হয়। শেরিফ্ প্রথম হইতেই ভাবিয়াছিলেন,—তীরের খেলায় যে জিতিবে সে তাঁহার কন্যাকেই রাণী করিবে। রবের হাতে সোনার তীরটি দিয়া বলিলেন—"এই তীরটি তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হ'ল। এখন এই মেয়েদের মধ্যে একজনকে রাণী কর।"

পাছে রব্ অপর কাহাকেও রাণী করিয়া ফেলে তাই পিছন দিক্ হইতে একজন আসিয়া তাহার মুখ শেরিফের কন্যার দিকে ফিরাইয়া দিল। কিন্তু রব্ তাহার সঙ্কেত গ্রাহ্য করিল না, সটান ম্যারিয়ানের সম্মুখে গিয়া সোনার তীরটি তাঁহাকে দিয়া, তাঁহাকেই রাণী করিল।

ম্যারিয়ান্ তাহার হাত হইতে তীরটি নিয়া বলিলেন—"হুড্ পরা রব্ (Rob in the Hood), তোমাকে বহু ধন্যবাদ।" এই বলিয়া তিনি সোনার তীরটি মাথায় গুঁজিয়া রাখিলেন। চারিদিক্ হইতে "ঐ রাণী! ঐ রাণী!" বলিয়া সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল।

শেরিফ্ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, ভিখারীর উপর নজর রাখিবার জন্য প্রহরীদিগকে বলিয়া দিলেন। কিন্তু নজর রাখিবে কি করিয়া? বলিবার আগেই সে জনতার মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে।

সে দিন সন্ধ্যার পর, সারউড্ বনে একটি খোলা জায়গায়, চল্লিশ জন দস্যু আগুনের চারিদিকে বসিয়া আহারান্তে গল্প করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ রব্ সেখানে গিয়া উপস্থিত। তাহাকে শত্রু মনে করিয়া সকলে লাফাইয়া উঠিল। তখন রব্ বলিল—"ভাই, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, আমি শত্রু নই। গরীব বিধবার ছেলে তিনটি এখানে থাকে, তাহাদের আমি খুঁজতে এসেছি।"

বিধবার পুত্রেরা রব্‌কে চিনিতে পারিয়া বলিল—"আরে, এ যে রব্! এস ভাই এস, তুমি টুর্ণামেণ্টে জিতেছ আমরা সে খবর পেয়েছি। এখন বল দেখি ভাই, মেলার খবরটা তোমার মুখে শুনি।"

রব্ তখন হাসিয়া বলিল—"সোনার তীর ত পেয়েইছি, শেরিফকেও নাকাল করতে কসুর করি নি। কিন্তু ভাই তীরটা ত আমার কাছে নেই। বক্‌শিস্ পাওয়ার পর যাঁকে রাণী কর্‌লাম, তাঁকেই তীরটা দিয়ে দিয়েছি।" রব্ দেখিল, তাহার কথা যেন সকলে বিশ্বাস করিল না, তখন আবার বলিল—"আচ্ছা ভাই! তোমাদের দলেই ত থাক্‌ব ব'লে এসেছি, তা না হয় আমি একজন সামান্য তীরন্দাজ হয়েই থাক্‌ব।"

রবের কথা শুনিয়া দলের একজন লোক অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহাকে চিনিতে রবের দেরি হইল না, এ ব্যক্তি মেলার সেই এক চোখ বাঁধা তীরন্দাজ। সে রব্‌কে বলিল—"ভাই! তোমার বাহাদুরি আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। সোনার তীর না-ই বা রইল তোমার কাছে, সেটা ত ভাল হাতেই পড়েছে। যাকে রাণী করেছিলে, তিনি তোমাকে 'রব ইন্ দি হুড্' নাম দিয়েছেন। তাই আমিও বল্‌ছি, ভাই রব্ ইন্ দি হুড্, আমার নাম উইল্ স্টাট্‌লি, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাকেও সর্দার বলে মান্‌ব না।"

উইল্ স্টাট্‌লিই দস্যুদিগের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছিল। তাহাকে রবের অধীন হইতে দেখিয়া সকলের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন রব্‌কে তাহারা "রবিন্ হুড্" নাম দিয়া দলের সর্দার করিয়া লইল। রবিন্ হুড্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সর্বদা তাহাদের নিয়মগুলি মানিয়া চলিবেন। রবিন্ হুড্‌কে একটি শিঙ্গা দেওয়া হইল; এই শিঙ্গা তিনবার বাজাইলে, দস্যুদল যেখানেই থাকুক না কেন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে।

এইরূপে রবিন্ হুড্ নাম ধরিয়া রব্ দস্যুদিগের দলপতি হইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে রবিন্ হুডের দল প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। শেরিফ শত চেষ্টা করিয়াও দস্যুদলের কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না। সাধারণ লোকেরা এই দস্যুদলের নামে ভয়ে জড়সড় হইত। কিন্তু ক্রমে যখন সকলে দেখিল যে, অত্যাচারী বড়লোকদের ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দস্যুরা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়, তখন এই দলের প্রতি ক্রমেই লোকের শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন নূতন লোক আসিয়া ইহাদের দলে মিশিতে লাগিল, এবং দলটি বেশ জাঁকাল হইয়া উঠিল।

এইরূপে কিছুদিন গেল; বনের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা রবের ভাল লাগিল না। একদিন তীর-ধনু লইয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন এবং দলের লোকদের বলিলেন—"আমি চল্‌লাম, একবার শহরের খবরটা নিয়ে আসি। তোমরা বনের পাশেই থেকো এবং আমার শিঙ্গা শুন্‌লে হাজির হ'য়ো।"

সদর রাস্তায় খানিক দূর গিয়া, রবিন্ হুডের হঠাৎ মনে পড়িল, বনের মধ্য দিয়া একটা সোজা রাস্তা আছে, সেটি বেশ নির্জন এবং সেখান দিয়া গেলে, একটি ঝরণা পার হইলেই সহর খুব নিকটে। তখন তিনি সদর রাস্তা ছাড়িয়া বনের পথে চলিলেন। ঝরণার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পার হওয়া মুস্কিল, জল বেশী হইয়াছে, তার উপর আবার স্রোত খুব। একটি কাঠের সরু পোল ছিল, তাহার উপর উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, অন্য একজন লোকও পার হইবার জন্য অপর দিক হইতে উঠিল। তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্য দু'জনেই অগ্রসর হইয়া ঠিক মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত। বেজায় সরু পোল, একজন হটিয়া না গেলে পার হওয়া অসম্ভব।

রবিন্ হুডের রাগ হইল। তিনি বলিলেন—"কে হে বাপু, তুমি? সরে যাও, আমাকে পার হ'তে দাও।"

অপর লোকটি হাসিয়া ফেলিল। রবিন্ হুডের চেয়ে সে একমাথা উঁচু, রবিন্‌কে বলিল—"সেটি হচ্ছে না বাবা! আমার চেয়ে জোয়ান এবং ওস্তাদ না হ'লে আমি কা'কেও রাস্তা ছেড়ে দিই না।"

রবিন্। "বটে! আচ্ছা র'স, কে ওস্তাদ এখনই দেখ্‌তে পাবে।" ঢেঙ্গা লোকটি বলিল—"বেশ, বেশ! আমিও তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

রবিন তখন লাফাইয়া ডাঙ্গায় আসিলেন এবং ছয় ফুট লম্বা একটা ওকের ডাল কাটিয়া লইয়া, বুক ফুলাইয়া আবার পোলের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢেঙ্গা লোকটিকে বলিলেন —"দেখ বাপু! তীর-ধনু নিয়ে লড়াই করলেই আমার পক্ষে সুবিধে হ'ত বটে, তা কুছ্ পরোয়া নাই, এস, লাঠি খেলাটাই একটু দেখিয়ে দিই। এখন প্রস্তুত হও; 'এক, দুই'—" রবিন্ দুই পর্যন্ত বলিলেই, ঢেঙ্গা লোকটি ধাঁ করিয়া 'তিন' বলিয়াই রবিন্‌কে ভয়ানক এক ঘা বসাইয়া দিল। তিনি নিমেষের মধ্যে সরিয়া গিয়া অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন। তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুই জনে লড়াই —ঠকাঠক্ ঠকাঠক্ খালি লাঠির শব্দ। ঢেঙ্গা লোকটি অসুরের মত বলবান, রবিন্ হুড্ চট্‌পটে চালাক। তিনি ঢেঙ্গা লোকটির আঘাতগুলি বিফল করিতে লাগিলেন, আবার মাঝে মাঝে তাহার পেটে, পাঁজরে পাল্টা আঘাত করিতেও কসুর করিলেন না। কেহই এক পা নড়িল না, হারও মানিল না।

হঠাৎ রবিন্ হুডের এক আঘাতে ঢেঙ্গা লোকটি আর একটু হইলেই জলে পড়িয়া যাইত, কিন্তু চট্ করিয়া সামলাইয়া লইয়া টলিতে টলিতে রবিনের মাথায় এমন ভীষণ এক ঘা মারিল যে, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি চক্ষে তারা দেখিলেন এবং পোল হইতে ঝুপ্ করিয়া একেবারে ঝরণার মাঝখানে পড়িয়া গেলেন।

ঢেঙ্গা লোকটি ত হাসিয়াই খুন। কিন্তু তখনই আবার নিজের লাঠিটি বাড়াইয়া দিয়া রবিন্ হুড্‌কে বলিল—"ধর, আমার এই

......"এস, লাঠি খেলাটাই একটু দেখিয়ে দিই" [পৃঃ ৩৫৭]

লাঠি ধ'রে ওঠ। দেখো, শক্ত ক'রে ধ'রো, মাথার মত হাত যেন ঘুরে যায় না।"

রবিন্ শক্ত করিয়া লাঠি ধরিলেন, তখন ঢেঙ্গা লোকটি টানিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিল। একটু ঠাণ্ডা হইয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন —"বাপ রে বাপ! তোমার লাঠির বাড়ি খেয়ে এখনও আমার মাথার ভিতর বন্ বন্ ক'র্‌ছে।" তারপর তিনি শিঙ্গা বাহির করিয়া তিনটি ফুঁ দিলেন আর তখনই উইল্ স্টাট্‌লি প্রভৃতি কয়েক জন দস্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।

রবিন্ হুডের অবস্থা দেখিয়া স্টাট্‌লি বলিল—"এ কি! আপনার কাপড় চোপড় ভিজল কি ক'রে?"

রবিন্ বলিলেন—"আরে সে কথা আর বল কেন! এই ঢেঙ্গা লোকটা কিছুতেই আমাকে পোল পার হ'তে দিচ্ছিল না; কি আর করি, লাঠি দিয়া মার্‌লাম এক খোঁচা! তখনই তার লাঠিও আমার মাথায় পড়ল, আর আমিও জলে ডুব মেরে উঠ্‌লাম।"

স্টাট্‌লি তখন ঢেঙ্গা লোকটিকে ধরিতে গেল। রবিন্ হুড্ বাধা দিয়া বলিলেন—"না না স্টাট্‌লি! ওকে কিছু ব'ল না, ওর কোন দোষ নেই। আমি আগে মেরেছি, তারপর ও মেরেছে, আমাদের দেনা-পাওনা শোধ হয়ে গেছে।" তারপর ঢেঙ্গা লোকটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কেমন হে! তা-ই ঠিক নয় কি?"

ঢেঙ্গা পালোয়ানটি বলিল—"ঠিক্ ঠিক্। তোমাকে ভাই আমার বড় ভাল লেগেছে। আচ্ছা, তোমার নামটি কি বল দেখি?" রবিন্ বলিলেন—"আমার নাম—রবিন্ হুড্।"

ঢেঙ্গা লোকটি বলিল—"আপনি রবিন্ হুড্? আরে ছি ছি, তা'হলে ত আমার বড় অন্যায় হয়েছে। আপনার দলে ঢুক্‌ব ব'লেই ত এসেছিলাম, এখন কি আর আমাকে দলে নেবেন?"

রবিন্ বলিলেন—"কেন নেব না? নিশ্চয়ই নেব। তোমার মত লোক কি সহজে মেলে? আচ্ছা! তোমার নামটি ত বল্‌লে না?"

ঢেঙ্গা লোকটি বলিল—"আমার নাম, জন্ লিট্‌ল্।"

লিট্‌ল্‌ মানে ছোট। এত বড় ঢেঙ্গা পালোয়ানের নাম 'লিট্‌ল্‌' শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রবিন্‌ বলিলেন—"তোমার চেহারার সঙ্গে নামটি মানায় না। নামটি উল্টে নিয়ে আজ থেকে তোমাকে আমরা 'লিট্‌ল্‌ জন্‌' বলে ডাকব। এস তবে লিট্‌ল্‌ জন্‌! তোমাকে আমাদের দলে নিলাম।"

লিট্‌ল্‌ জনের শরীরে অসাধারণ শক্তি, চেহারাটি তাহার অসুরের মত, আবার লাঠি খেলায়ও সে অদ্বিতীয়। তাহাকে দলে আনিয়া রবিন্‌ হুড পরম সৌভাগ্য মনে করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব-লিখিত ঘটনার কয়েকদিন পরে, স্টাট্‌লির লোকেরা একটি হরিণ মারিল। বনের আড়াল হইতে বাহির হইয়া হরিণটিকে আনিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে শেরিফের জন-কুড়ি তীরন্দাজ আসিয়া উপস্থিত! স্টাট্‌লির লোকেরা তৎক্ষণাৎ উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িল, আর শন্‌ শন্‌ শব্দে কতকগুলি তীর তাহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। স্টাট্‌লির দলও তখন গাছের আড়ালে গিয়া পাল্টা তীর ছুঁড়িতে কসুর করিল না। শেরিফের লোকেরা দেখিল্‌ যে, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া লাভ নাই, তাহার চাইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করাই ভাল। এমন সময় দেখিতে দেখিতে তাহাদের দলের তিনজনের গায়ে তিনটি তীর আসিয়া বিঁধিল। আর রাখে কে? তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া, সকলে একেবারে শেরিফের কাছে গিয়া হাজির হইল।

শেরিফ সকল কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন—"কি! আমার লোকেরা রবিন্‌ হুডের লোকদের ভয় পায়!"

এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে রবিন্ হুড্ দেখিলেন যে, লিট্‌ল্ জন্ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। দলের একজন লোক বলিল—“তাঁকে আমি একজন ভিখারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম, কিন্তু পরে যে কোথায় গেলেন তা বলতে পারি না।” ইহার পরে আরও দুই দিন গেল, তবুও জনের কোন খবর পাওয়া গেল না।

রবিন্ হুডের মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—“তবে কি জন্ শেরিফের হাতে পড়্ল? না, আর ত চুপ করে থাক্‌লে চল্‌ছে না।” রবিন্ হুড্ তীরধনু লইয়া প্রস্তুত হইয়া দলের লোকদের বলিলেন—“আমি নটিংহামে চল্‌লাম। শেরিফ আমাকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দেখাটাও করে আসি, আর আমার ঢেঙ্গা পালোয়ানটির তিনি কোন খবর জানেন কি না, সেটাও জেনে আসি।”

সকলে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রবিন্ বাধা দিয়া বলিলেন—“তোমাদের কারও যাবার দরকার নেই। শেরিফ মশায়ের সঙ্গে আমার ভাব আছে, ভয় কি? তবে তোমরা এক কাজ করো, সহরের পশ্চিম-দরজার সামনে বনের আশে পাশে থেকো। হয়ত বা তোমাদের দরকার হ’তেও পারে।”

রবিন্ নটিংহামে চলিলেন। খানিক দূর গিয়া ভাল করিয়া চারিদিক্ দেখিয়া লইলেন, রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা। পিছন দিক হইতে একখানা গাড়ী আসিতেছিল, চাকার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ তাঁহার কানে পৌঁছিল। খানিক পরেই রাস্তার বাঁক পার হইয়া গাড়ীখানা আসিয়া উপস্থিত। রবিন্ হুড্ দেখিলেন—মাংসের গাড়ী, স্থূলকায় কসাইটি বড়ই স্ফূর্ত্তিবাজ, শিষ্ দিয়া গান করিতে করিতে গাড়ী চালাইতেছে। ঘোড়া বেচারি অতিরিক্ত বোঝার দরুণ দ্রুত চলিতে পারিতেছে না।

কসাইকে নমস্কার করিয়া রবিন্ বলিলেন—“ওহে কসাই

সে বলিল—"দোহাই মশায়! আমাকে রক্ষা করুন"......[পৃঃ ৩৬৩]

ভায়া! তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ, মাংস নিয়ে যাবে কোথায়?" কসাই প্রতিনমস্কার করিয়া, খুব ভদ্রভাবে উত্তর করিল—"আমি যেখান থেকেই আসি না কেন, তাতে আপনার দরকার কি? আমি একজন কসাই—মাংসের গাড়ী নিয়ে নটিংহামের হাটে

যাচ্ছি, আজ হাটের দিন। মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে, মশায়ের নাম ?”

রবিন্ বলিলেন—“আমি এই লক্স্লি সহর থেকে আস্ছি, আমার নাম, রবিন্ হুড্।”

‘রবিন্ হুড্’ নাম শুনিয়া ভয়ে কসাইয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল—“দোহাই মশায়! আমাকে রক্ষা করুন; আমি শুনেছি আপনি গরীবের বন্ধু। আমি বড় গরীব, মাংস বেচে যা দু পয়সা হয়, তা দিয়েই কোন মতে সংসার চালাই।”

রবিন্ বলিলেন—“আরে তুমি এত ব্যস্ত হ’চ্ছ কেন? তোমার কিছু ভয় নেই। তবে কি না, তোমাকে একটি কাজ ক’রতে হবে।” টাকার থলিটি বাহির করিয়া বলিলেন—“এই টাকা নিয়ে তোমার গাড়ী, ঘোড়া ও মাংস আমাকে বেচে ফেল। আমার বড্ড ইচ্ছে হয়েছে, আজ কসাই সেজে নটিংহামের বাজারে মাংস বেচ্ব।”

রবিনের প্রস্তাব শুনিয়া কসাই বড়ই খুসী হইল তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার রাশ রবিন্ হুডের হাতে দিয়া টাকার থলিটি লইল। তখন রবিন্ হুড্ বলিলেন—“একটু সবুর কর ভাই! তোমার পোষাকটা আমাকে দাও, আর আমার এই পোষাক পরে তুমি শীগ্গীর বাড়ী চলে যাও। দেখো সাবধান! বনের পাহারাওয়ালাদের হাতে পড়লে কিন্তু বড় মুস্কিল!”

কসাইবেশধারী রবিন্ তখন গাড়ী লইয়া সহরে চলিলেন। সহরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, দরজায় প্রহরী ভ্রূকুটি করিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে সেলাম করিয়া প্রবেশ করিলেন এবং গাড়ী লইয়া একেবারে কসাইটোলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি দামে মাংস বিক্রয় করিবেন সেটি পর্যন্ত তাঁহার জানা ছিল না; কি আর করেন, সাদা-সিধা বোকা লোকটির মত মুখের চেহারা করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"এস ভাই, ভাল মাংস,
আমার কাছে কেনো।
এক আনায় তিন আনার মাংস
পাবে নিশ্চয় জেনো॥"

রবিনের কথা শুনিয়া অনেক লোক তাঁহার দোকানে জড় হইল। সে মাংস বাস্তবিকই ভাল ছিল, সস্তাও খুব। সকলে তাঁহার দোকান হইতেই মাংস কিনিতে লাগিল।

অপর কসাইরা দেখিল ব্যাপার গুরুতর, তাহাদের দোকানপাট বন্ধ হইবার যোগাড়। কেহ কেহ বলিল—"এ হতভাগা লোকটা দেখছি ব্যবসার কোন ধার ধারে না; বোধ করি বাপের টাকা পেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে।" অন্য একজন বলিল—"আরে না—তা নয়, এ বেটা নিশ্চয় চোর, কোন কসাই মেরে তার মাংস নিয়ে বাজারে এসেছে!"

রবিন্ এ সব কথা শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না। বরং আরও চিৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলেন।

অপর কসাইরা দেখিল যে, এ ত ভারি মুস্কিল; এর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কোন লাভ হইবে না। তখন একজন কসাই রবিন্‌কে বলিল—"তুমি দেখছি নূতন ব্যবসা কর্‌ছ। আমাদের সঙ্গে যদি কার্‌বার কর্‌তে চাও, তবে আমাদের নিয়মগুলিও মেনে চল্‌তে হবে। আজ রাত্রে শেরিফের বাড়ী আমাদের নেমন্তন্ন. তোমাকেও ভাই যেতে হবে।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"শেরিফের বাড়ী নেমন্তন্ন? নশ্চয়ই যাব, আমি এখনই প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌ছি।" তাঁহার মাংস সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল; রবিন্ তখন সরাইয়ের সহিসের নিকট গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া, নিমন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতির জন্য, শেরিফ্ প্রত্যেক দোকানদারের নিকট হইতেই কিছু কিছু পাইতেন। বাজারের

পর, দোকানদারদিগকেও তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সেদিনও শেরিফ্ সাজিয়া গুজিয়া সকলের আগেই খাবার ঘরে আসিলেন। রবিন্ হুড্ এবং অপর কসাইরা যখন আসিল, শেরিফ খুব ভদ্রতা দেখাইয়া তাহাদের বসিতে বলিলেন। ঘরের মধ্যখানে প্রকাণ্ড টেবিল, তাহার উপর নানা রকমের উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত।

শেরিফ্ কসাইবেশধারী রবিন্ হুড্‌কে তাঁহার ডা'ন পাশে বসিতে বলিলেন। একজন কসাই রবিন্ হুড্‌কে দেখাইয়া, তাঁহার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"মহাশয়! এই লোকটা বদ্ধ পাগল, আজ বাজারে আমাদের বেজায় নাকাল করেছে। এক আনায় বাজারদরের তিন চার গুণ মাংস দিয়ে, আমাদের বিক্রী মাটি ক'রে দিয়েছিল। লোকটা ভারি বোকা। আমার বিশ্বাস, লোকটার হাতে ঢের টাকা, সে যা তা ক'রে খরচ কর্‌ছে। একটু চালাক লোক এর পেছনে লাগ্‌লে, বেশ দু পয়সা আদায় ক'রে নিতে পারে।"

শেরিফ্ অত্যন্ত লোভী। কসাইয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার মাথায় একটা খেয়াল হইল। রবিন্ হুড্‌কে বলিলেন—"তোমার বোধ করি ঢের টাকা পয়সা আছে, না? আজ বাজারে যেমন ক'রে মাংস বেচেছ, তাতে মনে হয় তোমার ঘরে গরু ছাগলও ঢের।"

রবিন্ উত্তর করিলেন—"আছে বই কি শেরিফ্ মশায়! আমার পাঁচ-শ জন্তু আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও বেচ্‌তে পার্‌লাম না। কি আর করি, অগত্যা কসাই সেজে বাজারে বেরিয়েছি, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, ব্যবসাটা আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না। তেমন লোক পেলে, আমি সব জন্তুগুলি বেচে ফেল্‌তাম। কেউ যদি কুড়িটা মোহর দেয়, তা হ'লে আমার জন্তুগুলি দিয়ে দিই।"

শেরিফের আর বিলম্ব সহিল না। পাছে জন্তুগুলি হাতছাড়া

হয় তাই তাড়াতাড়ি রবিন্ হুড্‌কে বলিলেন—"কেনবার লোক পাও না, আচ্ছা আমি কিন্‌ব। তোমার জন্তুগুলি সব কাল বাজারে নিয়ে এস, তখনই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।"

রবিন্ বলিলেন—"তা কি ক'রে হয়? জন্তুগুলো সব বনে চ'রে বেড়ায়, চট্ করে ধরা মুস্কিল। আপনি না হয় কাল আমার সঙ্গে চলুন, নিজে দেখে শুনে আনবেন এখন।"

শেরিফ্। "বেশ, অতি উত্তম কথা! তা হ'লে তুমি আজ রাতটা আমার এখানেই থাক, কাল সকালে দু জনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

শেরিফের বাড়ীতে থাকা রবিনের একেবারেই ইচ্ছা নয়। আবার, কোন আপত্তি করিলে পাছে শেরিফের মনে সন্দেহ হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি তাহাতেই রাজি হইলেন।

ঠিক এই সময়ে একজন চাকর ঘরে ঢুকিল। আহারের পর সকলেই আমোদে ব্যস্ত। হারফোর্ডের বিশপ্‌ও উপস্থিত ছিলেন, তিনি ত ঘুমাইয়াই পড়িয়াছেন! চাকরটিকে দেখিবামাত্র রবিন চম্‌কিয়া উঠিয়া, তখনই আবার সে ভাবটা সাম্‌লাইয়া লইলেন। চাকরও তাঁহাকে দেখিতে পাইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন সে কোন জিনিস ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে এরূপ ব্যস্তভাব দেখাইয়া, হঠাৎ আবার চলিয়া গেল।

চাকর অপর কেহ নয়—স্বয়ং লিট্‌ল জন্!

রবিন্ হুড্ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তবে কি লিট্‌ল জন অবিশ্বাসী? কাকেও কিছু না ব'লে কেন সে শেরিফের বাড়ীতে এসে চাকর হ'লো? আমাকে কি ধরিয়ে দেবার মতলব?" আবার তখনই ভাবিলেন—"না, লিট্‌ল জন্ কিছুতেই অবিশ্বাসী হ'তে পারে না।"

যাহা হউক, তিনি আবার অতি উৎসাহের সহিত শেরিফের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন।

খানিক পরেই লিট্‌ল্ জন্ পাত্রে করিয়া মদ লইয়া আসিয়া, ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ধরিল। রবিন্ হুডের নিকটে আসিয়া তাঁহার আরও মদ চাই কিনা যেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে, এরূপ ভাবে তাঁহার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া গেল— "আজ রাত্রে প্যান্‌ট্রিতে (খাবার জিনিস এবং বাসনাদির ঘর) আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন।"

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, একে একে সকলেই শেরিফকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। একজন চাকরকে রবিন্ হুডের শুইবার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিয়া, শেরিফ্ মহাশয়ও বিদায় লইলেন।

লিট্‌ল্ জন্ কি করিয়া শেরিফের বাড়ীতে চাকর হইল, এখন তাহার কিছু বলা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘুরিয়া ফিরিয়া নটিংহামে আবার মেলার দিন উপস্থিত। চারিদিক্ হইতে লোকজন আসিয়া, নানা রকমের জিনিসপত্র লইয়া মেলায় দোকান খুলিল। মেলায় আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন যথেষ্ট— কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে।

এরিক্ অব্ লিঙ্কন্ নামে একজন প্রসিদ্ধ লাঠি খেলোয়াড় একটি মঞ্চে দাঁড়াইয়া বড়ই আস্ফালন করিতেছে—"কে আমার সঙ্গে লাঠি খেল্‌বে এস, মাথা ভেঙ্গে দেব।" বাস্তবিক এরিকের মত লাঠি খেলোয়াড় তখন সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। তাহার আহ্বানে যে দুই একজন আসিল, তাহারা উত্তম মধ্যম প্রহার খাইয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গেল।

মঞ্চের কোণে অত্যন্ত ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরা, অতি অদ্ভুত চেহারার একজন ভিখারী বসিয়া ছিল। এরিকের লাঠিখেলা

দেখিয়া সে হাসিয়াই খুন! সে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে যাও, তোমার মত ঢের ঢের খেলোয়াড় দেখেছি—ভারি ওস্তাদ।" ভিখারীর ঠাট্টা বুঝিতে এরিকের দেরি হইল না। রাগে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে সিংহের মত গর্জন করিয়া বলিল—"চুপ্ রও বেটা বেয়াদব্! লাঠির গুঁতোয় এখনই আদব্ কায়দা শিখিয়ে দেব।" ভিখারী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—"তুমি আদব্ কায়দা শেখাবে? পোড়া কপাল আমার! আমার চেয়ে ওস্তাদ লোকের কাছ থেকেই আদব্ কায়দা শিখে থাকি।"

আর যায় কোথা! এরিক্ অব্ লিঙ্কনকে এত বড় অপমানের কথা! রাগে অন্ধ হইয়া এরিক্ ভিখারীকে লাঠি খেলায় আহ্বান করিল।

ভিখারী আস্তে আস্তে, যেন অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটু সবুর কর আমি যাচ্ছি, ঝাঁকটা না ভেঙ্গে দিলে চল্‌ছে না! তোমরা কেউ ভাই আমাকে একটা লাঠি দিতে পার কি?"

প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল এরিকের সঙ্গে একজন সামান্য ভিখারী লাঠি খেলিবে, বড়ই আশ্চর্য কথা! কুড়ি পঁচিশ জন লোক তাহাদের লাঠি আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার ভিতর হইতে সকলের চাইতে মোটা এবং লম্বা লাঠিটি লইয়া, ভিখারী মঞ্চের উপর গিয়া উঠিল। যাই মঞ্চের উপর উঠা, অমনই এরিক্ তাহাকে এক ঘা বসাইয়া দিল। লাঠি খাইয়া ভিখারী মঞ্চের উপর ছুটিতে লাগিল, যেন তাহার বেজায় চোট লাগিয়াছে! তারপর এরিক্ আর এক ঘা মারিবার জন্য যেই লাঠি তুলিয়াছে, অমনই বিদ্যুদ্বেগে ভিখারী তাহাকে এমন এক ঘা মারিল যে, এরিক্ একেবারে মঞ্চের উপর সটান চিৎপাত!

এ এক নূতন দৃশ্য! এরিক্‌কে লাঠির ঘা খাইয়া গড়াগড়ি দিতে ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই। সকলে একেবারে অবাক্

হইয়া গেল। এরিক্ অবশ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল যে, সে বড়ই শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছে! তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তুইজনের খেলা চলিল। হঠাৎ ভিখারী আর এক ঘা মারিয়া এরিকের হাতের লাঠি ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভিখারীর শেষ ঘা খাইয়া এরিক্ মঞ্চের উপর টলিতে টলিতে, একেবারে দর্শকদিগের মাঝখানে গিয়া পড়িল! অহঙ্কারী এরিকের তুর্দশা দেখিয়া সকলেই মহা খুসী।

ল্যাঠি খেলার পর তীরের খেলা। শেরিফের বাছা বাছা তীরন্দাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অদ্ভুত ভিখারীও আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া শেরিফ্ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ভিখারীটা কে হে?" সে বলিল—"আজ্ঞে হুজুর! এই লোকটাই আজ লাঠি খেলায় এরিক্‌কে বেজায় জব্দ করেছে।"

তীরের খেলায় অনেকেই খুব বাহাতুরি দেখাইল। সকলের পর যখন ভিখারীর পালা, তখন সে একটি ওকের ডাল দূরে মাটিতে পুঁতিয়া বলিল—"শেরিফ মহাশয়! এই ডালটা আমার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য যে বিঁধ্‌তে পার্‌বে, তাকে বলি বাহাতুর।" কিন্তু এইরূপ অসম্ভব লক্ষ্য দেখিয়া কেহই অগ্রসর হইল না। তখন ভিখারী তীর মারিয়া অনায়াসে সেই ডালটিকে কাটিয়া ফেলিল! এরূপ আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া শেরিফের ত চক্ষুস্থির! ভিখারীকে বলিলেন—"ওহে বাপু! তোমার নামটি কি হে? তোমার বাড়ী কোথায়?"

ভিখারী বলিল—"হুজুর! আমার বাড়ী হলডার্‌নেস্ সহরে, আমার নাম রেনোল্ড্ গ্রীন্‌লিফ্!"

শেরিফ বলিলেন—"আচ্ছা রেনোল্ড্ গ্রীন্‌লিফ্! তুমি আমার কাছে চাক্‌রী কর্‌বে? তোমাকে খাওয়াপরা ও উচিতমত মাইনে দেব, তা ছাড়া কি বছরে তিনটি ভাল পোষাক দেব।"

ভিখারী বলিল—"খাওয়াপরা, মাইনে, আর বছরে তিনটে পোষাক!—হাঁ হুজুর, আমি আপনার চাকরী ক'র্‌ব!"

পাঠক পাঠিকা! তোমরা বোধ করি এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ, রেনোল্ড্ গ্রীন্‌লিফ্ কে? রেনোল্ড্ গ্রীন্‌লিফ্ হইতেছে লিট্‌ল জন্। চাকুরী গ্রহণ করিয়া তখনই গ্রীন্‌লিফ্ শেরিফের বাড়ীতে গেল। কিন্তু কি কুক্ষণেই শেরিফ এই চাকরটিকে বহাল করিলেন!

এই ঘটনার পর দুইদিন কাটিয়া গেল; চাকর হিসাবে রেনোল্ড্ বড় সুবিধার হইল না। শেরিফ্ যাহা আহার করিবেন, ঠিক তেমনটি না হইলে রেনোল্ডের মন উঠে না। সকলেই তাহার উপর বিরক্ত। স্টুয়ার্ডের (খাবার জিনিসের কর্তা) ত তাহার উপর মহা রাগ। কিছু বলিবারও যো নাই, কেন না রেনোল্ড্ শেরিফের প্রিয় চাকর।

যেদিন শেরিফ্ দোকানদারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, আবার সেই ভোজের দিন আসিল। বাড়ীর সমস্ত চাকর বাকর কাজ কর্মে মহা ব্যস্ত। রেনোল্ড্ গ্রীন্‌লিফ্ প্রায় সমস্ত দিনই ঘুমে অচেতন ছিল। তারপর সকলে যখন ভোজে বসিয়াছে, তখন রেনোল্ড্ উঠিয়া সেই ঘরে আসিল এবং হঠাৎ রবিন্ হুড্‌কে দেখিতে পাইল। প্রথম সাক্ষাতে উভয়ে কিরূপ চম্‌কিয়া গিয়াছিল এবং কিরূপে সে ভাব সাম্‌লাইয়া গোপনে প্যানট্রিতে দেখা করিবার পরামর্শ স্থির করিয়াছিল, সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। দস্যুদিগের প্রধান সর্দার দুইটিই যে তাঁহার বাড়ীতে, শেরিফ্ কিন্তু তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

ভোজের ব্যাপার শেষ হইতে অধিক রাত্রি হইল। রেনোল্ড্ গ্রীন্‌লিফ্ ক্ষুধায় অস্থির, সমস্ত দিন ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে, কিছুই খায় নাই। স্টুয়ার্ড ভাঁড়ার বন্ধ করিয়া শুইতে যাইবে, এমন সময় সে আসিয়া বলিল—"দোহাই স্টুয়ার্ড সাহেব, আমাকে কিছু খেতে দিন, সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি।"

স্টুয়ার্ড বিরক্ত হইয়া বলিল—“আরে যাও বাপু! এত রাত্রে আর খেয়ে দরকার নেই। দিনটা যখন কেটেছে, রাতটাও কেটে যাবে, এখন ঘুমোওগে যাও।”

রেনোল্ড্ গ্রান্‌লিফ্ বলিল—“বটে! তা হবে না। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে, খাবার দিতেই হবে।” এই বলিয়া সে ভাঁড়ারের বাক্সের দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দরজা বন্ধ, স্টুয়ার্ডের হাতে চাবি। তাহার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি দেখিয়া গ্রীন্‌লিফের আর সহ্য হইল না, কামারের হাতুড়ির মত তাহার বজ্রমুষ্টি বাক্সের ডালার উপর দমাদম্ পড়িতে লাগিল, ডালা ভাঙ্গিয়া গেল! নীচু হইয়া গ্রীন্‌লিফ্ খাবার খুঁজিতেছে, ইত্যবসরে স্টুয়ার্ড চাবির গোছা দিয়া তাহার মাথায় এক ঘা দিল। গ্রীন্‌লিফও ফিরিয়া স্টুয়ার্ডকে পাল্টা এক ধাক্কা দিল। সেই ভীষণ এক ধাক্কা খাইয়া স্টুয়ার্ড একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি। আর ভাবনা কি? রাস্তা পরিষ্কার। গ্রীন্‌লিফ্ তখন ভাল ভাল জিনিস বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিল।

রান্নাঘরে শেরিফের বাবুর্চি থাকিত। লোকটি অতিশয় বলবান্ ও সাহসী। এই সমস্ত গোলমাল শুনিয়া সে প্যানট্রিতে আসিয়া উপস্থিত। ঘরের অবস্থা দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। বাবুর্চি গ্রীনলিফ্‌কে গালাগালি ত দিলই, তাহার উপর আবার তলোয়ার খুলিয়া তাহাকে মারিতেও আসিল।

গ্রীন্‌লিফ্ও তখন নিজের তলোয়ার খুলিয়া বলিল—“বটে! তোমার ত আস্পর্ধা কম নয়? খাওয়ার সময় আমাকে ঘাঁটাতে এসেছ, তবে এখন সাম্‌লাও।” এই বলিয়া বাবুর্চিকে আক্রমণ করিল। ঘণ্টা খানেক চেষ্টা করিয়াও কেহ কাহাকেও কাবু করিতে পারিল না। তখন গ্রীন্‌লিফ্ বলিল—“আরে ভাই! আমি ঢের ঢের লোকের সঙ্গে তলোয়ার খেলেছি, কিন্তু তোমার মত পরিষ্কার হাত কারও দেখিনি।”

......"এই আমার কাজেই লেগে যাও, আমি রবিন্ হুড্!" [পৃ. ৩৭৩]

বাবুর্চি বলিল, "তুমিই বা কম কিসে? আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে কেটে টুক্‌রো টুকরো ক'রে ফেল্‌ব, কিন্তু কত চেষ্টা করলাম, তোমাকে ছুঁতেও পারলাম না!"

গ্রীন্‌লিফ্ বলিল—"তাই নাকি? আমিও মনে করেছিলাম,

তোমার কান দুটো কেটে ফেলব, কিন্তু পারলাম কই? যা হোক্, সেটা আর এক সময় চেষ্টা করা যাবে। আচ্ছা ভাই! এখন বল দেখি, তোমার এমন খাসা তলোয়ারের হাত, তুমি কেন শেরিফের বাড়ী বাবুর্চিগিরি ক'রতে এসেছ? আর কারও কাজে লেগে যাও না।"

বাবুর্চি বলিল—"কার কাজে লাগব, বল?"

ঠিক এই সময়ে কসাইবেশধারী রবিন্ হুড্ হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"এই আমার কাজেই লেগে যাও, আমি রবিন্ হুড্!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শেরিফের বাড়ীতে রবিন্ হুড্কে দেখিয়া বাবুর্চি অবাক্ হইয়া বলিল—"আপনি রবিন্ হুড্? কি সর্বনাশ, আপনার সাহস ত কম নয়! আর এই ঢেঙ্গা পালোয়ানটি কে?"

গ্রীন্লিফ্ উত্তর করিল—"আমি হচ্ছি ভাই, লিট্ল্ জন্।"

বাবুর্চি বলিল—"তুমি লিট্ল্ জন্ই হও আর রেনোল্ড্ গ্রীন্লিফ্ই হও, তুমি লোকটি খাসা; আমার নাম হচ্ছে মাচ্চ্, রবিন্ হুড্ যদি অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর দলে নেন, তা হ'লে আমি পরম সৌভাগ্য মনে ক'রব।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"নিশ্চয় নেব, মাচ্চ্। আজ থেকে তুমি আমার দলের হ'লে। আমি এখন চল্লাম, এখানে আর দেরি করা উচিত নয়, কে জানে কোন্ বিপদে পড়্ব! তবু ভাল, বাড়ীর লোকজন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, তা নইলে এতক্ষণে ঢের লোক এখানে এসে হাজির হতো। তোমরা এক কাজ কর, আজ রাত্রেই এখান থেকে চ'লে যাও, আমি কাল সকালে সারউডে তোমাদের সঙ্গে মিলব।"

মাচ্চ্ বলিল—"তা হ'লে কি আজ রাত্রিটা আপনি শেরিফের বাড়ীতেই থাক্‌বেন মনে করেছেন? খবরদার, এমন কাজও করবেন না। মেলার পর থেকেই সহরের দরজায় পাহারা বসেছে। পশ্চিম দরজার পাহারাওয়ালা আমার চেনা লোক, আমাদের নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে। কিন্তু কাল সকালে কিছুতেই বেরুতে পারবেন না।"

রবিন্ বলিলেন—"আরে মাচ্চ্, আমার জন্যে তুমি ভেবোনা! আমি কি আর একা যাব! শেরিফ্ মহাশয়ও যে আমার সঙ্গে যাবেন, কে দরজা আটকাবে? তোমরা দুজন আজ রাত্রেই চ'লে যাও, বনের ধারেই আমার লোকদের পাবে। তাদের ব'লো দুটি হরিণ যেন মেরে রাখে, কাল একজন নামজাদা অতিথি যাবেন, তাঁকে খাওয়াব।" এই বলিয়া রবিন্ হুড্ চলিয়া গেলেন।

রবিন্ হুড্ চলিয়া গেলে পর, লিট্‌ল্ জন্ বলিল—"চল মাচ্চ্, আমরাও আর দেরি ক'র্‌ব না। আর যাবার সময় এক কাজ করা যাক্, এস আমরা শেরিফের ঐই রূপার ডিস্‌গুলি সব নিয়ে যাই—বড় মজা হবে এখন, না?"

মাচ্চ্ বলিল—"ঠিক বলেছ ভাই! একটু সবুর কর, একটা থলে নিয়ে আসি।" মাচ্চ্ তখনই থ'লে আনিয়া সমস্ত ডিস্ তাহাতে পুরিল এবং ফটক পার হইয়া সেগুলি দুইজনে কাঁধাকাঁধি করিয়া লইয়া, একেবারে বনে গিয়া উপস্থিত হইল।

পরদিন শেরিফের চাকরদের ঘুম ভাঙ্গিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। গ্রীন্‌লিফের ধাক্কায় স্টুয়ার্ড প্রায় আধমরা হইয়াছিল। তখন পর্যন্ত তাহার মাথা পরিষ্কার হয় নাই। রাত্রে ডিস্ চুরি হইয়াছে, কি কোন দিন তাহা ছিলই না, কে তাহার তত্ত্ব রাখে! কাজেই ডিস্ চুরির ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা রহিল।

এদিকে শেরিফ্ রবিন্ হুডের সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। রবিন সেই মাংসের গাড়ীতে এবং শেরিফ্ তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া সহর

"শেরিফ মশায়! আমি যে সহরে যাবার সময় এই রাস্তায়ই রবিন্ হুড্‌কে দেখে গিয়েছি।" [পৃ. ৩৭৬]

পার হইয়া ক্রমে সারউডের রাস্তায় চলিলেন। রবিন চলিতে চলিতে শিষ্ দিয়া গান ধরিলে, শেরিফ্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বাপু! তোমার যে দেখ্‌ছি ভারি স্ফূর্তি, ব্যাপারটা কি?"

রবিন্ বলিলেন—"আজ্ঞে আমার বড় ভয় করছে, তাই শিষ্ দিচ্ছি!"

শেরিফ্। "নটিংহামের শেরিফ্ তোমার সঙ্গে, ভয়টা কিসের হে বাপু?"

রবিন্ বলিলেন—"আজ্ঞে তা ত বটেই! তবে কিনা লোকে বলে, রবিন্ হুড্ না কি শেরিফ্‌কে কেয়ারও করেন না।"

শেরিফ্ বলিলেন—"আরে রেখো দাও তোমার রবিন্ হুড্! বেটাকে ধরতে পারলে মজাটা দেখিয়ে দিতাম।"

রবিন্। "শেরিফ্ মশায়! আমি যে সহরে যাবার সময় এই রাস্তায়ই রবিন্ হুড্‌কে দেখে গিয়েছি।"

রবিন্ হুডের নামে শেরিফের ভয় হইল। কিন্তু ভয়ের ভাব চাপা দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি নিজেই দেখতে পেয়েছিলে কি?"

রবিন্ বলিলেন—"পেয়েছিলাম বৈ কি! তিনি আমার এই গাড়ী ঘোড়া পর্যন্ত কিনতে চেয়েছিলেন। তাঁর না কি বড় সখ হয়েছে, কসাইয়ের ব্যবসা করবেন।" এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় দূরে বনের মধ্যে কতকগুলি হরিণ দেখিতে পাইয়া রবিন্ বলিলেন—"ঐ দেখুন শেরিফ্ মশায়! আমার জন্তুগুলো কেমন চ'রে বেড়াচ্ছে, আপনার পছন্দ হয় কি? দেখুন দেখি, সবগুলো কেমন তেজী আর সুশ্রী।"

রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থামাইয়া শেরিফ্ বলিলেন—"দেখ্ বেটা! তোর রকম সকম আমার একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। এই সব জন্তু দেখাবার জন্য আমায় এনেছিস্! তোর মুখও আমি আর দেখতে চাই না। তুই যেখানে খুসী যা, আমি ফিরে চল্‌লাম।"

তখন চট্ করিয়া শেরিফের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রবিন্ বলিলেন—"আজ্ঞে সেটি কিছুতেই হবে না। কত কষ্ট ক'রে

আপনাকে পেয়েছি, এত সহজে কি আর ছাড়তে পারি ? আপনার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেলাম, এখন আপনাকে না খাইয়ে কি যেতে দিতে পারি ?" এই বলিয়া রবিন্ তিনবার শিঙ্গা বাজাইলেন, আর দেখিতে দেখিতে বনের চারিদিক হইতে অস্ত্রধারী প্রায় চল্লিশ জন ডাকাত আসিয়া রবিন্ হুড়কে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। শেরিফ ত একেবারে অবাক্! তখন দলের একজন সর্দার—"আস্‌তে আজ্ঞা হোক হুজুর।"—এই বলিয়া শেরিফ্‌কে নমস্কার করিল। সর্দারটি লিট্‌ল্ জন্—তাহাকে দেখিয়া শেরিফ বলিলেন—"তবে রে বেটা বিশ্বাসঘাতক গ্রীন্‌লিফ্! তুই-ই কি না আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস্।"

জন্ বলিল—"দোহাই হুজুর। আমার কোন দোষ নেই, আপনারই বরং সব দোষ। যা হোক্, আপনার বাড়ীতে যদিও আমি আধপেটা খেয়ে থাকতাম কিন্তু আজ আমাদের বাড়ীতে আপনাকে খুব ভাল ক'রে খাওয়াব।"

তখন রবিন্ বলিলেন—"বেশ বলেছ জন্। আজ শেরিফ্ মশায়কে আমরা খুব আদর যত্ন করে খাওয়াব। এখন তুমি ওঁর ঘোড়ার রাশ ধ'রে নিয়ে চল।"

শেরিফ্‌কে লইয়া সকলে আড্ডায় উপস্থিত হইল। রবিন্ হুডের হুকুম মত পূর্বেই খাবারের আয়োজন প্রস্তুত ছিল। খানিক বিশ্রামের পর সকলে আহার করিতে বসিলেন। শেরিফ্ দেখিলেন, যে, তাঁহারই বাবুর্চি মাচ্ পরিবেশন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, খাবারের ডিস্‌গুলি পর্যন্ত তাঁহার নিজের! তখন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন—"আরে হতভাগা বেটারা! আমার ডিস্‌গুলি পর্যন্ত চুরি করে এনেছিস্, এত বড় আস্পর্ধা! আমি কিছুতেই খাব না।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"শেরিফ্ মশায়! এত রাগ কেন? মনে করেছিলেন, ফাঁকি দিয়ে আমার জন্তুগুলো সব নেবেন। তাই,

তারই একটু ফলভোগ করলেন মাত্র! এখন রাগ করলে চলবে কেন? বসুন, ঠাণ্ডা হয়ে খান।"

কি আর করেন, অগত্যা শেরিফ্ আহারেই প্রবৃত্ত হইলেন। পেটে আগুন জ্বলিতেছে, আহারের আয়োজনের ত্রুটি নাই, তিনি বেশ তৃপ্তির সহিতই আহার করিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"রবিন্ হুড্! লিট্‌ল্ জন্! মাচ্চ্! তোমাদের ব্যবহারে আমি খুবই খুশী হয়েছি, এজন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন বেলা প্রায় শেষ হয়েছে, কেউ যদি পথ দেখিয়ে দাও, তা হলে এখন আমি বিদায় হই।"

রবিন্। "তা যাবেন বৈ কি! কিন্তু দুটো কথা আপনি একেবারে ভুলে গেছেন। প্রথম হচ্ছে, আমার জন্তুগুলো কিনবেন বলেছিলেন। তারপর যে নেমন্তন্ন খেলেন, এর খরচটাও দিয়ে যেতে হবে।"

শেরিফ বলিলেন—"আমার কাছে ত বেশী কিছু নেই, কোথা থেকে দেব?" লিট্‌ল্ জন্ বলিল—"কত টাকা আছে হুজুর? আমার মাইনেটা যে পাওনা আছে?"

মাচ্চ্ বলিল—"আমারও যে মাইনে বাকি, হুজুর!" রবিন্‌ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আর আমার মাইনে?" শেরিফ্ ত মহা মুস্কিলে পড়িলেন। তখন অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"আরে, আমার রূপোর ডিস্‌গুলি নিয়েও কি তোমাদের সাধ মিট্‌ল না?"

এই কথা শুনিয়া রবিন হুড্ বলিলেন—"আচ্ছা শেরিফ মশায়! ডিস্‌গুলি না হয় মাইনের দরুণ কাটা গেল, এখন খাবার খরচা দিন।"

শেরিফ্। "আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল দেখছি! এই নাও বাপু, আমার কাছে এই কুড়িটি মোহর আছে—নাও!" এই বলিয়া ব্যাগটি দিলেন।

তখন সেটি লিট্‌ল্ জনের হাতে দিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন,—"গুণে দেখ ত হে জন্, মোহরগুলো ঠিক আছে কি না?" জন্ ব্যাগটি ওলট পালট করিয়া গণিয়া বলিল—"আজ্ঞে, ঠিকই আছে।"

ইহা শুনিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"বাস্! খাবার খরচের দরুণ কুড়িটি মোহরই যথেষ্ট!

তখন উইল্ স্টাট্‌লি বলিল—"আজ্ঞে, আর একটা কথা বাকি রইল যে! শেরিফ্ মশায়কে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তিনি আর আমাদের সঙ্গে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।"

শেরিফ্ তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ধর্মের নামে শপথ ক'রে বলছি, সারউড্ বনের দস্যুদলের ওপর আর অত্যাচার করব না।" কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন—"বেটাদের একবার বনের বাইরে পেলে হয়!"

রবিন্ হুড্ তখন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া শেরিফ্‌কে পথ দেখাইয়া চলিলেন। সদর রাস্তায় আসিয়া সপাং করিয়া ঘোড়াকে এক চাবুক। অমনি শেরিফ্‌কে লইয়া ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে নটিংহামের দিকে ছুটিয়া চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে রবিন্ হুড্ লিট্‌ল্ জন্‌কে লইয়া একদিন বেড়াইতে বাহির হইলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে যে ঝরণার পোলের উপর জনের সহিত তাঁহার ঝগড়া ও পরে বন্ধুতা হইয়াছিল, সেই ঝরণার ধারে একটি ঝোপের ভিতর বসিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। খানিক পরে শুনিতে পাইলেন, একটি লোক গান করিতে করিতে সেই রাস্তায় আসিতেছে।

রবিন্ জন্‌কে বলিলেন—"লোকটির দেখ্‌ছি ভারি ফুর্তি ; আমার মনে হয় এর কাছে টাকা পয়সাও আছে !" একটু পরেই টুক্‌টুকে লাল পোষাকপরা একজন লোক আসিয়া উপস্থিত। ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রবিন্ রাস্তার ঠিক মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটির ভ্রূক্ষেপও নাই, সটান চলিয়া আসিতে লাগিল, রবিন্ হুডের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। এমন কি, আর একটু হইলেই তাঁহার উপর আসিয়া পড়িত।

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"তুমি ত ভারি অভদ্র হে ! লোকের গায়ের উপর এসে পড় কেন ? দাঁড়াও ?"

লোকটা বলিল—"ওঃ !—লাট সাহেব আর কি,—ওঁর কথায় দাঁড়াব !" রবিন্ বলিলেন—"দেখ ! এ পথে চল্‌লে আমাকে খাজনা দিতে হয়, তোমার থলিটি বা'র কর দেখি, কত টাকা আছে ?"

"হোঃ হোঃ হো হো—বেশ মজার লোক ত তুমি ! থাম্‌লে কেন বাপু ? ব'লে যাও।"

রবিন্। "আমার যা বল্‌বার তা ত বলেছি। কিন্তু তুমি দেখ্‌ছি ঠেঙ্গা না খেলে থলে বা'র কর্‌বে না ! আচ্ছা তবে এস।" অপরিচিত লোকটি বলিল—"ব্যাপার মন্দ নয় ! রাস্তায় চাষাভূষো যে চাইবে, অমনিই টাকার থলিটা বা'র করে দিতে হবে ? সেটি হচ্ছে না বাপু, আমার টাকার বড় দরকার। এখন পথ ছাড় দেখি, আমাকে যেতে দাও।" এই বলিয়া যেই আগাইয়া যাইবে, অমনি রবিন্ লাঠি বাগাইয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিলেন—"থাম বল্‌ছি, নইলে এখনই মাথা ভেঙ্গে দেব !"

লাল পোষাকপরা লোকটি বলিল, "হায় ভগবান্ ! কি বিপদেই পড়া গেল ! যত মনে করি, কারও সঙ্গে আর ঝগড়া কর্‌ব না, ততই যেন ঝগড়া এসে কাঁধে চাপে !" এই বলিয়া সে তলোয়ার নিয়া প্রস্তুত হইল।

রবিন্। "তলোয়ার রেখে দাও বাপু! দেখছ না, আমার হাতে ওকের লাঠি? এর এক ঘা পড়লেই ত তোমার তলোয়ারের দফা রফা হয়ে যাবে! যাও আমার লাঠির মত একটা লাঠি আন!"

তখন তলোয়ার রাখিয়া অপরিচিত লোকটি এক টানে একটা ওকের চারা শিকড়-শুদ্ধ উপড়াইয়া তুলিল এবং ডাল পালা হাতে টানিয়াই পরিষ্কার করিয়া লইল।

ঝোপের ভিতর হইতে জন্ এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"বাবা! ওকের গাছ এ ভাবে টেনে তোলা বড় যে সে লোকের কর্ম নয়! আজ রবিন্ হুড্‌কে বেগ পেতে হবে।"

রবিন্ও বুঝিলেন, যে, আজ শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছেন। তারপর খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। ঝোপের ভিতর থাকিয়া জন্ সমস্তই দেখিতে লাগিল। অনেক চেষ্টায় রবিন্ অপরিচিত লোকটিকে বেশ এক ঘা মারিলেন, কিন্তু সেও সহজে ছাড়িল না! রবিনের আঙ্গুলের গাঁটে পাল্টা এমন এক ঘা মারলি, যে, তাঁহার হাত অবশ হইয়া গেল, লাঠি ধরিবার শক্তি রহিল না! তারপর পাঁজরে আর এক ঘা খাইয়া রবিন্ ত মাটিতে গড়াগড়ি!

লিট্‌ল্ জন্ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে রবিন্‌কে আর এক ঘা বসাইয়া দেয়, সেই ভয়ে ধাঁ করিয়া বাহির হইয়াই সে লোকটির লাঠি ধরিয়া বলিল—"খবরদার, আর মেরো না।"

অপরিচিত লোকটি বলিল—"এ আবার কোথা থেকে এক ফাজিল এসে জুটল! খেলায় কেউ হেরে গেলে, তাকে আবার মারা আমার স্বভাব নয়। তুমি কি বাপু একলা, না সঙ্গে আর কেউ আছে? সব কটাকে নিয়ে এস, এক সঙ্গে মজা দেখিয়ে দিই!"

রবিন্ বলিলেন—"থাক্ ভাই! আর লাঠালাঠিতে কাজ নেই। খাসা লাঠির হাত তোমার।"

…অপরিচিত লোকটি একটানে একটা ওকের চারা শিকড়-শুদ্ধ উপড়াইয়া তুলিল এবং ডাল পালা হাতে টানিয়াই পরিষ্কার করিয়া লইল। [পৃঃ ৩৮১]

রবিন্ হুডের গলার আওয়াজ কেমন চেনা চেনা বোধ হওয়ায়, লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা মশায়! আপনি কি সারউড্ বনের সেই প্রসিদ্ধ দস্যু রবিন্ হুড্?"

রবিন্। হাঁ ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু 'প্রসিদ্ধ' আর বলছ কেন? তোমার লাঠির গুঁতোয় আজ আমার বাহাদুরি বেরিয়ে গিয়েছে।

অপরিচিত লোকটি বলিল—"আরে রাম! এ যে বড় অন্যায় হ'ল! তোমাকে খুঁজতেই ত আমি বেরিয়েছি! মনে করেছিলাম, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌ব। প্রথম থেকেই তোমার মুখটা এবং গলার আওয়াজটা যেন কেমন চেনা চেনা ঠেক্‌ছিল। কিন্তু তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পারছ না ভাই রব্? গ্যাম্‌ওয়েল লজের কথা কি ভুলে গেলে?"

রবিন্ বলিলেন—"আরে তাই ত, এ যে উইল্ গ্যাম্‌ওয়েল্।" এই বলিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি একটা আস্ত গাধা তোমাকে ভাই আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না! আর ভাই, আমারই বা দোষ কি, কত দিন থেকে তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি; তা ছাড়া, তোমার চেহারাও ঢের বদ্‌লে গিয়েছে।"

উইল্ বলিল—"আমিও ভাই তোমাকে চিন্‌তে পারিনি, তুমিও ঢের বদ্‌লেছ। সারউড্ বনে যখন ছুটোছুটি কর্‌তাম, তখনকার মত ছোট্টটি ত আর তুমি নেই!"

রবিন্ বলিলেন—"তা ত বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমাকে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছ বল দেখি? আমি যে এখন ডাকাত, ধরা পড়লেই যে আমার মাথা কাটা যাবে, তা কি জান না? আচ্ছা, কাকাকে ছেড়ে তুমি কি করে এলে ভাই? ম্যারিয়ানের কোন খবর জান কি?"

উইল্ তখন হাসিয়া বলিল—"আরে ভাই, প্রশ্ন ত অনেকগুলো এক সঙ্গে ক'রে ফেল্‌লে! আচ্ছা তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তরটাই আগে শোন, সেটার জন্যেই বোধ হয় তুমি ব্যস্ত! সেই নটিংহামের মেলায় যে তুমি সোণার তীর পেয়েছিলে, তার কিছুদিন পরেই ম্যারিয়ানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তোমার সেই উপহারটা ম্যারিয়ান যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে

বল্‌তে বলেছে যে, তাকে শীগ্‌গিরই রাণীর কাছে ফিরে যেতে হবে। সারউড্‌ বনে খেলা ক'রে ছেলেবেলাটা কত সুখে কেটেছে, সে কথা সে কোন দিনও ভুল্‌বে না!"

"বাবার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছ? তিনি এখনও বাতে বড় ভুগ্‌ছেন। তোমার কথা তিনি কত বলেন। শেরিফ্‌কে জব্দ ক'রে যখন সোণার তীর পাও, সেই খবর শুনে তিনি ভারি খুসী হয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে শেরিফের কেমন ভাব, জানই ত? বার বার তুমি শেরিফ্‌কে নাকাল করছ, তাই তোমার ওপর বাবা বড়ই সন্তুষ্ট। বাবার জন্যেই আমিও তোমার মত ডাকাত হয়ে বাড়ী ছেড়েছি! ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান? বাবার একজন স্টুয়ার্ড ছিল। আমি বোর্ডিং স্কুলে চলে গেলে পর, লোকটা নানা রকমে বাবাকে খুসী ক'রে তাঁর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। ক্রমে তার বেয়াদবি বেড়ে গেল। কাজ কর্ম ভাল বুঝ্‌ত ব'লে বাবা তাকে কিছু বলতেন না। তারপর আমি যখন বাড়ী ফিরে এলাম, তখন দেখি সে একেবারে বাড়ীর কর্তা হয়ে পড়েছে! তার রকম সকম আমার একটুও ভাল লাগত না। প্রথম প্রথম অবশ্য সে খুব সাবধানেই আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলত, আমার সাক্ষাতে বাবার নামে নিন্দা করতে সাহস পেত না। একদিন হঠাৎ শুনলাম সে বাবাকে 'নিরেট বোকা' ব'লে গালাগাল দিচ্ছে! আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল; তখনই সেই ঘরে ঢুকে বেটাকে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিলাম। আমার হাতে জোর নেহাত কম নয়, রাগের মাথায় ঘুঁসিটা একটু জোরেই মেরেছিলাম। ঘুঁসি খেয়ে সে যে মাটিতে পড়ল আর উঠল না—সেইখানেই তার লীলা শেষ হয়ে গেল। শেরিফের সঙ্গে বাবার যেরকম ঝগড়া, এ খবর পেলে সে তাঁকে নাকাল করতে কসুর করবে না! কাজেই বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ছাড়তে হ'ল। তাঁকে ব'লে এসেছি সারউড্‌ বনে এসে তোমার দলে মিশব।"

রবিন্ বলিলেন—"কি সর্বনাশ! উইল্, তোমার ঘাড়ে এতবড় বিপদ, কিন্তু ভাই, তোমায় দেখে ত তেমন কিছুই মনে হয়নি! দিব্বি টুক্‌টুকে লাল পোষাকটি প'রে ফুর্তি ক'রে গান গাইতে গাইতে আসছিলে! আমি ত তোমার রকম দেখে এই লিট্‌ল্ জন্‌কে বলছিলাম যে, এর মেজাজটি হাল্‌কা দেখে মনে করো না এর টাকার থলিটা হাল্‌কা!"

"লিট্‌ল্ জন্? এই কি ভাই, তোমার সেই প্রসিদ্ধ লাঠি-খেলোয়াড় লিট্‌ল্ জন্? এস লিটল জন, তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ড্‌সেক্ করি। একদিন আমার সঙ্গে ভাই তোমাকে লাঠি খেলতে হবে—অবশ্য বন্ধু ভাবে।"

"তা খেলব বই কি, একবার কেন যতবার বলবে!" এই বলিয়া জন নিজের হাতখানি বাড়াইয়া দিল। তারপর উইল্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ভাই, শেষ নামটা কি বললে—গ্যাম্‌ওয়েল?"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"না না, ও নামটা বদ্‌লে দিতে হবে, তা না হ'লে কালকেই শেরিফের লোক সবাইকে পাক্‌ড়াও ক'রবে! রসো, একটু ভাবতে দাও দেখি—ঠিক্, ঠিক্ হয়েছে। উইল্ টুক্‌টুকে স্কার্‌লেট্ রংএর পোষাক পরে এসেছিল, আমরা তাকে আজ থেকে উইল্ স্কার্‌লেট্ বলে ডাকব। এস ভাই উইল্ স্কার্‌লেট্, তুমি আমাদের সারউড্ বনে এস, এখন থেকে তুমি আমাদেরই দলের একজন হ'লে। যত দিন বেঁচে থাকবে, দলের জন্য প্রাণ দিয়ে খেটো।"

উইল্ স্কার্‌লেট্‌ও প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া দস্যুদলে ভর্তি হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের সময় রবিন্ হুড্ ও তাঁহার দলের সকলে নানারকমের খেলা করিয়া সময় কাটাইতেন। ছোটাছুটি, তীরের খেলা, লাঠির খেলা, তলোয়ার খেলা, কোনটাই বাদ পড়িত না। এইরূপ নানা রকমের খেলা অভ্যাস করিবার ফলে, দস্যুরা সকল বিষয়ে নিপুণ হইয়া উঠিল।

রবিন্ হুডের নিয়মই ছিল যে, ভাল ভাল লোক নিজে বাছিয়া দলে ভর্তি করিতেন। অমুক জায়গায় একটি ভালো লাঠি খেলোয়াড় আছে, অমুক জায়গায় একজন নামজাদা তীরন্দাজ আছে—যেই এই খবর শোনা, অমনিই নিজে গিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাকে দলে টানিয়া আনিতেন। অনেক সময় এই নিয়ম পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হইতে হইত, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

একদিন লিট্‌ল্ জন্ প্রায় তিন শত হাত দূরে একটি হরিণকে তীর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলে। তাহা দেখিয়া রবিন্ হুডের মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। লিট্‌ল্ জন্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আরে জন্, তোমার মত লোক কি সহজে মেলে? না, এমনটি আর কোথাও আছে ব'লে ত আমার মনে হয় না।"

রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া উইল্ স্কার্‌লেট্ বলিল—"আরে ভাই! এত বড়াই করো না, আছে বই কি! 'ফাউন্টেইনস্ য়্যাবি' ব'লে সন্ন্যাসীদের একটা আশ্রম আছে, সেখানে টাক্ নামে একজন সন্ন্যাসী থাকে; সে তোমাদের দু'জনকেই হারিয়ে দিতে পারে!"

রবিন্ বলিলেন—"বল কি উইল্? তা হ'লে ত সেই লোকটিকে খুঁজে দলভুক্ত করতেই হবে। আমি এই চল্‌লাম, সন্ন্যাসীকে দলে না এনে খাওয়া দাওয়া করব না।"

যেমন কথা তেমনই কাজ, রবিন্ হুড্ তখনই প্রস্তুত হইলেন। মাথায় স্টিলের টুপি, লিঙ্কন্ গ্রীণের নীচে লোহার চেনের জামা, পাশে তলোয়ার এবং হাতে তীর ধনু—এইরূপ সাজ করিয়া রবিন্ হুড্ বাহির হইলেন। মনটা বেশ প্রফুল্ল, বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে একটি খোলা ময়দানে আসিয়া উপস্থিত। ময়দানের পাশেই ঝরণা। এখন চিন্তা, কি করিয়া পার হইবেন। জলে নামিলে জুতা ভিজিয়া যাইবে, লোহার পোষাক ভিজিলে তাহাতে মরিচা ধরিবে। কাজেই ঝরণার ধারে বসিয়া, পার হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ পরেই ওপার হইতে গানের শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তারপর শুনিতে পাইলেন, যেন দুইজন লোকে তর্ক করিতেছে। একজন বলিতেছে—"পুডিং জিনিসটা ভারি চমৎকার," অপর জন বলিতেছে—"পুডিংএর চাইতে মাংসের পিঠা ঢের ভাল।"

রবিন্ হুড্ ভাবিলেন—"লোক দুটির দেখ্ছি বড় ক্ষিধে পেয়েছে! কিন্তু কি আশ্চর্য, দুজনের গলায় আওয়াজ ঠিক একই রকম।"

ঠিক এই সময়ে ওপারের উইলো গাছের ডাল হঠাৎ বাতাসে ফাঁক হইয়া গেল। রবিন্ দেখিলেন, দুইজন নয় একই লোক দু'টি জিনিস লইয়া তর্ক করিতেছে, তাই গলার আওয়াজ ঠিক একই রকম। অতি কষ্টে তিনি হাসি থামাইয়া রাখিলেন। লোকটি একজন সন্ন্যাসী, গায়ে লম্বা আল্খাল্লা, মাথায় হেল্মেট্ টুপি, চেহারাটি বেশ মোটা-সোটা। তখন তাহার তর্ক শেষ হইয়া মাংসের পিঠারই জিত হইয়াছে। মাথাটি ঠাণ্ডা করিবার জন্য সন্ন্যাসী হেল্মেট্ খুলিয়া রাখিল। প্রকাণ্ড টাক, তালুতে এক গাছিও চুল নাই,—ঠিক যেন ডিমটির মত চক্চকে। গলাটি মোটা সোটা, বেঁটে—ষাঁড়ের গলার মত! চেহারা দেখিলেই মনে হয়,

লোকটির গায়ে অসাধারণ শক্তি। আল্‌খাল্লার ফাঁক দিয়া দেখা গেল, সন্ন্যাসীর কোমরে তলোয়ার ঝুলান রহিয়াছে। কিন্তু রবিন্ হুড্ ভয় পাইবার পাত্র নহেন। ধনুকে তীর লাগাইয়া, সন্ন্যাসীর দিকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওহে বাপু সন্ন্যাসী! উঠে এস দেখি? আমাকে কাঁধে ক'রে জলটুকু পার ক'রে দাও। তা' নইলে দেখতেই ত পাচ্ছ, আমার কিন্তু কিছু দোষ নেই।"

হঠাৎ রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া তলোয়ারে হাত দিল। তারপর মাথা তুলিয়াই দেখে, রবিনের তীর একেবারে ঠিকমত বাগান!

সন্ন্যাসী বলিল—"আরে থাম বাপু! ধনুক রাখ, আমি এখনই তোমাকে পার ক'রে দিচ্ছি। দেখ্ছ না আমি সাধু সন্ন্যাসী লোক, আমাদের কাজই হচ্ছে, পরের উপকার করা। তোমার সাজগোজ দেখে মনে হয়, তোমাকে একটু মান্য করা উচিত!" এই বলিয়া সন্ন্যাসী গায়ের আল্‌খাল্লা ও তলোয়ার খুলিয়া ফেলিল। তারপর ওপার হইতে আসিয়া, নীরবে রবিন্ হুড্‌কে পিঠে করিয়া পার করিয়া দিল।

পার হইয়া রবিন্ হুড্ সন্ন্যাসীর পিঠ হইতে নামিয়া বলিলেন —"ধন্যবাদ সাধু বাবা। আমি বড়ই কৃতজ্ঞ হলাম!"

তখন সন্ন্যাসী তলোয়ার খুলিয়া বলিল—"কৃতজ্ঞ যদি হয়ে থাক তা হ'লে তা শোধ কর। আমার ওপারে একটু বিশেষ দরকার, এখন তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কাঁধে নিয়ে পার ক'রে দাও— আশা করি ধর্মের জন্য এই কাজটুকু তুমি নিশ্চয়ই কর্‌বে।"

সন্ন্যাসী অতিশয় ভদ্রভাবে রবিন্‌কে এই কথাগুলি বলিল। রবিন্ কি আর করেন, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও রাজি হইতে হয়! এদিকে আবার, জলে নামিলে সমস্ত ভিজিয়া যাইবে। তখন ধীরে ধীরে বলিলেন—"তাই ত সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমার যে পা-টা সব ভিজে যাবে!"

সন্ন্যাসী। "বটে! তোমার পা ভিজে যাবে! আমি তোমার জন্যে সব ভিজোতে পারলাম আর তুমি কি না বল্‌ছ পা ভিজে যাবে! আচ্ছা স্বার্থপর লোক ত হে তুমি!"

রবিন্। "সন্ন্যাসী ঠাকুর, চট কেন? তোমার শরীরটি ত কম নয়, তার ওপর আবার যুদ্ধের পোষাক পরা! আমার গায়ে তোমার মত শক্তি নেই। অজানা নদী, মাঝখানটায় গিয়ে যদি পা পিছ্‌লে পড়ে যাই!"

"আচ্ছা, আমি না হয় সব খুলে রেখে দিয়ে একটু হাল্‌কা হয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বল, তা হ'লে তুমি আমাকে পার ক'রে দেবে ত?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব।"

তখন সন্ন্যাসী পোষাক, টুপি, তলোয়ার সমস্ত খুলিয়া ফেলিল; রবিন্ হুড্‌ও তাহাকে পিঠে করিয়া তুলিয়া লইলেন। সন্ন্যাসীর বিশাল দেহখানি পিঠে লইয়া রবিন্ হুড্ বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন। প্রতিপদে তাঁহার পা পিছ্‌লাইয়া যাইতে লাগিল। হোঁচট্ খাইতে খাইতে, ঘর্মাক্ত কলেবরে অতি কষ্টে অপর পারে গিয়া পৌঁছিলেন। তারপর সন্ন্যাসীকে মাটিতে রাখিয়াই নিজের তলোয়ার খুলিয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিলেন—"শোন সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমারই শাস্ত্রে লেখা আছে যে, পরের উপকার কর্‌তে কখনই অমত কর্‌বে না। তাই বল্‌ছি, ভাল চাও ত আমাকে আবার ওপারে পৌঁছিয়ে দাও।"

রবিন্ হুডের কথায় সন্ন্যাসী মনে মনে চটিয়া গেল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া উত্তর করিল—"তাই ত! তুমি ত দেখছি ভারি শেয়ানা! ঝরণার ঠাণ্ডা জলেও তোমার মেজাজটি ঠাণ্ডা হ'ল না। আচ্ছা, এস।"

রবিন্ সন্ন্যাসীর পিঠে আবার চড়িলেন; মনে মনে ভাবিলেন যে, ওপারে পৌঁছিয়া তাহাকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিবেন। কিন্তু ঝরণার মাঝখানে আসিয়া তিনি মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীর ঝাঁকানির চোটে তাহার পিঠে বসিয়া থাকা দায় হইল। বেগতিক দেখিয়া দুই হাতে একটা কিছু ধরিবার চেষ্টা করিতে

······রবিন্ হুড্ ও সন্ন্যাসীকে পিঠে করিয়া তুলিয়া লইলেন। [পৃ. ৩৮৯]

লাগিলেন। কিন্তু ধরিবেন কি? একে সন্ন্যাসীর শরীরটি নিটোল, তায় আবার মাথায় একগাছিও চুল নাই, কাজেই অসুবিধা ঘটিল।

অবশেষে আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া, ঝরণার মাঝখানে ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন।

তখন "কেমন জব্দ বাপু! এখন হয় সাঁত্‌রাও, না হয় জলে ডোব, তোমার যা খুসী!" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ডাঙ্গায় উঠিল।

রবিন্ হুড্ দেখিলেন মহা মুস্কিল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে গাছের ডালপালা ধরিয়া অন্য পারে গিয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তখন তীরধনু লইয়া সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত তীর চালাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর গায়ে বর্ম, তাহাতে লাগিয়া তীরগুলি মাটিতে পড়িল। সন্ন্যাসী ত হাসিয়াই খুন! রবিনের তীর গ্রাহ্যই করিল না। দেখিতে দেখিতে তূণ শূন্য হইয়া গেল। তখন রবিন্ সন্ন্যাসীকে গালাগালি দিতে লাগিলেন—"বেটা ভণ্ড তপস্বী! তোকে হাতের কাছে পাই ত' তোর নেড়া মাথা খুব ভাল ক'রে তলোয়ার দিয়ে মুড়িয়ে দিই।" সন্ন্যাসী বলিল—"আরে বাপু আস্তে, অত গলাবাজি করছ কেন? তলোয়ার খেল্‌তে চাও? আচ্ছা তাই হবে। নেমে এস ঝরণার মাঝখানে।" এই বলিয়া নিজের তলোয়ার খুলিয়া সন্ন্যাসী ঝরণার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। রবিন্ হুড্ও বেজায় তেজীয়ান, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে ঝরণার মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুই জনে মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। সাম্‌নে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে উভয়ের তলোয়ার বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিতে লাগিল। দুইজনেরই জামার তলায় বর্ম আঁটা। কিন্তু আঘাতগুলির এতই জোর যে, দুইজনেরই পাঁজরে ব্যথা ধরিয়া গেল। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ রবিন্ হুড্ পিছ্‌লাইয়া হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু এমন সুযোগ পাইয়াও সন্ন্যাসী তাঁহাকে আঘাত করিল না। সন্ন্যাসীর এইরূপ ভদ্রতা দেখিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার মত খাঁটি খেলোয়াড় খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! এখন তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল—"সেটা কি, বল!" রবিন্ বলিলেন—"আমার এই শিঙ্গাটিতে তিনটি ফুঁ দিতে চাই।"

"সেটা আর বেশী কথা কি? তোমার যদি ইচ্ছে হয়, গাল ফাটিয়ে শিঙ্গা ফোঁক।"

অনুমতি পাইয়া রবিন্ হুড্ শিঙ্গায় তিনটি ফুঁ দিলেন আর তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ ধনু বাগাইয়া আসিয়া উপস্থিত।

সন্ন্যাসী বলিল—"এ কি! এরা সব কার লোক, এত শীগ্‌গির এল কোথা থেকে?"

"এরা আমার লোক।" রবিন্ হুড্ ভাবিলেন যে, এবার সন্ন্যাসী ভারি জব্দ!

তখন সন্ন্যাসী বলিল—"আচ্ছা বাপু! এখন আমার একটা কথা রাখ, আমাকে তিনবার শিষ্ দিতে দাও।"

রবিন্ বলিলেন—"তা বেশ ত, দাও।" তখন সন্ন্যাসী মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া তিনবার এমন শিষ্ দিল যে, কানে তালা লাগিয়া গেল; রবিনের শিঙ্গাকে হার মানিতে হইল। অমনই কোথা হইতে পঞ্চাশটি প্রকাণ্ড কুকুর আসিয়া উপস্থিত! এপার হইতে তখন স্টাট্‌লি, মাচ্, লিট্‌ল্ জন্ ও অপর দস্যুরা কুকুরগুলিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত তীর চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কুকুরগুলি এরূপ শিক্ষিত যে, এ দিক্ সে দিক্, ডাইনে বাঁয়ে সরিয়া, শুধু যে তীরগুলি ব্যর্থ করিল তাহা নহে, আবার ছুটিয়া গিয়া সেগুলি মুখে করিয়া সন্ন্যাসী নিকট আসিল।

লিট্‌ল জন্ ত একেবারে অবাক্! "কি সর্বনাশ, কুকুরের এই কাণ্ড! এ নিশ্চয়ই যাদুবিদ্যা, তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না!"

উইল্ স্কার্‌লেট্ একটু পিছনে ছিল। ততক্ষণে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে। উপস্থিত দৃশ্য দেখিয়া সে ত' হাসিয়াই খুন। তখন সে চেঁচাইয়া বলিল, "ফ্রায়ার টাক্, তোমার কুকুরগুলিকে সামলাও!"

"ফ্রায়ার টাক্"—এ নাম শুনিয়াই রবিন্ হুড্ সবিস্ময়ে বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমিই কি ফ্রায়ার টাক্? তা হলে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে খুঁজতেই আমি এসেছিলাম।"

কুকুরগুলিকে সামলাইয়া লইয়া ফ্রায়ার টাক্ বলিল—"হ্যাঁ আমিই ফ্রায়ার টাক্! বছর সাতেক যাবৎ এই ফাউণ্টেইন্স্ য়্যাবিতে আছি। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ—ধর্ম কর্ম নিয়েই থাকি। লোকের বিয়েটা, নামকরণটায় পুরুতগিরিও করি, আবার দরকার হলে যুদ্ধটুদ্ধও করে থাকি। জাঁক করছি না, কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কাছে হার মানিনি। কিন্তু বাপু সত্যি বলছি, তোমার তলোয়ারের হাত বড় পরিষ্কার, তোমার নামটি কি বাবা?"

উইল্ স্কারলেট্ বলিল—"টাক্! এঁকে চেন না? ইনি যে রবিন্ হুড্!"

"কে! রবিন্ হুড্! তুমিই কি সেই প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ রবিন্ হুড্? তা হলে ত' আমার বড় অন্যায় হয়েছে! আগে যদি জানতাম, তবে কি আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি? খুসী হয়েই তোমাকে কাঁধে নিয়ে পার করে দিতাম।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর। তোমার কুকুরগুলি নিয়ে আমাদের সঙ্গে গ্রীনউডে চল। তোমার জন্য আশ্রম বানিয়ে দেব; তোমার মুখে ধর্মের কথা শুনে আমাদের মঙ্গল হবে। তুমি আমাদের দলে আসবে না কি?"

"নিশ্চয়ই আসব! চল, তোমাদের সঙ্গেই সারউড বনে যাই!"

ফ্রায়ার টাকের সঙ্গে মাচের দুইদিনেই খুব ভাব হইয়া গেল। সন্ন্যাসী ঠাকুরের নানা রকমের লতাপাতার গুণ জানা ছিল। সেগুলি ব্যঞ্জনে দিলে ব্যঞ্জন সুগন্ধি হইয়া আস্বাদন বাড়ায়। একে মাচের রান্না, তার উপর আবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুগন্ধি লতা পাতা, দস্যুদল রোজই খুব তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিল। আর সন্ন্যাসী প্রতি রবিবারে গির্জায় ভগবানের নাম করিতেন, দস্যুদল তাহাতে যোগ দিত। এই ভাবেই তাহাদের দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

রবিন্ হুডের নিয়ম ছিল—খাওয়া দাওয়ার পর প্রায় প্রতিদিন বিকালে বনের ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা, আর কোন ভদ্রবেশধারী পথিককে রাস্তায় যাইতে দেখিলে, তাহাকে খানাতল্লাস করা। একদিন বৈকালে রবিন্ এইরূপ লুকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, একটি লোক বেশ গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া তাঁহার দিকেই আসিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলেন, লোকটি ভ্রমণকারী গায়ক। উইল স্কার্‌লেটের মত টুকটুকে লাল পোষাকপরা, হাতে বীণা, চেহারাটি উইলের মত ফিট্‌ বাবু না হইলেও একেবারে নেহাৎ মন্দ নয়। বীণা বাজাইয়া গান করিতে করিতে আসিতেছে। গলার আওয়াজটি অতিশয় মিষ্ট। পিঠে তাহার তীর ধনু ঝুলান, শরীরটিও বলিষ্ঠ। গানটি যেন তাহার নিজেরই প্রস্তুত —"সহরে একটি মেয়ে আছে তাকে বড় ভালবাসি, সহরে গেলেই সে আমাকে বিয়ে করবে—বাঃ কি মজা!"—গানটার ভাব এই।

গান শুনিয়াই রবিন্ হুডের ম্যারিয়ানের কথা মনে পড়িল, কাজেই পথিককে কিছু বলিলেন না। সে আপন মনে গান গাহিয়া চলিয়া গেল।

রবিন্ হুড্ আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে এই গায়কের কথা বলিলেন। আর বলিলেন—"দেখ! এই গায়কের ফেরবার সময় তোমরা যদি কেউ তাকে দেখতে পাও, তবে আমার কাছে নিয়ে এস।"

পরদিন লিট্‌ল্ জন্ ও মাচ্চ্ আড্ডায় ফিরিবার সময় এই গায়ককে দেখিতে পাইল। অন্ততঃ তাহার লাল টুকটুকে পোষাক এবং হাতে বীণা দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে, ইহার কথাই রবিন হুড্ বলিয়াছিলেন। কিন্তু বেচারির এখন আর সেরূপ চেহারা নাই—মুখখানি বিমর্ষ, পোষাক পরিচ্ছদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। লিট্‌ল্ জন্ ও মাচ্চ্ কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মুখ এত মলিন কেন ভাই? তোমার কি হয়েছে?"

তদুত্তরে গায়ক ধনুকে তীর লাগাইয়া বলিল—"সরে যাও, আমাকে বিরক্ত করো না। আমার কাছে তোমাদের কি দরকার?"

"আরে না ভাই, তুমি রাগ করছ কেন? আমরা তোমার ভালর জন্যই বলছি। আমাদের মনিব ঐ গাছের তলায় বসে আছেন, তোমাকে অনুগ্রহ করে তাঁর কাছে একটিবার যেতে হবে।"

ধনুক নামাইয়া গায়ক বলিল—"আচ্ছা, চল তবে তোমাদের মনিবের কাছে।" লিট্‌ল্ জন্ ও মাচ্চ্ তখন গায়ককে লইয়া রবিন্ হুডের নিকট উপস্থিত হইল।

রবিন্ গায়ককে দেখিয়া বলিলেন—"কি হে ভাই, ব্যাপার কি? কাল দেখলাম তুমি ভারি ফুর্তি ক'রে যাচ্ছিলে, সহরে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—আর, আজ কেন ভাই তুমি এত বিমর্ষ? তবে কি তুমি সে লোক নও?"

গায়ক বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঠিক সে-ই। তবে আজ আমার মনটা বড়ই খারাপ বটে।"

রবিন্ বলিলেন—"কেন ভাই তোমার কি হয়েছে আমাকে বল। হয়ত বা তোমার কোন উপকারও করতে পারি।"

গায়ক বলিল—"মশায়, সেরকম আশা দুরাশা মাত্র। পৃথিবীতে কারও দ্বারা আমার উপকার হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। যা হোক্, তবু আপনাকে আমার কথা বল্‌ছি শুনুন। কাল যে মেয়েটির বিষয় গান গেয়ে গেয়ে যাচ্ছিলাম, আমার সঙ্গেই তার বিয়ের ঠিক ছিল, কিন্তু মেয়েটির ভাই জোর করে একজন বুড়ো যোদ্ধার সঙ্গে আজ তার বিয়ে দিচ্ছে; এখন তাকেই যখন আমি পেলাম না, তখন বাঁচি কি মরি কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।"

রবিন্ বলিলেন—"কি! একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে! কেন?"

গায়ক বলিল—"তবে শুনুন বলি, সব কথা আপনাকে খুলেই বলছি। এই বুড়ো নরম্যান যোদ্ধার নজরটা অনেক দিন থেকেই মেয়েটির সম্পত্তির উপর ছিল! অবশ্য সম্পত্তি খুব যে একটা বিশেষ কিছু, তা নয়। কিন্তু তার ভাইয়ের ইচ্ছে যে, একজন নামজাদা লোকের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হয়। তাই সে বুড়োর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আজ বিয়ের দিন ঠিক করেছে, আজই মেয়েটির বিয়ে হবে।"

রবিন্ হুড্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটি তোমাকে ভালবাসে?"

গায়ক বলিল—"শুধু ভালবাসে? তার আংটি পর্যন্ত আমার হাতে আছে, আজ সাত বছর ধরে সেই আংটি আমি প'রে আছি।"

"আচ্ছা তোমার নাম কি ভাই?"

গায়ক বলিল—"আমার নাম এলান্-আ-ডেল।"

রবিন্ বলিলেন—"আচ্ছা এলান্-আ-ডেল! আমি যদি মেয়েটিকে এনে দিতে পারি, তুমি আমাকে পুরস্কার দেবে?"

গায়ক বলিল—"মহাশয়! আমার নিকট মোটে পঁচিশটি শিলিং আছে। তবে কিনা—আচ্ছা রসুন, আমার একটা কথা মনে পড়েছে। আপনার নাম কি রবিন্ হুড্?"

রবিন্ বলিলেন—"হাঁ আমার নাম রবিন্ হুড্ই বটে।"

গায়ক বলিল—"তা যদি হয় তবে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আপনাকে দিয়ে আমার উপকার হবে। আপনি যদি সেই মেয়েটিকে উদ্ধার ক'রে দিতে পারেন, তবে আজীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌ব।"

রবিন্। "আচ্ছা তাই হবে। এখন বল দেখি বিয়ে কোথায় হবে?"

নায়ক বলিল—"এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে প্লিম্প্‌টন গির্জা আছে, সেখানে আজ বিকেল তিনটের সময় বিয়ে হবে।"

রবিন্ হুড্ সেই মুহূর্তেই প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"চল, এখনই আমাদের প্লিম্প্‌টন গির্জায় যেতে হবে। উইল্ স্টাট্‌লি! তুমি জন চব্বিশ বাছা বাছা লোক নিয়ে ঠিক তিনটের সময় গির্জায় উপস্থিত থেকো। মাচ্চ্! এলানের নিশ্চয়ই বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তুমি তাকে কিছু খাবার যোগাড় ক'রে দাও। উইল্ স্কার্‌লেট্! তুমি নিজে এলান্‌কে ঠিক বরের মত ক'রে সাজিয়ে দেবে। আর ফ্রায়ার টাক্! তুমি তোমার বই টই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমাদের আগেই সেখানে চলে যাও।"

এদিকে প্লিম্প্‌টন গির্জায় মহা ধূমধাম লাগিয়া গিয়াছে। হারফোর্ডের বিশপ মহাশয় স্বয়ং পুরোহিত। চারিদিকের সমস্ত বড় লোক বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন, সে জন্য বিশপ মহাশয় খুব সাজিয়া গুজিয়া আসিয়াছেন। নানা বর্ণের নিশান এবং ফুলপাতা দিয়া গির্জাটিকে সাজান হইয়াছে। একজন তুইজন করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরাও আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় বিশপ দেখিলেন, সবুজ রংএর পোষাক পরা একজন গায়ক গির্জার দরজায় আসিয়া উঁকি মারিতেছে।

বিশপ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে হে

বাপু ? বীণা হাতে ক'রে গির্জার দরজায় উঁকি ঝুঁকি মারিতেছ কেন ? তুমি ত ভারি বেয়াদপ !"

গায়ক বলিল—"আজ্ঞে না হুজুর, দোহাই আপনার ! আমি একজন সামান্য গায়ক, গান গেয়ে বেড়াই। সকলেই আমাকে অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। মনে করলাম, আজ প্লিম্প্‌টন্‌ গির্জায় মস্ত বড় বিয়ে, কত বড় বড় লোক আসবেন, ভারি আমোদ হবে —আমার গান শুনে যদি কেউ খুসী হন, তাই আমি এখানে এসেছি।"

বিশপ বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, আমিও গান শুনতে ভালবাসি। আচ্ছা, একটু গাও দেখি।"

গায়ক বলিল—"আজ্ঞে না মশাই, মাপ করবেন। এখন আমি কিছুতেই যন্ত্রে হাত দেব না। বর-কনে আসবার আগে যদি গান গাই তা হ'লে তাদের অমঙ্গল হবে !"

বিশপ বলিলেন—"আচ্ছা বাপু। তোমার যখন খুসী তখনই গেয়ো। ঐ বুঝি বর-কনে আসছে ?"

দেখিতে দেখিতে বর-কনে আসিয়া উপস্থিত, বৃদ্ধ বর লাঠিতে ভর করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়াছেন; তাঁহার আগে আগে সোণালি এবং লাল রংএর পোষাক পরিয়া দশ জন তীরন্দাজ। বরের পশ্চাতে কনে তাহার ভাইয়ের হাতে ভর করিয়া আসিতেছিল। মেয়েটি চমৎকার সুন্দরী, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু দু'টি ফুলিয়া গিয়াছে।

বর-কনে নিকটে আসিলে পর গায়ক বলিয়া উঠিল—"বাব্বা ! ঢের ঢের বিয়ে দেখেছি কিন্তু এমন অসম্ভব বর-কনে ত কখনও দেখিনি।"

নিকটে একজন লোক ছিল, সে গায়কের কথা শুনিয়া ধমক দিয়া বলিল—"চুপ কর্‌ বেয়াদব্‌।"

গায়ক কাহাকেও গ্রাহ্য করিল না। কন্যার নিকটে গিয়া

দাঁড়াইল এবং সুযোগ বুঝিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার কানে কানে বলিল—"কোন ভয় নেই, এখনই বিপদ কেটে যাবে।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে গায়কের দিকে তাকাইল। কিন্তু গায়কের হাসি দেখিয়া তাহার ভয় দূর হইয়া গেল। গায়ককে তাহার ভগ্নীর এত নিকটে আসিতে দেখিয়া কন্যাকে ভ্রাতা রাগিয়া বলিল ---"সরে যা হতভাগা গাধা কোথাকার!"

গায়ক হাসিতে হাসিতে বলিল—"আঃ রাগ করেন কেন মশাই? আমি গেলে যে বর-কনের অমঙ্গল হবে।"

কন্যার ভাই আর কোন আপত্তি করিলেন না। বিনা বাধায় গায়ক কন্যার সঙ্গে গির্জায় প্রবেশ করিয়া, বেদীর নিকটে যেখানে বিশপ মহাশয় দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

বিশপ গায়ককে দেখিয়া বলিলেন—"নাও হে, এখন তুমি বীণা বাজিয়ে গান ধরে দাও।"

গায়ক বলিল—"যে আজ্ঞে বিশপ মশাই। তবে কিনা আমি বীণা বাজিয়ে গান করি, আবার কখন কখন শিঙ্গা বাজিয়েও গান করে থাকি, শিঙ্গার আওয়াজটি বড় মিষ্টি।" এই বলিয়া তাহার জামার ভিতর হইতে শিঙ্গা বাহির করিয়া বাজাইল—শিঙ্গার আওয়াজে গির্জার দালান কাঁপিয়া উঠিল।

শিঙ্গা শুনিয়াই বিশপ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সর্বনাশ হলো, সর্বনাশ হলো! কে আছে এখানে, এই বেটাকে শীগ্গীর ধর। এ আর কিছুই নয় রবিন্ হুডের চালাকি।"

বাস্তবিকই তাই। গায়ক অপর কেহ নয়, স্বয়ং রবিন্ হুড্। এলান-আ-ডেলের পোষাক পরিয়া তাহার বীণা হাতে লইয়া, বিবাহ-সভায় আসিয়াছিলেন।

যে দশজন তীরন্দাজ পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, বিশপের চীৎকার শুনিয়া তাহারা অগ্রসর হইল বটে কিন্তু গোলমাল শুনিয়া

দর্শকদিগের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, পথ একেবারে বন্ধ, সুতরাং তাহারা পিছনেই আটকা পড়িয়া গেল।

তখন রবিন্ হুড্ লম্ফ দিয়া বেদীর উপরে উঠিলেন এবং ধনু বাগাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক। খবরদার! যে কেউ এগিয়ে আসবে, নিশ্চয় জেনো তাকেই মর্‌তে হবে। আর আপনারা যাঁরা বিয়ে দেখবার জন্য এসেছেন, অনুগ্রহ ক'রে যে যার আসনে বসে থাকুন। বিয়ে নিশ্চয়ই হবে, তবে কি না কনে এখন তার বর নিজেই পছন্দ করে নেবে।"

এমন সময় গির্জার দরজায় ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। উইল্ স্টাট্‌লি চব্বিশ জন তীরন্দাজ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। গির্জায় প্রবেশ করিয়াই তাহারা বৃদ্ধ বরের সেই দশ জন তীরন্দাজকে, কন্যার ভাইকে এবং উপস্থিত অপর প্রহরীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন উইল্ স্কার্‌লেট্‌কে সঙ্গে করিয়া এলান্-আ-ডেল্‌ও গির্জায় প্রবেশ করিল।

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"আমাদের ন্যায়বান রাজা হেন্‌রির আইন ধন্য হোক। বিয়ের আগে কনে নিজেই তার বর পছন্দ ক'রে নেবে, এই হচ্ছে রীতি।" এই বলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি মেয়ে, কাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?"

কন্যা লজ্জায় কিছু বলিল না বটে কিন্তু তাহার চোখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে এলান্-আ-ডেলের নিকটে গিয়া সে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

এলান্-আ-ডেল্‌কে কন্যা পছন্দ করিল দেখিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"এই হল ঠিক বর! এখন আসুন বিশপ মশায়! আর দেরি কেন, কাজ আরম্ভ করে দিন।"

বিশপ বলিলেন—"না, তা কখনই হতে পারে না! বিয়ের ঘোষণাপত্র তিনবার চেঁচিয়ে না বললে কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না—এই হচ্ছে দেশের নিয়ম।"

রবিন্ বলিলেন—"আচ্ছা বেশ! এস ত' হে লিট্‌ল্ জন্, তুমিই না হয় এ কাজটা কর।" এই বলিয়া রবিন্ হুড্ বিশপের গা হইতে পাদ্রির জামাটা খুলিয়া লইয়া লিট্‌ল্ জনকে পরাইয়া দিলেন।

লিট্‌ল জন্ তখন গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া, সাতবার ঘোষণা শুনাইল। নিকটেই ফ্রায়ার টাক্‌ও ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"এই যে দেখছি একজন পাদ্রিও উপস্থিত। তা হলে বিশপ মশায়! আপনি না হয় বিয়ের সাক্ষীই থাকবেন, এ লোকটিই পুরুতের কাজ করুক।"

পাদ্রি ফ্রায়ার টাক্, রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলে, বর-কন্যা তাহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। বৃদ্ধ নাইটকেও সাক্ষী হইবার জন্য ধরিয়া রাখা হইল—বেচারি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, রাগে তাহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু নিরুপায়।

পুরোহিত ফ্রায়ার টাক্ তখন জিজ্ঞাসা করিল—"কে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বে?" রবিন্ হুড্ অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমি সারউড্ বনের রবিন্ হুড্, আমিই কন্যাকর্তা, সম্প্রদানের কাজ আমিই করব।"

সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া এইরূপে বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল, বর-কন্যা রবিন্ হুডের দলের সঙ্গে সারউড্ বনে রওয়ানা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

বর-কন্যা লইয়া দস্যুদল খুব আনন্দ করিতে করিতে চলিল। বিশপ মহাশয় গায়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া, গাউন-শূন্য অবস্থাতেই গির্জা

পরিত্যাগ করিলেন। কন্যার বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া দস্যুরা তাহার ভাইকে ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ নাইট্‌টিকে ছাড়িল না। জবরদস্তি করিয়া তাহাকে একটা উঁচু গাছে চড়াইয়া দিল। বেচারি কি আর করে, গাছের উপর বসিয়া বর-কন্যাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। দস্যুদিগের ভয়ে প্রহরীদের কিংবা গ্রামবাসীদের কেহই তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহস পাইল না। সমস্ত রাত্রিটাই বৃদ্ধ সেই গাছে বসিয়া রহিল। পরদিন লর্ড বিশপ মহাশয় বৃদ্ধ নাইট্‌কে উদ্ধার করিয়া লইয়া শেরিফের বাড়ী চলিলেন —বিবাহ ব্যাপারে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া তাঁহাদের বড়ই রাগ হইয়াছিল। নটিংহামে পৌঁছিয়াই তাঁহারা শেরিফের সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, যেরূপেই হউক এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। প্রকাশ্য ভাবে রবিন্ হুডের সঙ্গে বিরোধ করিতে শেরিফের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। দস্যুদিগকে বনের ভিতর আর জ্বালাতন করিবেন না বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হয়ত বা সে কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ইতস্ততঃ করিলেন। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিশপ ও নাইট্ চটিয়া গিয়া বলিলেন—"শুনুন শেরিফ্ মশায়! আপনি যদি আমাদের সাহায্য না করেন, তবে নিশ্চয় জানবেন, আমরা সোজা রাজার কাছে গিয়ে হাজির হব।" তখন বাধ্য হইয়াই শেরিফ্ মহাশয়কে রাজি হইতে হইল। তারপর একশত জন বাছা বাছা সৈন্য লইয়া, তাঁহারা একেবারে সারউড্ বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ বনে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, জন কুড়ি দস্যু হরিণ শিকার করিতেছে। আর কথাটি নাই, তখনই তাহাদের পিছনে পিছনে তাড়া করিলেন। দস্যুরা তীরের মত বেগে বনের ভিতর ছুটিল। আবার ছুটিতে ছুটিতে মাঝে মাঝে ঝোপের আড়াল হইতে শেরিফের সৈন্যদলের উপর তীর ছুঁড়িতেও কসুর করিল না। শেরিফের জন পাঁচেক সৈন্য গুরুতর আঘাত

পাইল। একটি তীর আসিয়া শেরিফের টুপীটি উড়াইয়া দিল, ভয়ে জড়সড় হইয়া তিনি সটান ঘোড়ার গলার উপর শুইয়া পড়িলেন।

এদিকে শেরিফের সৈন্যেরা যে একেবারে কিছুই করিতে পারিল না, তাহাও নহে। একজন দস্যু ছুটিতে ছুটিতে হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল দেখিয়া, অপর দুইজন তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিল—এই তিনজন সেই বিধবার তিন পুত্র, উইল্, লেস্টার্ ও জন্। তাহাদের এই বিপত্তির সুযোগে শেরিফের লোকেরা আসিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহাদের তিন জনকে ঘেরাও করিয়া ধরিয়া ফেলিল। শেরিফের লোকেরা তখন বেজায় ক্ষেপিয়া গিয়াছে। দস্যু তিনটিকে কাটিয়াই ফেলিত, কিন্তু শেরিফ্ দূর হইতে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"থাম! খবরদার, কাকেও প্রাণে মেরো না, বে-আইনি কাজ আমরা করতে চাই না। বেটাদের বেঁধে নিয়ে চল, কাল সব কটাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলনো যাবে।" শেরিফের কথায় তাহারা দস্যু তিনটার হাত পা বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি নটিংহামে লইয়া চলিল।

রবিন্ হুড্ এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। বিকালবেলায় যখন আড্ডায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন পথে সেই পূর্বপরিচিত বিধবার সঙ্গে তাঁহার দেখা। বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"বুড়ি মা! তুমি কাঁদ্ছ কেন, ব্যাপার কি?"

বৃদ্ধা বলিল—"দুঃখের কথা কি আর বলব বাছা রবিন্! শেরিফের লোকেরা আজ আমার তিনটি ছেলেকেই ধরে নটিংহামে নিয়ে গিয়েছে, কাল না কি তাদের ফাঁসি দেবে।" ইহা বলিয়াই বিধবা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রবিন্ বলিলেন—"তাই ত বুড়ি-মা, এ যে বড় খারাপ খবর দিলে! উইল্, লেস্টার্ আর জন্,—তিনজনকেই যে আমি বড়

ভালবাসি! এদের ফাঁসি হলে ত চল্‌বে না। আচ্ছা ফাঁসি কবে হবে বল্‌তে পার কি?"

বৃদ্ধা বলিল—"আমি শুনেছি কাল দুপুর বেলা ফাঁসি হবে।"

রবিন্ বলিলেন—"তোমার কিছু চিন্তা নেই বুড়ি-মা! আমাকে বিশ্বাস কর, যে ক'রে পারি তাদের আমি উদ্ধার করবই করব।"

রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া বিধবা তাঁহার দু'টি পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এ যে তোমাকে ভয়ানক বিপদে ফেলছি, বাবা রবিন্! তোমার মনটা বড়, সাহসটাও অসাধারণ, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, বিধবার অনুরোধ তুমি রাখবেই রাখ্‌বে। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।"

বিধবার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, রবিন্ হুড্ তাড়াতাড়ি আড্ডায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবামাত্র দলের লোকেরা তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। রবিন্ হুড্ বলিলেন—"বিপদ যা হবার তা ত' হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তা বলে চুপ করে থাক্‌লে ত' চল্‌বে না। যে ক'রেই হোক্ তাদের উদ্ধার করতেই হবে।"

রবিন্ হুড্ মাথা নীচু করিয়া চিন্তা করিতে করিতে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। মনটা বড়ই অস্থির। কি করিয়া লোক তিনটিকে উদ্ধার করিবেন শুধু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন ভিখারী সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। ভিখারী দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ভিক্ষাই তাহার একমাত্র সম্বল। রবিন্ হুড্‌কে দেখিয়া সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিল।

রবিন্ হুড্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিখারী বাবা, খবর কি? কত জায়গায় ত' ঘুরে বেড়াও, নতুন খবর কিছু বল্‌তে পার কি?"

ভিখারী বলিল—"খবর আর কি আছে, তবে কি না সহরে শুনে এলাম, তিন জন লোকের নাকি ফাঁসি হবে।"

ভিখারীর কথা শুনিয়া রবিন্ হুডের মনে হঠাৎ একটা খেয়াল হইল এবং তাহাকে বলিলেন—"এস ত বাবাজি! আমার সঙ্গে তোমাকে পোষাক বদলাতে হবে। তার দরুণ তোমাকে চল্লিশটি শিলিং দেব।"

ভিখারী বলিল—"আরে যান্ মশাই, কি যা-তা বল্‌ছেন? আপনার এমন খাসা পোষাক, আর আমার ছেঁড়া টুক্‌রো টুক্‌রো কাপড়। বুড়ো মানুষ দেখে মিছিমিছি কেন ঠাট্টা কর্‌ছেন?"

রবিন্ হুড্ বলিলেন,—"আরে না না, ঠাট্টা করব কেন? এই নাও টাকা, এখন তোমার পোষাক দাও।"

রবিন্ হুড্ পোষাক বদল করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিলেন। ভিখারীর টুপিটা তাঁহার মাথায় ভাল রকম বসিল না। আল্‌খাল্লাটি লাল, নীল ও কাল রংয়ের পটি-মারা, পা-জামাটিও নানা রংএর কাপড়ের টুক্‌রা দিয়া প্রস্তুত। জুতা মোজা সবই তালি দেওয়া—রবিন্ হুডের সাজ অতি অদ্ভুত রকমের হইল। রবিন্ হুডের মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনিও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

পরদিন সকাল হইতে না হইতেই নটিংহাম্ সহরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তিন তিনটা ফাঁসি এক দিনেই হইবে। এরূপ ত' আর সচরাচর হয় না। সহরের দরজা খুলিবামাত্রই চারিদিক্ হইতে লোক জন প্রবেশ করিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে সহর ভর্ত্তি হইয়া গেল।

সকলের সঙ্গে সর্বপ্রথমেই সন্ন্যাসী বেশধারী রবিন্ হুড্ও সহরে প্রবেশ করিয়া, চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যেন এই প্রথম সহরে আসিয়াছেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে তিনি যেখানে সহরের বাজার বসে, সেই খোলা ময়দানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনটি ফাঁসির জায়গা প্রস্তুত করা রহিয়াছে। নিকটেই একজন সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-"এখানে কাদের ফাঁসি দেওয়া হবে?"

সৈনিক উত্তর করিল—"রবিন্ হুডের দলের তিনটি লোকের ফাঁসি হবে।

রবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বাবা! এদের গলায় কে ফাঁসি পরাবে বলতে পার কি?"

সৈনিক বলিল—"সেটা শেরিফ্ এখনও ঠিক করেন নি। ঐ যে তিনি আসছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।"

ততক্ষণে শেরিফ্ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল—"জয় হোক্ বাবা! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। এখানে না কি আজ তিনজন লোকের ফাঁসি হবে? আচ্ছা, ফাঁসি পরাবার কাজটা আমাকে দিন না!"

শেরিফ্ বলিলেন—"তুমি কে হে বাপু? তোমাকে এ কাজের ভার কেন দেব?"

ভিখারী। "দেখতেই ত পাচ্ছেন আমি একজন সাধু! মরবার আগে লোকের কানে ধর্মের কথা শুনিয়ে তাদের পাপের বোঝা হাল্কা ক'রে দিই, আবার দরকার হ'লে গলায় ফাঁসিও পরিয়ে দিতে জানি।"

শেরিফ্ বলিলেন—"অতি উত্তম কথা! আচ্ছা তোমাকেই তা হলে এ কাজের ভার দেওয়া গেল—এর জন্য যা পাওয়া দস্তুর তা ত পাবেই, তা ছাড়া এক স্যুট্ নতুন পোষাকও দেওয়া যাবে।"

"জয় হোক্ শেরিফ মশায়ের"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী সেই সৈনিকের সঙ্গে জেলখানায় গেল।

বারটা বাজিবার একটু আগে জেলখানার দরজা খুলিয়া গেল। রাস্তার দুই ধারে সারি দিয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে, প্রহরীবেষ্টিত হইয়া তিন জন কয়েদী বাহির হইল, তাহাদের আগে আগে সন্ন্যাসী। ফাঁসিকাঠের নীচে আসিলে পর, ফিস্ ফিস্ করিয়া সন্ন্যাসী কয়েদীদের কানে কানে কি জানি কি বলিল—যেন মৃত্যুর পূর্বে

শেষ সান্ত্বনার কথাই কিছু বলিয়াছে। তখন অপরাধী তিন জন ফাঁসি-কাঠে চড়িল। তাহাদের হাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া বাঁধা, পিছনে সন্ন্যাসী, চারিদিকে লোকজন নীরব, নিস্তব্ধ!

হঠাৎ সন্ন্যাসী ফাঁসিকাঠের খুব নিকটে আসিয়া, বুক ফুলাইয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিল—"শোন, ওহে অহঙ্কারী শেরিফ্! তুমি মনে করেছ, ফাঁসি দেওয়াটা আমার কাজ। আমি জীবনে কখন তা করি নি, কোন দিন করবও না। আমি আর তিনটি কথা বলে শেষ করব, কান পেতে শোন।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী জামার ভিতর হইতে শিঙ্গা বাহির করিয়া তিনটি ফুঁ দিল এবং চক্ষের নিমেষে ছুরি বাহির করিয়া উইল্, লেস্টার এবং জনের বাঁধন কাটিয়া দিবামাত্র, তাহারা নিকটবর্তী প্রহরীদের হাত হইতে তলোয়ার কাড়িয়া লইয়া প্রস্তুত হইল। শেরিফ্ মহাশয় তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পাক্‌ড়াও, বেটাদের পাক্‌ড়াও! এ আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই রবিন্-হুড্। যে ঐ বেটাকে ধরতে পারবে সেই হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।"

হারফোর্ডের বিশপও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—"হাজারের জায়গায় দু'হাজার দেব—ধর, শীগ্‌গির পাক্‌ড়াও কর।"

রবিন্ হুড্ সিঙ্গা বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এমন একটা কোলাহল উপস্থিত হইল যে, শেরিফের কিংবা বিশপের কথা কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। রবিন্ হুড্ তখন নিজের তলোয়ার খুলিয়া লাফাইয়া মঞ্চ হইতে মাটিতে পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিধবার পুত্র তিনটিও নামিয়া আসিল। নিকটে যে সকল প্রহরী ছিল, তাহারা তাঁহাদিগকে ঘেরাও করিয়া হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে একদিক দিয়া উইল্ স্কার্‌লেট্ এবং অন্যদিক দিয়া লিট্‌ল্ জন্ তাহাদের দলবল লইয়া উপস্থিত হইল—আশীজন অস্ত্রশস্ত্রধারী

তীরন্দাজ জনতার সঙ্গে মিশিয়া চারিদিক হইতে প্রহরীদের আক্রমণ করিল। রবিন্ হুডের শিক্ষিত তীরন্দাজদের সম্মুখে শেরিফের প্রহরীদল কতক্ষণ টিকিবে? তাহারা ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দস্যুরা তখন রবিন্ হুড্‌কে মাঝখানে রাখিয়া আস্তে আস্তে দরজার দিকে আগাইয়া চলিল। শেরিফ্ দেখিলেন শিকার পলায়ন করিতেছে। দিশাহারা হইয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন —"পাকড়াও বেটাদের, চলে গেল যে! রাজার দোহাই দিয়ে বলছি, পাক্‌ড়াও। শীগ্‌গির সদর-দরজা বন্ধ ক'রে দাও।"

দরজা বন্ধ করিয়া দিলে বাস্তবিকই দস্যুদলকে একটু মুস্কিলে পড়িতে হইত! কিন্তু বন্ধ করে কে? উইল্ স্কার্‌লেট্ ও এলান্-আ-ডেল্ পূর্ব হইতেই সে পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। ---প্রহরীদের হাত-পা বাঁধা, দরজাও খোলা, দস্যুদল সেইদিকে অগ্রসর হইল।

শেরিফ্ তখন তাড়াতাড়ি যাহা পাইলেন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, দস্যুদিগকে পিছনদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। দস্যুদলও হঠাৎ ফিরিয়া, শেরিফের সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া একসঙ্গে কয়েকবার তীর ছুঁড়িল। ভয়ে শেরিফের সৈন্যরা আর অগ্রসর হইল না। রবিন্ হুড্ দলবল সহ ক্রমে পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া, সারউড্ বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবার পুত্র তিনটিকে উদ্ধার করিয়া সে দিন সারউড্ বনে দস্যুদের ধূমধাম দেখে কে!

এই ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া শেরিফ্ মহাশয় রবিন্ হুডের দলকে ধরিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রবিন্ হুডের কথা ক্রমে রাজার কানেও গিয়া পৌঁছিল। রাজার নিকট হইতে শেরিফের উপর কড়া হুকুম আসিল—"যেরূপেই হউক রবিন্ হুডের দলকে ধরিতেই হইবে। তাহা না হইলে, তোমাকে বরখাস্ত করিব!" শেরিফ্ ত মহা মুস্কিলে পড়িলেন। কত রকমের ফন্দি আঁটিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শেষে দ্বিগুণ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন, যদি কেহ লোভে পড়িয়া কোন রকমে কৃতকার্য হয়।

গাই-অব-জিস্‌বোর্ণ নামে রাজার সৈন্যদলে একজন নাইট্ এই পুরস্কারের কথা শুনিতে পাইলেন। এই স্যার গাই খুব প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ও অসি-যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল অতি নীচ। তিনি রাজার অনুমতি লইলেন এবং একখণ্ড কাগজে হুকুম লিখাইয়া লইয়া নটিংহাম সহরের শেরিফের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"শেরিফ্ মশায়! আমি সেই প্রসিদ্ধ রবিন্ হুড়কে ধরতে এসেছি—আপনাকে আমায় একটু সাহায্য করতে হবে।"

শেরিফ্ বলিলেন—"নিশ্চয়ই করব, স্যার গাই! রাজার হুকুম না নিয়ে এলেও আমি খুব খুসী হয়ে সাহায্য করতাম। এখন বলুন দেখি আপনার ক'জন লোকের দরকার।"

স্যার গাই বলিলেন—"আজ্ঞে! লোকজনের আমার কিছু দরকার নেই। রবিন্ হুড়কে ধরা অনেক লোকের কর্ম নয়। আমি একাই চেষ্টা করব। আপনি এক কাজ করবেন—কতকগুলো লোক বার্ণস্‌ডেলে প্রস্তুত রাখবেন, আমার এই রূপার শিঙ্গাটির আওয়াজ শুনলেই যেন তারা গিয়ে হাজির হয়।" শেরিফ

বলিলেন—"বেশ, তাই হবে।" তারপর স্যার গাই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাঁহার কাজে বাহির হইয়া গেলেন।

এদিকে উইল্ স্কার্‌লেট্ আর লিট্‌ল জন্ ঠিক সেই দিনই দলের লোকদের পোষাক কিনিতে বার্ণস্‌ডেলে আসিয়াছিল। সহরের নিকটে আসিয়া তাহারা ভাবিল—"দু'জন যদি একসঙ্গে ধরা পড়ি? তার চেয়ে বরং একজন বাহিরে থাকি, একজন সহরে ঢুকি।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া উইল্ সহরে প্রবেশ করিল, জন্ বাহিরে পাহাড়ের উপর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই জন্ দেখিল, উইল্ স্কার্‌লেট্ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সহরের বাহিরে আসিয়াছে, আর পঞ্চাশ ষাট জন লোক লইয়া শেরিফ্ তাহার পিছন পিছন তাড়া করিয়াছেন। খানা, গর্ত্ত, ঝোপ, ঝাড়, সমস্ত ডিঙ্গাইয়া উইল্ ছুটিয়াছে। শেরিফের লোকেরা হোঁচট খাইয়া খানায় পড়িল, কাহারও বা পা ভাঙ্গিয়া গেল, কাহারও বা ঘাড় মট্‌কাইয়া গেল, কেহ কেহ ক্লান্ত হইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

পাহাড়ের উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে ত লিট্‌ল্ জন্ হাসিয়াই খুন। তারপর তাহার মনে ভয় হইল—"আচ্ছা, উইল্ যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।" ঠিক এই সময় জন্ দেখিল, শেরিফের একজন লোক উইলের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া লিট্‌ল্ জন্ চিনিতে পারিল—শেরিফের দলে তাহার মত কেহই ছুটিতে পারিত না। স্কার্‌লেটের বিপদ দেখিয়া, জন্ লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুঁড়িল। কি কুক্ষণেই বেচারি উইল্‌কে তাড়া করিয়াছিল! বক্ষঃস্থলে তীরবিদ্ধ হইয়া সে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িল, আর উঠিল না।

হঠাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া শেরিফের লোকেরা ভয়ে খানিকক্ষণ আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া যখন দেখিল শত্রুপক্ষ মোটে একজন এবং সে লিট্‌ল্ জন, তখন তাহারা উৎসাহে

চীৎকার করিয়া লিট্‌ল্ জন্‌কেই তাড়া করিল। এদিকে উইল্ স্কার্‌লেট্ পাহাড় অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। লিট্‌ল্ জন্‌ও যদি তখন চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোন গোলই হয় না। কিন্তু তাহার দুর্বুদ্ধি—সে মনে করিল, "র'স, আর এক বেটাকে নিকেশ না ক'রে যাচ্ছি না।"—এই বলিয়া যেই তীর ছুঁড়িতে যাইবে অমনই মটাৎ করিয়া তাহার ধনুটি দুই ভাগ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এদিকে শেরিফের কতকগুলো লোক একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, লিট্‌ল্ জনের বজ্রমুষ্টি খাইয়া দেখিতে দেখিতে জন দশেক লোক মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন শেরিফের কয়েকজন তীরন্দাজ একসঙ্গে লিট্‌ল্ জন্‌কে লক্ষ্য করিয়াছে দেখিয়া, শেরিফ বলিলেন—"আর কেন বাপু! লিট্‌ল্ জন্‌ই হও আর গ্রীন্‌লিফ্‌ই হও, এবার ধরা পড়েছ।"

জন্ বলিল—"বাঃ, শেরিফ মশায়! আপনার কথাগুলো বড় মিষ্টি লাগছে—তা কি আর করব, আমার বরাৎ নেহাৎ মন্দ দেখছি। তবে আর দেরী কেন, ধরুন আমাকে।"

তখন শেরিফের লোকেরা লিট্‌ল্ জন্‌কে ধরিয়া দড়ি দিয়া আচ্ছা করিয়া বাঁধিল। শেরিফ মহা আহ্লাদে বলিলেন—"বেটা! তুমি রূপার প্লেটগুলো চুরি করেছিলে, এবারে তার শোধটা পাবে এখন। আজই তোমাকে বার্ণস্‌ডেলের পাহাড়ের উপর ফাঁসি দেব।"

জন্ বলিল—"ফাঁসি দাও আর যাই কর, বেশী বড়াই করো না। ভগবানের ইচ্ছা হলে এখনও তোমাকে ফাঁকি দিতে পারি।"

সে কথা আর কে গ্রাহ্য করে? লিট্‌ল্ জন্‌কে লইয়া সকলে তাড়াতাড়ি বার্ণস্‌ডেলে চলিল। মনে ভয়ও আছে, পাছে দস্যুদল হঠাৎ আসিয়া জনকে উদ্ধার করিয়া লয়।

বার্ণস্‌ডেলে পৌঁছিয়াই ফাঁসি কাঠ খাড়া করিয়া তাহাতে নূতন দড়ি লাগান হইল। শেরিফ লিট্‌ল্ জনকে বলিলেন—"আর দেখ কি বাছাধন? যাও, এখনি ফাঁসিকাঠে চড়।"

লিট্‌ল্ জনের উদ্ধারের আর কোন আশাই নাই। রবিন হুডের শিঙ্গাটা তাহার নিকটে থাকিলে, তবু না হয় একবার ফুঁকিয়া দেখিত। দড়ির ফাঁস গলায় পরাইয়া লোকজন প্রস্তুত, শেরিফ হুকুম করিলেই দড়ি টানিবে।

তখন শেরিফ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব ঠিক? তবে প্রস্তুত হও,—এক—দুই,"—তিন বলিবার পূর্বেই দূর হইতে শিঙ্গার অস্পষ্ট আওয়াজ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। আর অমনই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এ কি! শিঙ্গার আওয়াজ যে শুনলাম! এ স্যার গাইএর শিঙ্গার আওয়াজ! তিনি যে ব'লে গিয়েছিলেন, শিঙ্গার ফুঁ শুনলে তখনই লোকজন নিয়ে যেতে! নিশ্চয়ই তিনি রবিন্ হুড্‌কে পাক্‌ড়াও করেছেন।"

একজন লোক বলিল—"হুজুর! বেয়াদপি মাপ করবেন। স্যার গাই যদি রবিন্ হুড্‌কে ধরে থাকেন, তা হলে ত মজাই হয়েছে। এ লোকটার ফাঁসি এখন রেখে দিন, সে সর্দার বেটাকেও এনে দুজনকে এক সঙ্গেই ঝুলান যাবে।"

শেরিফ বলিলেন—"বেশ কথা বলেছ! তা'হলে এক কাজ কর—বেটাকে ফাঁসিকাঠের সঙ্গে বেঁধে রেখে, চল আমরা সে বেটাকেও গিয়ে নিয়ে আসি।"

পাঠক পাঠিকা! চল এখন আমরা লিট্‌ল্ জন্ ও শেরিফের কথা রাখিয়া, একবার রবিন্ হুডের কি হইল দেখিয়া আসি।

লিট্‌ল্ জন্ যে দিন ধরা পড়ে, ঠিক সেই দিন সকাল বেলা রবিন্ হুড্ জনের সহিত বনের পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন যে, কিম্ভূতকিমাকার চেহারার একটা তীরন্দাজ আসিতেছে। তখন একই সময়ে উভয়েরই ইচ্ছা হইল লোকটার তীরের হাত কেমন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। রবিন্ হুড্ কিন্তু কিছুতেই লিট্‌ল্ জনকে সেটা করিতে দিবেন না—তিনি নিজেই পরীক্ষা

করিবেন। কাজেই লিট্ল্ জন্ একটু বিরক্ত হইল, এবং সেই রাগেই সে উইল্ স্কার্লেটের সঙ্গে বার্ণস্ডেলে গিয়াছিল।

লিট্ল্ জন বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে পর, রবিন্ হুড্ সেই লোকটির দিকে অগ্রসর হইলেন। লোকটিকে দেখিয়া হঠাৎ রবিনের মনে হইল যেন তাহার তিনটি পা। কিন্তু আরও নিকটে গিয়া দেখিলেন, যে, তাহা নহে—মাথা, চুল এবং লেজ সমেত একটা আস্ত ঘোড়ার চামড়া দিয়া লোকটি তাহার সমস্ত গা ঢাকিয়াছে।—ঘোড়ার মাথাটায় বেশ হেল্‌মেট হইয়াছে এবং লেজটি পিছনের দিকে ঝুলিয়া থাকায় হঠাৎ তিন পা বলিয়াই মনে হয়।

লোকটির নিকটে আসিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"নমস্কার দাদা! তোমার ধনুকটি দেখলে মনে হয়, তুমি একজন পাকা তীরন্দাজ।"

লোকটি বলিল—"হ্যাঁ ভাই! তীর ছোঁড়ার অভ্যাসটা আমার আছে বটে, কিন্তু আমি সে কথা ভাবছি না। পথটা হারিয়ে ফেলেছি, আবার কি ক'রে খুঁজে বা'র করি তাই ভাবছি।"

লোকটির কথা শুনিয়া রবিনের হাসি পাইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"রাস্তা ত নয়, বুদ্ধিটাই বোধ করি হারিয়ে ফেলেছ!" প্রকাশ্যে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই! আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এমন বল দেখি, এখানে কেন এসেছ?"

লোকটি বলিল—"তুমি কে হে বাপু যে তোমাকে কাজের হিসাব দেব?"

রবিন্ বলিলেন—"আরে চটে যাও কেন দাদা? বুঝতে পার্‌ছ না, আমি হচ্ছি রাজার বনের পাহারাওয়ালা, বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোনও লোক এসে রাজার হরিণ না মারে, সেটা দেখাই হচ্ছে আমার কাজ।"

লোকটি বলিল—"তা ভাই, আমার চেহারাটা খারাপ হতে পারে কিন্তু তা বলে মনে করোনা যে, আমি খামকা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আচ্ছা, তুমি বল্‌ছ তুমি রাজার লোক, আমিও রাজার

কাজেই এসেছি,—রবিন্ হুড্ ব'লে একজন ডাকাত আছে, তাকেই আমি খুঁজছি, তুমি কি তার দলের লোক ?"

রবিন্ বলিলেন—"না দাদা! ডাকাত টাকাতের আমি ধার ধারি না। রবিন্ হুড্‌কে দিয়ে তোমার কি দরকার ?"

লোকটি বলিল—"তা যাই হোক না কেন—তবে কিনা সেই দস্যুটার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।"

রবিন্ হুড্ বুঝিতে পারিলেন ব্যাপারটা কি, তখন তিনি বলিলেন—"এস ভাই তীরন্দাজ! আমার সঙ্গে এস, আর একটু বেলা হলে তোমাকে আমি রবিন হুডের আড্ডা দেখিয়ে দিতে পার্‌ব। ততক্ষণ চল, কে বেশী ভাল তীর চালাতে পারে তারই একবার পরীক্ষা হোক।" এই বলিয়া রবিন উইলো গাছের একটা সরু ডাল প্রায় যাট গজ দূরে মাটিতে পুঁতিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, ঐ ডালটিতে তীর লাগাও দেখি! তুমিই আগে মার।"

লোকটি বলিল—"না ভাই, আমি আগে নয়, তুমিই আগে মার।"

তখন রবিন্ হুড্ ধনুকে গুণ পরাইয়া তীর ছুঁড়িলেন—প্রায় এক ইঞ্চির জন্য তাঁহার তীর ডালে লাগিল না। তারপর অপরিচিত লোকটি খুব হুঁশিয়ার হইয়াই তীর চালাইল, কিন্তু ডাল হইতে প্রায় তিন আঙ্গুল দূর দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় বার অপরিচিত লোকটিরই আগে পালা। এবারে তাহার তীর, ডালের গায় ছোট একটি মালা ছিল, তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। তারপর রবিন মারিলেন। তাঁহার তীর সেই ডালটিকে ঠিক মাঝখানে কাটিয়া দুইভাগ করিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া লোকটি বলিল—"সাবাস্ ভাই! তোমার খাসা হাত। এমন ওস্তাদি আমি কখন দেখিনি, তোমার হাত বোধ করি রবিন্ হুডের চেয়েও পরিষ্কার। আচ্ছা, তোমার নামটি কি ভাই ?"

রবিন বলিলেন—"তোমার নামটি কি আগে বল, তারপর আমার নাম বল্‌ব।"

লোকটি বলিল—"আমার নাম 'গাই-অব্-জিস্‌বোর্ণ', রবিন হুড্‌কে ধরব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"কি! তোমারই নাম গাই-অব্-জিস্‌বোর্ণ? তাই ত, তোমার কথা যেন শুনেছি বলে মনে হয়। আচ্ছা, তুমিই না লোকদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে পয়সা রোজগার কর?"

স্যার গাই বলিলেন—"হ্যাঁ তা করি বটে, তবে কি না সকলের বেলা নয়, শুধু রবিন্ হুডের মত ডাকাতের বেলা।"

রবিন্ বলিলেন—"বাবা! তুমি দেখছি রবিন্ হুডের উপর বেজায় চটা। কেন বাপু, সে তোমার কি করেছে?"

স্যার গাই বলিলেন—"কিছু কর্‌বার কথা হচ্ছে না, সে বেটা যে ভীষণ ডাকাত!"

রবিন্ বলিলেন—"হলোই বা ডাকাত, সে ত আর যার তার ওপর জুলুম করে না! বড় লোকের টাকাকড়ি নিয়ে, যারা গরীব দুঃখী, খেতে পায় না, তাদের দেয়। তার অপরাধের মধ্যে দেখছি, সে যখন খেতে পায় না, তখন মাঝে মাঝে রাজার এক আধটা হরিণ মারে।"

স্যার গাই বলিলেন—"আরে থাম বাপু! তুমি দেখছি রবিন্ হুডের বড় ভক্ত। এক একবার মনে হয় তুমি রবিন্ হুডেরই লোক।"

রবিন্ বলিলেন—"আগেই ত বলেছি আমি তা নই। যাক্ বাজে কথা, এখন বল দেখি, রবিন্ হুড্‌কে ধরবার মৎলবটা কি ঠাওরেছ?"

স্যার গাই বলিলেন—"মৎলবটা ঠাওরেছি এই, আমার হাতে এই যে রূপার শিঙ্গাটি রয়েছে, যদি রবিন্‌কে ধরতে পারি, তবে

এটি ফুঁক্‌ব আর তখনই দলবল নিয়ে শেরিফ এসে হাজির হবেন। এখন তুমি যদি রবিন্‌ হুড্‌কে দেখিয়ে দিতে পার, তা হলে আমার বক্‌সিসের অর্ধেকটা তোমাকে দেব।"

রবিন বলিলেন—"বটে! তুমি মনে করেছ টাকার লোভে আমি একটা লোককে ফাঁসির জন্য ধরিয়ে দেব? অবশ্য রবিন্‌ হুড্‌কে দেখিয়ে দেব তা ঠিক, কিন্তু আমার এই তলোয়ারের গুঁতোয় যা বক্‌সিস আদায় করতে পারি, শুধু তারই জন্য তাকে দেখাব। এই আমিই হচ্ছি সারউড্‌ বনের সেই দস্যু রবিন্‌ হুড্‌।"

"তবে রে বেটা, এই নাও বক্‌সিস্‌!" হঠাৎ এই বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে স্যার গাই রবিন্‌ হুড্‌কে আক্রমণ করিল।

রবিন মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, হঠাৎ অন্যায় রূপে আক্রান্ত হইয়া একটু মুস্কিলে পড়িলেন। নীচাশয় গাইয়ের আঘাতগুলো নানা রকমে বিফল করিয়া দিয়া বলিলেন—"তুমি ত ভারি ছোট লোক হে, সামান্য ভদ্রতাটুকুও জান না? না ব'লে ক'য়ে হঠাৎ তলোয়ার চালাতে আরম্ভ করলে?"

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—স্যার গাই ক্ষান্ত হইল না, কাজেই দুই জনে ভীষণ তলোয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্ভাগ্য বশতঃ হঠাৎ হোঁচট খাইয়া রবিন্‌ হুড্‌ পড়িয়া গেলেন। ভাল যোদ্ধা মাত্রেই এরূপ সময়ে তলোয়ার নামাইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু নীচাশয় স্যার গাই পতিত রবিন্‌ হুড্‌কে বাঁ পায়ে আঘাত করিল। ক্ষণকালের জন্য রবিন্‌ হুড্‌ মনে মনে ঈশ্বর স্মরণ করিলেন। তখনই চট করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, তরবারি দ্বারা স্যার গাইকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল—আর উঠিল না!

স্যার গাইকে বধ করিয়া রবিন্‌ হুডের মনে বড়ই দুঃখ হইল। একেবারে মারিয়া ফেলার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না—কিন্তু কি আর করিবেন, স্যার গাইএর নিজের দোষেই তাহার এই শাস্তি!

......"তবে রে বেটা, এই নাও বক্‌সিস্"। [পৃঃ ৪১৬]

তখন তাঁহার নিজের আঘাতের দিকে রবিন্ হুডের নজর পড়িল ; দেখিলেন, আঘাত তেমন গুরুতর নয়। সামান্য চেষ্টাতেই রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গেল—ক্ষতস্থানটি রুমাল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। তারপর স্যার গাইয়ের মৃতদেহ টানিয়া একটা ঝোপের

ভিতর লইয়া গিয়া, তাহার সেই ঘোড়ার চামড়া নিজের গায়ে পরিলেন এবং নিজের জামা স্যার গাইকে পরাইয়া, তলোয়ার দিয়া তাহার মুখটাকে এরূপভাবে বিকৃত করিয়া দিলেন যেন দেখিলে ভ্রম হয় যে, সে--রবিন্ হুড্। স্যার গাইয়ের মুখের আকৃতি অনেকটা রবিন্ হুডের মতই ছিল।

তারপর ঘোড়ার চামড়াটা টানিয়া নিজের মুখটাকে কতকটা ঢাকিয়া, সেই রূপার শিঙ্গাটি বাজাইলেন। এই শিঙ্গার আওয়াজই বার্ণস্ ডেলে লিট্ল্ জনের প্রাণ বাঁচাইল। সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। শেরিফ্ মহাশয় এই শব্দ শুনিয়াই, ফাঁসি থামাইয়া দিয়া লোকজন লইয়া বাহির হইয়াছিলেন।

রবিন্ হুড্ শিঙ্গা বাজাইবার মিনিট কুড়ি পরেই শেরিফ্ বাছা বাছা জন কুড়ি তীরন্দাজ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। রবিন্ হুড্কে স্যার গাই মনে করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন--"স্যার গাই! আপনি কি শিঙ্গা বাজিয়ে আমাদের সঙ্কেত করেছেন?"

রবিন্ বলিলেন—"হ্যাঁ, আমিই শিঙ্গা বাজিয়েছি।"

তখন শেরিফ্ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্যার গাই! খবর কি শীগগির বলুন।"

রবিন্ বলিলেন—"খবর আর কি! রবিন্ হুডের সঙ্গে আমার লড়াই হয়—আর ঐ দেখুন ঝোপের ভিতর রবিন্ হুড্ পড়ে আছে।"

শেরিফ্ উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"বাহবা, ক্যা বাৎ ক্যা বাৎ! এমন চমৎকার খবর এ জন্মে শুনি নি। বেটাকে যদি জীবন্ত ধরতে পারতেন, তাহলে দুটো ফাঁসি এক সঙ্গেই দিতাম।"

রবিন্ বলিলেন—"দুটো ফাঁসি! আর একটা কার ফাঁসি, শেরিফ্ মশাই?"

শেরিফ্ বলিলেন—"আ রে স্যার গাই! বল্‌ব কি, আজ আমাদের বরাৎ খুলে গিয়েছে। আপনি চলে এলে পর, আর

একটু হলেই এক বেটা দস্যুকে ধরেছিলাম—তার নাম বোধ করি উইল স্কার্লেট্। সে বেটা ত পালিয়ে গেল। কিন্তু তার সঙ্গে যে ছিল, তাকে ধরে আমরা ফাঁসি দিচ্ছিলাম—ঠিক সেই সময়ে আপনার শিঙ্গার আওয়াজ শোনা গেল।"

রবিন্ বলিলেন—"লোকটা কে? কাকে ধরে ফাঁসি দিচ্ছিলেন?"

শেরিফ্ বলিলেন—"লোকটা আর কেউ নয়—সারউড্ বনের সব চেয়ে ওস্তাদ দস্যু, রবিন্ হুডের পরেই সে—তার নাম লিট্ল্ জন্।"

'লিট্ল্ জন্' নাম শুনিয়াই রবিন্ হুড চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তাহলে ত দেখছি ঠিক সময়েই শিঙ্গা বাজিয়েছিলাম!

সকলে মিলিয়া তখন লিট্ল্ জন্কে ফাঁসি দিবার জন্য বার্ণস্ ডেলে চলিল। রবিন্ হুডের মন চিন্তায় পূর্ণ, কি করিয়া লিট্ল্ জন্কে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু বাহিরে চিন্তার ভাব যাহাতে প্রকাশ না পায়, তাই শেরিফের সঙ্গে খুব গল্প জুড়িয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহারা সহরের দরজার নিকট উপস্থিত হইলে, রবিন্ হুড্ শেরিফ্কে বলিলেন—"শেরিফ্ মশাই! আমার একটা কথা রাখবেন কি?"

শেরিফ্ বলিলেন—"কি কথা স্যার গাই? আপনার কথা রাখব না ত কার কথা রাখব—বলুন।"

রবিন্ বলিলেন—"কথাটা হচ্ছে কি জানেন, আমি বক্সিস্ কিছু চাই না। তবে কি না, সর্দারকে যখন বধ করেছি, তখন তার চেলাটাকেও আমার হাতে দিন, আমি তাকেও বধ করি। লোকে বলবে—স্যার গাই খুব বাহাদুর বটে! দস্যুর সর্দার দুটোকে এক দিনেই শেষ করেছেন।"

শেরিফ্ বলিলেন—"তা বেশ ত! আপনি যা চাইবেন, তাই হবে। তবে কিনা পুরস্কারটাও আপনার পাওয়া উচিত। রবিন্ হুড্কে মারা ত আর সহজ কর্ম নয়।"

এইরূপে কথা বলিতে বলিতে সহরে প্রবেশ করিয়া, স্যার গাই লিট্‌ল্ জনের নিকটে গেলেন। লিট্‌ল্ জন্ তখন ফাঁসিকাঠেই বাঁধা ছিল। স্যার গাইএর বেশধারী রবিন্ হুড্ শেরিফের লোকদিগকে বলিলেন—"তোমরা একটু সরে দাঁড়াও দেখি! আমি এই ডাকাতটাকে একটু ভগবানের নাম শুনিয়ে দিই।"

এই কথা বলিয়া তিনি নীচু হইয়া লিট্‌ল্ জনের বাঁধন দড়ি কাটিয়া দিলেন। স্যার গাইএর তীর ধনু বুদ্ধি করিয়া সঙ্গেই আনিয়াছিলেন, সেই তীর ধনু লিট্‌ল্ জনের হাতে দিয়া, তাহার কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া দিলেন—"জন্! আমি রবিন্ হুড্।" লিট্‌ল্ জন্ কিন্তু ইহার পূর্বেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, এবং এটাও বুঝিয়াছিল যে, আজ আর তাহার ফাঁসিটা হইল না।

রবিন্ হুড্ তখন শিঙ্গাটি বাজাইয়া, দুইজনে মিলিয়া শেরিফের লোকদের উপর তীর চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। শেরিফের লোকেরা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অস্ত্র চালাইবারও খেয়াল হইল না। ইহার উপর আবার নূতন বিপদ—অকস্মাৎ অন্য এক দিক হইতে শেরিফের লোকদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া পড়িতে লাগিল! শেরিফ্ যখন ছদ্মবেশধারী রবিন্‌কে লইয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন হইতে উইল্ স্টাট্‌লি এবং উইল্ স্কার্লেট্ লিট্‌ল্ জন্‌কে উদ্ধার করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছিল, এ তাহাদের দলেরই তীর। শেরিফের লোকজন তখন ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। রবিন্ হুড্ ও লিট্‌ল্ জন্ দলের সঙ্গে মিশিয়া সারউড্ বনে চলিয়া আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্বলিখিত ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন রবিন্ হুড্ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। প্রাতঃকাল, চারিদিক্ নীরব, কেমন যেন একটা শান্তির ভাব। তাঁহার সেই অতীত শৈশবের কথা মনে পড়িয়া গেল—ম্যারিয়ান্‌কে সঙ্গে লইয়া এই সকল পথে তিনি কতবার চলিয়াছেন। সেদিন কি আর ফিরিয়া আসিবে! ম্যারিয়ান্‌কে কি আর কখনও দেখিতে পাইবেন? এলান-আ-ডেলের বিবাহের এবং উইল্ স্কার্‌লেট্ তাঁহার দলভুক্ত হইবার পর হইতেই, ম্যারিয়ানের কথা তাঁহার মনে সর্বদাই জাগিত। সেদিনও তাঁহার মন খারাপ হইয়া গেল, মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিলেন।

হঠাৎ সম্মুখের খোলা ময়দানে একটি হরিণ আসিয়া উপস্থিত! কোথায় বা গেল রবিনের চিন্তা, কোথায় বা গেল ম্যারিয়ানের স্মৃতি—চক্ষের নিমেষে ধনুকে তীর জুড়িয়া ছাড়িবেন, এমন সময় দেখিলেন, হরিণটি হঠাৎ অপর কোনও ব্যক্তির তীরবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর বালক ভৃত্য বনের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া হরিণটার দিকে ছুটিয়া আসিল। হস্তে তাহার ধনুক, পাশে তলোয়ার, বয়স অতি অল্প। তাহাকে দেখিয়াই রবিন্ হুড্ বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালকই হরিণটাকে মারিয়াছে!

রবিন্ হুড্ তখন হরিণটার নিকটে আসিয়া, অতিশয় কর্কশ স্বরে বালককে বলিলেন—"কে হে তুমি, রাজার হরিণ মারলে যে? তোমার সাহস ত কম নয়!"

বালক বলিল—"তুমি জিজ্ঞাসা করবার কে? হরিণ মারবার অধিকার রাজার যেমন আছে, আমারও ঠিক তেমনই আছে।"

বালকের স্বর শুনিয়া রবিনের মন তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি একটু ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে হে ছোক্‌রা ?"

বালক বলিল—"আমাকে ছোক্‌রা ছোকরা করতে হবে না, আমার নামে তোমার দরকার কি ?"

রবিন্ বলিলেন—"আহা, চটে যাও কেন, বালক মশাই! নাঃ, তোমাকে দেখছি একটু আদব্ কায়দা শেখান দরকার।"

রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া বালকটি তাহার তলোয়ার খুলিয়া বলিল—"বটে! থাক ত' বনজঙ্গলে, তা তোমার আবার এতবড় আস্পর্ধা, যে আমায় আদব্ কায়দা শেখাবে? খোল তোমার তলোয়ার, দেখি কে কাকে আদব্ কায়দা শেখায়।"

রবিন্ হুড্ দেখিলেন বেগতিক, তলোয়ার খোলা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বালকটি তাঁহাকে আক্রমণ করিল—হাত একেবারে কাঁচা নয়, খেলার নানা রকমের কায়দাও তাহার জানা আছে। বালকের উপর রবিন্ আর কি খেলা দেখাইবেন, তিনি শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিনিট পনর পরেই বালক ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া, রবিন্ হুড্ যুদ্ধ থামাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই একটু অসতর্ক হইলেন। তখন বালকের একটি আঘাত তাঁহার হাতে পড়িয়া সামান্য একটু কাটিয়া গেল।

ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন, এখন হয়েছে ত'?" রবিন্ বলিলেন—"তা খুবই হয়েছে। আচ্ছা, এখন তোমার নামটি কি বল ত?"

বালক বলিল—"আমার নাম রিচার্ড পার্টিংটন, আমি রাণী ইলিনরের ভৃত্য!" বালকের স্বর শুনিয়া রবিন্ হুডের মনটা আবার যেন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি একলা সারুউড্ বনে কেন এসেছ মাস্টার পার্টিংটন?

পকেট হইতে লেস-দেওয়া রুমাল বাহির করিয়া, তলোয়ার মুছিতে মুছিতে বালক উত্তর করিল—"দেখ। তুমি রাজার লোক হও আর না হও, তাতে কিছু আসে যায় না—রবিন্ হুড্ নামে একজন দস্যু আছে, তাকেই আমি খুঁজছি; রাণীর কাছ থেকে তার জন্য ক্ষমা-পত্র নিয়ে এসেছি। তার খবর আমায় বলতে পার কি?" রবিন্ হুডের উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া বালক যখন তাহার রুমাল সার্টের মধ্যে গুঁজিতেছিল, তখন রবিন্ হঠাৎ সার্টের ভিতরে একটা চকচকে সোনার জিনিস দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বালকের দিকে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন—"হ্যাঁ, এখন তোমাকে চিনতে পেরেছি। ঐ সোনার তীরটা দেখেই ধরে ফেলেছি। শেরিফের টুর্ণামেন্টে ঐ তীর পুরস্কার পেয়ে, আমি তোমাকে দিয়েছিলাম—তুমি নিশ্চয়ই ম্যারিয়ান।"

বালক বলিল—"কি? তা হলে তুমিই রবিন্ হুড্!"

রবিন্ বলিলেন—"হ্যাঁ, আমিই রবিন হুড!"

ইহা শুনিয়া ম্যারিয়ান্ যেমন বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন, তেমনই তাঁহার আহ্লাদেরও সীমা রহিল না।

তখন তিনি বলিলেন—"তাই ত রবিন্! আমি তোমাকে ত একেবারেই চিনতে পারিনি। না জেনে বড়ই অভদ্র ব্যবহার করেছি, তোমাকে আঘাত পর্যন্ত করেছি।"

এই বলিয়া ম্যারিয়ান তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া রবিনের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—"যাও, এবার নিশ্চয় সেরে যাবে।" রবিন্ হুড্ও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আঘাত শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

এতদিন পরে রবিন্ হুডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, ম্যারিয়ানের মনে খুবই আহ্লাদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু লজ্জাও বোধ হইতেছিল।

রবিন্ হুড্ প্রথমে লজ্জার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

তারপর হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ম্যারিয়ান বালকের পোষাক পরিয়া আছেন। তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লম্বা কোটটি ম্যারিয়ান্‌কে পরিতে দিলেন—লজ্জায় ম্যারিয়ানের মুখ লাল হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে রবিন্‌ হুডের হাত হইতে কোটটি লইয়া পরিলেন। তারপর দুইজনে মিলিয়া মনের আনন্দে কত দিনের কত ঘটনা—কত কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা আর ফুরায় না। গল্প করিতে করিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তাঁহাদের খেয়ালই নাই।

হঠাৎ রবিন্‌ হুডের চৈতন্য হইল, বলিলেন—"তাইত ম্যারিয়ান্‌! আমার বড় অন্যায় হয়েছে। আমার উচিত আদর যত্ন করে তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাওয়া, আর আমি কিনা সে কথা একেবারে ভুলে গিয়েছি।"

ম্যারিয়ান্‌ বলিল—"আমারও বড় অন্যায় হয়েছে রবিন্‌! আমি যে রিচার্ড পার্টিংটন্‌ রাণী ইলিনরের কাছ থেকে তোমার জন্য সংবাদ এনেছি, সে কথা একেবারে ভুলে গিয়েছি।"

ইহার পর রবিন্‌ হুড্‌ ম্যারিয়ান্‌কে লইয়া আড্ডায় রওয়ানা হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ম্যারিয়ান্‌ বলিতে লাগিলেন—"তোমার সব কথা ইলিনরের কানে পৌছেছে। রাণী ইলিনর তোমাকে দেখতে চান। তোমার আশ্চর্য তীর চালনা তিনি স্বচক্ষে দেখবেন। রাজা হেনরী আগামী সপ্তাহে একটি টুর্ণামেণ্টের বন্দোবস্ত করবেন; সেখানে তাঁর প্রসিদ্ধ তীরন্দাজরা তীরের খেলা দেখাবে। রাণী জানতে চেয়েছেন, তুমি তোমার ভাল ভাল চারজন তীরন্দাজ নিয়ে, সেই টুর্ণামেণ্টে যেতে পারবে কিনা?—তোমাদের কোনও ভয় নেই, তিনি অভয় দিয়েছেন কোনও মুস্কিলে পড়তে হবে না।"

"আমি যখন শুনতে পেলাম রাণী নিজে তোমাদের দেখতে চান, তখন রাণীকে বললাম—'আমাকে ছুটি দিন, আমি গিয়ে রবিন্‌

হুড্‌কে নিয়ে আসব। এক সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ জানা শোনা ছিল।' রাণী খুব খুশী হয়ে আমাকে আসতে বললেন। তিনি তাঁর হাতের এই আংটিটি দিয়েছেন, এটি সঙ্গে থাকলে তোমাদের কোনও রকম বিপদ হবে না।" রবিন্ হুড্ ম্যারিয়ানের হাত হইতে আংটি লইয়া চুম্বন করিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া উদ্দেশে রাণীকে সম্মান জানাইলেন।

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা রবিনের বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ম্যারিয়ান্‌কে দলের সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে পর, দস্যুরা সকলেই তাঁহাকে খুব সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিল। অনেক দিন পর শৈশবের সেই পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া উইল্ স্কার্‌লেট্ ত মহা খুশী! এদিকে এলান্-আ-ডেল্ ও তাহার স্ত্রী, তাহাদের ছোট কুঁড়ে ঘরটিকে ম্যারিয়ানের বাসের উপযোগী করিবার জন্য, ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

রাত্রে মহা ভোজ! মাচ্ স্বয়ং বাবুর্চি—ম্যারিয়ান্ যে হরিণটি মারিয়াছিলেন, তাহাই রান্না হইল। আহারের পর এলান্-আ-ডেলের সুমধুর গান শুনিয়া ম্যারিয়ান্ মোহিত হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ আমোদ আহ্লাদের পর রবিন্ হুড্ রাণীর প্রেরিত সংবাদ সকলের সাক্ষাতে বলিবার জন্য, ম্যারিয়ান্‌কে অনুরোধ করিলেন। ম্যারিয়ান্ গম্ভীর ভাবে আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলে পর, রবিন্ হুড্ দস্যুদলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রাণী যে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন, তা ত তোমরা শুনলে। এখন চারজন ভাল তীরন্দাজকে আমার সঙ্গে যেতে হবে! আমার মনে হয়, লিট্‌ল্ জন্, উইল্ স্টাট্‌লি, আমার ভাই উইল্ স্কার্‌লেট্, আর আমাদের গায়ক এলান্-আ-ডেল্ এই চার জন গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। মিসেস্ এলান্‌ও অবশ্য তাঁর স্বামীর সঙ্গেই যাবেন। আমরা তা হলে খুব ভোরে রওয়ানা হব। এখন যাবার বন্দোবস্ত করা উচিত। শুধু যে ভাল কাপড় চোপড় পরলেই হবে তা নয়,

তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলিও যেন খুব চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে হয়। আমরা রাণীর লোক হয়ে যাচ্ছি, তাঁর যাতে ইজ্জৎ বজায় থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সার্‌উড্‌ বনের কোন রকম নিন্দা না হয়, এটা দেখা দরকার। আর আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত মাচ্চ্‌, উইল্‌ লেস্টার্‌ ও জন্‌ এই চার জন দলের লোকদের দেখবে শুনবে। ফ্রায়ার টাক্‌ প্রতি রবিবারে তোমাদের নিয়ে ভগবানের নাম করবেন।"

রবিন্‌ হুডের এই প্রস্তাব শুনিয়া দলের সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপর যাত্রার আয়োজন শেষ করিয়া, রাত্রি অধিক হওয়ায়, সকলে শয়ন করিতে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা রবিন্‌ হুডেরা সাত জন রওয়ানা হইলেন। রবিন্‌ হুডের পোষাক টুকটুকে লাল, অপর সকলের পরিধানে লিঙ্কান গ্রীণ। প্রত্যেকের মাথায় কাল টুপি, তাহাতে ধপধপে সাদা পালক গোঁজা—তাঁহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সমস্ত পথ তাঁহারা নির্বিঘ্নেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। রবিন্‌ হুডের নিকট রাণীর সেই আংটি; ভয়ই বা কাহাকে? লণ্ডনে পৌঁছিলে পর, সহরের দরজায় আংটিটি দেখাইলে প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিল। ম্যারিয়ান্‌ তাঁহাদিগকে রাণীর প্রাসাদে লইয়া গেলেন।

লণ্ডন সহরের নিকটেই একটি ময়দানে টুর্ণামেণ্ট হইবে। টুর্ণামেণ্টের কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য, রাজা স্বয়ং সে দিন ময়দানে গিয়াছিলেন। শুধু টুর্ণামেণ্টের বন্দোবস্ত দেখাই রাজার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার কয়েকজন তীরন্দাজকেও দেখিবেন। তীরন্দাজ কয়টি রাজার বড়ই প্রিয়, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, টুর্ণামেণ্টে তাঁহার তীরন্দাজেরাই জয়লাভ করিবে—সকলের নিকটেই রাজা খুব অহঙ্কার করিয়া সে কথা বলিতেন!

রাজার এরূপ অহঙ্কার রাণীর ভাল লাগিত না। তিনি গোপনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজার সহিত বাজি রাখিবেন এবং তাঁহার

তীরন্দাজদিগকে হারাইয়া বাজি জিতিয়া লইবেন। রাণী শুনিয়াছিলেন, রবিন্ হুড্ এবং তাঁহার দলের লোকেরা তীর-খেলায় অদ্বিতীয়। তাহার উপর ম্যারিয়ান্ও রাণীর নিকট দস্যুদলের অনেক সুখ্যাতি করিলে পর, তাহাদিগকে আনিয়া বাজি জিতিতে রাণীর ইচ্ছা হয়। ম্যারিয়ান্ তাহাদিগকে আনিতে পারেন শুনিয়া, রাণী তাঁহাকে সার্উড্ বনে পাঠাইয়াছিলেন।

রবিন্ হুডেরা যখন লণ্ডনে রাণীর প্রাসাদে আসিলেন, তখন রাণী তাঁহার দরবারে বসিয়া সহচরীদের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। হঠাৎ ম্যারিয়ান্ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার সহচরীর বেশ, তিনি রাণীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন।

সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে গো! এ কি আমার সখী ম্যারিয়ান্, না আমার পেজ রিচার্ড পার্টিংটন?"

"আজ্ঞে, আমি রিচার্ড পার্টিংটন এবং ম্যারিয়ান্ দুইই। আপনি যাঁর জন্য পাঠিয়েছিলেন, রিচার্ড পার্টিংটন বেশে তাঁকে খুঁজে ধরেছি, আর ম্যারিয়ানের বেশে তাঁকে নিয়ে এসেছি।"

রাণী বলিলেন—"সত্যি না কি! কোথা এনেছ?"

ম্যারিয়ান্। "আজ্ঞে, এই আপনাদের প্রাসাদেই এনেছি! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার হুকুমের জন্য রবিন্ হুড্ ও তাঁর দলের অন্য চার জন লোক এই প্রাসাদেই অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সঙ্গে একজন মহিলাও আছেন, তাঁর বিয়ের গল্পটা বড় মজার—আপনাকে এক সময় বলব।"

রাণী বলিলেন—"ম্যারিয়ান্! তাদের এখনই আমার কাছে আন।"

রাণীর হুকুম পাইয়া ম্যারিয়ান্ তখনই একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। একটু পরেই সে ব্যক্তি, রবিন্ হুড্ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে আনিয়া রাণীর নিকটে উপস্থিত করিল।

রাণী মনে করিয়াছিলেন, রবিন্ হুডেরা বনের দস্যু, তাহাদের

চেহারাও বন্য ভূতের মত অদ্ভুত হইবে। কিন্তু দস্যুদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল—বস্তুতঃ তিনি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। কেবল রাণী নয়, উপস্থিত সহচরীগণ সকলেই রবিন্ হুডদের সৌন্দর্য এবং পোষাকের পারিপাট্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। টুক্‌টুকে লাল ভেল্‌ভেটের জামাটি রবিন্ হুড্‌কে বেশ মানাইয়াছিল। রাজদরবারে তাঁহার চেয়ে সুপুরুষ কেহ ছিলেন্ কিনা সন্দেহ! উইল্ স্কার্‌লেট্‌কে ত আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ইচ্ছা করিলেই সে কেমন ফুট্‌ফুটে বাবুটির মত সাজিত। এলান-আ-ডেল্‌ও কম সুন্দর ছিল না। লিট্‌ল্ জনের অসুরের মত বিশাল দেহ, উইল্ স্টাট্‌লিরও বীরপুরুষের মতই চেহারা। তাঁহাদের পোষাকের তেমন বাহার না থাকিলেও চেহারাতেই সব মানাইয়া গেল। এলানের স্ত্রীও খুব সুন্দরী ছিলেন, আবার রাণীর সাক্ষাতে আসিয়া তাঁহাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

রবিন্ হুড্ সসম্ভ্রমে হাঁটু গাড়িয়া, রাণীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"রাণী! আমিই রবিন্ হুড্, চারজন লোক নিয়ে আপনার হুকুমে এসেছি। আপনার আংটি আমার কাছেই আছে।" রাণী বলিলেন—"লক্‌স্‌লি! আমার কথায় তুমি এসেছ দেখে আমি বড় খুশী হয়েছি।"

তারপর রবিন্ একে একে সকলকেই রাণীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। মিসেস্ ডেল্‌কে রাণী আদর ভরে চুম্বন করিলেন এবং যতদিন তিনি সহরে থাকিবেন, ততদিন প্রাসাদেই তাঁহার সহচরীদের সহিত বাস করিতে অনুরোধ করিলেন।

তারপর সকলে বিশ্রাম করিলে, রাণী টুর্ণামেন্টের কথা উল্লেখ করিয়া রবিন্ হুড্‌কে বলিলেন—"আমার ইচ্ছা, তোমরা আমার হয়ে এই টুর্ণামেন্টে রাজার লোকদের সঙ্গে তীরের খেলা দেখাও। কিন্তু টুর্ণামেন্টের আগে, খবরদার! কেউ যেন তোমাদের কথা জানতে না পারে।"

ইহার পর রাণী এবং তাঁহার সহচরীদের অনুরোধে, রবিন্ তাঁহাদিগকে কতকগুলি সাহস এবং বীরত্বপূর্ণ কৌতুকজনক গল্প শুনাইলেন। দস্যুদলের কাহিনী রাণী ইলিনর ইতিপূর্বেই কতক শুনিতে পাইয়াছিলেন; এখন রবিনের মুখে সেই সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ম্যারিয়ান্ প্লিম্পটন গির্জায় এলানের স্ত্রীর সেই বিবাহের ঘটনা এমন কৌতুকজনক করিয়া বর্ণনা করিলেন যে, তাহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে রাণী ইলিনরের পাঁজরে বেদনা ধরিয়া গেল।

ইহার পর রাণী এলান্-আ-ডেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন— "এই বুঝি সেই গায়ক? এর কথা যেন আগেও শুনেছি বলে মনে হয়। আচ্ছা, তুমি আমাদের একটা গান শোনাবে কি?"

তখন বীণা আনান হইল। এলান্ রাণীকে নমস্কার করিয়া বীণা বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল। কি সুমিষ্ট স্বর, কি সুমধুর গান। এলানের সংগীতে প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল—রাণী এবং তাঁহার সহচরীগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লণ্ডন সহরের নিকট একটি ময়দান ছিল, তাহার নাম ফিন্সবারি ফিল্ড। এই ময়দানেই রাজা টুর্ণামেণ্টের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আজ টুর্ণামেণ্টের দিন, সহরের সমস্ত লোকজন ভোর হইতে না হইতেই যেন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। পিপীলিকা-শ্রেণীর মত দলে দলে লোক আসিয়া, ফিন্সবারি ফিল্ডে উপস্থিত হইতে লাগিল। ময়দানের তিন দিক ঘিরিয়া সার্কাসের মত গ্যালারি, তাহাতে বসিবার স্থান। গ্যালারির ঠিক মাঝখানে রাজা রাণীর আসন।

ময়দানের চারিদিকে রাজার ভিন্ন ভিন্ন তীরন্দাজ-দলের জন্য

তাঁবু খাটান ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের নিশান ভিন্ন ভিন্ন রংএর। রঙ্গভূমিতে প্রথম আসিল বেগুনি রং-এর নিশান লইয়া টিপাসের দল। এই টিপাস্‌ই রাজার সর্বোৎকৃষ্ট তীরন্দাজ। টিপাসের দলের পর হরিদ্রাবর্ণের নিশান লইয়া ক্লিফ্‌টনের দল আসিল। ক্লিফ্‌টনের পর নীলবর্ণের নিশান লইয়া গিল্‌বার্টের দল, তারপর সবুজ নিশান লইয়া এল্‌উইনের দল। এল্‌উইনের দলের পর সাদা নিশান লইয়া রবার্টের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর আরও পাঁচজন প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ আসিল। রাজা সকলের নিকটই এই সমস্ত তীরন্দাজের বড়াই করিতেন। তাহাদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিবার জন্যই তিনি এই টুর্ণামেণ্টের আয়োজন করিয়াছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সদর দরজা খুলিয়া, বিগল্ বাজাইতে বাজাইতে একজন দূত প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে রাজপতাকাধারী ছয় জন ঘোড়সওয়ার। তাহার পর রাজা দেখা দিলেন। রাজার সঙ্গে রাণী ইলিনর, দুইজন রাজকুমার এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আসিলেন। রাজারাণী ঘোড়া হইতে নামিয়া নির্দিষ্ট সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, সকলে নিজ নিজ আসনে বসিলেন।

তারপর রাজা তাঁহার প্রিয় তীরন্দাজ টিপাস্‌কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"টিপাস্, বল দেখি টার্গেট কত দূরে রাখা যাবে?"

এই সময়ে রাণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ! কি পুরস্কার দেবেন ঠিক করা হয়েছে কি?"

রাজা বলিলেন—"প্রথম পুরস্কার হলো চল্লিশটি মোহর-পূর্ণ একটি ব্যাগ; দ্বিতীয় পুরস্কার চল্লিশটি রৌপ্য-মুদ্রা-পূর্ণ ব্যাগ্; তৃতীয় পুরস্কার একটি রূপার বিগল্।"

রাণীর কথার উত্তর দিয়া রাজা টিপাস্‌কে পুনরায় বলিলেন

—"টিপাস্! এক কাজ কর, টার্গেটগুলো একশ' গজ দূরে রাখ।"

রাজার আদেশ মত টিপাস্ দশটি টার্গেট একশত গজ দূরে রাখিল। তীরন্দাজদিগের দশটি দল। প্রত্যেক তীরন্দাজ তাহাদিগের জন্য নির্দিষ্ট টার্গেট লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িবে। যাহার সর্বাপেক্ষা অধিক তীর কেন্দ্রস্থলে (বুল্স্ আই) বিদ্ধ হইবে, সে-ই প্রথম। তারপর কেন্দ্রে বিদ্ধ তীরের সংখ্যা অনুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি নির্দিষ্ট হইবে। দূত এই সকল নিয়ম ঘোষণা করিলে পর, পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই পরীক্ষায় টিপাস্ সর্বপ্রথম, গিল্বার্ট দ্বিতীয় এবং ক্লিফ্টন্ তৃতীয় স্থান অধিকার করিল।

এবার টার্গেট একশত বিশ গজ দূরে। এই পরীক্ষা কেবল মাত্র রাজার তীরন্দাজদিগের জন্য নহে, উপস্থিত যে কোন তীরন্দাজ এই পরীক্ষা দিতে পারিবে। কিন্তু এবার ব্যাপার বড় সহজ নয়—কেবল মাত্র দশ বার জন বাহিরের লোক পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া রাজা বলিলেন—"এদের ত দেখছি আস্পর্ধা কম নয়, আমার তীরন্দাজদিগের সঙ্গে পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা!"

রাজার এইরূপ অহঙ্কার রাণী ইলিনরের সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি কি মনে করেন, আপনার এই দশ জন তীরন্দাজই ইংলণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে ভাল?"

রাজা বলিলেন—"হ্যাঁ রাণী। শুধু ইংলণ্ডে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে এদের সমান কেউ আছে কিনা সন্দেহ। আমার তীরন্দাজদের কেউ হারাতে পারবে না—আমি পাঁচশত পাউণ্ড বাজি রাখতে পারি!"

রাণী বলিলেন—"বটে! আচ্ছা মহারাজ, আমিও বাজি রাখছি, আপনার লোকদের হারাবার মত তীরন্দাজ এখানেই আমি জোগাড় করব, তবে কি না আপনাকে একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

রাজা—"কি প্রতিজ্ঞা করব রাণী?"

রাণী—"আমি পাঁচজন তীরন্দাজ আনব, তারা আপনার দশজন লোককে হারিয়ে দেবে। কিন্তু মহারাজ! আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, তাদের কোন শাস্তি দেবেন না।"

রাণী ইলিনরের কথা শুনিয়া রাজার বড় কৌতূহল হইল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা রাণী, তোমার লোকদের কোনও অনিষ্ট করব না, আমি অভয় দিলাম। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—বাজি রাখলে ঠকতে হবে; আমার টিপাস্, ক্লিফ্‌টন্ ও গিল্‌বার্টের মত তীরন্দাজ কোথাও নাই।"

রাণী বলিলেন—"আচ্ছা দেখা যাবে! আগে আমি দেখি পাঁচজন লোক পাই কি না।" তখন রাণী একজন বালক ভৃত্যকে বলিলেন—"যাও ত ছোক্‌রা! স্যার রিচার্ড অব-দি-লি এবং হারফোর্ডের বিশপ্ মহাশয় ঐ যে বসে আছেন, তাঁদের ডেকে নিয়ে এস ত!"

স্যার রিচার্ড ও বিশপ্ আসিলে পর, রাণী স্যার রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা স্যার রিচার্ড! আমি রাজার সঙ্গে বাজি রাখতে চাই—টিপাস্, ক্লিফ্‌টন ও গিল্‌বার্টের মত পাঁচজন তীরন্দাজ জোগাড় কর্‌ব, আপনি কি বলেন?"

স্যার রিচার্ড রাণীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"না রাণী! আমি বাজি রাখতে আপনাকে পরামর্শ দিই না, কেননা রাজার লোকদের সমান ওস্তাদ কেউ নেই।" এই বলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"তবে কি না আমি শুনেছি, সার্‌উড্ বনে না কি এমন সব লোক আছে, যারা অদ্ভুত তীরের খেলা জানে।"

স্যার রিচার্ডের কথা শুনিয়া রাণী ইলিনর হাসিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিয়া বিশপ্ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বিশপ্ মহাশয়! আমি রাজার সঙ্গে বাজি রাখ্‌তে চাই, আপনি কিছু টাকা ধার দিতে পারেন?"

বিশপ্ বলিলেন—"না রাণী! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বিশ্বাস রাজার তীরন্দাজদের মত ওস্তাদ কোথাও নেই।"

রাণী বলিলেন—"আচ্ছা বিশপ্ মহাশয়! মনে করুন, আমি যদি এমন লোক পাই, যাদের আপনিও খুব ভাল করে জানেন, তা হলে? আমি শুনেছি, নটিংহাম্ এবং প্লিম্পটন্ সহরে না কি অনেক ভাল ভাল তীরন্দাজ আছে।"

বিশপ্ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইল—হয় ত বা রবিন্ হুড্ দলবল লইয়া নিকটেই আছে। আবার মনে মনে ভাবিলেন—"কি মুস্কিল! প্লিম্পটন্ গির্জার হাঙ্গাম দেখছি রাণীর কানেও এসেছে। যা হোক্ এখন ঘাবড়ালে চল্‌বে না।"

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বিশপ্ রাণীকে বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা করবেন রাণী! আপনি যা শুনেছেন, সব বাজে গল্প—অনেক বাড়াবাড়ি। বাজি রাখতে ত আমি আপনাকে পরামর্শ দিইই না, বরং রাজা যা বাজি রেখেছেন, তার উপর আমি আরও কিছু বাড়াতে পারি।"

রাণী বলিলেন—"সে আপনার খুসী! আচ্ছা, আপনি কতটা বাড়াতে পারেন?"

বিশপ্ বলিলেন—"কতটা বাড়াতে পারি? এই নিন আমার ব্যাগ—এতে একশ'টা মোহর আছে।"

রাণী বলিলেন—"আচ্ছা তাই দিন।" এই বলিয়া ইলিনর বিশপের হাত হইতে ব্যাগটি লইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আপনার সঙ্গে তা হলে আমি সত্য সত্যই বাজি রাখলাম!"

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা বেশ! কিন্তু তোমার যে দেখছি হঠাৎ খেলার দিকে বড় ঝোঁক পড়ে গেল—ব্যাপারটা কি?"

রাণী—"ব্যাপার আর কি হবে? আমি পাঁচজন লোক পেয়েছি,

আপনি যাদের সঙ্গে বলবেন তাদের সঙ্গেই তারা পরীক্ষা দিতে পারবে।”

রাজা বলিলেন—“সত্যি রাণী? তা হলে তোমার পাঁচজন লোককে এখনই পরীক্ষা করে দেখব। আচ্ছা উপস্থিত খেলাটা শেষ হতে দাও, এদের মধ্যে যে পাঁচজন সবচেয়ে ভাল হবে, তাদের সঙ্গেই তোমার পাঁচজনের পরীক্ষা নেব।”

“আচ্ছা মহারাজ, তাই হোক্।”—এই বলিয়া রাণী ইলিনর ম্যারিয়ান্‌কে সঙ্কেত করিলেন। ম্যারিয়ান্ উঠিয়া আসিলে পর রাণী তাঁহার কানে কানে কি বলিলেন—ম্যারিয়ান্ চলিয়া গেলেন।

এবারের পরীক্ষায় গিল্‌বার্ট ও টিপাস্ সমান সমান হইল, এল্‌উইন্ তৃতীয় ও জিওফ্রে নামক একজন বাহিরের তীরন্দাজ চতুর্থ ও ক্লিফ্‌টন্ পঞ্চম স্থান অধিকার করিল।

এখন সর্বশেষ পরীক্ষা হইবে। রাজা দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“এবারে গিল্‌বার্ট, টিপাস্, এল্‌উইন্, জিওফ্রে ও ক্লিফ্‌টন্ এই পাঁচজনকে রাণীর পাঁচজন নূতন তীরন্দাজের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে হবে।”

রাজার কথা শুনিয়া চারিদিকে সকলেই একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। “রাণীর লোক কারা?” সকলের মুখে এই কথা, সকলেই মহা উৎসুক। তখন দেখা গেল যে, রঙ্গস্থলের অপর পার্শ্বের দরজা দিয়া পাঁচ জন লোক প্রবেশ করিল, তাহাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া একজন মহিলা। মহিলাটিকে দেখিয়া সকলেই চিনিতে পারিল তিনি ম্যারিয়ান্, কিন্তু লোক পাঁচটিকে কেহই চিনিতে পারিল না।

তাহাদিগের মধ্যে চারিজন লিঙ্কান গ্রীণ পরা এবং পঞ্চম ব্যক্তির (তাহাকে দেখিলেই দলপতি বলিয়া মনে হয়) পরিধানে লাল টুক্‌টুকে পোষাক। প্রত্যেকের মাথায় লাল টুপি, তাহাতে সাদা

ধব্ধবে পালক। সকলেরই হাতে ধনু, পিঠে তূণ এবং পাশে শিকারীদের স্থায় ছুরি ঝুলান।

এই ক্ষুদ্র দল রাজাসনের সম্মুখে আসিবার পর, টুপি খুলিয়া রাজা-রাণীকে নমস্কার করিল। ম্যারিয়ান্ বলিলেন—"মহারাণী! আপনি যাদের আনতে পাঠিয়েছেন, এরাই তারা—আপনার হয়ে টুর্ণামেণ্টে তীর ছুঁড়বে।"

রাণী তখন তাহাদিগের প্রত্যেককে সোণালী এবং সবুজ রংএর এক একটি গলাবন্ধ দিয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"লক্স্লি! তোমরা যে আমার কাজ কর্‌তে রাজি হয়েছ, তার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি কিন্তু রাজার সঙ্গে বাজি রেখেছি, তোমরা তাঁর সব চেয়ে ওস্তাদ তীরন্দাজ পাঁচ জনকে হারাবে। দেখো আমার যেন সম্মানটা থাকে।"

এই পাঁচজন তীরন্দাজকে দেখিয়া, রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরা কারা রাণী?"

রাণী রাজার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই হারফোর্ডের বিশপ্ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"দোহাই মহারাজ! এরা পাঁচজন সারউড্ বনের দস্যু! লাল পোষাক পরা লোকটা স্বয়ং রবিন্ হুড্, আর ওরা হচ্ছে লিট্‌ল্ জন্, উইল্ স্টাট্‌লি, উইল্ স্কার্‌লেট্, আর এলান-আ-ডেল। সাংঘাতিক দস্যু এরা মহারাজ! এদের উৎপাতে সমস্ত উত্তর দেশ অস্থির হয়ে পড়েছে।"

রাণী ইলিনর ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ঠিক্! বিশপ্ মহাশয় নিজেই এদের খুব ভাল করে জানেন।"

রাজা কিন্তু বিশপের কথা শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন। রবিন্ হুডের কথা তিনিও ত শুনিয়াছেন!

তখন রাজা ইলিনরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাণী! একথা কি সত্য?"

রাণী বলিলেন—"মহারাজ! কথাটা ঠিকই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা

ভুলবেন না। আপনি কথা দিয়েছেন এদের কোন অনিষ্ট করবেন না।"

রাজা। "সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু মনে রেখো—আমার প্রতিজ্ঞা কেবল চল্লিশ দিনের জন্য, তার পর থেকে যেন তোমার এই অসমসাহসী দস্যুরা হুঁশিয়ার হয়।"

রাণী ইলিনরকে এই কথা বলিয়া, রাজা তাঁহার পাঁচজন তীরন্দাজকে বলিলেন—"তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, রাণীর সঙ্গে আমি বাজি রেখেছি। তিনি সারউড্ বনের পাঁচজন তীরন্দাজ যোগাড় করেছেন, তাঁদের সঙ্গে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে। তোমরা হুঁশিয়ার হও, যদি তাদের হারাতে পার, তবে তোমাদের টুপি বোঝাই করে টাকা দেব, এবং যে প্রথম হবে তাকে নাইট্ করে দেব।"

তখন পূর্বের ন্যায় সেই একশত বিশ গজ দূরে একটি টার্গেট রাখা হইল। উভয় দলের প্রত্যেকে এই টার্গেট লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িবে। গিল্‌বার্ট এবং রবিন্ লটারী করিয়া ঠিক করিলেন, রাজার লোকেরাই প্রথম আরম্ভ করিবে এবং সকলের আগে ক্লিফ্‌টনের পালা। ক্লিফ্‌টন পূর্ব পরীক্ষায় পঞ্চম হওয়ায় একটু লজ্জিত হইয়াছিল, তাই এবারে খুব হুঁশিয়ার হইয়াই তীর চালাইল। তাহার দু'টি তীর কেন্দ্রের মধ্যস্থিত কাল রংএর দাগে (বুল্‌স্ আই) লাগিল, অবশ্য ঠিক মাঝখানে না হইলেও দাগের ভিতরে বটে, তাহার তৃতীয় তীরটি বাঁকিয়া গিয়া দুই আঙ্গুল বাহিরে লাগিল। মোটের উপর ফল মন্দ হইল না।

ক্লিফ্‌টনের পর উইল্ স্কারলেটের পালা। রবিন্ হুড্ তাহাকে সতর্ক করিলেন—"সাবধান ভাই উইল্! ঠিক্ মাঝখানে কিন্তু তোমার তিনটি তীরের জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে!"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, রবিন্ হুড্ সাবধান করিতে যাওয়ায় ফল আরও খারাপ হইল। উইলের প্রথম তীর বুল্‌স্ আইয়ের

বাহিরে ক্লিফ্‌টনের চেয়েও দূরে পড়িল। লজ্জায় রবিন্ হুডের মুখ লাল হইয়া উঠিল! উইল্‌কে বলিলেন—"আমায় ক্ষমা কর ভাই, বেশী সাবধান করতে গিয়েই অন্যায় করেছি। আচ্ছা, এবারে ধনুর গুণটা বেশীক্ষণ টিপে রেখ না, আঙ্গুলে আট্‌কে যাওয়ার আগেই তীরটা ছেড়ে দিও।"

রবিনের এই সঙ্কেতে ভাল ফল ফলিল। উইল্ স্কার্‌লেটের পরের দুটি তীরই একেবারে বুল্‌স্ আইএ এবং একটি তীর ক্লিফ্‌টনের চেয়েও কেন্দ্রের নিকটে বিঁধিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মোটের উপর ক্লিফ্‌টনেরই জিত হইল। লজ্জায় উইল্ স্কার্‌লেটের মাথা নীচু হইয়া গেল।

ইহার পর পুরাতন টার্গেট বদলাইয়া আবার নূতন টার্গেট রাখা হইল। এবারে জিওফ্রে এবং এলান্-আ-ডেলের পালা। রাণীর আসনের পাশেই তাঁহার সখীরা বসিয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে মিসেস্ এলান্‌ও ছিলেন। উত্তম গায়ক বলিয়া এলান্ সকলেরই প্রিয়পাত্র। মিসেস্ এলান্‌কে সখীরা বলিলেন—"তোমার স্বামীর যেমন চমৎকার বীণার হাত, তেমন যদি তীরের হাত হয় তবে তাঁর জিত কে রোখে।"

বাস্তবিক ফল তাহাই হইল। জিওফ্রে অবশ্য তীর মন্দ চালায় নাই, তাহার তিনটি তীরই বুল্‌স্ আইএর উপর তিনকোণা হইয়া বিঁধিল। কিন্তু জিওফ্রের তীরের মধ্যস্থলে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা ছিল। এলানের পালা শেষ হইলে দেখা গেল যে, তাহার তিনটি তীরই একেবারে সেই ফাঁকা জায়গার মধ্যে! চারিদিক্ হইতে সকলে, এমন কি উপস্থিত মহিলারা পর্যন্ত, হাততালি দিয়া উঠিলেন।

তারপর উইল্ স্টাট্‌লি এবং এল্‌উইনের পালা। এল্‌উইনের পরীক্ষার ফল হইল ঠিক জিওফ্রের মত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ স্টাট্‌লির পরীক্ষা খারাপ হইল। স্টাট্‌লির একটা মস্ত দোষ ছিল,

সে বড় অস্থিরমতি, একটু মনোযোগ দিয়া যে তীর চালাইবে, তাহা যেন তাহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই—গুণ টানিল আর তীর ছাড়িয়া দিল! ফলে তাহার প্রথম দুইটি তীরই এল্‌উইনের তীরের বাহিরে পড়িল।

রবিন্ হুড্ ভারি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"কর কি স্টাট্‌লি! শেষকালটা কি রাণীর অপমান কর্‌বে, সারউড্‌কে লজ্জা দেবে?"

স্টাট্‌লি বলিল—"আজ্ঞে, আমার বড় অন্যায় হয়েছে, আমায় মাপ কর্‌বেন।" এই কথা শেষ হইবার পূর্বেই শন্ শন্ শব্দে স্টাট্‌লির তৃতীয় তীর ছুটিয়া চলিল এবং একেবারে বুল্‌স্ আইএর ঠিক মধ্যখানে। এমন পরিষ্কার লক্ষ্য তখনও পর্যন্ত কাহারও হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, মোটের উপর এল্‌উইনেরই জিত হইল।

রাজা মহাখুসী; রাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি রাণী! এখন খবর কি? তোমার তিনজনের মধ্যে ত দু'জনেই হেরে গেল; বাকি দু'জন যদি খুব ভাল কর্‌তে না পারে ত বাজি হেরে গেলে!"

রাণী বলিলেন—"হ্যাঁ মহারাজ! আপনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক, কিন্তু এখনও ত দুজন আছে! আর সে দুজন স্বয়ং রবিন্ হুড্ আর লিট্‌ল্ জন্।"

রাজাও বলিলেন—"তোমার যেমন রবিন্ হুড্ আর লিট্‌ল্ জন্ আছে, আমারও তেমনিই টিপাস্ আর গিল্‌বার্ট রয়েছে!"

ইহার পর সকলেই পুনরায় টার্গেটের দিকে মন দিলেন। এবার টিপাসের পালা। কিন্তু বেচারী ঠিক উইল্ স্কার্‌লেটের মতই ভুল করিল; ধনুকের গুণ অনেকক্ষণ টিপিয়া রাখার দরুণ তাহার প্রথম দুটি তীরই খারাপ হইয়া গেল। তার মধ্যে একটি অবশ্য বুল্‌স্ আইএর ভিতরেই লাগিল। তৃতীয় তীরের বেলায় খুব সাবধান হওয়ায়, সেটি স্টাট্‌লির তৃতীয় তীরের ন্যায় বুল্‌স্ আইএর

একেবারে মাঝখানে গিয়া বিঁধিল। তারপর লিট্‌ল্ জন্—তাহার প্রথম দুটি তীর টিপাসের প্রথম দুটির চাইতেও কেন্দ্রের কাছে বিঁধিল। তৃতীয় তীরটির বেলায় জন্ সার্‌উডের এক অতি আশ্চর্য কায়দায় তীরটি ছাড়িবার সময় কেমন যেন একটা মোচড় দিয়া দিল আর বন্ বন্ শব্দে ঘুরপাক খাইতে খাইতে, বুল্‌স্ আইএর কেন্দ্রবিদ্ধ টিপাসের তীরটিকে টোক্কা মারিয়া তুলিয়া ফেলিয়া, সেই ছিদ্রে বিঁধিল!

রাজা ত এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক্! তাঁহার ত বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কি সর্বনাশ! এমন অসম্ভব ব্যাপার ত কখনও দেখি নি! এ বেটা নিশ্চয় সয়তানের চেলা, কখনই মানুষ নয়।"

রাণী ইলিনরের তখন অনেকটা ভরসা হইল। রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! এবারে কিন্তু দুই দলই সমান সমান; এখন দেখা যাক্, গিল্‌বার্ট আর রবিন্ হুড্ কি করে।"

গিল্‌বার্ট ধীরে ধীরে খুব লক্ষ্য করিয়া পর পর তিনটি তীরই বুল্‌স্ আইএর ভিতরে লাগাইল, কিন্তু একেবারে সেণ্টারে নয়। সেণ্টারে তখনও সামান্য জায়গা ফাঁকা রহিয়া গেল। রবিন্ হুড্ নিজেই গিল্‌বার্টকে বাহবা দিয়া বলিলেন—"সাবাস্ গিল্‌বার্ট! কিন্তু আর একটু মন দিয়ে যদি প্রথমটা এখানে"—সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রথম তীর ছাড়িলেন—"দ্বিতীয়টি এখানে", তাঁর দ্বিতীয় তীরও ছুটিল—"আর একটা এখানে মার্‌তে"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শেষ তীর চলিল—"তা হ'লে রাজা নিশ্চয়ই তোমাকেই ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় তীরন্দাজ বল্‌তেন!"

রবিন্ হুডের শেষের কথাগুলি কিছুই শোনা গেল না। তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া, দর্শকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিতে করিতে কানে তালা লাগাইয়া দিল। রবিন্ হুডের প্রথম দুইটি তীর গিল্‌বার্টের তীরের মাঝখানে যে ফাঁকা ক্ষুদ্র জায়গাটুকু ছিল, ঠিক সেই

·রবিন্ হুড্ তীর ছুঁড়িতেছেন [পৃঃ ৪৩৯

জায়গাটিতে প্রায় ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া গিয়া বিঁধিল। তার তৃতীয় তীরটি, তাঁহার প্রথম দু'টি তীরের খানিকটা করিয়া চাক্লা তুলিয়া, দু'টির ঠিক মাঝখানে বিঁধিল। দূর হইতে মনে হইল,

যেন টার্গেটের ঠিক মাঝখানে খুব মোটা একটি তীরই বিদ্ধ হইয়া আছে।

রাগে বিস্ময়ে রাজা মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"গিল্‌বার্ট এখনও হারে নি। তার তিনটি তীরই বুল্‌স্ আইএর ভিতরে পড়েছে এবং সেটাই সব চেয়ে ভাল তীর চালানর পরীক্ষা।"

রবিন্ হুড্ রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনার কথাই থাকুক। আপনি যখন বল্‌ছেন আমরা দু'জন সমান সমান হয়েছি, তখন আমাদের আবার পরীক্ষা করুন! কিন্তু অনুগ্রহ করে এবারের টার্গেটটি আমার পছন্দ মত কর্‌তে দিন।"

রাজার হুকুমে রবিন্ হুড্ তখন সারউড্ বনের আর একটি কায়দা খেলিলেন। উইলোর একটি খুব সরু এবং সোজা ডাল আনাইয়া, ছুরি দিয়া ছাল ছাড়াইলেন এবং টার্গেটের জায়গায় ডালটিকে পুঁতিয়া দিয়া বলিলেন—"গিল্‌বার্ট! এই ডালটিকে কাট দেখি, এইটেই আমার টার্গেট।"

গিল্‌বার্ট। "এ যে চোখেই ভাল করে দেখতে পাই না, তা আবার কাটব কি করে?" মনে মনে বলিল—"যা হোক্, রাজার ইজ্জৎটা ত রাখতে হবে, একবার না হয় চেষ্টা করেই দেখা যাক্।"

এই শেষ পরীক্ষাতেই গিল্‌বার্টের দফা রফা হইয়া গেল। তাহার তীর ডাল স্পর্শও করিতে পারিল না, পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

এবার রবিন্ হুডের পালা। তিনি বাছিয়া একটি তীর লইয়া ধনুকের গুণটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং কান পর্যন্ত গুণ টানিয়া তীর ছাড়িয়া দিলেন। শন্ শন্ শব্দে তীর ছুটিয়া গিয়া, দেখিতে দেখিতে উইলোর ডালটিকে কাটিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিল!

গিল্‌বার্ট রবিন্ হুডের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বলিল—

"নিশ্চয় তোমার ধনুটি যাদু করা, তা নইলে তুমি যা করলে এ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।"

রাজা আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে রহিলেন না, রাগে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। বিচারকদিগকে পুরস্কার বিতরণের হুকুম দিয়া তখনই ঘোড়ায় চড়িলেন। রাণীর সঙ্গে একটি কথাও বলিলেন না। রাজকুমার দু'টিকে এবং তাঁহার শরীররক্ষক যে কয়টি নাইট্ উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া, রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা চলিয়া গেলে পর, রাণী ইলিনর রবিন্ হুড্ প্রভৃতিকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"লক্স্লি! আজ তোমরা আমার মান রেখেছ, আমি বড় খুসী হয়েছি। দুঃখের বিষয় মহারাজ তাতে সন্তুষ্ট হ'ন নি। কিন্তু তা বলে তোমরা ভয় পেও না। রাজা যে অভয় দিয়েছেন, তার নড়চড় হতে পারে না। রাজার পুরস্কার ত তোমরা পেলেই, তার উপর আমি বাজি জিতে যে টাকা পেয়েছি, তাও তোমাদের দিলাম। তোমরা এই টাকা দিয়ে লণ্ডন সহরে খুব ভাল যে তলোয়ার পাওয়া যায়, দলের প্রত্যেকের জন্য সেই তলোয়ার এক একখানি কিনো। তলোয়ারগুলিকে 'রাণীর তলোয়ার' নাম দিও এবং প্রতিজ্ঞা কর যে তা দিয়ে চিরকাল গরীবদের এবং অসহায় স্ত্রীলোকদের রক্ষা করবে।"

রবিন্ হুড্ প্রভৃতি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ মহারাণী, আমরা চিরকাল তাই করব, প্রতিজ্ঞা করলাম।"

রাণী ইলিনর তখন সহচরীদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

রাণী চলিয়া গেলে পর, টুর্ণামেণ্টের বিচারকেরা রবিন্ হুড্দের ডাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিলেন। রাজা হেনরীর টুর্ণামেণ্টের ব্যাপার শেষ হইল। রবিন্ হুড্ প্রভৃতি তখন রঙ্গভূমি ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।

রবিন্ হুড্ দলের সকলকে লইয়া নিরাপদে লণ্ডন সহর পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, বিদায়কালে ম্যারিয়ানের মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত রবিন্ হুড্ এবং তাঁহার দল নিরাপদেই কাটাইলেন। চল্লিশ দিন কাটিয়া গেলে পর, শেরিফের উপর কড়া হুকুম আসিল, "যেমন করে পার, দস্যুদের জব্দ করতেই হবে, তা নইলে তোমার কাজ যাবে।"

টুর্ণামেণ্টের পর দস্যুদলের এই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা সমস্ত ইংলণ্ড দেশ তোলপাড় করিয়া দিল। শেরিফ্ মহাশয় বারবারই অকৃতকার্য হইতে লাগিলেন, সকলে প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। দস্যুদল যে বনের ভিতর কোথায় লুকাইয়া থাকে, শত চেষ্টা করিয়াও শেরিফ্ তাহাদিগের সন্ধান পাইলেন না।

শেরিফ্-কন্যাকে নটিংহামের মেলায় রাণী না করিয়া, রবিন্ হুড্ যে সকলের সাক্ষাতে তাঁহার অপমান করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। সেই দিন হইতেই শেরিফ্-কন্যা রবিন্ হুড্‌কে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পিতা বারংবার রবিন্ হুডের নিকট অপদস্থ হইতেছেন দেখিয়া, দস্যুদলের উপর তাঁহার ঘৃণা দিন দিন বাড়িতেছিল।

শেরিফ্-কন্যা একদিন তাঁহার পিতাকে বলিলেন—"দেখ বাবা! লোকজন নিয়ে রবিন্ হুডের তুমি কিছুই কর্‌তে পারবে না, লোকটা বেজায় চালাক। চালাকি খেলিয়ে তাকে জব্দ করতে হবে।"

শেরিফ্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ মা, তুমি

যা বল্‌ছ তা ত ঠিকই, কিন্তু পারি কৈ? বেটার কথা ভেবে ভেবে যে আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না।"

শেরিফ্-কন্যা বলিলেন—"আচ্ছা বাবা! আমি একটা মতলব ঠিক করেছি, আমার মনে হয় তাতে জব্দ করতে পারব।"

শেরিফ্ বলিলেন—"তা বেশ! অতি উত্তম কথা। যে রবিন্ হুড্‌কে ধরতে পারবে, তাকে রীতিমত বক্‌সিস দেব।"

ইহার পর একদিন শেরিফ্-কন্যা বসিয়া ভাবিতেছিলেন— "তাই ত, কি করা যায়?" এমন সময় একজন ঝালাইওয়ালা আসিল, তাহার নাম মিড্‌ল্। সে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বাসন-পত্র ঝালাই করে। লোকটা বেজায় গল্পবাজ। বাবুর্চিখানার পাশের ঘরে বসিয়া, বাসন পিটিতে পিটিতে বড়াই করিতেছিল—"হতভাগা বেটা রবিন্ হুড্‌কে পেলে মজাটা দেখিয়ে দিতাম।"

শেরিফের কন্যা মিড্‌লের এই জাঁক শুনিয়া ভাবিলেন—"এই লোকটাকে দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্ না! চেহারাটা খুব ষণ্ডার মতই দেখাচ্ছে, আর জাঁকটাও ত কম কর্‌ছে না!" তখন ঝালাইওয়ালাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তুমি কেমন ডাকাত ধরতে পার, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। যদি রবিন্ হুড্‌কে ধরতে পার, তা হলে অনেক পুরস্কার পাবে। কেমন, এতে রাজি আছ?"

আহ্লাদে সমস্ত দাঁতগুলি দেখাইয়া মিড্‌ল্ বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।"

শেরিফ্-কন্যা বলিলেন—"তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়। এই নাও পরওয়ানা। দেখো, পরওয়ানা যেন হারায় না।"

গ্রেপ্তারি পরওয়ানা লইয়া মিড্‌ল্ তখনি বাহির হইয়া পড়িল। ভারি স্ফূর্তি—রবিন্ হুড্‌কে ধরিবে! মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে, মিড্‌ল্ বার্নস্ ডেলের দিকে চলিল।

বেজায় গরম, রাস্তায় খুবই ধূলা। দুপুরের পর মিড্‌লের পরিশ্রম বোধ হওয়ায়, রাস্তার ধারেই একটি হোটেল দেখিতে পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হোটেলে বসিয়া মদ্যপান করিতে করিতে মিড্‌লের একটু ঘুমের ভাব আসিল।

তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া হোটেলওয়ালা একজন লোকের সঙ্গে রবিন্ হুডের বিষয় আলোচনা করিতেছিল—"শুন্‌তে পাই, শেরিফ্ মশায় না কি আরও লোকের জন্য লিঙ্কনে খবর পাঠিয়েছেন। সৈন্য এলে পরেই সারউড্ বন থেকে দস্যুদের একেবারে তাড়িয়ে দেবেন।"

হোটেলওয়ালার কথা শুনিতে পাইয়া মিড্‌ল্ জিজ্ঞাসা করিল —"কার কথা বল্‌ছ ভাই?"

হোটেলওয়ালা উত্তর করিল—"রবিন্ হুডের কথা বলছি। তা শুনে তোমার কি হবে—বেল পাকলে কাকের কি? তুমি ঘুমোও না বাপু।"

মিড্‌ল্ বলিল—"মশাই, পচা শামুকেও পা কাটে! এত হেলা করছেন কেন?"

হোটেলওয়ালা বলিল—"আরে যাও! শেরিফ্ নিজে, তারপর গাই-অব্-জিস্‌বোর্ণ প্রভৃতি আরও কত লোক ঘোল খেয়ে গেল, এখন বাকি আছে কিনা তোমার মত ঝালাইওয়ালা! যাও বাপু, রবিন্ হুড্‌কে ধরা তোমার কাজ নয়।"

হোটেলওয়ালার কথায় মিড্‌ল্ ভারি গম্ভীর ভাবে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"এই নাও ভাই, টেবিলের উপর তোমার টাকা রেখেছি! আমার জরুরী কাজ আছে, তোমার সঙ্গে বাজে বকাবকি করবার সময় নেই। তবে এটা বলে রাখছি যে, হয়ত বা ফিরবার সময় দেখতে পাবে রবিন্ হুড্‌কে ধরে নিয়ে এসেছি।" এই বলিয়া মিড্‌ল্ আবার বার্নস্ ডেলের রাস্তায় চলিল।

প্রায় সিকি মাইল আন্দাজ পথ চলিবার পর, একটি যুবকের সঙ্গে মিড্‌লের দেখা হইল। যুবকের বয়স কম, মাথায় সুন্দর কোঁকড়ান চুল—চেহারাটি বড়ই হাসি-খুসী। বেজায় গরম, তাই তাহার লম্বা কোটটি হাতে ঝুলান—যুবক প্রায় নিরস্ত্র, কেবলমাত্র একখানি তলোয়ার তাহার সঙ্গে।

মিড্‌ল্‌কে দেখিয়া যুবক নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ? খবর কি বল দেখি?"

মিড্‌ল্‌ও নমস্কার করিয়া বলিল—"আরে ভাই, খবর আর কি, আমি কোন খবর-টবর জানি না। বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাসন-পত্র ঝালাই-মেরামত করি।"

যুবক বলিল—"আমি ভাই একটা খবর শুনেছি—দু'জন ঝালাইওয়ালা নাকি মাতাল হয়েছিল বলে শাস্তি পেয়েছে।"

মিড্‌ল্‌ বলিল—"এই যদি বাপু তোমার খবর হয়ে থাকে, তাহলে সরে পড় শীগগির আমার সাম্‌নে থেকে, নইলে এই লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে তোমায় রাস্তা পার করে দিয়ে আসব। আমি বড় জরুরী কাজে এসেছি, আমাকে বিরক্ত করো না বলছি।"

যুবক বলিল—"বটে! কি এমন জরুরী কাজটা ভাই?"

মিড্‌ল্‌ বলিল—"জরুরী কাজ নয়! রাজার নিজের শিল্‌ করা পরওয়ানা শেরিফ্‌ মহাশয় আমাকে দিয়েছেন। রবিন্‌ হুড্‌ বলে একটা ডাকাত আছে, সে বেটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। তুমি যদি তার সন্ধান বলে দিতে পার, তাহলে চট্‌ করে বড়লোক হয়ে যাবে।"

যুবক বলিল—"আচ্ছা ভাই, পরওয়ানাটা দেখাও দেখি, তাহলে আমি তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য খুবই চেষ্টা করব।"

মিড্‌ল্‌ বলিল—"না ভাই তা হবে না, পরওয়ানা কাকেও দেখাব না। তুমি যদি সাহায্য না কর, তাহলে আমি নিজেই চেষ্টা

করব।” এই বলিয়া তাহার লাঠি মাথার উপর বন্ বন্ শব্দে ঘুরাইতে লাগিল।

লোকটা বড়ই সাদাসিধা। তাহার রকম সকম দেখিয়া যুবকের হাসি পাইল। যুবক বলিল—“আরে ভাই! এসব কথা এই গরমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বলা চলে? চল, একটু আগেই মোড়ের উপর একটা হোটেল আছে, সেখানে বসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলা যাবে এখন।”

মিড্‌ল্ বলিল—“তা বেশ, চল; আমার কোন আপত্তি নেই।”

দুই জনে মিলিয়া তখন, মিড্‌ল্ যে হোটেলে গিয়াছিল সেই হোটেলে আবার গিয়া উপস্থিত। হোটেলওয়ালা দুইজনকে দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“মশাইদের কি চাই?”

মিড্‌ল্ উত্তর করিল—“এই বড় গরম কিনা, তাই আমরা একটু ঠাণ্ডা হতে এসেছি। তুমি আমাদের কিছু মদটদ এনে দাও দেখি!” ঠাণ্ডা হইতে মিড্‌লের অনেকক্ষণ লাগিল। যুবক হুঁসিয়ার লোক, সে গ্লাস একেবারেই স্পর্শ করিল না। ধীরে ধীরে রবিন্ হুড্‌কে ধরিবার নানারকম পরামর্শ দিতে দিতে, খানিকক্ষণ পরেই দেখিল, মিড্‌ল্ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর কথাটি নাই, যুবক আস্তে আস্তে মিড্‌লের পকেট হইতে পরওয়ানা বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিল। তারপর একটু মুচকি হাসিয়া হোটেলওয়ালাকে বলিল—“আমি এখন চললাম, তোমার পাওনা-টাওনা সব ঝালাইওয়ালা ঘুম থেকে উঠে চুকিয়ে দেবে।”

“চললাম” বলিল বটে, কিন্তু যাইবার জন্য একটুও ব্যস্ত হইল না। ঘুম ভাঙ্গিলে ঝালাইওয়ালাটা কি বলে সেটা শুনিতেই হইবে, তাই সে বাহিরে গিয়া জানালার নীচে লুকাইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরেই মিড্‌ল্ প্রকাণ্ড একটি হাই তুলিয়া, যুবককেই যেন উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি বলছিলে বন্ধু?

সেই ডাকাত বেটাকে ধরবার না কি একটা মতলব ঠাওরেছিলে ?” এমন সময় হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিল যুবকটি সেখানে নাই। তখন “আরে লোকটা গেল কোথা ?” বলিয়া চাহিয়া দেখিল, ঘরে অপর একটি প্রাণীও নাই। “হোটেলওয়ালা, হোটেলওয়ালা” বলিয়া বার বার চীৎকার করাতে, হোটেলওয়ালা আসিয়া বলিল— “কেন মশায়! ডাকাডাকি কেন ?”

মিড্‌ল্‌ বলিল—“ডাক্‌ছি কেন ? তোমার টাকা পয়সা না দিয়ে সে ছোক্‌রাটা গেল কোথা ?”

“তা ত আমি জানি না, টাকা বোধ করি তোমার ব্যাগেই রেখে গিয়েছে।”

মিড্‌ল্‌ ব্যাগ্‌টি উলট পালট করিয়া দেখিল তাহাতে টাকা নাই। শুধু টাকা কেন, রবিন্ হুড্‌কে ধরিবার সে পরওয়ানাখানিও নাই! তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল—“কি সর্বনাশ! কে চুরি করল ? আমার ব্যাগ থেকে কে আমার সব বা’র করে নিয়েছে ? দেখ বাপু হোটেলওয়ালা! আমার সঙ্গে চালাকি করলে চলবে না। বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ এখনই তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি, জান ? তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার ঘরে একটু বিশ্রাম করছিলাম, আর কিনা আমার ব্যাগটি খুলে কে সব জরুরী কাগজপত্র সব বা’র করে নিল!”

হোটেলওয়ালা বলিল—“বাপু, অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন ? একটু থামই না। কি নিয়েছে তোমার ?”

মিড্‌ল্ বলিল—“সব নিয়েছে! সব নিয়েছে! বড় জরুরী কাগজপত্র ছিল। একখানা পরওয়ানাও ছিল, সেই পাজি ডাকাত বেটা রবিন্ হুড্‌কে ধরবার জন্য সঙ্গে করে এনেছিলাম। তা ছাড়া টাকা পয়সাও যে কিছু না ছিল তা নয়।”

হোটেলওয়ালা বলিল—“বাঃ, তুমি আচ্ছা মজার লোক ত হে বাপু! একটু আগেই দেখলাম রবিন্ হুডের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছ,

দু'জনে ভারি বন্ধু। এখন সে চলে যেতে না যেতেই, তার বাপান্ত করতে আরম্ভ করে দিলে ?"

"কি-ই-ই ! ঐ ছেলেটা রবিন্ হুড্!" বিস্ময়ে মিড্‌লের চক্ষু দু'টি বড় হইয়া গেল—মুখ হাঁ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—"ও যদি রবিন্ হুড্ তা হলে তুমি আমাকে বললে না কেন ?"

হোটেলওয়ালা। "বলবার দরকার ? প্রথম বারে যখন এসেছিলে তখন তুমি বলেছিলে, 'ফিরে আসবার সময় হয়ত বা দেখতে পাবে, রবিন্ হুড্‌কে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' আমিও তোমার সঙ্গে রবিন্ হুড্‌কে দেখে তাই মনে করলাম—এতে আমার অপরাধটা কি হয়েছে বাপু ?"

মিড্‌ল্ বলিল—"হাঁ ভাই, ঠিক বলেছ! এখন বুঝতে পারছি যে, রবিন্ হুড্ই আমাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে এ সব কাণ্ড করেছে। আমার টাকা পয়সা, কাগজপত্র, পরওয়ানা সব নিয়ে ভেগেছে !"

হোটেলওয়ালা বলিল—"আরে হ্যাঁ তা ত ঠিকই বলছ, আমি সব জানি। কিন্তু বাপু! এখন বাজে কথা রেখে দিয়ে, আসল কাজের কথা বল দেখি! আমার পাওনাটা চুকিয়ে দাও।"

মিড্‌ল্ বলিল—"কি করে দেব ? আমার কাছে ত কিছু নেই! আচ্ছা তুমি একটু সবুর কর, ও বেটাকে ধরে এনে তোমার সব পাওনা চুকিয়ে দেব।"

হোটেলওয়ালা বলিল—"বাস্, তা হলেই হয়েছে আর কি! রবিন্ হুড্‌কে ধরে এনে টাকা দেবে ? তার চাইতে বল না বাপু, আমার দোকানটা বন্ধ করে দি!"

মিড্‌ল্ বলিল—"আচ্ছা, তোমার কত পাওনা হয়েছে ?"

হোটেলওয়ালা বলিল—"ঠিক দশ শিলিং পাওনা হয়েছে।"

মিড্‌ল্ বলিল—"তাহলে এক কাজ কর, আমার হাতিয়ারের

ব্যাগটি রেখে দাও, আমি এখনই সে বেটাকে ধরে নিয়ে ফিরে আস্‌ছি।"

হোটেলওয়ালা বলিল—"শুধু হাতিয়ারের ব্যাগ নিয়ে আমি কি কর্‌ব? তোমার এই চামড়ার কৌটোটাও রেখে যেতে হবে।"

মিড্‌ল্‌ বলিল—"কি মুস্কিল! এ যে দেখ্‌ছি এক চোর যেতে না যেতেই, আর এক চোরের হাতে পড়া গেল! একবার চল দেখি রাস্তার মাঝখানে, আচ্ছা করে দু'ঘা না দিলে তোমার হুঁস হবে না দেখছি।"

হোটেলওয়ালা বলিল—"কেন বাপু বাজে বকাবকি করে আমার সময় নষ্ট করছ? জিনিসপত্রগুলো রাখ এখানে, তারপর তোমার লোকের পিছনে যাও।"

মিড্‌ল্‌ দেখিল যে কথাটা নেহাৎ মন্দ বলে নাই; কাজেই তখন জিনিসপত্রগুলি রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় আধ মাইল যাইতে না যাইতেই মিড্‌ল্‌ দেখিল, একটু আগেই সেই যুবক বনের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তার কাছে গিয়া মিড্‌ল্‌ বলিল—"তবে রে বেটা চোর, শীগগির আমার টাকাকড়ি আর পরওয়ানা দে!"

রবিন্‌ বলিলেন—"আরে, এ যে সেই ঝালাইওয়ালা দেখছি! তুমি না বাপু রবিন্‌ হুড্‌কে খুঁজছিলে? সন্ধান পেলে কি?"

মিড্‌ল্‌ বলিল—"পেয়েছি বৈকি! এই দেখ্‌।" যেমন কথা তেমনই কাজ। হাতের লাঠি বাগাইয়া মিড্‌ল্‌ এক লাফে আসিয়া রবিন্‌ হুডের উপর পড়িল।

রবিন্‌ নিজের তলোয়ার খুলিবারও অবসর পাইলেন না, ঠকাঠক্‌ ঠকাঠক্‌ ক্রমাগত ঝালাইওয়ালার লাঠি তাঁহার উপর পড়িতে লাগিল। তলোয়ার খুলিবেন কি, নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টাতেই অস্থির! অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে তলোয়ার খুলিলেন।

রাণী ইলিনরের দেওয়া তলোয়ার, অতি উত্তম স্টীলে প্রস্তুত। ঝালাইওয়ালার লাঠিটিও তেল খাইয়া খাইয়া, লোহার ডাণ্ডার মত শক্ত ও মজবুত হইয়াছে। রবিন্ হুড্ মনে করিলেন, মিড্‌লের লাঠিগাছটা কাটিয়া ফেলিবেন কিন্তু লোহার মত শক্ত লাঠি, তার কিছুই করিতে পারিলেন না।

ঝালাইওয়ালার লাঠিটি বেজায় লম্বা, দূর হইতেই সে রবিন্ হুড্‌কে অনায়াসে উত্তম মধ্যম কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। তিনি বেদনায় অস্থির হইয়া বলিলেন—"আরে থাম ভাই ঝালাইওয়ালা, আমার একটা কথা শোন।"

মিড্‌ল্ বলিল—"থামব বৈ কি, তোকে ঐ গাছে না ঝুলিয়ে আর থামছি না।" রবিন্ হুড্ কি আর করেন, শিঙ্গা বাহির করিয়া তখন তিনটি ফুঁ দিলেন।

শিঙ্গা বাজাইতে দেখিয়া মিড্‌ল বুঝিতে পারিল যে, রবিন্ হুড্ চালাকি খেলিয়াছেন। তাই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কাবু করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় আক্রমণ করিল।

এ দিকে শিঙ্গার শব্দ শুনিয়াই, লিট্‌ল্ জন্ ও উইল্ স্কার্‌লেট্ কুড়ি জন লোক লইয়া আসিয়া, চট করিয়া পিছন দিক্ হইতে ঝালাইওয়ালাকে ধরিয়া ফেলিল।

তারপর জন্ রবিন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে ব্যাপারটা কি, আপনি বসে বসে হাঁপাচ্ছেন কেন?"

রবিন্ বলিলেন—"আরে ভাই! এই ঝালাইওয়ালা বেটা আমাকে মেরে একেবারে পাট করে ফেলেছে!"

লিট্‌ল্ জন্ লাঠি খেলা পাইলে আর কিছু চায় না। তা ছাড়া, ঝালাইওয়ালাকে কিছু শাস্তি দেওয়াটাও আবশ্যক মনে করিয়া, রবিন্ হুড্‌কে বলিল—"আজ্ঞে! ঝালাইওয়ালার বোধ করি এখনও সাধ মেটে নি, তবে আমার সঙ্গেও খানিকটা হয়ে যাক্।"

তখন রবিন্ হুড বলিলেন—"আরে, সেটা কি আর আমি

পারতাম না? হতভাগা যে আমাকে একটুও অবসর দিল না। হাতে তলোয়ার ছিল, কিন্তু সেটা রাণীর উপহার—এমন চমৎকার জিনিসটি বেটার লোহার মত শক্ত লাঠিতে মেরে নষ্ট করতে ইচ্ছা হলো না। আর বলতে গেলে, ওর তেমন দোষ নেই। ওর কাগজ পত্র সব আমি চুরি করেছিলাম।"

রবিনের কথা শুনিয়া ঝালাইওয়ালা বলিল—"কেবল কি কাগজ পত্র চুরি? তা ছাড়া আমার টাকা পয়সা এবং খুঁটিনাটি আরও কত জিনিস ছিল।"

রবিন্ বলিলেন—"আরে ভাই, আমি সবই জানি। তুমি যখন হোটেলওয়ালাকে চুরির জিনিসের হিসাব দিচ্ছিলে, আমি ঘরের বাইরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পেয়েছিলাম। আচ্ছা ভাই, এই নাও তোমার জিনিস পত্র; আর বারটি শিলিং ছিল বলছিলে, তার জায়গায় বারটি মোহর তোমাকে দিচ্ছি! আর যদি তোমার রাগটা চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এই নাও আমার হাত,"—এই বলিয়া রবিন্ হুড্, মিড্‌ল্‌এর দিকে হাতটি বাড়াইয়া দিলেন।

মিড্‌ল্ সন্তুষ্টচিত্তে রবিন্ হুডের হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিল—"মশাই! আপনার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা হয়েছে। আপনারা যদি আমার মত সামান্য লোককে আপনাদের দলে নেন, তবে আমি বড় খুসী হব। আপনাদের দলে কি কোন ঝালাইওয়ালার দরকার নেই? আমি দলের সকলের অস্ত্রশস্ত্র সাফ্ করব, বাসন পত্র মেরামত করব, তা ছাড়া দরকার হলে যুদ্ধও করব।"

রবিন্ হুড্ সকলের সম্মতি লইয়া মিড্‌ল্‌কে দলে ভর্তি করিয়া লইলেন। মিড্‌ল্‌ও তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সকলের সহিত সার্‌উড্ বনে প্রবেশ কলি—শেরিফ্-কন্যার কথা তাহার মনে আর স্থান পাইল না।

রবিন্ হুড্‌কে ধরিবার জন্য সেই ঝালাইওয়ালাকে পাঠাইয়া, শেরিফ্-কন্যা অনেক দিন অপেক্ষা করিলেন, তবুও তাহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না। ভাবিলেন, লোকটা বোধ করি রবিন্ হুডের দেখা পায় নাই। এ দিকে, সে যে রবিন্ হুডেরই দলে মিশিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও তিনি জানিতে পারিলেন না।

শেরিফ্-কন্যা তখন অন্য একটি উপায় স্থির করিলেন। নটিংহাম সহরে আর্থার-এ-ব্লাণ্ড নামে একজন চর্মকার ছিল। লোকটি অতিশয় বলবান্—লাঠিখেলা, কুস্তি এবং তীরের খেলা সকল বিদ্যায়ই নিপুণ। কুস্তিতে তাহার সমকক্ষ সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। প্রায় তিন বৎসর ক্রমাগত প্রত্যেক টুর্ণামেণ্টে সকলকে হারাইয়া সে পুরস্কার পাইয়াছে। নটিংহাম জেলার যাবতীয় লাঠিয়ালগণ আর্থারের নামে ভয়ে জড়সড় হইত।

এই আর্থারের কথা হঠাৎ শেরিফ্-কন্যার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া, রবিন্ হুড্‌কে ধরিতে নিযুক্ত করিলেন।

চুরি চামারি করিয়া কখন কখন রাজার হরিণ মারার অভ্যাসটা আর্থারের ছিল। সুতরাং এই কাজে নিযুক্ত হইলে পর তাহার আনন্দ দেখে কে? সে এখন বুক ফুলাইয়া দিনের বেলায়ই হরিণ মারিবে। বনের কোন পাহারাওয়ালা যদি তাহাকে কিছু বলে, তখনই সে বলিবে—"চোপ রও, আমি রাজার কাজে এসেছি।"

হরিণ মারাই আর্থারের প্রধান উদ্দেশ্য। দস্যুদের প্রতি তাহার মোটেই বিদ্বেষের ভাব ছিল না। বরং তাহাদের স্বাধীন জীবন দেখিয়া তাহার মনে হিংসাই হইত। রবিন্ হুড্‌কে ধরিবার জন্য

শেরিফ্-কন্যা বড় সুবিধার লোক নিযুক্ত করিলেন না—দেখা যাক্ কি হয়।

আর্থার থলিয়ার মধ্যে কিছু রুটি আর মদ লইয়া, তীর ধনু কাঁধে ঝুলাইল। হাতে একটি মোটা লাঠি, মাথায় বেজায় শক্ত তিনপুরু চামড়ার টুপি। এইরূপ সাজ সজ্জা করিয়া, চর্মকার রাস্তায় বাহির হইল এবং ক্রমে বনে প্রবেশ করিয়াই সে হরিণ খোঁজায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল

এদিকে রবিন্ হুড্ আর লিট্ল্ জন্ একসঙ্গে বাহির হইয়াছেন। লিট্ল্ জন্ দলের জন্য পোষাকের কাপড় কিনিতে যাইতেছে, রবিন্ হুড্ তাহার সঙ্গে। দুইজনে সেই হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, লিট্ল্ জন্ তাহার কাজে চলিয়া গেল। রবিন্ হুড্ এদিক্ সেদিক্ পায়চারি করিতে করিতে, পুনরায় বনে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, একটা লোক চোরের মত হামাগুড়ি দিয়া একটা হরিণকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে। লোকটাকে দেখিয়াই রবিন্ ভাবিলেন—"বেটা নিশ্চয় চোর, লুকিয়ে হরিণ মারতে এসেছে ; একে যেমন করে হোক্ জব্দ করতে হবে।" তখন রবিন্ হুড্ও গাছের আড়ালে থাকিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে চর্মকার হরিণের নিকটবর্তী হইয়া তীর বাহির করিতে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রবিন্ হুড্ হোঁচট খাইলেন আর সেই শব্দ শুনিয়া চর্মকার পিছন দিকে তাকাইল। রবিন্ হুড্ ধরা পড়িয়া গেলেন।

কিন্তু রবিন্ কিছুতেই জব্দ হইবার লোক নহেন। অতিশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"থাম, খবরদার তীরে হাত দিও না। তুমি কে হে বাপু? তোমার আস্পর্ধা ত কম নয়? চোরের মত এসে হরিণ মারতে লেগেছ?" চর্মকার বলিল—"হরিণ মারি না মারি সেটা আমি বুঝব। তোমার তাতে দরকার? তুমি কোথাকার কে হে বাপু?"

রবিন্ বলিলেন—"আমি কে এখনই সেটা জানতে পারবে। তোমাকে কিছুতেই হরিণ মারতে দেব না।"

চর্মকার বলিল—"তুমি একা, না তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে? আমাকে বাধা দেওয়া ত একজনের কর্ম নয়।"

রবিন্ বলিলেন—"একা হব কেন? এই দেখ আমার সঙ্গে তীর ধনু আছে, তা ছাড়া একটা তলোয়ারও রয়েছে। আর তুমি যদি একটু সবুর কর, তবে ওই ওক্ গাছ থেকে তোমার মত একটা লাঠিও কেটে নিতে পারি। যে করেই হোক্ তোমাকে একটু সাজা দিতেই হবে।"

চর্মকার বলিল—"আরে বাপু, আস্তে! খালি লম্বা চওড়া কথা বললে আর কাজ হয় না! তোমার চেঁচামেচিতে আমার হরিণটি পর্যন্ত পালিয়ে গেল। এখন তবে একটা লাঠি কেটে নিয়ে এস। তোমার তীর ধনু আর তলোয়ার আমি গ্রাহ্যও করি না, আমার লাঠির মুখে একবার তোমাকে পেলে হয়।"

রবিন্ হুড্ তীর ধনু মাটিতে রাখিয়া, একটি ওকের চারা কাটিয়া লাঠি প্রস্তুত করিলেন। লোকটার বেয়াদপি দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

রবিন্ হুড্‌কে প্রস্তুত দেখিয়া চর্মকার বলিল—"এস বাপু! আমি ঢের ঢের গরুর চামড়া ট্যান্ করেছি, আজ যদি তোমার চামড়া তার চাইতে ভাল করে ট্যান্ না করতে পারি, তবে আমার নামই নয়।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"একটু সবুর কর। আমার যেন মনে হয় তোমার লাঠির চাইতে আমার লাঠিটা লম্বা হয়েছে, এস সমান করে নি।"

চর্মকার বলিল—"রেখে দাও তোমার লম্বা আর বেঁটে। আমার লাঠি ঢের লম্বা, তা দেখতেই পাবে এখন। আমার এই সাড়ে আট ফুট লাঠির ঘায় গরু সাবাড় হয়ে যায়, তা তুমি কোন ছার!"

······চর্মকার বলিল—"রেখে দাও তোমার লম্বা আর বেঁটে।······
তা তুমি কোন ছার!" [পৃঃ ৪৫৫

তখন লাঠি লইয়া দুইজনে কুণ্ডলি পাকাইয়া ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে লিট্‌ল্ জন্ দোকানে গিয়া নিজের কাজ সারিয়া, আবার বনের দিকে রওয়ানা হইল। রবিন্ হুড্ যে পথে ফিরিয়াছিলেন,

সেই পথ দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, যেন, দুইজন লোকে কলহ করিতেছে। একজনের স্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিল, তিনি রবিন্ হুড্। জন্ অবাক্ হইয়া গেল—"তাইত! কর্তা আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করছেন? তবে কি রাজার লোকের হাতে পড়েছেন? না, ব্যাপারটা কি, না দেখলে চলবে না।"

এই ভাবিয়া চুপি চুপি গাছের আড়ালে আড়ালে থাকিয়া, লিট্‌ল্ জন্ অগ্রসর হইল। খানিক দূর আসিয়াই দেখে, রবিন্ হুড্ ও আর্থার কুণ্ডলি পাকাইয়া ঘুরিতেছে, দুইজনেরই হাতে লাঠি আর রাগে রক্তবর্ণ আঁখি! ব্যাপার দেখিয়া জনের বড়ই আমোদ বোধ হইল। নিজে একজন অসাধারণ লাঠি খেলোয়াড়, কাজেই তাহার নিকট লাঠি খেলাই সব চেয়ে ভাল লাগে। সুতরাং চুপ করিয়া একটি ঝোপের ভিতর বসিয়া, সে তামাসা দেখিতে লাগিল।

এদিকে অনেক চেষ্টার পর রবিন্ হুড্ চর্মকারের পিছন দিকে এক ঘা বসাইয়া দিলেন, তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। চর্মকার রবিন্‌কে পাল্টা এমন এক ঘা বসাইল যে, সুদ সমেত আদায় করিয়া লইল। এরূপ ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ লাঠি খেলা চলিল। দুইজনেই ভাবিল, "বেটা ত সহজ খেলোয়াড় নয়!" এমন সময় হঠাৎ একটি সুযোগ পাইয়া, রবিন্ হুড্ চর্মকারের মাথায় পুনরায় ভীষণ আঘাত করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, চর্মকারের মাথায় যে শক্ত টুপি! তবু তাহার মাথা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল এবং পড় পড় হইয়া টলিতে টলিতে সাম্‌লাইয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমেষে রবিন্ হুড্‌কে দারুণ আঘাত করিল—তিনি ঘাসের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া বলিলেন—"আর মের না বাবা! ঢের হয়েছে, এবারে থাম। তোমাকে এই সারউড্ বনে স্বাধীন হয়ে থাকতে দেব।"

চর্মকার বলিল—"আচ্ছা বেশ আর মারব না। কিন্তু তুমি যা বল্লে, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ করবার কিছুই নাই, বরং আমার এই লাঠিটাকেই ধন্যবাদ করা উচিত।"

রবিন্। "আচ্ছা ভাই, তাই হোক। এখন অনুগ্রহ করে তোমার নামটি কি বল দেখি। এমন ওস্তাদ খেলোয়াড়ের নামটি না জানলে চলছে না।"

চর্মকার।. "আমি ভাই একজন চর্মকার। এই নটিংহাম সহরে অনেক দিন থেকে আছি। সত্যি বলছি ভাই, তুমি যদি আমার কাছে যাও, আমি বিনা পয়সায় তোমার চামড়া ট্যান্ করে দেব!"

রবিন্। "আরে ভাই, চামড়া ট্যান্ করবার আর দরকার নেই। আমার চামড়া আজ যা ট্যান্ করে দিয়েছ, ঢের দিন আমার সে কথা মনে থাকবে। তুমি ভাই তোমার ট্যানারি (যেখানে চামড়া ট্যান্ করে) ছেড়ে আমার সঙ্গে এস, তোমার যদি টাকা পয়সার ভাবনা থাকে, তাহলে আমার নাম রবিন হুড্ই নয়।"

"রবিন্ হুড্" নাম শুনিয়াই আর্থার তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—"সত্যি বলছেন তো মশাই, তাহলে আমি এখনই প্রস্তুত। কিন্তু আমি যে একটা বড় কাজের কথা ভুলে যাচ্ছি! শেরিফের বাড়ীতে একজন আপনাকে ধরতে আমায় সারউড্ বনে পাঠিয়েছিলেন!"

রবিন্ হুড্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আরে ভাই! একজন ঝালাইওয়ালাও যে তাই করতে এসেছিল, সে ত এখন আমাদের দলে!"

আর্থার। "তাই ত! দলের লোক বাড়াবার ফন্দিটা ত মন্দ করেন নি দেখছি। আচ্ছা, আপনার দলে না লিটল্ জন্ আছে, সে এখন কোথা? সে আমার মায়ের দিক্ থেকে কুটুম্ব হয়।"

"এই যে আমি, আর্থার!" এই বলিয়া ঝোপের ভিতর হইতে লিট্ল্ জন্ বাহির হইল। ঝোপের ভিতর থাকিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

চর্মকার অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লিট্ল্ জন্ তাহার সম্মুখে। অনেক দিনের পর দুইজনে সাক্ষাৎ হইয়াছে—আর্থার লিট্ল্ জন্‌কে বুকে জড়াইয়া ধরিল। জন্‌ও আনন্দে অধীর হইয়া আর্থারের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—"আর্থার! এমন মজার তামাসা আমি জন্মেও কখন দেখি নাই, আজ রবিন্ হুড্‌কে তুমি কি ঠেঙ্গানিটাই না দিয়েছ!"

লিট্ল্ জনের কথা শুনিয়া রবিন্ হুডের একটু রাগ হইল, তিনি বলিলেন—"বটে, জন্! লাঠির বাড়ি খেয়ে আমার পাঁজর ভেঙ্গে গিয়েছে, আর তুমি তাই নিয়ে দিব্যি আনন্দ কর্‌ছ?"

জন্। "আজ্ঞে না কর্তা! আপনি রাগ করছেন কেন? মনে পড়ে কি, আরও একদিন আপনি এইরকম ঠেঙ্গানি খেয়েছিলেন, আমি ঝোপের ভিতর থেকে দেখছিলাম? আজও তাই সে কথা মনে পড়ে আমার বড় হাসি পেয়েছিল। সে যা হোক, আর্থারের হাতে মার খেয়ে আপনার লজ্জা পাবার কিছু নেই। আর্থার সাধারণ লোক নয়, নটিংহাম-সায়ারে ওর মত লাঠি খেলোয়াড় আর কেউ নেই।"

আর্থার বলিল—"না জন্! তুমি বাড়িয়ে বলছ কেন? এরিক্-অব-লিঙ্কন্ একাই আমার সঙ্গে পেরেছিল! আর তুমি তাকে কেমন জব্দ করেছিলে, তা আমি বেশ জানি।"

রবিন্ তখন বলিলেন "যাক্ এখন ওসব বাজে কথা। আজ দেখছি আমি একটা মস্ত কাজ করে ফেলেছি! আজ যে

লাঠিয়ালটিকে দলে আনতে পেরেছি, তার তুলনায় আমার পাঁজরের ব্যথা কিছুই না। এস ভাই আর্থার! আবার তোমার হাতখানা দাও। তোমার শিকারটা আমি নষ্ট করেছি, চল আবার একটা হরিণ খুঁজে বার করি গে।"

আর্থার বলিল—"অতি উত্তম কথা, চলুন। এস ভাই জন্! চল, এখন তোমরা যেখানে যাবে, আমি তোমাদের পেছনে পেছনে আছি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শীতকালটা রবিন্ হুড্ দলবল লইয়া আগুনের চারিদিকে বসিয়া থাকিয়াই কাটাইলেন। শীতের পর বসন্তকাল আসিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহাও শেষ হইয়া পুনরায় গ্রীষ্মকাল দেখা দিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রাজা, শেরিফ্ কিংবা হারফোর্ডের বিশপ্ কেহই দস্যুদলকে কাবু করিতে পারিলেন না। বরং দস্যুরা দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহাদিগের অত্যাচারেরও সীমা রহিল না।

এতদিনে শেরিফ্ মহাশয় নিশ্চয়ই বরখাস্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ রাজার মৃত্যু হইল। রাজা হেনরীর মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রিচার্ড-অব-দি-লায়ন-হার্ট, অর্থাৎ সিংহের মত সাহসী রিচার্ড ইংলণ্ডের রাজা হইলেন।

এই সংবাদ যখন সারউড্ বনে পৌছিল, তখন রবিন্ হুড্ সকলকে লইয়া অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির করিলেন, এই নূতন রাজার নিকট তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন, আর রাজার অনুমতি হইলে, তাঁহারাই সকলে

মিলিয়া বন রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। উইল্ স্কারলেট্, স্টাট্‌লি এবং লিট্‌ল্ জন্ এই তিন জনকে এই কার্যের ভার দিয়া রবিন্ লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। কথা রহিল, লণ্ডনে পৌঁছিয়া তাহারা গোপনে ম্যারিয়ান্‌কে এই কার্যের ভার দিবে, ম্যারিয়ান্‌ই দস্যুদলের হইয়া রাজার নিকট এই প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত দুঃসংবাদ লইয়া লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিল। নূতন রাজা রিচার্ড ইতিপূর্বেই ধর্মযুদ্ধে (ক্রুজেড) বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবর্তমানে যুবরাজ জন্‌ই কর্তা, কিন্তু তাঁহার সহিত ন্যায়সঙ্গত কার্য করা একেবারেই অসম্ভব—প্রকৃতিতে তিনি ভীষণ নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক। রাজা রিচার্ড লণ্ডন পরিত্যাগ করিবার পর হইতেই, যুবরাজ জন্ অনেক বড়লোকদের জমিদারী সামান্য কারণে বাজেয়াপ্ত করিলেন; ম্যারিয়ানের পিতা আর্ল অব হান্টিংডনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তিও দখল করিয়া লইলেন।

ম্যারিয়ান্ বড়ই বিপদে পড়িলেন। কেবল যে তাঁহার পিতার সম্পত্তি হইতেই তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইল তাহা নহে, রাণীর সহচরীর কাজটি পর্যন্ত তাঁহার গেল। যুবরাজ জন্ বিধিমতে তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন।

হান্টিংডনের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, এই সংবাদ রবিন্ হুড্ তাঁহার লোকদের মুখে শুনিতে পাইলেন। তবে ম্যারিয়ানের অন্যান্য বিপদের কথার বিন্দুবিসর্গও তাঁহার কানে পৌঁছিল না। কিন্তু তবু ম্যারিয়ানের জন্য তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল। লণ্ডনের টুর্ণামেণ্টের পর হইতে সর্বদাই ম্যারিয়ানের কথা তাঁবার মনে জাগিয়া থাকিত।

গ্রীষ্মের পর শরৎকাল উপস্থিত। সারউড্ বনের সৌন্দর্য চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। একদিন প্রাতঃকালে রবিন্ হুড্ একাকী বাহির হইয়াছেন। বনের সৌন্দর্য দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য ম্যারিয়ানের চিন্তা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গেল, তিনি মুগ্ধ

হইয়া রহিলেন। সম্মুখে একটা খোলা ময়দান, ময়দানের অপর প্রান্তে কতকগুলি হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সে দিকে নাই।

হঠাৎ বন তোলপাড় করিয়া একটা প্রকাণ্ড উন্মত্তপ্রায় হরিণ বাহির হইল। রবিন্ হুডের সবুজ এবং সোনালি রংএর পোষাক দেখিয়া, হরিণটা আরও ক্ষেপিয়া গিয়া মাথা নীচু করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রবিন্ তীর ধনু হাতে লইবারও অবসর পাইলেন না, বেগতিক দেখিয়া একটি গাছের পিছনে আশ্রয় লইলেন। মুহূর্ত মধ্যে উন্মত্ত হরিণ গাছের উপর আসিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িল।

তখন ধনুকে তীর পরাইতে পরাইতে রবিন্ হুড্ দেখিলেন, হরিণটা বাঁ পাশের একটা ঝোপের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর হইতে একটি বালক ভৃত্য বাহির হইয়া আসিল। বালক ভৃত্য আর কেহ নয়, স্বয়ং ম্যারিয়ান্—তিনি আবার সারউডে ফিরিয়া আসিয়াছেন! ম্যারিয়ান্ অগ্রসর হইলেন। হরিণটা যে ভয়ানক ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে এবং রবিন্ হুড্ও যে ভয় পাইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

ম্যারিয়ান্ও হরিণ ঠিক এক লাইনে, কাজেই রবিন্ হুড্ তীরও চালাইতে পারেন না। ভীষণ গর্জন করিয়া হরিণটা ম্যারিয়ান্কে আক্রমণ করিল। তিনি অস্ত্র বাহির করিবার অবসর না পাইয়া, লাফাইয়া একপাশে সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু একেবারে রক্ষা পাইলেন না—হরিণের শিঙের আঘাত লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন! হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় ম্যারিয়ানের মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তারপর তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রবিন্ হুডের চীৎকার তাঁহার কানে পৌঁছিল—

"শুয়ে পড় ম্যারিয়ান্!" তৎক্ষণাৎ ম্যারিয়ান্ শুইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মাথার উপর দিয়া শন্ শন্ শব্দে রবিনের তীর হরিণটার কপালে গিয়া বিঁধিল। হরিণের মৃতদেহ ম্যারিয়ানের উপরই পড়িয়া গেল।

চক্ষের নিমেষে রবিন্ হুড্ ম্যারিয়ানের নিকট আসিয়া হরিণটাকে তাঁহার উপর হইতে সরাইয়া, তাঁহাকে নিকটস্থ একটি ঝরণার ধারে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিতেছিল, পাছে ম্যারিয়ান্ মরিয়া গিয়া থাকেন। ঝরণার ঠাণ্ডাজল বারবার মুখের উপর ছিটাইয়া দেওয়ায়, ম্যারিয়ানের চক্ষের পাতা নড়িয়া উঠিল দেখিয়া, রবিন্ দ্বিগুণ উৎসাহে আরও জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে ম্যারিয়ানের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায় এসেছি? আমার কি হয়েছে?"

রবিন্ হুড্ উত্তর করিলেন—"তুমি সারউড্ বনে এসেছ, ম্যারিয়ান্! কিন্তু দুঃখের বিষয়, বড়ই অভদ্র ভাবে তোমার অভ্যর্থনা করেছি।"

কিছুক্ষণ পরেই ম্যারিয়ান্ চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখনও তাঁহার মাথা পরিষ্কার হয় নাই, তিনি রবিন্‌কে বলিলেন—"মহাশয়! আমার মনে হয় আপনিই আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।" এই মাত্র বলিয়াই তিনি রবিন্ হুড্‌কে চিনিতে পারিলেন—তাঁহার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল, মুখ লাল হইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে মাথাটি রবিন্ হুডের কাঁধে রাখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—যেন বড়ই আরাম অনুভব করিতেছেন। তখন মৃদুস্বরে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"ওঃ রবিন্, সত্য সত্যই কি তুমি?"

রবিন্ বলিলেন—"হ্যাঁ ম্যারিয়ান্, আমিই! ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ যে তোমার এই বিপদের সময় আমি কাছে থেকে সাহায্য

হইয়া রহিলেন। সম্মুখে একটা খোলা ময়দান, ময়দানের অপর প্রান্তে কতকগুলি হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সে দিকে নাই।

হঠাৎ বন তোলপাড় করিয়া একটা প্রকাণ্ড উন্মত্তপ্রায় হরিণ বাহির হইল। রবিন্ হুডের সবুজ এবং সোনালি রং‌এর পোষাক দেখিয়া, হরিণটা আরও ক্ষেপিয়া গিয়া মাথা নীচু করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রবিন্ তীর ধনু হাতে লইবারও অবসর পাইলেন না, বেগতিক দেখিয়া একটি গাছের পিছনে আশ্রয় লইলেন। মুহূর্ত মধ্যে উন্মত্ত হরিণ গাছের উপর আসিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িল।

তখন ধনুকে তীর পরাইতে পরাইতে রবিন্ হুড্ দেখিলেন, হরিণটা বাঁ পাশের একটা ঝোপের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর হইতে একটি বালক ভৃত্য বাহির হইয়া আসিল। বালক ভৃত্য আর কেহ নয়, স্বয়ং ম্যারিয়ান্—তিনি আবার সারউডে ফিরিয়া আসিয়াছেন! ম্যারিয়ান্ অগ্রসর হইলেন। হরিণটা যে ভয়ানক ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে এবং রবিন্ হুড্‌ও যে ভয় পাইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

ম্যারিয়ান্‌ও হরিণ ঠিক এক লাইনে, কাজেই রবিন্ হুড্ তীরও চালাইতে পারেন না। ভীষণ গর্জন করিয়া হরিণটা ম্যারিয়ান্‌কে আক্রমণ করিল। তিনি অস্ত্র বাহির করিবার অবসর না পাইয়া, লাফাইয়া একপাশে সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু একেবারে রক্ষা পাইলেন না—হরিণের শিঙের আঘাত লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন! হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় ম্যারিয়ানের মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তারপর তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রবিন্ হুডের চীৎকার তাঁহার কানে পৌঁছিল—

শুয়ে পড় ম্যারিয়ান্!" তৎক্ষণাৎ ম্যারিয়ান্ শুইয়া পড়িলেন এবং তাহার মাথার উপর দিয়া শন্ শন্ শব্দে রবিনের তীর হরিণটার পালে গিয়া বিঁধিল। হরিণের মৃতদেহ ম্যারিয়ানের উপরই পড়িয়া গেল।

চক্ষের নিমেষে রবিন্ হুড্ ম্যারিয়ানের নিকট আসিয়া হরিণটাকে তাঁহার উপর হইতে সরাইয়া, তাঁহাকে নিকটস্থ একটি ঝরণার ধারে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিতেছিল, পাছে ম্যারিয়ান্ মরিয়া গিয়া থাকেন। ঝরণার ঠাণ্ডাজল বারবার মুখের উপর ছিটাইয়া দেওয়ায়, ম্যারিয়ানের চক্ষের পাতা নড়িয়া উঠিল দেখিয়া, রবিন্ দ্বিগুণ উৎসাহে আরও জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে ম্যারিয়ানের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায় এসেছি? আমার কি হয়েছে?"

রবিন্ হুড্ উত্তর করিলেন—"তুমি সারউড্ বনে এসেছ, ম্যারিয়ান্। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বড়ই অভদ্র ভাবে তোমার অভ্যর্থনা করেছি।"

কিছুক্ষণ পরেই ম্যারিয়ান্ চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখনও তাঁহার মাথা পরিষ্কার হয় নাই, তিনি রবিন্‌কে বলিলেন—"মহাশয়! আমার মনে হয় আপনিই আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।" এই মাত্র বলিয়াই তিনি রবিন্ হুড্‌কে চিনিতে পারিলেন—তাঁহার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল, মুখ লাল হইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে মাথাটি রবিন্ হুডের কাঁধে রাখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—যেন বড়ই আরাম অনুভব করিতেছেন। তখন মৃদুস্বরে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"ওঃ রবিন্, সত্য সত্যই কি তুমি?"

রবিন্ বলিলেন—"হ্যাঁ ম্যারিয়ান্, আমিই! ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ যে তোমার এই বিপদের সময় আমি কাছে থেকে সাহায্য

করতে পেরেছি !” রবিন্ হুডের স্বর গম্ভীর এবং আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার বলিলেন—“ম্যারিয়ান্, আমি শপথ করছি যে আজ থেকে তোমাকে আর কখনও অন্যত্র যেতে দেব না।”

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুই জনে চুপ করিয়া রহিলেন। ম্যারিয়ান্ রবিনের বুকে মাথা রাখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না।

হঠাৎ রবিন্ হুডের এক খেয়াল হইল এবং বলিলেন—“বাঃ, আমি ত বেশ মজার লোক দেখছি। ম্যারিয়ান্, তুমি এমন একটা আঘাত পেলে আর আমি কিনা দিব্যি চুপ করে বসে আছি! তোমার কি বড্ড লেগেছে?”

ম্যারিয়ান্। “না, না রবিন্! কিছু হয়নি, কোন রকম চোট লাগেনি, শুধু হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন বেশ ভালই লাগছে। চল আমরা এখন যাই।”

রবিন্ বলিলেন—“না ম্যারিয়ান্, এত ব্যস্ত হবার দরকার কি? এখন তোমার আর লণ্ডন সহরের খবর কি বল দেখি?”

ম্যারিয়ানের পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ জন্ তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছেন এবং ম্যারিয়ান্ যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজি হন, তাহা হইলেই সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন। অথচ এদিকে অপর একজন রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে,—এই সমস্ত কথা ম্যারিয়ান্ রবিন্ হুড্‌কে বলিলেন। আর এই সমস্ত কারণেই যে তিনি আবার ভৃত্যের বেশে সারউড্ বনে চলিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিলেন।

ম্যারিয়ানের প্রতি এই অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে রবিন্ হুডের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি রাণী ইলিনরের প্রদত্ত তলোয়ারখানি হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“ম্যারিয়ান্! রাণী ইলিনরের এই তলোয়ার হাতে করে আমি শপথ করছি, যুবরাজ জন তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।”

…"না, না, রবিন্। কিছু হয়নি, কোন রকম চোট লাগেনি, শুধু হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।" [পৃঃ ৪৬৪

কুমারী ম্যারিয়ান্ গ্রীণউডের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত দস্যুদল তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া রাজোচিত সম্মান

প্রদর্শন করিল। মধুরপ্রকৃতি মিসেস্ এলান্-আ-ডেল্‌কে পাইয়া ম্যারিয়ান্‌ও পরম সুখী হইলেন।

এদিকে রবিন্ হুড্ ও ম্যারিয়ান্ যখন হরিণ দ্বারা আক্রান্ত হন, ঠিক সেই সময়ে লিট্‌ল্ জন্, মাচ্চ্ এবং উইল্ স্কারলেট্ বনের অপর দিক দিয়া বার্ণস্ ডেলের রাস্তায় গিয়া উপস্থিত। তাহাদিগের উদ্দেশ্য, কোন নাইট্ কিংবা পাদ্রিকে দেখিতে পাইলে, তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবে। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরিয়া তাহারা দেখিল, একজন নাইট ঘোড়ায় চড়িয়া সেই রাস্তায় আসিতেছেন, মুখখানি তাঁহার বড়ই বিমর্ষ এবং নিরাশার ভাবে পূর্ণ। কেবল মাত্র চেহারা দেখিয়া সব সময় অনুমান ঠিক হয় না, তাই লিট্‌ল্ জন্ নাইটের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"মহাশয়! অনুগ্রহ করে আজ আপনি আমাদের এই বনে আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমাদের প্রভু আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন, আপনি গেলে পর এক সঙ্গে আহার করবেন।"

নাইট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমাদের প্রভু?"

লিট্‌ল্ জন্ নাইটের ঘোড়ার রাশ ধরিয়া বলিল—"আজ্ঞে, আমাদের প্রভু রবিন্ হুড্।"

এই কথার পর নাইট্ দেখিলেন, আরও দুইজন দস্যু তাঁহার দিকে আসিতেছে। তখন কেমন একটু উদাসীন ভাবে বলিলেন—"তাই ত, তোমাদের নিমন্ত্রণটা দেখছি গ্রহণ করতেই হবে। তবে চল, আমার আর আপত্তি কি? একটা জায়গায় খাওয়া হলেই হলো।" তখন দস্যু তিন জন তাঁহাকে লইয়া তাহাদিগের আড্ডায় চলিল।

এদিকে ম্যারিয়ান্ তাঁহার ভৃত্যের বেশ বদলাইবার অবকাশ পান নাই, রবিন্ হুডের নিকটে বসিয়া আছেন। তখন দেখিতে পাওয়া গেল যে, তিন জন দস্যু একটি যোদ্ধাকে লইয়া আসিতেছে। যোদ্ধাটিকে দেখিবামাত্রই ম্যারিয়ান্ চিনিতে পারিলেন—তিনি

স্যার রিচার্ড-অব-দি-লি, রাজদরবারে তাঁহার খুবই সম্মান। স্যার রিচার্ড পাছে ম্যারিয়ান্‌কে চিনিতে পারেন, সেই ভয়ে ম্যারিয়ান্ সেখান হইতে পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু রবিন্ একটু চোখ টিপিয়া বলিলেন—"আঃ, পালাও কেন ম্যারিয়ান্? না হয় আজ একটু ভৃত্যের কাজটাই কর্‌লে?" ম্যারিয়ান্‌ও একটু চোখ টিপিয়া হাসিলেন এবং রাজি হইলেন।

স্যার রিচার্ডকে দেখিয়াই রবিন্ হুড্ নমস্কার করিয়া, খুব ভদ্রতার সহিত বলিলেন—"আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, স্যার নাইট্! আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন, আমরা সবেমাত্র খেতে যাচ্ছিলাম।"

স্যার রিচার্ড বলিলেন—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মাস্টার রবিন্। অনেকক্ষণ ধরে অনাহারে আছি, আমি অতি আহ্লাদের সঙ্গেই তোমাদের সঙ্গে আহার কর্‌ব।"

তখন একজন লোক স্যার রিচার্ডের ঘোড়াটিকে লইয়া গেল। স্যার রিচার্ড তাঁহার যুদ্ধের পোষাক খুলিয়া রাখিয়া, হাত মুখ ধুইয়া সকলের সঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। নানা রকমের অতি উপাদেয় সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, স্যার রিচার্ড পরিতোষপূর্বক আহার করিলেন। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি এমন উত্তম সামগ্রী খাইতে পান নাই। তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বহু ধন্যবাদ, মাস্টার রবিন্। কোন দিন যদি অনুগ্রহ করে তোমরা আমার বাড়ী যাও, তাহলে প্রতিদান দেবার চেষ্টা করব।"

কিন্তু রবিন্ হুড্ ত আর প্রতিদানের আশা করেন না। স্যার নাইট্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—"স্যার নাইট্! আমার মত গরীব তীরন্দাজ কি আপনার মত লোককে বিনা পয়সায় ভোজ দিতে পারে?"

এ কথায় স্যার রিচার্ড সরলভাবে উত্তর করিলেন—"কিন্তু

মাস্টার রবিন্! আমার কাছে যে টাকা পয়সা কিছু নেই! এত সামান্যই আছে যে, সেটা দিতে লজ্জা বোধ হচ্ছে।"

রবিন্ হুড্ হাসিয়া বলিলেন—"আপনার কাছে কত আছে স্যার নাইট্? কম হোক্ আর বেশী হোক্ টাকা পেলেই আমরা খুসী হই।"

নাইট্ বলিলেন—"আমার নিকট মোটে দশটি পেনি আছে, এই নাও।"

রবিন্ হুড্। "আচ্ছা স্যার নাইট্! আপনাকে যে আমি এক সময়ে রাজা হেন্‌রির দরবারে দেখেছি, তখন আপনার খুব ভাল অবস্থা ছিল বলেই মনে হয়। তবে এখন আপনার এমন দুরবস্থা কি করে হ'ল? আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি কি আগে সাধারণ তীরন্দাজ ছিলেন, তারপর নাইট্ করে দিয়েছে? না কি বাজে খরচ করে টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়েছেন? বলুন, কিছু লজ্জা করবেন না। যা বলবেন, কখনও তা বাইরে প্রকাশ হবে না।"

স্যার রিচার্ড বলিলেন—"রবিন্ হুড্! তবে শোন আমার দুঃখের কথা! আমাকে কেউ নাইট্ করে দেয়নি, বংশানুক্রমেই আমরা নাইট্। আমি চিরকাল সংযমে কাটিয়েছি। রাজদরবারে আমাকে দেখেছ, সে কথা ঠিক। রাজা হেন্‌রির টুর্ণামেণ্টে আমিও উপস্থিত ছিলাম, তোমার তীরের খেলা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমার নাম স্যার রিচার্ড-অব-দি-লি। নটিংহাম্ সহরের ফটক থেকে আমাদের লি প্রাসাদ খুবই কাছে। পুরুষানুক্রমে আমরা এই লি প্রাসাদে বাস করে আসছি। বছর দুই তিন আগে পাঁচ ছ' হাজার টাকাকেও অতি সামান্য মনে করতাম। কিন্তু রবিন্ হুড্! এখন স্ত্রী, একটি ছেলে, এবং এই দশটি পেনিই আমার একমাত্র সম্বল।"

রবিন্। "কি করে এত ধনসম্পত্তি হারালেন?" স্যার রিচার্ড দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"বুদ্ধির দোষে মাস্টার রবিন্!

বুদ্ধির দোষে সব হারিয়েছি। রাজা রিচার্ডের সঙ্গে আমিও ক্রুজেডে গিয়েছিলাম, এই কিছু দিন হ'ল ফিরেছি। আমার ছেলেটির এখন বিশ বছর বয়স, এরই মধ্যে সে যুদ্ধবিদ্যায় বেশ পটু হয়েছে। টুর্ণামেণ্ট প্রভৃতি খেলায় তার হাত খুবই পাকা ; কিন্তু বরাতটি তার নেহাৎ মন্দ। একদিন একটা খেলায় একজন নাইট্‌কে খুব জোরে আঘাত করায়, হঠাৎ সেই নাইট্ মারা যায়। এই ছেলেটাকে বাঁচান চাই —আমাকে জমিদারী বিক্রী করে, প্রাসাদ বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করতে হ'ল। কিন্তু তাতেও কুলোল না দেখে, শেষে বেজায় সুদে হারফোর্ডের বিশপের কাছ থেকে টাকা ধার করেছি।"

রবিন্। "উপযুক্ত লোকের কাছ থেকেই ধার করেছেন দেখছি। আচ্ছা, কত টাকা বিশপ্ মশাই দিয়েছেন ?"

নাইট্। "বিশপের কাছ থেকে ছ' হাজার টাকা ধার করেছি। তিনি এখন ভয় দেখাচ্ছেন, এই মুহূর্তে টাকা না দিলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রী করে ফেলবেন।"

রবিন্! "আচ্ছা, আপনার এমন কোন বন্ধু নেই যে আপনার জামিন হতে পারে ?"

নাইট্। "একটি প্রাণীও নেই। অবশ্য রাজা রিচার্ড যদি এখন উপস্থিত থাকতেন, তবে কোন ভাবনাই ছিল না।"

রবিন্ হুড্ ম্যারিয়ানের কানে কানে কি বলিলেন, ম্যারিয়ান্‌ও লিট্‌ল্ জন্ এবং উইল্ স্কারলেট্‌কে ডাকিয়া একটু আড়ালে গিয়া কি জানি একটা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তারপর লিট্‌ল্ জন্ ও উইল্ স্কারলেট্ দলের অপর লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিকটস্থ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু পরেই মোহরপূর্ণ একটি ব্যাগ লইয়া রবিন্ হুডের নিকট আসিয়া উপস্থিত। স্যার রিচার্ড একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে লিট্‌ল্ জন ব্যাগটি খালি করিয়া চারিশত স্বর্ণ মুদ্রা রবিন্ হুড্‌কে গণিয়া দিল।

রবিন্ হুড্ সেই চারিশত স্বুবর্ণ মুদ্রা স্যার রিচার্ডকে দিয়া বলিলেন—"স্যার রিচার্ড! এই টাকা আপনাকে ধার দিলাম, আপনি হারফোর্ডের বিশপের ঋণ শোধ করে দিন।" স্যার রিচার্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রবিন্ হুড্‌কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইলে, রবিন্ হুড্ বলিলেন—"না, না স্যার রিচার্ড। ধন্যবাদ দেবার কিছু দরকার নেই—এ-ত কেবল নূতন জায়গা থেকে ধার করে পুরাতন ঋণ শোধ করলেন মাত্র। তবে এইটুকু বলতে পারি, হারফোর্ডের বিশপের মত আমরা এত কড়াকড়ি করব না।"

স্যার রিচার্ডের চক্ষে জল আসিল। দস্যুদের মহত্ব দেখিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ঠিক এই সময়ে নিকটস্থ গুহার মধ্য হইতে মাচ্চ্ একটি কাপড়ের বস্তা আনিয়া বলিল—"স্যার রিচার্ডকে নূতন এক স্যুট্ পোষাক দেওয়াটাও উচিত নয় কি?"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"ঠিক বলেছ মাচ্চ্! এই বস্তা থেকে কাপড় কেটে স্যার রিচার্ডকে দাও।"

ম্যারিয়ান্ রবিন্ হুডের কানে কানে বলিলেন—"ওঁকে একটা ভাল দেখে ঘোড়াও দাও। এখন যা দেবে, আমি নিশ্চয় বলছি এর চারগুণ ফিরে পাবে। লোকটি খুবই ভাল, আমি ওঁকে বেশ ভাল করেই জানি।"

স্যার রিচার্ডকে খুব ভাল দেখিয়া একটি ঘোড়াও দেওয়া হইল। রবিন্ হুড্ অর্থার-এ-ব্লাণ্ড্‌কে বলিলেন—"আর্থার! তুমি স্যার রিচার্ডের সঙ্গে যাও, তাঁকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস।"

স্যার রিচার্ডের বিমর্ষভাব দূর হইয়া গেল। তিনি এতদূর কৃতজ্ঞ এবং সন্তুষ্ট হইলেন, যে, ভাল করিয়া ধন্যবাদটাও দিতে পারিলেন না। মুখ দিয়া তাঁহার কথা বাহির হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে স্যার রিচার্ড যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মন পূর্ণ, তিনি গম্ভীর স্বরে সকলকে বলিলেন —"বন্ধুগণ! ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, এবং তোমাদিগকে চিরকাল রক্ষা করুন। আমারও মন যেন তোমাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকে।"

বিদায়কালে রবিন্ হুড্ স্যার রিচার্ডের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—"স্যার রিচার্ড! আজ থেকে এক বৎসর পরে ঠিক এই জায়গায় আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করব, আপনার অবস্থা ভাল হলে, তখন আমাদের এই ঋণ শোধ করবেন।"

স্যার রিচার্ড। "মাস্টার রবিন্! আমি স্যার রিচার্ড-অব-দি-লি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে ঠিক এক বছরের মধ্যে এই ঋণ নিশ্চয় শোধ করব। আর, এখন থেকে আমাকে তোমাদের একজন বন্ধু বলে মনে করো।"

বিদায়ের পর স্যার রিচার্ড এবং তাঁহার স্কোয়ার আর্থার ঘোড়ায় চড়িয়া বনের ভিতর দিয়া চলিলেন এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূর্বলিখিত ঘটনার কিছুদিন পর একদিন আর্থার-এ-ব্লাণ্ড আসিয়া রবিন্ হুড্কে বলিল—"আমি শুনে এসেছি, আজ সকালেই না কি হারফোর্ডের বিশপ্ মশাই এই পথে ঘোড়ায় চড়ে যাবেন।"

আর্থারের কথা শুনিয়া উৎসাহে রবিন্ হুডের মন নাচিয়া উঠিল, "তাইত, এ অতি উত্তম সংবাদ! কতদিন থেকে ভাবছিলাম, বিশপ্ মশাইকে একদিন সারউড্ বনে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হবে। এমন সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না! তোমরা এক কাজ কর, খুব মোটা দেখে একটা হরিণ মার। আজ পাজি

মশাই আমার সঙ্গে খাবেন। তারপর খাওয়ার খরচটা তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে হবে।"

বাবুর্চি মাচ্চ্ জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি হরিণটাকে এখনই কেটে কুটে ঠিক করে রাখব?"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"না, চল, পাদ্রি মশায়ের সঙ্গে একটা চালাকি করা যাক্। বড় রাস্তার ধারে গিয়ে হরিণটাকে কাটা যাক্ আর সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রি মশাই আসছেন কি না দেখাও যাবে এখন। কে জানে বাপু! অন্য কোন রাস্তায় যদি চলে যান।"

রবিন্ হুড্ তখন কাহাকে কি করিতে হইবে সব বলিয়া দিলেন। দলের বেশীর ভাগ লোক লইয়া উইল্ স্টাট্লি ও লিট্ল্ জন্ বনের ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। অন্য কোনও পথে যদি পাদ্রি মহাশয় চলিয়া যান, তাই সকল দিকের পথগুলিই পাহারা দিতে হইবে। রবিন্ হুড্, উইল্ স্কারলেট্, মাচ্চ্ এবং আরও চারিজন লোক লইয়া সদর রাস্তার দিকে গেলেন। তাঁহার দলের সকলেরই রাখালের বেশ। রবিন্ হুডের মাথায় একটা পুরাতন উলের টুপি, তার পিছনে কিসের একটা লেজ তাঁহার কানের উপর দিয়া ঝোলান। টুপিটার উপরে একটা ফুটো, সেটার ভিতর দিয়া এক গোছা চুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখে এমন কাদা ধূলা মাখান যে, দেখিলে চিনিবার যো-টি নাই; গায়ে একটি অপরিষ্কার এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন আলখাল্লা—এই হইল রবিন্ হুডের সাজ। অপর সকলেই যাহার যেমন ইচ্ছা তেমনই সাজিয়াছিল। উইল্ স্কারলেট্ যে ফিট্ বাবুটি সেও এমনই বিশ্রী সাজ করিল যে, দেখিলে তাহার নিকট যাইবারও প্রবৃত্তি হয় না।

এই ছয়টি রাখাল বেশধারী দস্যু হরিণ মারিয়া রাস্তার ধারে রান্না করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় তাহারা দেখিল, দূরে রাস্তার ঠিক মাঝখানে ধূলা উড়িয়া অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। খানিক পরেই বিশপ্ মহাশয় ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া উপস্থিত

হইলেন, তাঁহার পিছন পিছন দশজন শরীররক্ষক। রাখালদের দেখিতে পাইয়াই, বিশপ্ তাহাদের নিকটে আসিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে হে বাপু তোমরা? রাজার হরিণ মেরে বড় স্ফূর্তি কর্‌ছ?"

রাখালগণ। "আজ্ঞে! আমরা ক'জন রাখাল। আজ কিনা আমাদের পরব, তাই একটা হরিণ মেরেছি। তা রাজার বনে হাজার হাজার হরিণ, একটা না হয় মারলামই বা।"

পাদ্রি মহাশয় বলিলেন—"বটে! একথা তবে রাজাকে বলতে হবে। হরিণটা কে মেরেছে?"

রবিন্ বলিলেন—"আজ্ঞে হুজুর! আপনি কে, অনুগ্রহ করে বলুন। সেরূপ ভাবেই কথাবার্তা বলা যাবে।"

একজন শরীররক্ষক রাগিয়া বলিল—"আরে বেটা! ইনি আমাদের হারফোর্ডের লর্ড বিশপ্ মহাশয়। সাবধান! বেয়াদবি করবি ত দেখতে পাবি মজা।"

শরীররক্ষকের কথা শুনিয়া উইল্ স্কার্‌লেট্ বলিল—"তবে ত দেখছি ইনি গির্জার পাদ্‌রি সাহেব! তা আমাদের সঙ্গে কেন গোলমাল করতে এসেছেন?"

পাদ্রি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন—"বটে রে বেটারা! এত বড় আস্পর্ধা, আমার সঙ্গে বেয়াদবি! এক্ষণি তোদের ধরে নটিংহামের শেরিফের কাছে নিয়ে যাব।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"দোহাই হুজুর! মাপ করুন, আমাদের নিয়ে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবেন না।"

পাদ্‌রি। "বটে! তোদের মাপ করব! সব কটাকে ফাঁসি কাঠে না ঝুলিয়ে ছাড়ব না। ধর ত বেটাদের!"

রবিন্ হুড্ লম্ফ দিয়া একটা গাছের আড়ালে গিয়া শিঙ্গায় তিনটি ফুঁ দিলেন। শিঙ্গার আওয়াজ শুনিয়াই কাপুরুষ পাদ্‌রি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি রবিন্ হুডের হাতে পড়িয়াছেন, আজ

তাঁহার রক্ষা নাই। তখন ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের লোকেরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া তাঁহার পথ আটকাইয়া ফেলিল। এদিকে শিঙ্গার আওয়াজ শুনিয়া, একদিক হইতে লিট্‌ল্ জনের লোক এবং অন্য দিক হইতে উইল্ স্টার্ট্‌লির লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মুহূর্ত পূর্বে যাহাকে ধরিবার হুকুম দিয়াছিলেন, এখন তাহারই নিকট তাঁহাকে ক্ষমা চাহিয়া অনুনয় বিনয় করিতে হইল। তিনি বলিলেন—

"ক্ষমা কর রবিন্ হুড্, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমাকে যদি চিন্‌তে পার্‌তাম, তবে এ পথে না এসে নিশ্চয় অন্য পথে যেতাম।"

রবিন্। "ক্ষমা করবার কি আছে বিশপ্ মশাই? আপনি আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন, তার চাইতে ভাল ব্যবহার আপনার সঙ্গে করব। চলুন আহারের যথেষ্ট আয়োজন করা হয়েছে, আমার সঙ্গে আপনাকে খেতে হবে।"

সেই অর্ধেক রান্না করা হরিণের মাংস তাঁহারই ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া, বিশপ্‌কে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে টানিয়া লইয়া চলিল। বার্ণস্‌ডেলের নিকট একটি খোলা জায়গায় আসিয়া রবিন্ হুড্ থামিলেন। বাবুর্চি মাচ্ছ্ তখন ভাল করিয়া হরিণের মাংস রান্না করিতে লাগিল। রান্নার সুগন্ধে বিশপ্ মহাশয়ের পেটে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রান্না শেষ হইলে পর, বিশপ্ খুব আহ্লাদের সহিত সকলের সঙ্গে আহার করিতে বসিলেন।

আহারাদির পর পাদ্‌রি মহাশয় শেরিফের ভোজের কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন—"রবিন্ হুড্! এখন তা'হলে আমি উঠি। আহারের দিব্য আয়োজন করেছ, খরচও কম হয় নি। কিন্তু অত টাকা ত আমার কাছে নেই—দেব কোথা থেকে?"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"তাই ত বিশপ্ মহাশয়! আপনাকে নিয়ে আজ বেশ আমোদে কাটান গেল, এখন খাবার খরচটা কে

কি ধর্‌ব তা ত বুঝতেই পারছি না।” লিট্‌ল্ জন্ বলিল—“আচ্ছা বিশপ্ মশাই! আপনার টাকার থলিটি আমাকে দিন্, হিসাবটা আমিই না হয় করে দিচ্ছি।”

লিট্‌ল্ জনের কথা শুনিয়া বিশপের গা শিহরিয়া উঠিল। স্যার রিচার্ডের ঋণের টাকাটা সেই দিনই প্রাতঃকালে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেটা তাঁহার সঙ্গেই ছিল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—“আমার নিজের মাত্র গুটি কতক টাকা আছে। তা ছাড়া আমার ঘোড়ার জিনের মধ্যে যে মোহর আছে, সে আমার নিজের নয়, আমাদের চার্চের টাকা। তাতে অবশ্য তোমরা হাত দেবে না?”

বিশপ্ এই কথা বলিবার পূর্বেই, লিট্‌ল্ জন্ তাঁহার নিজের ব্যাগ হইতে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া, তাঁহারই ওভারকোট মাটিতে বিছাইয়া, তাহার উপর রাখিল। কিছুদিন পূর্বেই স্যার রিচার্ডকে রবিন্ হুড্ যে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা কর্জ দিয়াছিলেন, এ সেই টাকা।

মোহরগুলি দেখিয়াই রবিন্ হুড্ বলিলেন—“ধর্মসমাজের টাকা, সে অতি উত্তম কথা। ধর্মসমাজ ত চিরকালই গরিবদের সাহায্য করে থাকেন। আমার এখন মনে পড়েছে—আমার একটি গরীব বন্ধু একজন পাদ্‌রির কাছ থেকে ঠিক চারশত মোহর ধার করেছিলেন। আচ্ছা বিশপ্ মশাই! খাবারের খরচটা আর আপনাকে দিতে হবে না, কিন্তু এই চারশ’ মোহর নিয়ে আমার সেই গরীব বন্ধুটিকে দেব।”

রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া বিশপ্ মহাশয়ের মুখখানি চুণ হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—“না, না রবিন্ হুড্! তুমি কখনই এমন অন্যায় কাজ করতে পার না। রাজার হরিণ মেরেই ত আমাকে খাইয়েছ বাপু! তার জন্য গরিবের ওপর এত অত্যাচার কেন?”

রবিন্ হুড্ রাগিয়া বলিলেন—“গরিব বই কি! হারফোর্ডের বিশপ্ আপনি, আপনার অত্যাচারে আশেপাশে লোক একবারে

উৎসন্ন যাবার যোগাড় হয়েছে। কোথায় গরিব বেচারিদের সাহায্য করবেন, আর কিনা তাদের ওপরেই আপনার বেশী জুলুম! আমার কথা কিছু বলতে চাই না! আমাকেই কি আপনি কম জ্বালিয়েছেন? আপনি আমার বাবার একজন প্রধান শত্রু। আপনার এই টাকা আমি গরিবদের কাজেই খরচ করব, ভগবান আমার সাক্ষী রইলেন। আমি আর কিছু বলতে চাই না। এখন আপনাকে নিয়ে একটু আমোদ করব, আপনাকে একটু নাচতে হবে বিশপ্ মশাই। এলান্! এস ত ভাই, তোমার বীণাটা একটু বাজাও দেখি!"

বিশপ্ মহাশয়ের আর সহ্য হইল না, তিনি রাগিয়া বলিলেন—"বটে, এত বড় আস্পর্ধা! আমি কিছুতেই নাচব না।"

লিট্‌ল্ জন্ বলিল—"বিশপ্ মশাই! আমরাই তা'হলে আপনাকে নাচাব।" তখন লিট্‌ল্ জন্ ও আর্থার দুইজনে স্থূলকায় পাদ্রিকে দুই দিক্ হইতে তুলিয়া ধরিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাঁহার এই অদ্ভুত রকম নাচ দেখিয়া দলের সমস্ত লোক ত হাসিয়া খুন!

নৃত্য শেষ হইলে, লিট্‌ল্ জন্ পাদ্রি মহাশয়কে তাঁহার ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লেজের দিকে মুখ করিয়া খুব মজবুত করিয়া বাঁধিল। তারপর সদর রাস্তায় লইয়া গিয়া ঘোড়াটাকে চাবুক লাগাইবামাত্র, ঘোড়া বিশপকে লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে নটিংহামের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এতটা সহজে হারফোর্ডের বিশপ্‌কে জব্দ করিয়া রবিন্ হুড্ একটু অসতর্ক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"কাপুরুষ পাদ্রি শীঘ্র আর স্বারউডে আস্‌তে সাহস পাবে না।"

·ঘোড়া বিশপ্‌কে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে···ছুটিয়া চলিল। [পৃঃ ৪৭৬

এই ঘটনার একদিন পরেই সকাল বেলা রবিন্ হুড্ পুনরায় সদর রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। খানিক দূরে গেলে পর রাস্তার মোড়। মোড় পার হইয়াই হঠাৎ দেখেন, সম্মুখে স্বয়ং বিশ্ মহাশয় সশরীরে উপস্থিত।

অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া বিশপের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি শেরিফের কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সারউড্ বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—রবিন্ হুড্‌কে জব্দ করিতেই হইবে। এমন সময় হঠাৎ সম্মুখে রবিন্ হুড্‌কে দেখিতে পাইয়া, তিনি প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার লোকজন লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিলেন।

রবিন্ মহা মুস্কিল দেখিয়া, রাস্তা ছাড়িয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাদ্রি মহাশয়ও তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন বটে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে রবিন্ হুড্ যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, কিছুতেই তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। রবিন্ হুড্ যেন মন্ত্রবলে হঠাৎ বনের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

বিশপ্ মহাশয়ের চিন্তা হইল, শিকার বুঝি বা পলায়ন করে। তখন চীৎকার করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন—"বেটার পিছন পিছন যাও, খবরদার পালায় না যেন। তোমরা জন কয়েক মিলে এখানকার জঙ্গলটা উলট্ পালট্ করে খুঁজে দেখ, আমি বাকি লোকদের নিয়ে সদর রাস্তায় এগিয়ে গিয়ে, বেটার পথ বন্ধ করে দিই।" বিশপ্ মহাশয়ের মনে ভয়, বনের ভিতরে থাকিলে আবার কোন্ বিপদ উপস্থিত হইবে। তাই তিনি চালাকি করিয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলেন।

সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জঙ্গলের পাশে একটি পুরাতন জীর্ণ কুটির ছিল। এই কুটিরে সেই বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রীলোকটি থাকিত। বনে প্রবেশ করিয়াই রবিন্ হুড্ ভাবিলেন যে, এই বিধবার কুটিরই পলায়নের একমাত্র স্থান। তখন অতিশয় সাবধানে সেই কুটিরের নিকট আসিয়া, একটি ছোট জানালা দিয়া তাঁহার মাথা ঢুকাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধা চরকায় সুতা কাটিতেছিল, হঠাৎ জানালা দিয়া একটা মাথা ঢুকিল দেখিয়া, ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। রবিন্

বলিলেন—"চুপ চুপ বুড়িমা! ভয় নেই আমি রবিন্ হুড্। তোমার ছেলেরা কোথায়?"

বৃদ্ধা। "আমার ছেলেরা ত তোমারই কাছে বাবা?"

রবিন্। "তা হলে বুড়িমা, আজ আমার একটু উপকার কর, আমি বড় বিপদে পড়েছি। বিশপ্ মশাই লোকজন নিয়ে আমাকে তাড়া করেছেন, এখন তুমি একটা কিছু ফন্দি করে আমায় বাঁচাও।"

বৃদ্ধা। "নিশ্চয়ই বাবা! এতে আর কথা আছে? এক কাজ কর—আমার কাপড় চোপড় তুমি পর, তোমার কাপড় আমাকে দাও—দেখা যাবে বেটারা বুড়িকে চিনতে পারে কি না।"

রবিন্। "ঠিক বলেছ বুড়িমা। তা হলে জানালা দিয়ে তোমার কাপড়গুলি দাও, চরকাটাও দিও, আমি আমার লিঙ্কান গ্রীন পোষাক, তীর ধনু সবই তোমাকে দিচ্ছি।"

চক্ষুর নিমেষে রবিন্ হুড্ বুড়ির সঙ্গে পোষাক বদল করিয়া, তাহার চরকা হাতে দিব্যি বুড়িটি সাজিলেন। সেই মুহূর্তে বিশপ্ও লোকজন লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধা অতি কষ্টে এক হাতে লাঠি ভর করিয়া চলিয়াছে, অপর হাতে চরকা। বিশপ্ একজন লোককে বলিলেন—"ওহে! বুড়িকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, রবিন্ হুড্কে দেখেছে কি না?" একজন সৈন্য অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধার কাঁধে হাত দিল। বৃদ্ধা রাগিয়া বলিল—"আ মলো যা! ছাড় বল্ছি শীগগির, নইলে এক্ষুণি শাপ দেব।" মূর্খ সৈনিক, শাপকে তার বড় ভয়। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ছাড়িয়া বলিল—"চট কেন বুড়িমা! আমি তোমাকে কিছু বলব না। হারফোর্ডের বিশপ্ মশাই জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কি ডাকাত রবিন্ হুড্কে দেখেছ?"

বৃদ্ধা। "কেন দেখব না? রবিন্ হুড্ আমাকে দেখতে আসেন, গরিব বুড়িকে খাবার এনে দেন, কাপড় চোপড় দেন।

কেন বাপু, সেটা কি বে-আইনি কাজ? কেউ কি তাঁকে বারণ করতে পারে? তোমার পাদ্রি মশাইও বোধ করি বুড়ির জন্য এতটা করবেন না।”

বিশপ্ অতি কর্কশ স্বরে বলিলেন—“থাম্ বেটি থাম্! তোকে বক্তৃতা করতে হবে না। শীগ্গির বল্ রবিন্ হুড্‌কে কখন দেখেছিস্, তা নইলে এক্ষুণি ডাইনি বলে ধরে নিয়ে গিয়ে, তোকে বার্ণস্ ডেল সহরে পুড়িয়ে মারব।”

ভয়ে জড়সড় হইয়া বুড়ি জোড়হাত করিয়া বলিল—“দোহাই হুজুর! রক্ষা করুন! রবিন্ এই আমার ঘরেই আছে। কিন্তু তাকে জিয়ন্ত ধরতে পারবেন না।”

বিশপ্। “সেটা দেখা যাবে এখন।” বিশপ্ মহাশয়ের ভারি স্ফুর্তি, লোকদের বলিলেন—“যাও এখনই ঘরে। দরকার হলে ঘরে আগুন দেবে! কিন্তু যে রবিন্ হুড্‌কে জিয়ন্ত ধর্‌তে পারবে, তাকে বক্‌শিসের উপর আরও এক থলে মোহর দেব।”

এদিকে বৃদ্ধা সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। কিন্তু মনোযোগ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইত যে, সে যতই বনের নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার গতি যেন ত্রস্ত হইল। তারপর বনে প্রবেশ করিয়া একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়!

লিট্‌ল্ জন্ নিকটেই বনের মধ্যে ছিল। বৃদ্ধাকে এরূপ ছুটিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—“বাবা! এ আবার কে আস্‌ছে? স্ত্রীলোকই হোক আর ডাইনিই হোক এমন ছুট্‌তে ত কাকেও দেখিনি। দেখা যাক্, মাথার উপর দিয়ে একটা তীর চালিয়ে দি।”

নারীবেশী রবিন্ হুড্ বলিয়া উঠিলেন—“না, না, খবরদার তীর মেরো না, আমি রবিন্ হুড্। এখন শীঘ্র লোকজন ডাক, জন্। আমার সঙ্গে এস, হারফোর্ডের বিশপের সঙ্গে আবার একটা গোল বেধেছে।”

লিট্‌ল্ জন্ অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া শিঙ্গা বাজাইল এবং দেখিতে দেখিতে দস্যুদল আসিয়া উপস্থিত। তখন জন্ হাসিয়া বলিল—"চলুন মিসেস্ রবিন্! পথ দেখিয়ে চলুন, আমরাও পিছন পিছন যাচ্ছি।"

এদিকে বিশপ্ কুটিরের নিকটে দাঁড়াইয়া রাগিয়া অস্থির! মুখে যতই বলুন না কেন, কুটির জ্বালাইয়া দিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার লোকজন প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই দরজা খুলিতে পারিল না। তখন বিশপ্ হুকুম করিলেন—"দরজা ভেঙ্গে ফেল।"

অনেক চেষ্টার পর দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে ভিতরে কেহ প্রবেশ করিতে চায় না, পাছে তীর খাইয়া প্রাণটা যায়। তাহাদের মধ্যে একজন লোক ছিল, চোখ তাহার খুবই পরিষ্কার। ঘরের ভিতর খানিক উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সে বলিয়া উঠিল—"ঐ যে বেটাকে দেখতে পাচ্ছি, এক কোণে বসে আছে। মারি বল্লমের খোঁচা?"

বিশপ্ বলিলেন—"দেখো যেন মেরে ফেলোনা। জিয়ন্ত ধরবার চেষ্টা কর। বেটাকে নিয়ে নটিংহামে খুব ঘটা করে ফাঁসি দেওয়া যাবে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশপ্ মহাশয়ের রবিন্ হুড্ ধরার আনন্দ শেষ হইয়া গেল। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত। কুটিরের দরজা ভাঙ্গা দেখিয়া তাহার মহা রাগ! সিপাইদিগকে বলিল—"সরে যা হতভাগা বেটারা! আমি গরিব বুড়ি, আমার কুঁড়ের দরজা তোরা কার হুকুমে ভাঙ্গলি?"

বিশপ্ বলিলেন—"চুপ কর বেটি ডাইনি! এরা সব আমার লোক, আমি হুকুম করেছি তাই তোর দরজা ভেঙ্গেছে।"

বৃদ্ধা বলিল—"তা ত দেখতে পাচ্ছি, আজ কাল লোকের বাড়ীঘর রাখবার জো নেই। আপনার এতগুলো লোক! একটা

ডাকাতকে ধরবার ক্ষমতা হলো না? শেষকালে কিনা ভাঙ্গ বুড়ির দরজা! পাজি, পোড়ামুখোরা! বেরো ঘরের ভেতর থেকে, নইলে এখনই শাপ দেব।"

বিশপ্। "ধর ত হে বুড়িটাকে, বেটিকে রবিন্ হুডের পাশাপাশি ফাঁসি দেব।"

তখন হাততালি দিয়া বৃদ্ধা বলিল—"আজ্ঞে না হুজুর, বুড়িকে ধরাটা সহজ হবে না।"

হাততালির সঙ্কেত হইবামাত্র, কুটিরের চারিদিক হইতে রবিন্ হুডের লোকজন, একেবারে তীর বাগাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশপ্ মহা ফাঁপরে পড়িলেন, তীরের ভয়ে তাঁহার সিপাহিগণ নড়িতেও সাহস পাইল না। বিশপও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহজে ছাড়িবেন না। দস্যুদিগকে বলিলেন—"দেখ্ বেটারা! যদি আর এক ইঞ্চিও আমার দিকে এগুবি, তাহলে সর্দার রবিন্ হুডের মরণ নিশ্চিত। দেখছিস্ না, আমার লোকেরা বল্লম বাগিয়ে রয়েছে! এখনি হুকুম করব, আর তার দফা নিকেশ হবে।" বৃদ্ধার ছদ্মবেশের ভিতর হইতে এবার পরিষ্কার গলায় উত্তর হইল—"বিশপ্ মশায়! আপনি বলেছেন ভাল। আচ্ছা, কোন্ রবিন্ হুড্‌কে ধরেছেন বলুন দেখি, এই যে আমি এক রবিন্ হুড্।" এই বলিয়া মাথার ঢাকা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে রবিন্ হুড্ আবার বলিলেন—"এই যে আমি হুজুর! আপনি লোকজন নিয়ে এতক্ষণ কাকে পাহারা দিচ্ছেন?"

ঘরের মধ্যে রবিন্ হুডের লিঙ্কান গ্রীণ পরিয়া বৃদ্ধা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, রবিনের কথায় কুটিরের দরজায় আসিয়া বিশপ্ মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিল—"আসতে আজ্ঞা হোক্ হুজুর! গরিব বুড়ির কুঁড়েতে আপনার পায়ের ধূলো কেন পড়েছে? তবে বুঝি আমাকে আশীর্বাদ করে ভিক্ষা দিতে এসেছেন?"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"তা বিশপ্ মশায় তোমাকে ভিক্ষা দেবেন

বৈকি! দাঁড়াও, আগে দেখি তাঁর থলেতে টাকা কড়ি আছে কিনা, তোমার দরজার দামটা অন্ততঃ তুলে দেওয়া চাই ত?"

বিশপ্ বলিলেন—"পাজি বেটারা—" রবিন্ হুড্ আর বলিতে দিলেন না। বিশপ্‌কে বাধা দিয়া বলিলেন—"খবরদার মশাই! আমার লোকদের গালাগাল দেবেন না। এখন আমার মাথার জন্য যে বক্‌শিসের টাকাটা এনেছিলেন, সে টাকাটা দিন দেখি!"

"টাকা দেব বৈকিরে বেটা! তোকে আগে ফাঁসি দেব, তারপর টাকা।" এই বলিয়া বিশপ্ সিপাহিদের হুকুম করিলেন—"লাগাও বেটাদের! একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল!"

রবিন্ বলিলেন—"সবুর করুন মশাই! অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন?" এই বলিয়া চট্ করিয়া রবিন্ হুড্ একটি তীর ছাড়িলেন। তীর বিশপের মাথা ঘেঁসিয়া তাঁহার টুপিটা উড়াইয়া দিল—টাক-পড়া মাথাটি টুপির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বিশপ্ ভয়ে জড়সড়! দুই হাতে কান দু'টি চাপিয়া ধরিয়া ভাবিলেন, তিনি মরিয়াই গিয়াছেন।

তারপর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"খুন করলে বাবা, খুন করলে! আর তীর মেরো না, এই নাও বাপু, মোহরের থলিটি নাও।" আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিশপ্ ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। দলপতি হারাইয়া তাঁহার সিপাই শান্ত্রী আর কি করে, তাহারাও তাঁহার পিছন পিছন ছুটিয়া পলাইল।

সারউড্ বনে রবিন্ হুড্‌কে ধরিতে আসিয়া, এইরূপে বিশপ্ মহাশয় নিজে ধরা পড়িয়া কিছু আক্কেল-সেলামী দিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রবিন্ হুডের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়া চলিল দেখিয়া শেরিফ্ মহাশয় ভাবনায় অস্থির। হঠাৎ নির্বোধের মত একটা কাজ করিয়া ফেলিলেন। একদিন তিনি লণ্ডন সহরে রওয়ানা হইলেন—রাজার নিকট মুস্কিলের কথা জানাইয়া আরও সৈন্য প্রার্থনা করিবেন, নচেৎ দস্যুদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। রাজা রিচার্ড তখনও ক্রুজেড্ হইতে ফিরেন নাই। যুবরাজ জন্ শেরিফের সমস্ত কথা শুনিলেন। শেরিফের প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইল।—বলিলেন, "এসব বাজে কথা নিয়ে আমাকে কেন জ্বালাতে এসেছ? তুমি আমার শেরিফ্ নও? যে রকম করে পার দস্যুদের জব্দ করগে। যদি এর চাইতে ভাল খবর দেবার কিছু থাকে, তবে আবার এস, তা না হলে, খবরদার! তোমার মুখ যেন আমি আর দেখতে না পাই।"

বড়ই দুঃখিত হইয়া শেরিফ্ মহাশয়। ফিরিলেন বাড়ী পৌঁছিলে পর, তাঁহার চেহারা দেখিয়াই তাঁহার কন্যা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তারপর সমস্ত কথা শুনিয়া শেরিফ্-কন্যার মনে হঠাৎ একটা খেয়াল হইল। পিতাকে বলিলেন—"ঠিক হয়েছে বাবা! এবার আমি একটা ফন্দি বা'র করেছি। এক কাজ করা যাক্, আবার একটা তীরের খেলার আয়োজন করুন। এটা হচ্ছে মেলার বছর, রাজা হেন্‌রি যেমন অভয় দিয়ে তাঁর টুর্ণামেণ্টে সকলকে ডেকেছিলেন, চলুন আমরাও তেমনি করে একটা টুর্ণামেণ্টের বন্দোবস্ত করি। নিশ্চয় তাহলে রবিন্ হুড্ তার দল নিয়ে টুর্ণামেণ্টে আসবে, তার পর—"

শেরিফ্ উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"তারপর দেখা

যাবে, বাছাধনেরা রাতটা শহরের ভিতরেই থাকেন, কি বাইরেই যান।”

কালবিলম্ব না করিয়া শেরিফ্ ঘোষণা করিয়া দিলেন,—“আগামী শরৎকালে নটিংহাম সহরে পুনরায় মেলা বসিবে এবং সেই মেলায় টুর্ণামেণ্ট হইবে। যাহার ইচ্ছা এই টুর্ণামেণ্টে যোগ দিতে পারিবে, শহরে আসা যাওয়ার পক্ষে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না। যে ব্যক্তি তীরের খেলায় প্রথম হইবে, সে-ই উত্তর দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ এবং সে একটি সোনার তীর পুরস্কার পাইবে। তা ছাড়া অন্যান্য উত্তম তীরন্দাজদিগের জন্যও মূল্যবান পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে।”

রবিন্ হুড্ যথা সময়ে এই ঘোষণার কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সাহসী বীর হৃদয় উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। বলিলেন—“এস, সকলে প্রস্তুত হও, এই টুর্ণামেণ্টে আমরাও যাব।”

দস্যুদলে ডন্‌কেস্টার নামে একজন ছিল, সে রবিন্ হুডের কথা শুনিয়া বলিল—“আজ্ঞে, এমন কাজ কখনও করবেন না। আমি ভাল লোকের কাছ থেকে শুনেছি, এ টুর্ণামেণ্টের অর্থ আর কিছু নয়, শুধু আমাদের ফাঁকি দিয়ে নটিংহামে নিয়ে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা। এসব শেরিফের চালাকি।”

রবিন্ হুড্ বলিলেন—“তা ত বুঝলাম ডন্‌কেস্টার! কিন্তু তোমার কথা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না—এটা ভীরু কাপুরুষের কথা। যাই হোক না কেন, আমি শেরিফের টুর্ণামেণ্টে যাবই যাব।”

তখন লিট্‌ল্ জন্ উঠিয়া বলিল—“সে ত বটেই! কিন্তু আমাদের যেতে হবে ছদ্মবেশ ধরে, যাতে কেউ চিনতে না পারে। আমার মনে হয়, লিঙ্কান গ্রীণ ছেড়ে আমাদের অন্য রকমের পোষাক পরে যাওয়া উচিত। কেউ সাদা, কেউ লাল, কেউ নীল, আবার কেউ কেউ হলদে—এরকম নানা রংএর পোষাক পরে

গেলে, কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। তারপর যা হবার তা হবে, তার জন্য আমরা একটুও কেয়ার করি না।"

লিট্‌ল্ জনের কথা সকলেরই খুব ভাল বোধ হইল। ম্যারিয়ান্ ও মিসেস্ ডেল্ ফ্রায়ার টাকের পরামর্শ লইয়া নানা রংএর পোষাক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। মেলার দিন উপস্থিত হইলে, একশত চল্লিশ জন দস্যু সাজ সজ্জা করিয়া বাহির হইল, সাধ্য নাই যে কেহ তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া চিনিতে পারে। তারপর যখন তাহারা বনের বাহির হইয়া ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া অপর সব গ্রাম্য দর্শকদলের মধ্যে মিশিয়া গেল, তখন সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে তাহাদের কোনই মুস্কিল হইল না।

শেরিফের লোকেরা প্রত্যেক দলকে ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, কোনও দলে দস্যুর চেহারার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

রবিন্ হুড্—লিট্‌ল্ জন্, উইল্ স্কার্‌লেট, উইল্ স্টাট্‌লি, মাচ্চ্ এবং এলান্-আ-ডেল্ এই পাঁচজনকে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া টুর্ণামেণ্টে যোগ দিতে বলিলেন। দলের অপর সকলে মেলার জনতার সহিত মিশিয়া রহিল, তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন—"একটু নজর রেখো, সহরের দরজা যেন বন্ধ না করে ফেলে।"

টুর্ণামেণ্টে তীরের খেলায় অনেকেই আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দিল। রাজা হেন্‌রির টুর্ণামেণ্টের সেই গিল্‌বার্টও উপস্থিত ছিল, রবিন্ হুড্ ও গিল্‌বার্ট উভয়ে সর্বাপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইলেন। এখন সোনার তীর কে পাইবে সে বিষয়ের মীমাংসার জন্য, এই দুইজনকে নূতন করিয়া পরীক্ষা করা হইবে।

শেরিফ্ উপস্থিত তীরন্দাজদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখিয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু দস্যুদিগের কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"রবিন্ হুডেরা যদি থাকত, তাহলে আর এদের সঙ্গে পারতে হোত না।" মাথা

চুলকাইতে চুলকাইতে শেরিফ্ মহাশয় বলিলেন—"আমি ভেবেছিলাম, রবিন্ হুড্ বড় সাহসী, নিশ্চয়ই এই টুর্ণামেণ্টে আস্‌বে, কিন্তু এখন দেখছি তার সাহসে কুলায় নাই।" এই সমস্ত কথা ডন্‌কেস্টার চুপি চুপি রবিন্ হুড্‌কে বলিল।

রবিন্ রাগে ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "শেরিফ্ বাবাজি! ব্যস্ত হয়ো না, রবিন্ হুডেরা এখানে এসেছে কি না সেটা একটু পরেই দেখতে পাবে।"

সর্বশেষ পরীক্ষায় গিলবার্টকে রবিন্ হুড্ ভয়ানক হারাইয়া দিলেন। যেন কেহই কাহাকে চিনেন না, ঠিক এরূপ ভাবেই আগাগোড়া রবিন্ হুডেরা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এরূপ অত্যাশ্চর্য ধনুর্বিদ্যা দেখাইয়া কি তীরন্দাজ একেবারে অজ্ঞাত থাকিতে পারে!

শেরিফ্ বুঝিতে পারিলেন, যে, এই ছদ্মবেশধারী বিজয়ী তীরন্দাজ অপর কেহ নয়, স্বয়ং রবিন্ হুড্! তিনি তাঁহার সৈন্য-দিগকে গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন—"এই ক্ষুদ্র দলটিকে ঘেরাও করে রেখো!" রবিন্ হুডের লোকেরাও শেরিফের এই গোপন আদেশ জানিতে পারিল।

শেরিফ্ তখন কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না করিয়া, উপস্থিত দর্শকদিগের সাক্ষাতে রবিন্ হুড্‌কে সোনার তীর পুরস্কার দিলেন। তীর লইয়া রবিন্ হুড্ শেরিফ্‌কে সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া শেরিফ্ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হঠাৎ রবিন্ হুডের গলা টিপিয়া ধরিয়া সৈন্যদিগকে হুকুম করিলেন—"পাকড়াও বেটা বিশ্বাসঘাতক দস্যুকে।"

যেই রবিন্ হুডের গায়ে হাত দেওয়া, অমনিই প্রচণ্ড এক চাপড় আসিয়া শেরিফের মাথায় পড়িল, তিনি চিৎপাত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এ লিটল্ জনেরই কাজ, তাহাকে চিনিতে পারিয়া শেরিফ বলিলেন, "আরে হতভাগা গ্রীন্‌লিফ্!

এইবার তোকে বাগে পেয়েছি।" তখন লাফাইয়া উঠিয়া যেই তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনই তাঁহার ভূতপূর্ব ভৃত্য মাচ্চের চাপড় খাইয়া আবার মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে একটা হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিয়া গেল। জনতার মধ্যে কে দস্যু কে দর্শক চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন, শেরিফের লোকেরা দেখিল মহা মুস্কিল। এদিকে পিছনের দস্যুরাও আসিয়া শেরিফের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। চড়, চাপড়, মুষ্ট্যাঘাত শিলাবৃষ্টির মত চারিদিক হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল। এই গণ্ডগোলের মধ্যে শিঙ্গা বাজাইয়া রবিন্ হুড্ দলের লোকদিগকে পিছনে হটিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। নিকটস্থ দুইটি দরজার প্রহরী, দরজা বন্ধ করিতে গিয়া তীর খাইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। দরজা খোলা, দস্যুদল তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সহর হইতে বাহির হইল। তীর খাইয়া প্রাণ হারাইবার ভয়ে, শেরিফের সৈন্যদল নিকটে আসিতে সাহস পাইল না।

কিছুদিন পূর্বে শেরিফের সৈন্যগণ অপদস্থ হইয়াছে, পুনরায় হটিয়া গেলে চলিবে না, কাজেই মরিয়া হইয়া তাহারা দস্যুদলের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। এই সময়ে হঠাৎ একটি তীর আসিয়া জনের হাঁটুতে বিদ্ধ হওয়ায়, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রবিন্ হুড্ অমানুষিক শক্তিতে তাহাকে পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া আসিলেন এবং ক্রমেই সে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে মাটিতে নামাইলেন; জনের উঠিবার শক্তি নাই।

মৃদুস্বরে জন্ রবিন্ হুড্‌কে বলিল—"মাস্টার রবিন্! সেই ঝরণার পোলের উপর যেদিন প্রথম আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখন থেকে এতদিন মনপ্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করি নি কি?" রবিন্—"নিশ্চয় করেছ জন্। তোমার চেয়ে বিশ্বাসী অনুচর কারও আছে কিনা সন্দেহ।" জন্—"তাহলে প্রভু আপনাকে একটি কাজ

"কোন চিন্তা নেই জন্!"

করতে হবে। এই বিশ্বাসী সেবকের কথা শুনে, আপনার তলোয়ার দিয়ে এখনই আমার মাথাটা কেটে ফেলুন; শেরিফের লোক যেন আমাকে জিয়ন্ত না ধরতে পায়!" রবিন্—"কোন চিন্তা নেই জন্! তুমি যা বল্‌ছ তার কোনটাই হবে না।"

"ঈশ্বর না করুন।" এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আর্থার-এ-ব্লাণ্ড্ সেখানে আসিয়া উপস্থিত! আর ভাবনা কি! তাহার শরীরে অসুরের বল, লিট্‌ল্ জন্‌কে পিঠে করিয়া একেবারে সারউড্ বনের আশ্রয়ে আনিয়া হাজির করিল। এখন নিশ্চিন্ত, শেরিফের সৈন্যদল সারউডে আসিতে কখনই ভরসা পাইবে না। তখন ডালপালার সাহায্যে খাটিয়া প্রস্তুত করিয়া, লিট্‌ল্ জন্ এবং অপর চারিজন আহত দস্যুকে বহন করিয়া, ফ্রায়ার টাকের বাড়ীতে আনা হইল। টাক্ ঔষধপত্র জানিতেন ভাল, তখনই আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গণনা করিয়া দেখা গেল যে, দস্যুদিগের অপর সকলেই নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল উইল্ স্টাট্‌লিই অনুপস্থিত, আর কুমারী ম্যারিয়ান্‌কেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। রবিন্ হুডের মনে বড়ই ভাবনা হইল। তিনি জানিতেন যে, ম্যারিয়ান্‌ও মেলায় গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার যে কোনরূপ বিপদ হইতে পারে, সেটা তাঁহার মনে ধারণাই হয় নাই। এখন ম্যারিয়ান্‌কে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার মনে ভয় হইল যে, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সেই দুর্ঘটনায় উইল্ স্টাট্‌লিও জড়িত! উইল্‌কে ধরিতে পারিলে শেরিফ্ যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফাঁসি দিবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দলের সকলেরই মহা ভাবনা হইল। উইল্ স্টাট্‌লি ধরা পড়িয়া থাকিলে, যেরূপেই হউক তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে —সকলেরই মনে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল।

শেরিফের বাড়ীতে সে দিন সন্ধ্যার পর শেরিফ্ এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা আহার করিতে বসিয়াছেন। শেরিফ্ খুব অহঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দস্যুবেটাকে এবারে ফাঁসি দেবই দেব, দেখি কে রাখতে পারে। এখন দেখা যাবে, এ জেলার কর্তা কে। কিন্তু সোনার তীরটি বেটাদের পুরস্কার দিয়ে এখন আমার বড় দুঃখ

হচ্ছে।” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জানালার ভিতর দিয়া ঠিক তাহার প্লেটের উপরে একটা কি আসিয়া ঠং করিয়া পড়িল। শেরিফ্ ভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। তখন দেখা গেল যে, জিনিসটি একটি সোনার তীর এবং তাহার সঙ্গে ছোট একটি চিঠি বাঁধা।

চিঠিতে লেখা—“মিথ্যাবাদীর নিকট হইতে পুরস্কার লইতে যে ঘৃণা বোধ করে, তাহারই এই চিঠি। এখন সে আর তোমাকে খাতির করিবে না। শেরিফ্! তুমি সাবধান হও—র, হু।”

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যূষে রবিন্ হুড্ দলবল লইয়া, বনের যতটা সম্ভব নিকটে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে সহরের পূর্বদিকের ফটক বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। রবিন্ হুডের পরিধানে টুক্‌টুকে লাল রংএর পোষাক; অপর সকলে লিঙ্কান্ গ্রীণ পরা, সকলেরই সঙ্গে এক এক খানি তলোয়ার এবং ধনুর্বাণ! তার উপর অস্ত্রশস্ত্র ঢাকিয়া সকলেরই গায়ে সন্ন্যাসীর আলখাল্লার মত একটি করিয়া কোট।

রবিন্ হুড্ বলিলেন—“দেখ, আমার মনে হয় এই বনের পাশেই আমরা সব লুকিয়ে থাকি, আর একজন গিয়ে দেখে আসুক, শহরের কোন খবর জান্‌তে পারে কি না। ফটক না খুললে ত আর কিছু করা যাবে না?”

এমন সময় দেখিতে পাওয়া গেল, একটি যুবক সন্ন্যাসী সহরের দিক্ হইতে আসিতেছে। বিধবার পুত্র উইল্ বলিল—“আজ্ঞে! সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি সহরের দিক্ থেকেই আস্‌ছে, আমি গিয়ে

তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি স্টাট্‌লির কোনও খবর বল্‌তে পারে কি না।"

রবিন্ হুডের অনুমতি লইয়া উইল্ সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনি কি নটিংহাম শহরের কোন খবর জানেন? শেরিফ্ কি সত্য সত্যই আজ একজন দস্যুকে ফাঁসি দেবেন?"

সন্ন্যাসী বলিল—"আরে ভাই, সে কথা আর বল কেন, যেখানে ফাঁসিকাঠ খাড়া করেছে আমি তার কাছ দিয়েই এসেছি। আজ দুপুরে উইল্ স্টাট্‌লি নামে এক দস্যুকে ফাঁসি দেবে। ফাঁসিকাঠ দেখলেই আমার গা কেমন করে, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি।"

উইল্। "বাঃ ঠাকুর! তুমি ত বেশ লোক দেখছি! তুমি যে চলে এলে, এখন ও বেচারিকে ফাঁসির সময় কে ভগবানের নাম শোনাবে!"

সন্ন্যাসী। "তাই ত ভাই, আমি ত এতটা খেয়াল করিনি। তুমি কি বল যে আমিই গিয়ে সে কাজটা করি?"

উইল্। "নিশ্চয় বলি! তা নইলে কে আর কর্‌বে?"

সন্ন্যাসী। "কিন্তু ভাই, আমি একজন সামান্য সন্ন্যাসী, তারা কি আমাকে এ কাজ কর্‌তে দেবে? আমাকে বোধ হয় ভেতরেই ঢুক্‌তে দেবে না। আজ যে সহরের ফটক বন্ধ; ভেতর থেকে বাইরে আসা যায় বটে, কিন্তু ভেতরে কাকেও যেতে দেবে না।"

উইল্ তখন সন্ন্যাসীকে রবিন্ হুডের নিকট লইয়া গেল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া বলিল—"মহাশয়! আমার বেয়াদবি মাপ করেন ত একটা কথা বলি। এ দরজায় কাল থেকে যেমন পাহারা বসেছে, আমি হলে কখনই এদিক দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করতাম না। কিন্তু উল্টো দিকে শত্রুর আশঙ্কা তেমন নেই বলে, পাহারার বড় একটা কড়াকড়িও নাই।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি কথাটা মন্দ বলনি। আচ্ছা, আমরা তা হলে উল্টো দিকেই যাচ্ছি।"

দস্যুদল তখন নিঃশব্দে সহরের পশ্চিম দরজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর্থার-আ-ব্লাণ্ড্ রবিন্ হুডের অনুমতি লইয়া, খবর লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল। দরজার সম্মুখেই খাল কাটা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময় নয় বলিয়া খাল শুষ্ক, আর্থার বিনা কষ্টে তাহা পার হইয়া দরজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। সৌভাগ্য-বশতঃ উপরের জানালা হইতে নীচ পর্যন্ত একটি ভাইন্ লতা ঝুলিতেছিল, সেই লতার সাহায্যে আর্থার উপরে উঠিয়া, আস্তে আস্তে পিছন দিক্ হইতে একেবারে প্রহরীর টুঁটি টিপিয়া ধরিল—প্রহরী টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিতে পারিল না। আর্থার তাহার হাত পা বাঁধিয়া, মুখে ছিপি আঁটিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিল। এবং তাহার সহিত পোষাক বদল করিয়া, তাহার নিকট হইতে চাবি-গুলি হস্তগত করিতে ভুলিল না।

তারপর কালবিলম্ব না করিয়া দরজা খুলিল, পোল নামাইয়া দিল। দস্যুদল তখন একেবারে সহরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত। এদিকে কারাগারের দরজা খোলা হইয়াছে, লোকজন এবং সৈন্য-সামন্ত সকলেই তখন কয়েদীকে দেখিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিল।

উইল্ স্টাট্লি কারাগার হইতে বাহির হইয়া, উৎসুক চিত্তে রাস্তার দুই ধার দেখিয়া চলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দলের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার মনে একটু নিরাশার ভাব আসিল। ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে আসিলে পর শেরিফ্‌কে বলিল—"হুজুর! আমার একটি অনুরোধ রাখুন। আমার প্রভু রবিন্ হুডের কোন লোক এ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে মরেনি! আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে আমাকে একটা তলোয়ার দিন, তারপর আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি মরব।"

শেরিফ্ বলিলেন—"সেটি হবে না বাপু! তোমাকে এই ফাঁসিকাঠেই মর্‌তে হবে! আর তোমার মনিবকে যখন ধরব, তাকেও ফাঁসিকাঠেই মার্‌ব, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক!"

স্টাট্‌লি দেখিল, আর উপায় নাই। তখন শেরিফ্‌কে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল—"হতভাগা কাপুরুষ! তোর এমন নীচ অন্তঃকরণ? যদি কখনও তুই আমার প্রভুর হাতে পড়িস্, তবে এর শোধ পাবি। আমার প্রভুকে ধরা তোদের মত গাধা বলদের কাজ নয়।"

স্টাট্‌লির এরূপ স্পর্ধায় কোন ফল হইল না। শেরিফ্ তর্জন গর্জন করিয়া হুকুম করিলেন—"শীগ্‌গির বেটাকে ফাঁসি কাঠে চড়াও।" ফাঁসির সমস্ত প্রস্তুত হইল, গলায় দড়ি পরান হইলেই গাড়ীখানা হঠাৎ টানিয়া সরাইয়া দিবে। এমন সময় একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত। একজন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া শেরিফ্‌কে বলিল—"হুজুর দোহাই আপনার! এ বেচারিকে এখনই মর্‌তে হবে, আপনার হুকুম হয় ত আমি একে একটু ভগবানের নাম শুনিয়ে নি।" শেরিফ্—"ভগবানের নাম শুনিয়ে দরকার নেই! বেটাকে শেয়াল কুকুরের মত মর্‌তে হবে।"

সন্ন্যাসী বলিল—"হুজুর ধর্ম নিয়ে তামাসা করবেন না—এর পাপের বোঝা আপনার কাঁধে চাপ্‌বে।" সেখানে বিশপ্ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিল—"পাদ্‌রি মশাই! আপনি ধর্মের মা বাপ, আপনার সাক্ষাতে কখনই ধর্মের অপমান হতে দেবেন না।"

বিশপ্ মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা, যে, যত শীঘ্র সম্ভব ফাঁসি হইয়া যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীর কথায় উপস্থিত সকলেই যেন সায় দিতে লাগিল দেখিয়া, বিশপ্ শেরিফের কানে কানে কি বলিলেন। শেরিফ্ তখন্ সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"আচ্ছা বাপু! তোমার কাজটা তা'হলে খুব শীগ্‌গির শেষ করে

ফেল।" এদিকে আবার সৈন্যদেরও বলিলেন—"তোমরা সাবধান এই সন্ন্যাসীটার ওপর নজর রেখো। আমার মনে হয়, বেটা দস্যুদের লোক।"

সন্ন্যাসী শেরিফের কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না। হাতের মালা ফিরাইয়া কয়েদীর কানে কানে কথা বলিতে লাগিল। এদিকে এক গোলমাল শেষ হইতে না হইতে নূতন বাধা আসিয়া উপস্থিত! একজন লোক পিছন হইতে ঠেলিয়া আসিয়া স্টাট্‌লিকে চীৎকার করিয়া বলিল—"ভাই স্টাট্‌লি! মর্‌বার আগে তোমার সব বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নাও।" বক্তা অপর কেহ নয়, আমাদের মাচ্চ্‌!

শেরিফ্‌ মাচ্চের স্বর শুনিয়াই চিনিতে পারিলেন। তিনিও চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ধর বেটাকে! এ বেটাও ডাকাত! আগে আমারই বাবুর্চি ছিল, আমার রূপোর ডিস্‌গুলি চুরি করে নিয়ে পালায়। আজ দু বেটা ডাকাতকেই একসঙ্গে ফাঁসি দেব।"

মাচ্চ্‌ বলিল—"ব্যস্ত হবেন না হুজুর! আগে ধরুন তারপর ফাঁসি দেবেন।" এই কথা বলিয়া চক্ষের নিমেষে স্টাট্‌লির বাঁধন কাটিয়া দিবামাত্র, স্টাট্‌লিও এক লাফে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

ক্রোধে শেরিফ্‌ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পাক্‌ড়াও। রাজদ্রোহী পাজি বেটাদের শীগ্‌গির পাক্‌ড়াও কর।" সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘোড়া চালাইয়া নিয়া মাচ্চের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তলোয়ার চালাইলেন। মাচ্চ্‌ বিদ্যুৎবেগে তাঁহার আঘাত বিফল করিল এবং ঘোড়ার পেটের নীচ দিয়া অপর পার্শ্বে গিয়া বলিল—

"না হুজুর, এতটা সহজ মনে করবেন না। এখন আপনার তলোয়ার যে চাই!" এই কথা বলিয়াই মাচ্চ্‌ শেরিফের হাতের তলোয়ার কাড়িয়া লইয়া স্টাট্‌লিকে বলিল—"এই নাও ভাই!

শেরিফ্ তাঁর নিজের তলোয়ার তোমাকে দিয়েছেন; এখন এস দেখি, দু'জনে মিলে বেটাদের একটু শিখিয়ে দি?"

শেরিফের সৈন্যগণ প্রথমটা ত একেবারে অবাক্! ক্রমে তাহারা স্থির হইয়া মাচ্চ্ এবং উইল্ স্টাট্লিকে আক্রমণ করিল। ঠিক এই সময়ে রবিন্ হুড্ বিগল্ বাজাইয়া সঙ্কেত করিলেন। তখন ব্যাপারটা কি তাহা সৈন্যগণের বুঝিতে দেরী হইল না। চারিদিক হইতে তীর আসিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দস্যুগণ তখন গায়ের ওভারকোট ফেলিয়া, "জয় লক্স্লির জয়! জয় লক্স্লির জয়!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সৈন্যদলের উপর পড়িল। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও শেরিফের সৈন্যগণ কিছুতেই হটিল না—মাচ্চ্, স্টাট্লি ও সন্ন্যাসীর চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুদিগের আক্রমণ তাহারা কতক্ষণ সহ্য করিবে? রবিন্ হুড্ তাহাদিগের মধ্য দিয়া পথ করিয়া, স্টাট্লি, মাচ্চ্ ও সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর হইলেন। শেরিফের দুই জন সৈন্য স্টাট্লি ও সন্ন্যাসীকে মারিবার জন্য, তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ দিক্ হইতে দুইটি বল্লম তুলিয়াছে, এমন সময় রবিন্ হুড্ তলোয়ারের আঘাতে একজনের হাতের বল্লম ফেলিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য জনও তীর খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

রবিন্ হুড্কে দেখিয়া স্টাট্লি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন প্রভু! আমার ভয় হয়েছিল, বুঝি বা আপনাকে আর দেখ্তে পেলাম না।"

এদিকে শেরিফের সৈন্যদল বেগতিক দেখিয়া ক্রমে হটিতে আরম্ভ করিল বটে কিন্তু তবুও দস্যুদলের জয় হইল না। কারণ, সৈন্যগণ হটিয়া ক্রমে দরজায় আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের ইচ্ছা, পথ আটকাইয়া দস্যুদলকে শহরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। কিন্তু দস্যুদিগের অভিসন্ধি অন্যরূপ। খানিকক্ষণ সৈন্যদলের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, আবার হঠাৎ ফিরিয়া তাহারা পশ্চিম দরজার দিকে

চলিল। পশ্চিম দরজায় যে তখন পর্যন্ত আর্থার-আ-ব্লাণ্ড্ প্রহরী, শেরিফের সৈন্যদলের সেটি জানা ছিল না। দস্যুগণ এবারে ফাঁদে পড়িয়াছে মনে করিয়া, উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে, তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইল। এদিকে আর্থার দরজা খুলিয়া পোল নামাইয়া দেওয়াতে, দস্যুদল সহজেই শহরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। শেরিফের সৈন্যরা তখনই আসিয়া উপস্থিত হইল বলিয়া, আর্থার পুনরায় দরজা বন্ধ করিবার এবং পোল তুলিয়া দিবার অবসর পাইল না। বেগতিক দেখিয়া আর্থার দস্যুদলের সহিত মিশিয়া পড়িল। তখন পাহাড়ের উপর দিয়া দস্যুরা ধীরে ধীরে বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সহরের পশ্চিম দিক্ হইতে সারউড্ বনে যাইবার জন্য যে রাস্তা ছিল, পলায়নের পক্ষে সেটি একটুও নিরাপদ নহে। পাহাড়ের উপর দিয়া অনেকটা পথ যাইতে হয়, এবং রাস্তাটি একেবারেই আশ্রয়শূন্য ও খোলা। সহরের প্রাচীরের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা দিয়া শত্রুপক্ষ ক্রমাগতই দস্যুদলের উপর তীর চালাইতে লাগিল। দস্যুদল পথ চলিতে চলিতে, মাঝে মাঝে ফিরিয়া শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীর চালাইতে কসুর করিল না। যুবক সন্ন্যাসীটিও বিড় বিড় করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে, রবিন্ হুডের পাশে চলিল।

এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটি তীর আসিয়া রবিন্ হুডের হাতে লাগায়, সন্ন্যাসী ভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল। শেরিফ্ ঘোড়ায় চড়িয়া দস্যুদলের পশ্চাতে আসিতেছিলেন, তিনি রবিন্ হুডের হাতে তীর বিঁধিতে দেখিয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন—"কেমন জব্দ বাবা! এখন কিছুদিনের জন্য আর তোমার তীর চালাতে হবে না।"

রবিন্ হুড্ একটানে তাঁহার হস্তবিদ্ধ তীর তুলিয়া লইলেন, হাত হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, তিনি তাহা গ্রাহ্যই

করিলেন না। শেরিফ্‌কে বলিলেন—"তুমি মিথ্যা কথা বলছ! সমস্ত দিন তোমাকে খুঁজে পাইনি, একটি তীর তোমার জন্য রেখেছি—এই নাও" বলিয়া সেই তীরটি শেরিফের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। শেরিফ্ ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘোড়ার উপর তৎক্ষণাৎ উপুড় হইয়া পড়িলেন কিন্তু তবুও তীর তাঁহার মস্তকে গভীর ক্ষত করিয়া দিল।

শেরিফের পতন দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের আর উৎসাহ রহিল না; এই অবসরে দস্যুদল পর্বতের অনেক উপরে উঠিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তখন একটি রুমাল বাহির করিয়া রবিন্ হুডের রক্তপাত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার হাতখানা দেখিয়াই রবিন্ হুড্ চমকাইয়া উঠিয়া, তাহার মাথার হুড্‌টি ফেলিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসী স্বয়ং ম্যারিয়ান্!

রবিন্ হুড্ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"এ কি, ম্যারিয়ান্! তুমি এখানে কেমন করে এলে?" ম্যারিয়ান্ রবিন্ হুডের নিকট ধরা পড়িয়া অপরাধীর মত লজ্জিত হইলেন এবং মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—"রবিন্! আমি না এসে থাকতে পারলাম না। জানতাম তুমি কিছুতেই আসতে দিতে না, তাই সন্ন্যাসী সেজে এসেছিলাম।"

এমন সময় উইল্ স্কারলেট্ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"হায় ভগবান! এবার বুঝি আমরা সত্য সত্যই ফাঁদে পড়লাম।"

তখন সকলেই উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, পর্বতের উপরিস্থিত প্রাসাদ হইতে একদল নূতন সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চীৎকার করিতে করিতে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

বেচারি ম্যারিয়ান্ একেবারে নিরাশ হইয়া বলিলেন—"এবার দেখছি আমাদের আর পালাবার পথ রইল না।"

রবিন্ হুড্ ম্যারিয়ান্‌কে টানিয়া তাহার নিকট আনিয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নেই ম্যারিয়ান্!" ম্যারিয়ান্‌কে সাহস

দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও মন একেবারে দমিয়া গেল, তিনি পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন।

তখন হঠাৎ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, নূতন সৈন্য-দলের অগ্রে একজন যোদ্ধা হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন—তিনি স্যার রিচার্ড-অব-দি-লি। রবিন্ হুডের তখন আহ্লাদের সীমা রহিল না।

"জয় রবিন্ হুডের জয়" বলিতে বলিতে স্যার রিচার্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দস্যুদল নূতন বন্ধুর আগমনে আনন্দে অধীর হইয়া, উপরের দিকে ছুটিয়া চলিল এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত দস্যুদল লি-প্রাসাদের ভিতরে আশ্রয় হইল। শেরিফ্ তাঁহার সৈন্যদল সহ প্রাসাদের বাহিরে থাকিয়া রাগে গর্জন করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শেরিফ্ সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। প্রাচীরের উপরিস্থিত প্রহরীকে বলিলেন—"শীগ্‌গির দরজা খোল, রাজার হুকুম।"

স্যার রিচার্ড তখন প্রাচীরের উপর আসিয়া বলিলেন—"কেহে বাপু তুমি! আমার বাড়ীর সাম্‌নে এসে চেঁচামেচি করছ?"

শেরিফ্ বলিলেন—"ওরে বিশ্বাসঘাতক নাইট্! আমি কে তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। এখন ভাল চাও ত রাজার শত্রুদের বা'র ক'রে দাও। জান না, তুমি বে-আইনি কাজ করছ?"

স্যার রিচার্ড। "বিলক্ষণ জানি মশায়! কিন্তু আমার কাজের হিসাব আপনাকে দেবার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি যা করেছি আমার নিজের জায়গায়ই করেছি, তার জবাব রাজার কাছেই দেব।"

শেরিফ্ রাগে অন্ধ হইয়া বলিলেন—"বটে, তোমার এত বড় আস্পর্ধা! আমিও রাজার কাজই করতে এসেছি। এক্ষুণি যদি দস্যুদের বা'র করে না দাও, তা'হলে তোমার প্রাসাদ পুড়িয়ে দেব।"

স্যার রিচার্ড বলিলেন—"কার হুকুমে পোড়াবে? পরোয়ানা দেখাও।"

শেরিফ্ বলিলেন—"পরোয়ানা আবার দেখাব কি? আমার কথাই পরোয়ানা। জান না আমি নটিংহামের শেরিফ্?"

স্যার রিচার্ড। "সেটা আমার বিলক্ষণ জানা আছে, তবে কি না রাজার হুকুম ছাড়া আমার জায়গায় তোমার কর্তাগিরি খাটবে না! এখন যাও বাপু, মিছিমিছি বকাবকি করোনা—বাড়ী গিয়ে তোমার স্বভাবটা শোধরাও।" এই কথা বলিয়া স্যার রিচার্ড ভিতরে চলিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেরিফ্ও ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে স্যার রিচার্ড রবিন্ হুডের নিকট ফিরিয়া গিয়া, আহ্লাদে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"ভাল সময়েই তোমার সঙ্গে দেখা হলো রবিন্! ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন আমার দিন ফিরেছে। আজই মনে করেছিলাম যে, তোমার টাকাটা গিয়ে শোধ দিয়ে আস্ব।"

রবিন্ হুড্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"টাকা ত শোধ দিয়েছেন স্যার রিচার্ড।"

"তা কি করে হলো রবিন্? যা করেছি এ ত অতি সামান্য কাজ! আমি বলছি তোমার ঋণের টাকার কথা।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"সেটাও শোধ হয়ে গিয়েছে, হারফোর্ডের বিশপ্ মশাই নিজেই সে টাকা আমাকে দিয়েছেন।" স্যার রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব টাকা দিয়েছেন?" চোখ টিপিয়া রবিন্ বলিলেন—"সব টাকা।" স্যার রিচার্ড একটু হাসিলেন কিন্তু তখন সে সম্বন্ধে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বিশ্রামের পর সকলে মিলিয়া আহারাদি করিলেন। আহারের সময় লেডি রিচার্ডের সহিত রবিন্ হুডের পরিচয় হইল। লেডি রিচার্ডের স্বভাবটি বড়ই মধুর, ম্যারিয়ান্‌কে লইয়া তিনি অনেক ঠাট্টা তামাসা করিলেন। স্যার রিচার্ডের পুত্রও সেখানে উপস্থিত ছিল। বেশ সুশ্রী ছেলেটি। তাহার তেজস্বী চেহারা দেখিলেই মনে হয়, বড় হইয়া সে পিতার মতই যোদ্ধা হইবে।

দস্যুদল প্রাসাদে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন স্যার রিচার্ডের নিকট বিদায় লইল। স্যার রিচার্ড রবিন্ হুড্‌কে সেই ঋণের চারিশত মোহর লইবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রবিন হুড্ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"বিশপ্ মশাইয়ের কাছ থেকেই সে টাকা আদায় করে নিয়েছি স্যার রিচার্ড! এ টাকাটা আপনিই রাখুন, আপনার কাজে লাগ্‌বে।"

এদিকে শেরিফ্ কয়েক দিন পরই রাজার নিকট স্যার রিচার্ডের নামে অভিযোগ করিবার জন্য লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। রাজা রিচার্ড শেরিফ্‌কে ডাকাইয়া সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"তাই ত, এই রবিন্ হুডের কথা আমিও যেন শুনেছি! এদের তীরের খেলাও দেখেছি বলে মনে হয়। আচ্ছা, এরাই না ফিন্‌স্‌বারির টুর্ণামেণ্টে এসেছিল ?"

শেরিফ্ বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! এরা তখন রাজার অভয় পেয়ে এসেছিল।" "রাজার অভয় পেয়ে", এ কথা বলিয়া শেরিফ্ বড়ই ভুল করিলেন। রিচার্ড তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন —"আচ্ছা, সে দিন নটিংহামের মেলায় তারা কেমন করে এসেছিল —লুকিয়ে ?"

শেরিফ্। "আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, লুকিয়েই এসেছিল।"

রাজা। "তুমি কি তাদের আস্‌তে বারণ করেছিলে ?"

শেরিফ্। "আজ্ঞে না মহারাজ! আস্‌তে ঠিক বারণ করি নি, তবে কিনা—"

রাজা। "তবে কিনা কি, থামলে যে? পরিষ্কার করে বল।"

শেরিফ্ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! দেশের ভালর জন্যই আমরাও অভয় দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এ দস্যুগুলো এমন—" রাজা শেরিফ্‌কে বাধা দিয়া বলিলেন—"কি লজ্জার কথা! এমন বিশ্বাসঘাতকের কাজ ত অসভ্য লোকেরাও করে না, আর আমরা কিনা সভ্য ক্রিস্টিয়ান্ বলে বড়াই করি?"

শেরিফ্ লজ্জায় ও ভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"যাহোক্ শেরিফ্ মশায়! আমি এ বিষয়ের খোঁজ কর্‌ব। দস্যুদের অবশ্য শেখাতে হবে যে, ইংলণ্ডের রাজা একজনই এবং তাঁরই আইন মেনে চল্‌তে হয়।" ইহার পর শেরিফ্ বিদায় লইয়া আসিলেন। পরিষ্কার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

এই ঘটনার পনর দিন পর, রাজা রিচার্ড একদল নাইট্ সঙ্গে লইয়া স্যার রিচার্ডের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার আগমন-বার্তা পাইয়া, স্যার রিচার্ড প্রাসাদের দরজা খুলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। তিনি রাজা রিচার্ডকে দেখিতে পাইয়া হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা রিচার্ড ঘোড়া হইতে নামিয়া স্যার রিচার্ডকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রসাদে হুলুস্থূল ব্যাপার! তূরী, ভেরী প্রভৃতি নানারূপ বাজনা বাজাইয়া রাজার অভ্যর্থনা করা হইল।

বিশ্রাম এবং আহারাদির পর রাজা স্যার রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্যার রিচার্ড! শুন্‌তে পাই, তোমার বাড়ীটা না কি ডাকাতের আড্ডা হয়েছে?"

স্যার রিচার্ড বুঝিতে পারিলেন যে, শেরিফ্ রাজার কানে লাগাইয়াছেন। তিনি তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

রাজার মন বীরত্ব-পূর্ণ, রবিন্ হুডের অসমসাহসিক সমস্ত কাণ্ড শুনিয়া তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর স্যার রিচার্ডকে রবিন্ হুড্ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রবিন্ হুডের পিতার প্রতি অত্যাচারের কথা, রবিন্ হুডের শত্রুদের কথা, এমন আরও কত কথা—সমস্তই রাজা জানিতে পারিলেন।

তখন রাজা রিচার্ড হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"এমন লোকটাকে স্বচক্ষে না দেখলে চল্‌ছে না! আমি সার্‌উডে গিয়ে এই লোকটাকে একবার নিজে পরীক্ষা করে দেখব। আমার লোকজন সব রইল, একদিন পরে এদের নিয়ে আমাকে খুঁজতে যেও।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ফ্রায়ার টাকের চিকিৎসায় লিট্‌ল্ জনের হাঁটু প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে, এখন চিকিৎসার চাইতে শক্তির প্রয়োজন অধিক; রোগীকে এখন বলপূর্বক বিছানায় ধরিয়া রাখিতে হয়। ফ্রায়ার টাক্ যদি একরাশ ধর্মগ্রন্থ লিট্‌ল্ জনের পায়ের উপর চাপাইয়া, নিজে তাহার পেটের উপর না বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে জন্ নিশ্চয়ই উঠিয়া পড়িত। এইরূপ আসুরিক প্রণালীর চিকিৎসায় বাধ্য হইয়া জন্‌কে শুইয়া থাকিতে হইত। ঘা একেবারে শুকাইলে পর, ফ্রায়ার টাক্ জন্‌কে লইয়া আড্ডায় গিয়া উপস্থিত। এতদিন পর জন্‌কে সুস্থ সবল দেখিয়া, সকলের মনে আনন্দের সীমা রহিল না।

একে ঠাণ্ডা রাত্রি, সঙ্গে সঙ্গে আবার অল্প অল্প বৃষ্টি। সন্ন্যাসী টাক্ অধিক বিলম্ব না করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। আগুন জ্বালিয়া, ভিজা কাপড় বদ্‌লাইয়া আহার করিতে বসিবে, এমন

সময় দরজায় ঘা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কুকুরগুলির ভীষণ চীৎকার শুনিয়া বুঝিতে পারিল, বাহিরে কোন অচেনা আগন্তুক উপস্থিত।

সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া বলিল—"মরণ আর কি! কে হে বাপু এ রাত্রে ঝড় বাদলে এসে দরজায় ঘা দিচ্ছ? এটা হোটেল নয়। সরে পড়, আমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

আগন্তুক। "কে আছ ভেতরে, শুনতে পাও না কি? শীগ্‌গির দরজা খোল।" টাক্ রাগিয়া বলিল—"যাও বাপু চলে যাও, এখানে কিছু হবেনা। এই খানিকটা গেলে পরই গ্যামওয়েল্ শহর পাবে—সেখানে চলে যাও।"

আগন্তুক উত্তর করিল—"বাবা! গ্যামওয়েলের রাস্তাটাস্তা আমি জানি না, আর তা জানলেও যেতাম না। বাইরে থেকে ভিজে গেলাম, তুমি ত ভিতরে দিব্বি আরামে আছ। খোল বাপু দরজাটা, মিছিমিছি কেন দেরি করছ?" এই বলিয়া আগন্তুক দমাদম দরজায় আঘাত করিতে লাগিল।

টাক্—"তুমি গোল্লায় যাও! আমি বেচারি সন্ন্যাসী মানুষ, বসে বসে ভগবানের নাম করছি, আমাকে কেন জ্বালাতে এসেছ?" যাহা হউক কি আর করিবে, টাক্ মশাল জ্বালিয়া এবং একটা কুকুর সঙ্গে লইয়া গিয়া দরজা খুলিল। দরজা খুলিয়াই দেখিতে পাইল আগন্তুক একজন যোদ্ধা—কাল রংএর বর্ম আঁটা, মাথায় পালক দেওয়া কাল হেল্‌মেট্। পাশেই ঘোড়াটি দাঁড়াইয়া আছে, সেটারও গায়ে কাল রংএর মূল্যবান বর্ম।

সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই কৃষ্ণবর্ণ নাইট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, কিছু খাবার আছে কি? আজ রাত্রিটা তোমার ঘরেই থাকতে চাই, একটু জায়গা দিতে হবে যে।"

টাক্ বলিল—"স্যার নাইট্, তোমার ত দূরের কথা, তোমার ঘোড়াটার পছন্দ হয় এমন একটু জায়গাও আমার এখানে নেই।

……"একটু জায়গা দিতে হবে যে" [পৃঃ ৫০৭

আর খাবারের কথা বল্‌ছ? রুটির টুকরো আর জল ছাড়া আর কিছু নেই।"

নাইট্। "না ভাই! আমার নাকে গন্ধ লেগেছে, ভাল খাবার আছে। তুমি ত বললে না, কি আর করি, আমি নিজেই

একবার দেখি। তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমাদের আশ্রমে টাকা দেব। আমার ঘোড়ার গায়ের একটা কম্বল হলেই হলো, ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে এখন।"

আর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া নাইট্ সটান ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। একটু অভদ্রতা হইলেও, তাঁহার এইরূপ প্রভুত্বের ভাব দেখিয়া টাক্ মনে মনে সন্তুষ্ট হইল।

তারপর নাইট্‌কে বলিল—"স্যার নাইট্! আপনি বসুন। ঘোড়াটাকে আমি কিছু খাবার দিয়ে বেঁধে রাখছি। আজ রাত্রিটা আমার বিছানা এবং খাবার দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যাবে। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে—কে কাকে হুকুম করতে পারে।"

নাইট্। "তা বেশ ত, আমি রাজি আছি।"

তখন ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া রাখিয়া, সন্ন্যাসী একটি ছোট টেবিল আগুনের কাছে আনিয়া বলিল—"স্যার নাইট্! আপনার সাজ পোষাক খুলে রাখুন। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, চলুন, খাওয়া যাক্।" আহারের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প করিয়া দুইজনে পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন সন্ন্যাসীর ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্বেই, কৃষ্ণবর্ণ নাইট্ উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া আগুনের পাসে বসিয়া আছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীরও ঘুম ভাঙ্গিল। আগন্তুক তাহার পূর্বেই উঠিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, সন্ন্যাসী লজ্জিত হইয়া বলিল—"তাইত স্যার্ নাইট্! আমার বড় অন্যায় হয়েছে। কোথায় আমি আগে উঠে আপনাকে আদর যত্ন করব, না আপনিই আমার আগে উঠে পড়েছেন। এখন চলুন, একটু জলযোগ করা যাক্। কাল রাত্রে আপনি যে টাকার কথা বলেছিলেন, তা আমি আপনার কাছ থেকে নেব না। বরং আপনি যখন যাবেন, তখন দেখা যাবে আপনাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারি কি না।"

নাইট্। "আচ্ছা, এখন বল দেখি, ডাকাত রবিন্ হুড্কে কি করে পাই? রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন, রবিন্ হুড্কে একটা খবর বল্‌তে হবে। কাল সমস্ত দিন আমি খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তাকে পাই নি।"

সন্ন্যাসী। "স্যার্ নাইট্! আমি সন্ন্যাসী মানুষ, রবিন্ হুড্ টুডের কোন ধার ধারি না।"

নাইট্। "আরে না সন্ন্যাসী ঠাকুর, তা বল্‌ছি না। রবিন্ হুডের মন্দ করবার আমার কোন মতলব নেই। আমার বড় দরকার, একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

সন্ন্যাসী। "তা যদি হয় তবে চলুন আমি তাদের আড্ডায় আপনাকে পৌঁছে দেব। অনেক দিন থেকে এ বনে আছি, তাদের খবর টবর একটু আধটু কানে আসে বৈকি। তবে কিনা ধর্ম কর্ম নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকি। সেটাই আমার আসল কাজ।"

ব্ল্যাক্ নাইট্ বলিলেন—"আচ্ছা ভাই, তা'হলে এখন চল।" তখন দুইজনে সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে বনের দিকে চলিলেন। প্রায় তিন চারি মাইল আসিলে পর, হঠাৎ একটি ঝোপের ভিতর হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিয়াই, ব্ল্যাক্ নাইটের ঘোড়ার রাশ ধরিল। লোকটি রবিন্ হুড্। খানিক দূর হইতেই ফ্রায়ার টাকের সঙ্গে নাইট্কে বনের দিকে যাইতে দেখিয়া, টাকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। টাক্ যেন তাঁহাকে চিনিতেই পারিল না। রবিন্ হুড্ নাইট্কে বলিলেন—"থামুন মশাই! আজ আমি এই রাস্তায় পাহারা দিচ্ছি, হিসেব না দিয়ে কেউ এখান দিয়ে যেতে পারে না।"

নাইট্ বলিলেন—"থামতে বল্‌বার তুমি কে হে বাপু? একজন লোকের হুকুমে কাজ করা ত আমার অভ্যাস নেই।"

রবিন্ হুড্। "তা বেশ ত, আরও লোক আন্‌ছি।" এই

বলিয়া হাতে তালি দিলেন এবং হঠাৎ দশ জন বলিষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্রধারী যোদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন রবিন্ বলিলেন—"দেখুন স্যার্ নাইট্, আমরা হচ্ছি তীরন্দাজ, এই বনেই থাকি। আপনার মত বড় লোক যোদ্ধারা অনুগ্রহ করে যা কিছু দেন, তা দিয়েই আমাদের খাওয়া দাওয়া চলে। আপনার কাছে নিশ্চয়ই ঢের টাকা আছে, আমাদের কিছু দিয়ে যান।"

ব্ল্যাক নাইট্ বলিলেন—"দেখ, আমি কিন্তু রাজার দূত। রাজাও খুব কাছেই আছেন, তিনি রবিন্ হুডের সঙ্গে দেখা করতে চান, এই খবর নিয়েই আমি এসেছি।"

এই কথা শুনিয়া রবিন্ হুড্ তৎক্ষণাৎ মাথার টুপি খুলিয়া বলিলেন—"ভগবান্ আমাদের রাজার মঙ্গল করুন। আমিই হচ্ছি রবিন্ হুড্। যে লোক আমাদের রাজাকে দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় বলে না মানে, আমি নিশ্চয়ই বলছি সে নরকে যাবে।"

স্যার্ নাইট্ বলিলেন—"কথাটা একটু হুঁশিয়ার হয়ে বলো, শেষে কিন্তু শাপটা তোমার নিজের ঘাড়েই চাপবে।"

রবিন্। "কেন মশাই? আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, আমার চেয়ে বাধ্য রাজার অন্য কোন প্রজা নেই। অবশ্য পেটের জ্বালায় মাঝে মাঝে রাজার দুটো একটা হরিণ মেরে খাই বটে, কিন্তু আমার ঝগড়া হচ্ছে কেবল পাদ্রিদের সঙ্গে আর গরীবের শত্রু অত্যাচারী ব্যারনদের সঙ্গে। আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে বড় ভাল হয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আজ আপনাকে খেতে হবে।"

স্যার নাইট্ বলিলেন—"আমি শুনেছি এখানে খেলেই খরচ দিতে হয়; আমাকে কত দিতে হবে?"

রবিন্ হুড্। "না না, আপনি হচ্ছেন রাজার দূত, আপনার কাছ থেকে আর খরচ কি নেব? আচ্ছা আপনার কাছে কত টাকা আছে?"

নাইট্ বলিলেন—"আমার কাছে ত বেশী কিছু নেই, মোটে চল্লিশটি মোহর আছে। পনের দিন যাবৎ নটিংহাম সহরে রাজার সঙ্গে আছি, টাকা পয়সা অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে।" এই কথা বলিয়া চল্লিশটি মোহর রবিন্ হুডের হাতে দিলেন।

রবিন্ হুড্ চল্লিশটি মোহর লইয়া, অর্ধেক তাঁহার লোকদের দিলেন এবং বাকি অর্ধেক ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"মশায়, এই টাকাটা আপনার হাত খরচের জন্য রেখে দিন। রাজার সঙ্গে থাকা—টাকা পয়সার দরকার হবে বৈকি।"

তারপর রবিন্ হুড্ ব্ল্যাক্ নাইট্কে লইয়া তাঁহাদের আড্ডায় গেলেন। আড্ডায় পৌঁছিয়া, শিঙ্গা বাহির করিয়া তিনটি ফুঁ দিবামাত্র চারিজন সেনাপতির অধীনে চারিটি দস্যুদল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা রবিন্ হুড্কে নমস্কার করিয়া, সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিল। আর একটি সুন্দর বালক-ভৃত্য আসিয়া রবিন্ হুডের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইল।

ব্ল্যাক্ নাইট্ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"আমার লোকজন আমাকে যা মান্য করে, রবিন্ হুডের লোকেরা দেখ্ছি তাকে তার চেয়ে বেশী মান্য করে।"

ইহার পর সকলে একত্র বসিয়া আহার করিলেন। আহারের পর রবিন্ হুড্ বলিলেন—"স্যার্ নাইট্! এবারে আপনাকে কিছু তীরের খেলা দেখাব। ভালই হোক আর মন্দই হোক, দেখে আপনার যা মনে হয়, রাজাকে কিন্তু বলতে হবে।"

রবিন্ হুডের সঙ্কেত পাইয়া সকলেই তীর ধনু লইয়া প্রস্তুত হইল। অনেক দূরে মাটিতে একটি গাছের ডাল খাড়া করিয়া, তাহার ডগায় একটি ফুলের মালা রাখিয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"এইটি হচ্ছে লক্ষ্য, যে এই মালার ভিতর দিয়ে তীর চালাতে পারবে না, তাকেই এই ফ্রায়ার টাকের হাতের একটা ঘুঁসি খেতে

হবে।" ফ্রায়ার টাক্ তখন জামার আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্ল্যাক্ নাইট্ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আরে বন্ধু, তুমিই তা হলে ফ্রায়ার টাক্ ?"

ধরা পড়িয়া টাক্ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"হ্যাঁ স্যার নাইট্। আমিই ফ্রায়ার টাক্, তা অস্বীকার করব কেন ? আমি দস্যুদলের পাদ্রি। তা বলে কি তাদের ভুল হলে সাজা দেব না ?"

ডেভিড্-অব্-ডন্‌কেস্টার, স্টাট্‌লি, উইল-স্কার্‌লেট, এলান এবং লিট্‌ল্ জন্ প্রভৃতি সকলের তীরই পরিষ্কার মালাটির ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। মাচ্চ্ মনে করিল সেও একটু বাহাদুরি দেখাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বেচারির তীর মালার প্রায় এক হাত দূর দিয়া গেল।

লিট্‌ল্ জন্ তখন মাচ্চ্‌কে ডাকিল—"এস মাচ্চ, পাদ্‌রির কাছ থেকে আশীর্বাদটা নিয়ে যাও।" পাদ্‌রির আশীর্বাদ পাইয়া মাচ্চ্ ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দলের অপর লোকদের বেলাও মাচ্চ্‌এর দশা অনেকেরই ঘটিল।

শেষে রবিন্ হুডের পালা। ধনু লইয়া তিনিও লক্ষ্য করিয়া তীর চালাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তীরটির পালক ভালরূপ বাঁধা না থাকায়, তাহা লক্ষ্যের চারি আঙ্গুল দূর দিয়া চলিয়া গেল। রবিন্ হুডের প্রায়ই ভুল হয় না, সুতরাং এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে একেবারে অবাক্ !

রবিন্ হুড্ বিরক্ত হইয়া নূতন তীর লইলেন এবং অতি ত্রস্ত পর পর তিনটি তীর মারিলেন। প্রত্যেকটি পরিষ্কার মালার মধ্য দিয়াই গেল। নাইট্ ভাবিলেন—"এমন আশ্চর্য তীর চালান ত কখনও দেখি নাই !" দলের সকলেই খুব বাহবা দিতে লাগিল। কিন্তু উইল্ স্কার্‌লেট তখন গম্ভীর ভাবে রবিন্ হুডের নিকট আসিয়া বলিল—"বাস্তবিকই ভাল তীর চালিয়েছ ভাই ! কিন্তু

ভালটার দরুণ যেমন বাহবা পেয়েছ, তেমন মন্দটার দরুণ সাজাটাও নাও।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"তা কি করে হয় স্কার্‌লেট্? টাক্ হচ্ছে আমার দলের লোক, আমার অধীন, সে কি আমাকে সাজা দিতে পারে? আচ্ছা স্যার নাইট্! আপনি হচ্ছেন রাজার লোক, আপনিই না হয় আমায় সাজাটা দিন।"

ফ্রায়ার টাক্ কেন তাহা শুনিবে, সে বলিল—"না বাবা! তা কি করে হবে। আমি হচ্ছি চার্চের লোক—রাজার চেয়েও বড়।"

ব্ল্যাক্ নাইট উঠিয়া বলিলেন—"আরে, রাজার চেয়েও পাদ্রি বড় বল্‌ছ, সেটা আমাদের দেশে খাটবে না। এস রবিন্ হুড্ আমি প্রস্তুত আছি।"

নাইটের কথা শুনিয়া ফ্রায়ার টাকের ধৈর্যচ্যুতি হইল, সে বলিল—"তবে রে ফাজিল চালাক নাইট্। আমি কাল রাত্রেই বলেছিলাম, যে, দেখা যাবে আমাদের মধ্যে কে ওস্তাদ। এস, তবে এখন পরখ করে দেখা যাক্, রবিন্ হুড্ কার ঘুঁসি খাবে।"

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"বেশ ভাল কথা! চার্চের সঙ্গে রাজার লড়াই বাধিয়ে দরকার কি?"

নাইট্ বলিলেন—"তাই ভাল! অতি সহজেই হাঙ্গাম মিটে যাবে। এস সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমিই তবে আগে মার।"

টাক্। "তোমার মাথায় লোহার টুপি ও হাতে দস্তানা রয়েছে, তা কুছ পরোয়া নেই, আমার ঘুঁসি খেলে তোমাকে আর খাড়া থাক্‌তে হবে না।" এই বলিয়া টাক্ ব্ল্যাক্ নাইট্‌কে এক ভীষণ মুষ্টাঘাত করিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নাইট্ এক পাও নড়িলেন না। ফ্রায়ার টাকের আঘাত ব্যর্থ হইল দেখিয়া সকলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!

তখন হাতের দস্তানা খুলিয়া নাইট বলিলেন—"এস তবে এখন

…ব্ল্যাক্ নাইটের দারুণ আঘাতে টাক্ মাটিতে গড়াইয়া পড়িল ।

আমার ঘুঁসি খাও।" ব্ল্যাক্ নাইটের দারুণ আঘাতে টাক্ মাটিতে গড়াইয়া পড়িল !

রবিন্ হুড্ ভাবিলেন—"কি সর্বনাশ ! এর চাইতে যে ফ্রায়ার টাকের ঘুঁসিই ভাল ছিল ! এখন উপায় !"

বাস্তবিক নাইটের ঘুঁসি খাইলে রবিন্ হুডের কি দশা ঘটিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। কারণ, ঠিক এই সময়ে সম্মুখের প্রান্তরে বিগল্ বাজিয়া উঠিল, হঠাৎ কোথা হইতে একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত!

শত্রুর আশঙ্কায় রবিন হুড্ তীর ধনুক লইয়া লাফাইয়া উঠিয়া অপর সকলকেও প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সৈন্যদল নিকটে আসিলে একজন বলিল—"এ যে স্যার রিচার্ডের লোক, ঐ যে তাঁকেও দেখতে পাচ্ছি।"

বাস্তবিকই স্যার রিচার্ড। ব্ল্যাক্ নাইটের সম্মুখে আসিয়াই ঘোড়া হইতে নামিয়া, হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আশা করি, মহারাজ, আমাদের সাহায্যের কোন দরকার হয় নি?"

উইল্ স্কার্‌লেট্ তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"তাইত! এ যে সত্যসত্যই আমাদের রাজা এসেছেন।"

রবিন্ হুড্ অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনিও তখন বলিয়া উঠিলেন—"জয় সম্রাটের জয়!" তখন সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"মহারাজ! আমাদের ক্ষমা করুন। আমি রবিন্ হুড্, আপনি যতদিন বেঁচে থাক্‌বেন, আমি আমার এই দলের সহিত আপনার সেবা করব।"

রাজা রিচার্ড সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন তোমাদের দলপতি যা বলেছেন তা কি ঠিক্?"

একশত চল্লিশজন দস্যু একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মহারাজ!

রবিন্ হুড্ বলিলেন—"মহারাজ! আমরা অত্যাচারের জ্বালায় দস্যু হয়েছিলাম। এখন আমাদের অভয় দিন, আশ্রয় দিন। সারউড্ বন ছেড়ে আপনার সঙ্গে আমরা সকলেই যাব।"

রাজা রিচার্ড এই বলশালী দস্যুদলটিকে দেখিয়া ভারী খুসী হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "রাজার শরীর রক্ষক হবার উপযুক্ত দলই বটে।"

তারপর রবিন্ হুড্কে বলিলেন—"তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, আজ থেকে সকলে রাজার সেবা করবে।"

সকলে সমস্বরে বলিল—"হ্যাঁ মহারাজ! আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ থেকে রাজার সেবা করব।"

রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাদের সকলকে ক্ষমা করলাম। তোমাদের মত তীরন্দাজদের সাজা দিয়ে রাখা বড়ই অন্যায়। কিন্তু তোমাদের আর বনে বনে আমার হরিণ মেরে থাকতে দেব না, আজ থেকে তোমরা হলে আমার শরীর-রক্ষক সৈন্য দল। এখন বল দেখি, তোমাদের মধ্যে লিট্ল্ জন্ কার নাম? এস, এগিয়ে দাঁড়াও!" লিট্ল্ জন্ অগ্রসর হইয়া মাথার টুপি খুলিয়া বলিল—"এই যে মহারাজ! আমি লিট্ল্ জন্।"

লিট্ল্ জনের চেহারাটি দেখিয়া রাজার খুবই পছন্দ হইল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা লিট্ল্ জন্! তুমি জেলার কোনও রাজকর্মচারীর কাজ করতে পারবে কি? তা যদি পার, তবে আজ থেকে তোমাকে আমি নটিংহামের শেরিফ্ করলাম। আশা করি, এখন যিনি শেরিফ্ আছেন তাঁর চাইতে তুমি ভাল কাজ করবে।"

তারপর রাজা উইল্ স্কার্লেট্কে ডাকিয়া বলিলেন—"উইল্ স্কার্লেট্! তোমার কথা আমি সব জানতে পেরেছি। তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

তোমার বাবা এখন বুড়ো হয়েছেন, এখন থেকে তুমিই তাঁর কাজ-কর্ম দেখ। এবারে যখন লণ্ডনে দরবার হবে তখন তুমি যেও, তোমাকে আমি নাইট্ করে দেব।” তারপর রাজা উইল্ স্টাটলিকে ডাকিয়া বলিলেন—“স্টাট্লি! আমি তোমাকে তীরন্দাজদের সর্দার করলাম।”

ইহার পর রাজা ফ্রায়ার টাক্‌কে ডাকিলেন। ফ্রায়ার টাক্ হাতযোড় করিয়া বলিল—“মহারাজ! আমি না জেনে রাজার ওপর হাত তুলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।”

রাজা রিচার্ড হাসিয়া বলিলেন—“রাজার ওপর হাত তুলে তার শাস্তিটাও ত পেয়েছ? যাহোক্, ধর্ম এবং রাজার মধ্যে ঝগড়া হয় সেটা আমি চাই না। তোমার ঘরে এক রাত্রি আমাকে খেতে থাকতে দিয়েছিলে, আচ্ছা, তার দরুন কি চাও বলত?”

টাক্। “মহারাজ! আমি আর কিছু চাই না, শুধু মনের শান্তি চাই। সাদাসিধে লোক আমি, পেট ভরে দু’বেলা খেতে পাই, শরীরটা বেশ ভাল থাকে, মনটাও খুসী থাকে, তা’হলেই ঢের হলো—তা ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাজা রিচার্ড বলিলেন—“আরে ভাই! তুমি যে সব চেয়ে উঁচুদরের জিনিস চাও দেখছি। মনের সুখ—সেটাই ত দেওয়া মুস্কিল! আমার ত ভাই সেটা দেবার ক্ষমতা নেই? তুমি সাধু সন্ন্যাসী লোক—ভগবানের কাছে মনের সুখ ভিক্ষা কর। যদি তুমি পাও, তবে তোমার রাজার জন্যও একটু চেয়ে নিও।”

তারপর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“এলান্-আ-ডেল্ কে?” এলান্ আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন—“বটে, তুমি এলান্-আ-ডেল্? আচ্ছা, প্লিম্পটন চার্চে এক মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল, পুরুত টুরুত সব উপস্থিত ছিলেন, তুমি নাকি তখন মেয়েটিকে চুরি করেছিলে? এখন তোমার কি বলবার আছে, বল দেখি।”

এলান্ বলিল—"মহারাজ! আপনি যা শুনেছেন তা ঠিকই। আমি মেয়েটিকে খুব ভালবাসতাম, মেয়েটিও আমাকে ভালবাসত। কিন্তু সেই নরম্যান লর্ডটি মেয়ের সম্পত্তির লোভে তাকে জোর করে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন।"

রাজা। "আর সেই সম্পত্তি এখন হারফোর্ডের বিশপ মহাশয় দখল করেছেন। কিন্তু তাঁকে সেটা ছাড়তেই হবে। কাল থেকে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সেটা দখল কর এবং রাজার সেবায় সুখে দিন কাটাও।"

তারপর হঠাৎ রাজার রবিন্ হুডের কথা মনে পড়িল। রবিন্ হুড্ এতক্ষণ তাঁহার না জানি কি শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তাহাই ভাবিতেছিলেন। রাজা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আচ্ছা রবিন্ হুড্! তুমি না একটি মেয়েকে ভালবাসতে? মেয়েটি রাণীর সখী ছিল, তার নাম না ম্যারিয়ান্? তাকে কি তুমি ভুলে গিয়েছ? সে এখন কোথায়?"

রাজার কথা শুনিয়া বালক ভৃত্যের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"না মহারাজ। রবিন্ আমাকে ভুলে যান নি।"

ম্যারিয়ান্‌কে দেখিয়া রাজা রিচার্ড তাঁহার হস্তচুম্বন করিয়া বলিলেন—"রবিন্! আমি ঠিকই ভেবেছিলাম—তুমি রাজার চেয়েও সুখে আছ। আচ্ছা ম্যারিয়ান্! তুমি না স্বর্গীয় আরল্-অব-হান্টিংডনের একমাত্র মেয়ে?"

ম্যারিয়ান্ বলিলেন—"হাঁ মহারাজ! কিন্তু লোকে বলে যে, রবিন্ হুডের পিতাই আসল আরল-অব-হান্টিংডন ছিলেন। যা হোক্ তাতে কারও কোন সুবিধা হয় নি, কারণ, সেই সম্পত্তি এখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

রাজা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"তা যদি হয়ে থাকে, তবে এখনই তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পাছে তোমরা দু'জনে আবার

"রবিন্ অগ্রসর হইয়া রাজার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। রাজা রিচার্ড তাঁহার তলোয়ার দিয়া...ওঠ রবার্ট ফিট্‌জুত।... [পৃঃ ৫১৮

তা নিয়ে ঝগড়া কর, তাই তু'জনকেই আমি সে সম্পত্তি দিলাম। এস রবিন্ হুড্! এগিয়ে এস।"

রবিন্ অগ্রসর হইয়া রাজার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন।

রাজা রিচার্ড তাঁহার তলোয়ার দিয়া রবিন্ হুডের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন— "ওঠ রবার্ট ফিটজুত্! তোমাকে আমি আজ আরল্-অব-হান্টিংডন করলাম।" রাজার এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে অধীর হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তারপর রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"লর্ড হান্টিংডন! তোমাকে আমি প্রথম হুকুম করছি যে, শীঘ্রই তুমি ম্যারিয়ান্‌কে বিয়ে কর।"

তখন ম্যারিয়ান্‌কে তাঁহার আরও নিকটে টানিয়া লইয়া রবিন্ হুড্ বলিলেন—"ভগবান করুন, আমি যেন মহারাজের হুকুম সব সময় মেনে চলি। আর যদি ম্যারিয়ান্ রাজি হন, তবে কালই আমাদের বিয়ে হতে পারে।"

রাজা। "কই, ম্যারিয়ান্ ত কোন আপত্তি করছে না? তাহলে আমিই কন্যাকর্তা হয়ে বিয়ে দেব।"

এইরূপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনের এই অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া রাজা রিচার্ড বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল, রাজা সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া, পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারের পর রাজার তুষ্টির জন্য এলান্ তাহার বীণা বাজাইয়া গান করিল। রাজা রিচার্ড অনেকক্ষণ পর্যন্ত গান শুনিলেন। বনবাসের এই শেষ রজনী—রবিন্ হুডের এই আমোদ আহ্লাদের মধ্যেও একটু দুঃখের ভাব দেখা দিল। আবার তাহার পরক্ষণেই ভাবিলেন যে ম্যারিয়ানের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ-সেবায় সুখে দিন কাটিয়া যাইবে।

ক্রমে রাত্রি অধিক হওয়ায়, একে একে সকলেই শয়ন করিতে গেল। রাজা রিচার্ড ইচ্ছা করিয়াই সকলের সঙ্গে বাহিরে শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে মিলিয়া নটিংহাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্বপ্রথম রাজা রিচার্ড, তাঁহার পশ্চাৎ স্যার রিচার্ড

ও তাঁহার সৈন্যদল, তৎপশ্চাৎ রবিন্ হুড্ ও ম্যারিয়ান্, তারপর এলান্ ও তাহার স্ত্রী এবং অপর সকলে দল বাঁধিয়া চলিল।

নটিংহামের দরজায় উপস্থিত হইলে, প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কে আসছেন?" একজন বলিল—"দরজা খোল শীগ্‌গির, রাজা রিচার্ড এসেছেন।" প্রহরী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিল, পোল নামান হইল, রাজা দলবল লইয়া শহরে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজার আগমন বার্তা সহরময় ছড়াইয়া পড়িল—চারিদিক হইতে "জয় সম্রাটের জয়", "জয় সম্রাটের জয়" বলিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

রাজার আগমন বার্তা পাইয়া শেরিফ্ মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার সঙ্গে স্যার রিচার্ড এবং রবিন্ হুড্‌কে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া রাজাকে হাঁটু গাড়িয়া নমস্কার করিলেন।

শেরিফ্‌কে দেখিয়া রাজা বলিলেন—"শেরিফ্ মহাশয়! কথা ঠিক হলো কি? এই দেখুন, সব ডাকাত নিয়ে এসেছি, এরা সকলেই এখন রাজার চাকর। পাছে আবার কোন গোল হয়, তাই মনে করেছি, এ জেলার ভারটা এমন একজন লোকের উপর দেব, যে নাকি কাউকে ভয় করে চলবে না। এই মাস্টার লিট্‌ল্ জন্ এখন থেকে নটিংহামের শেরিফ্ হলেন, আপনি সহরের চাবির গোছাটি এখনই একে দিন।"

শেরিফ্ মাথা নীচু করিয়া সম্মতি জানাইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস পাইলেন না। হারফোর্ডের বিশপ্‌ও রাজার আগমন সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে রাজা বলিলেন —"লর্ড বিশপ্ মহাশয়! আপনার দুষ্কার্যের গন্ধ আমাদের নাকেও এসেছে। আপনি অনেক লোকের সম্পত্তি গ্রাস করেছেন। এ কাজ পাদ্‌রির উপযুক্ত হয়নি, আপনাকে পরে হিসাব দিতে হবে। আর আজ বিকেলে নটিংহামের গির্জায় একটি

বিয়েতে আপনাকে পুরোহিতের কাজ করতে হবে। এখন যান, তার জন্য প্রস্তুত হোন গিয়ে।” বিশপ্ ভয় পাইয়াছিলেন, না জানি কত তিরস্কার শুনিতে হইবে; তাই তাড়াতাড়ি রাজাকে নমস্কার করিয়া, “যে আজ্ঞে” বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

নটিংহামের প্রাসাদে সে দিন খুব সমারোহ করিয়া দরবার হইল। বিকালে নটিংহাম চার্চে বিবাহ সভায় যাইবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইলেন। হারফোর্ডের বিশপ্ পূর্ব হইতেই সাজিয়া গুজিয়া চার্চে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ফ্রায়ার টাক্‌ও সেখানে প্রস্তুত ছিল।

বর-কন্যা আসিলে পর, বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা রিচার্ড স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

বিবাহের পর উইল্ স্কার্‌লেটের বিশেষ অনুরোধে, রাজা রিচার্ড দলবল সহ গ্যামওয়েল লজে গেলেন। স্কার্‌লেটের বৃদ্ধ পতা স্কোয়ার জর্জ সকলকে পাইয়া মহা খুসী, আহ্লাদে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই রাত্রে গ্যামওয়েল লজে রাজার সম্মানার্থ মহা ভোজ হইয়াছিল।

পরদিন স্যার রিচার্ডের নিমন্ত্রণে রাজা সকলকে লইয়া প্রাসাদে গেলেন। এইরূপ আমোদ আহ্লাদ এবং ভোজের ধূমধামে নূতন আরল্-অব-হান্টিংডন রবিন্ হুডের বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রবিন্ হুড্ বিবাহের পর ম্যারিয়ান্‌কে লইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আমার গল্পটি এখানে শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিবাহের পরও রবিন্ হুড্ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই আমার গল্প এখানে শেষ হইল না।

রাজা রিচার্ড রবিন্ হুডের সাহায্যে, নর্‌ম্যান ব্যারনদের সহিত তাঁহার পুরাতন কলহ মিটমাট করিয়া, লণ্ডন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নূতন আরল্-অব-হান্টিংডন সস্ত্রীক রাজার সঙ্গে গেলেন। লেডি হান্টিংডন লণ্ডনে গিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিলেন, তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শরীররক্ষক তীরন্দাজ দলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ লণ্ডনে রাখিয়া অপর ভাগকে রাজা বনরক্ষার জন্য, সারউড্ এবং বার্ণস্ ডেল্ বনে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। অলস ভাবে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া রবিন্ হুডের আর ভাল লাগে না—সারউডের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর কিছুতেই সহরে থাকিতে পারিলেন না; রাজার অনুমতি লইয়া ম্যারিয়ানের সহিত দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই দেশ ভ্রমণই রবিনের জীবনে দুঃখ আনিল, তাঁহার জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ম্যারিয়ান্ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ম্যারিয়ানের মৃত্যুর পর, রবিন্ হুড্ পাগলের মত নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। অগত্যা তিনি পুনরায় লণ্ডনেই ফিরিয়া আসিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা রিচার্ড তখন পুনরায় ধর্মযুদ্ধে প্যালেস্টাইনে চলিয়া গিয়াছিলেন। রিচার্ডের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ জন্ কর্তা—রবিন্ হুডের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও ছিল না।

রবিন্ হুড্ ফিরিয়া আসিলে, যুবরাজ জন্ বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এখানে আর কেন, তুমি গ্রীণউডেই ফিরে যাও, বেশ করে রাজার হরিণগুলো মেরে খাওগে। রাজা রিচার্ড ফিরে এলেই তোমাকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী করে দেবেন!"

যুবরাজ জনের এই বিদ্রূপ রবিন্ হুডের সহ্য হইল না, তাঁহাকে

তখনই অত্যন্ত কর্কশ কথা শুনাইয়া দিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইল।

সপ্তাহ কয়েক আবদ্ধ থাকিলে পর, প্রভুভক্ত স্টাট্‌লি অপর তীরন্দাজদিগের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করিল। সকলে মিলিয়া পুনরায় সার্‌উড বনে ফিরিয়া আসিলেন।

বনের নির্মল বাতাস শরীরে লাগিবামাত্র, রবিন্ হুডের হৃদয় উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। শিঙ্গা লইয়া সেই পুরাতন আহ্বান ধ্বনি করিবামাত্র, বনরক্ষকগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে তাহারা দলপতি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ রিচার্ড বিদেশেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জন ইংলণ্ডের রাজা হইলেন।

ইহার পর একদিন হঠাৎ লিট্‌ল্ জন্‌ও সারউডে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়াই রবিন্ আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাই জন্! আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে এসেছ বুঝি?"

জন্ বলিল—"তা নয়, ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ! নতুন রাজা আমাকে জবাব দিয়েছেন। তা ভালই হলো, আমিও তাই চাইছিলাম। এখানে আসবার জন্য আমার মন পাগল হয়ে উঠেছিল।"

ক্রমে রাজার সৈন্যদল আসিয়া দস্যুদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। রবিন্ হুড্ সারউড্ পরিত্যাগ করিয়া দলবল সহ হ্যাডন হলের নিকটবর্তী ডার্বিসায়ারে চলিয়া গেলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কথিত আছে যে, একবৎসর কাল পর্যন্ত নাকি রবিন্ রাজশক্তি অগ্রাহ্য করিয়া এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একটি যুদ্ধে রবিন্ হুড্ আহত হন। আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না বটে কিন্তু প্রতিদিন তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

একদিন তিনি একটি ধর্মাশ্রমের নিকট দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। অতি কষ্টে ঘোড়া হইতে নামিয়া ধর্মাশ্রমের দরজায় আঘাত করিলেন। তখন, কাল কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢাকা একজন সন্ন্যাসিনী আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি দরজায় ঘা দিচ্ছ? এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।" রবিন্ হুড্ মিনতি করিয়া বলিলেন—"ভগবানের দোহাই, দরজা খুলে দিন। আমি রবিন্ হুড্—জ্বরে কষ্ট পাচ্ছি।"

রবিন্ হুড্ নাম শুনিয়াই সন্ন্যাসিনী চমকিয়া উঠিলেন। তারপর খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। রবিন্ হুড্‌কে অজ্ঞানপ্রায় দেখিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া উপরে একটি ঘরে লইয়া গেলেন এবং মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিলে পর রবিন্ হুডের জ্ঞান হইল। তখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"মহাশয়! আপনার শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বা'র ক'রে দিলে এখনই আপনার জ্বর ছেড়ে যাবে। আমার কাছে ছুরি আছে, বলেন ত আপনার শিরা কেটে রক্ত বা'র করে দিই।"

রবিন্ হুডের অনুমতি পাইয়া সন্ন্যাসিনী তাঁহার শিরা কাটিয়া দিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতে রবিন্ হুডের শরীর বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িল, তাঁহার উঠিবার শক্তি রহিল না।

এই সন্ন্যাসিনী সম্বন্ধে লোকের নানা রকম মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলে, ভালর জন্যই সন্ন্যাসিনী এই কাজ করেন। আবার কেহ বলেন, তিনি সেই শেরিফ্-কন্যা—রবিন্ হুড্‌কে হাতে পাইয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

যাহা হউক, রবিন্ হুড্ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া, দুর্বল-কণ্ঠে যতটা পারেন, সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না! হঠাৎ তাঁহার শিঙ্গার কথা মনে পড়িল, শিঙ্গাটি লইয়া দুর্বল শরীরে অস্পষ্ট তিনটি ফুঁ দিলেন।

ইহার পর রবিন্ হুড্ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি আবার বনে দলের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর "ঐ যে সুন্দর হরিণটি যাচ্ছে, উইল্! এলান্, তুমি কি সুন্দর বীণা বাজাচ্ছ! কি সুন্দর আলো হয়েছে! আ ম্যারিয়ান্! এই যে আমার ম্যারিয়ান্ এসেছেন!" এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে রবিন্ চলিয়া গেলেন।

রবিন্ হুড্ আর নাই, কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্তি আজ পর্যন্ত জগতে সকলের হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে!

—সমাপ্ত—